ষট্‌ত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

"গোপাল কোথায়।"

বিপদ কখন একাকী আইসে না। একবার আসিতে আরম্ভ করিলে দলবদ্ধ হইয়া আসিতে থাকে। হেমচন্দ্রের পিতার মৃত্যু হইয়াছে। পরিবারেরা সে কথা বিস্মৃত হইতে না হইতেই হেমচন্দ্র বসন্ত রোগে আক্রান্ত হইলেন। সে বৎসর কলিকাতায় ভয়ানক বসন্তের প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল এবং ঐ রোগে বহুসংখ্যক লোক কালগ্রাসে পতিত হয়। কলেজের এক জন সুবিজ্ঞ বহুদর্শী ডাক্তার তৎকালে কলিকাতার বায়ু পরীক্ষা করিয়া তন্মধ্যে বসন্তের পুঁয দেখিতে পাইয়াছিলেন। যাহাদের একবার বসন্ত হইয়া গিয়াছে, তাহাদেরও পুনরায় বসন্ত হইয়াছিল।

হেমচন্দ্রের জ্বর হইয়া তৃতীয় দিবসে তাঁহার শরীরে বসন্তের গুটী দেখা দিল। হেমচন্দ্র গোপালকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসিলেন, "গোপাল, তোমার টীকা হয়েছে?" গোপাল উত্তর করিলেন, "হাঁ হয়েছে।" তখন হেম কহিলেন, "আমার শরীরে বসন্ত দেখা দিয়েছে; তোমরা সাবধান হয়ে থাকো।"

গোপাল হেমের শরীরের প্রতি দৃষ্টি করিলেন। দেখিলেন, সর্ব্বাঙ্গ ব্যাপিয়া ছোট ছোট লাল রঙ্গের ঘামাচির ন্যায় গুটী হইয়াছে। দেখিয়া তাঁহার শরীর কম্পিত হইল। কিন্তু হেমকে কিছু বলিলেন না, নিজে চাদর লইয়া অবিলম্বে ডাক্তারের নিকট

গেলেন। ডাক্তার সাহেব, আসিয়া পরীক্ষা করিয়া বলিলেন, "হাঁ, বসন্তই বটে।"

দুই তিন দিবসের মধ্যে হেমের সর্ব্বশরীর স্ফীত হইল। কণ্ঠার বেদনায় তাঁহার কথা কহিবার, এমন কি জলটুকু পর্য্যন্ত গলাধঃকরণ করিবার, শক্তি রহিল না। তিনি সমস্ত দিবস অনাহারে ও নীরবে শয্যায় শয়ন করিয়া থাকেন।

গোপালের আহার নিদ্রা নাই। নিয়তই হেমের বিছানার পার্শ্বে বসিয়া থাকেন। আহারের সময় সেইখানে তাঁহাকে চারিটি অন্ন দিয়া যায়; কোন দিন খান, কোন দিন বা যেমন ভাত তেমনি পড়িয়া থাকে। হেম এক দিবস অতি কষ্টে কহিলেন, "গোপাল, ভাই তুমি এখানে সমস্ত দিন বসে থেকো না, কি জানি যদি তোমার বসন্ত হয়।" গোপাল কোন উত্তর করিলেন না।

কিয়ৎক্ষণ পরে হেম জিজ্ঞাসা করিলেন, "গোপাল, আমার ব্যারামের কথা বাড়ীতে কি কারুকে লিখেছ?"

গোপাল উত্তর করিলেন, "না। কাহাকেও লিখি নাই।"

হেম কহিলেন, "তবে আর কারুকে লিখ না।"

একটু পরে গোপাল জিজ্ঞাসা করিলেন, "দাদা, বাড়ী থেকে দুখানি চিঠি এসেছে পোড়্বে কি?"

হেম উত্তর করিলেন, "তুমি খুলে পড়ো। পড়ে যে উত্তর লিখ্তে হয়, লিখে দাও। আমার পীড়ার কথা উল্লেখ কোরো না।"

গোপাল চিঠি পড়িয়া জবাব দিলেন, "সকলে ভালো আছে।"

ইহার দুই তিন দিবস পরে হেমের আর সংজ্ঞা রহিল না, সমস্ত দিন রাত কেবল প্রলাপ বকেন। তন্মধ্যে স্বর্ণ ও গোপালের

নামই অধিক। গোপাল শিয়রে উপবেশন করিয়া ক্রমাগত নেত্রযুগল হইতে বাষ্পবারি বিসর্জ্জন করিতে থাকেন।

শ্যামা আপনার কাজকর্ম্ম সমাধা করিয়া হেমের নিকট সমস্ত দিবস বসিয়া থাকেন। এক দিবস অশ্রুপূর্ণনয়নে গোপাল জিজ্ঞাসা করিলেন, "দিদি, এমন হোয়ে কেউ কি বাঁচে?"

শ্যামা উত্তর করিল, "ভয় কি? এ তো সামান্য বসন্ত হয়েছে। আমি এর অপেক্ষা কত বেশী বসন্তওয়ালা রোগীকে বাঁচ্‌তে দেখেছি।"

গোপাল কহিলেন, "আমার মাথার দিব্বি, বল দেখি বাঁচে কি না?" শ্যামা কহিল, "আমি কি মিথ্যা বোল্‌ছি? কত লোক এর চাইতে বেশী বসন্ত হয়ে বেঁচে উঠেছে।"

গোপাল ক্ষণকাল অশ্রুপূর্ণনয়নে নীরবে বসিয়া আছেন, এমন সময়ে রাস্তায় গাড়ীর শব্দ হইল এবং হেমচন্দ্রের বাসার কাছে আসিয়া শব্দ থামিয়া গেল। গোপাল শ্যামাকে কহিলেন, "দিদি, দেখ দেখি বুঝি ডাক্তার সাহেব এসেছেন?"

শ্যামা উঠিয়া গিয়া দরজা খুলিয়া দিল। ডাক্তার সাহেবই এসেছেন। ডাক্তার সাহেব রোগীর শয্যার নিকট আসিয়া পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে রোগীকে নিরীক্ষণ করিয়া তাঁহার হস্ত ধরিয়া নাড়ীর গতি দেখিলেন। পরে মুখ বক্র করিয়া কহিলেন, "এরূপ অজ্ঞানের ভাব কতক্ষণ পর্য্যন্ত হয়েছে?"

গোপাল উত্তর করিলেন, "আজ সকাল বেলা পর্য্যন্ত আর একটিও কথা কন নাই।"

ডাক্তার সাহেব আবার মুখ বক্র করিলেন।

গোপাল ডাক্তার সাহেবকে জিজ্ঞাসিলেন, "রোগ কি কঠিন হয়েছে?"

ডাক্তার সাহেব উত্তর করিলেন, "খালি কঠিন নয়, রোগ সাংঘাতিক হয়েছে।"

গোপালের চক্ষু হইতে জলধারা বহিতে লাগিল। তদ্দর্শনে ডাক্তার সাহেব কহিলেন, "কেঁদো না। যত্নপূর্ব্বক রোগীর সেবা শুশ্রূষা করো; এখনও বাঁচবার আশা আছে।"

গোপাল আশ্বস্ত হইলেন। ডাক্তার সাহেব যাহা করিতে বলিলেন, সে সমস্ত লিখিয়া লইলেন এবং ঠিক সেইরূপ রোগীর শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন।

ডাক্তার সাহেব চলিয়া গেলে গোপাল শ্যামাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "দিদি, এতদিন বাড়ীতে কোন খবর পাঠাই নাই, কিন্তু এখন আর চুপ কোরে থাকা যায় না, তুমি কি বলো?"

শ্যামা কহিল, "খবর পাঠান উচিত। যদি এখানে ভালো মন্দ ঘটে, তা হোলে তাঁরা ভাব্‌বেন যে পরের হাতে পোড়ে কিছু শুশ্রূষা হয় নাই; বিনা চিকিৎসায়, বিনা যত্নে মারা পড়েছেন।"

গোপাল শ্যামার কথা শুনিয়া স্বর্ণলতাকে একখানি পত্র লিখিলেন।

"স্বর্ণ!

দাদার অত্যন্ত বসন্ত হইয়াছে। এত দিন তোমাদিগকে বলিতে দেন নাই। অদ্য প্রাতঃকাল অবধি তাঁহার এক রকম চৈতন্য নাই বলিলে হয়। ডাক্তার বলিয়াছেন, এখনও জীবনের

আশা করা যাইতে পারে। যদি তোমরা আসিতে ইচ্ছা কর, তবে আসিবে। আমি ও শ্যামা যথাসাধ্য শুশ্রূষা করিতেছি।”

শ্রীগোপালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

পত্র ডাকে পাঠাইয়া গোপালের চিত্তচাঞ্চল্যের পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক লাঘব হইল। কোন অনিষ্ট হইলে পাছে লোকে বলে বিনা চিকিৎসায় কিম্বা বিনা যত্নে মারা পড়িয়াছে, এই ভয়ে তিনি প্রায় ম্রিয়মাণ হইয়াছিলেন।

গোপাল নিয়তই হেমের বিছানার পার্শ্বে বসিয়া থাকেন। তাঁহার আহার নিদ্রা নাই। আর কাহাকেও হেমের নিকট রাখিয়া তাঁহার মন স্বচ্ছন্দে থাকে না। হেম ওষ্ঠ নাড়িলেই তিনি টের পান কোন্ দ্রব্য চাহিতেছেন। আর কেহই তাহা টের পায় না।

গোপালের চিঠি পাইয়া স্বর্ণলতা ও তাঁহার পিতামহী যৎপরোনাস্তি চিন্তিত হইলেন। গৃহে যাহা যেখানে ছিল, সেইখানেই রাখিয়া দুইজনে পাল্কী করিয়া রেলওয়ে ষ্টেশনে আসিলেন। কিন্তু কলিকাতার মধ্যে হেমের বাসা কোথায়, তাঁহারা কেহই জানেন না। শ্রীরামপুরের নিকটে তাঁহাদিগের গুরুঠাকুরের বাড়ী। স্বর্ণের পিতামহী কহিলেন, “স্বর্ণ, চল আমরা প্রথমে গুরুঠাকুরের বাড়ী যাই। আমি তাঁর বাড়ী চিনি। সেখান থেকে একজন লোক সঙ্গে নিয়ে কলিকাতায় যাবো।”

স্বর্ণ সম্মত হইলেন। উভয়ে টিকট লইয়া বাষ্পীয় শকটারোহণে সন্ধ্যার সময় গুরুঠাকুরের বাটী পৌঁছিলেন।

গুরুদেবের নাম শশাঙ্কশেখর স্মৃতিগিরি। তিনি স্বর্ণলতার

ও তাঁহার পিতামহীর আগমন শ্রবণ করিয়া আগ্রহ সহকারে দ্বারে গিয়া তাঁহাদিগকে আনিলেন। স্বর্ণলতার পিতামহী সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিয়া কহিলেন, "গুরুদেব, হেমের অত্যন্ত পীড়া হইয়াছে, জীবনসংশয়। আমরা তা'র বাসায় যাবো। কিন্তু তা'র বাসা কোথায়, তা জানি না। এজন্য আপনার এখানে এসেছি। এক জন চাকর যদি সঙ্গে দেন, তা হলে আমরা অনায়াসে বাসা অনুসন্ধান করে নিতে পারি।" গুরুদেব কহিলেন, "চাকর দরকার কি, আমি নিজেই যেতে প্রস্তুত আছি। কিন্তু পীড়াটা কি? তজ্জন্য কিছু দৈবকার্য্য কোর্‌লে ভাল হয় না?"

স্বর্ণলতার পিতামহী কহিলেন, "পীড়া বসন্ত! আপনাদের অভিপ্রায়ে যদি দৈব শান্তি কোর্‌লে ভাল হয়, তা করুন, খরচ পত্রের জন্য সঙ্কুচিত হবেন না।" এই বলিয়া অঞ্চল হইতে একখানি ৫০৲ টাকার নোট খুলিয়া দিলেন।

গুরুঠাকুর আলোকের নিকট গিয়া নোটখানি দর্শন করিলেন। আহ্লাদের হাসি তাঁহার আর অধরে ধরে না, কিন্তু মনোগত ভাব গোপন করিয়া তাঁহাদিগের নিকট আসিয়া কহিলেন, "আচ্ছা আপাততঃ যা দিয়াছ, তাতেই ব্যয় সমাধা হবে, কিন্তু সমস্ত স্বস্ত্যয়ন যে ঐ খরচে হবে, তাহা আমার বোধ হয় না।"

স্বর্ণের পিতামহী কহিলেন, "আপনি ঐ টাকায় আরম্ভ করুন, এর পর যা লাগ্‌বে, তা দেওয়া যাবে।"

ঠাকুরমহাশয় কহিলেন, "তা যেন হ'লো, কিন্তু আজ রাত্রে তোমরা কি প্রকারে কলিকাতায় যাবে, আমি স্থির কোর্‌তে পার্‌ছি না।"

স্বর্ণলতার পিতামহী কহিলেন, "কেন আর গাড়ী নাই ?"

গুরুঠাকুর উত্তর করিলেন "না।" স্বর্ণলতার পিতামহী কহিলেন, "তবে একখানা নৌকা ভাড়া করিয়া দিন। আমাদের না গেলেই নয়।"

স্বর্ণলতার পিতামহীর আগ্রহাতিশয্য দর্শন করিয়া গুরুদেব গঙ্গাতীরে এক জন লোক পাঠাইয়া দিলেন। একটু পরে সে ফিরিয়া আসিয়া কহিল, "আজ নৌকা যাবে না।"

স্বর্ণলতা ও তাঁহার পিতামহী অগত্যা গুরুদেবের আলয়ে সে রাত্রি যাপন করিলেন। পর দিবস, প্রাতঃকালে সূর্য্য না উঠিতে উঠিতেই উভয়ে শয্যাত্যাগ করিয়া কলিকাতায় যাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছেন। ক্ষণকাল বিলম্বে শশাঙ্কশেখর গাত্রোত্থান করিলেন; এবং শিষ্য বাড়ী আসিয়াছে বলিয়া, কপালময় গঙ্গামৃত্তিকার ফোঁটা কাটিয়া স্বর্ণলতা ও তদীয় পিতামহীর নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন। গুরুঠাকুরের দর্শন পাইয়া স্বর্ণলতা ও তাঁহার পিতামহী উভয়ে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিলেন। শশাঙ্কশেখর "দীর্ঘায়ুরস্তু" বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। অনন্তর উভয়কেই কলিকাতায় যাইতে প্রস্তুত দেখিয়া জিজ্ঞাসিলেন, "স্বর্ণের টীকা হইয়াছে ?"

স্বর্ণের পিতামহী উত্তর করিলেন, "আমাদের পুরুষানুক্রমে টীকা নাই। স্বর্ণের টীকা হয় নাই।"

গুরুঠাকুর কহিলেন, "তবে স্বর্ণের কলিকাতা যাওয়া আমার মতে উচিত বোধ হচ্ছে না।"

স্বর্ণের পিতামহী কহিলেন, "আপনার যে অভিপ্রায়, আমরা সেইমত কার্য্য কোর্‌বো।"

শশাঙ্কশেখর কহিলেন, "তবে স্বর্ণকে আমার বাটী রেখে তুমি কলিকাতায় যাও। নচেৎ স্বর্ণেরও নিশ্চয় বসন্ত হবে।"

স্বর্ণলতার পিতামহী তাহাতে সম্মত হইলেন। স্বর্ণ কহিলেন, "আমি কলিকাতায় যাবো, তাহাতে আমার বসন্ত হয় তাও স্বীকার।"

তাঁহার পিতামহী কহিলেন, "স্বর্ণ, তোমার যাওয়া হয় না। প্রথমতঃ, তোমার টীকা হয় নাই; দ্বিতীয়তঃ গুরুদেব নিষেধ কোরছেন। এ অবস্থায় তোমাকে কি কোরে কলিকাতায় নিয়ে যাই?"

স্বর্ণ চুপ করিয়া রহিলেন। গুরুদেব কহিলেন, "না, তুমি এইখানেই থাক। হেম কেমন থাকে, তুমি প্রত্যহই খবর পাবে।"

স্বর্ণলতা অগত্যা গুরুর আলয়ে বাস করিতে সম্মতা হইলেন। শশাঙ্কশেখর স্বর্ণের পিতামহীকে সমভিব্যাহারে লইয়া কলিকাতায় উপনীত হইলেন।

অদ্য তিন দিবস হেমচন্দ্র অজ্ঞান হইয়া আছেন। ডাক্তার সাহেব প্রাতঃকালে নিয়মিতরূপে রোগীকে দেখিতে আসিলেন। হেমের চেহারার কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন হইয়াছে। ডাক্তার সাহেব প্রফুল্ল হইলেন। ঘড়ি খুলিয়া হাত দেখিয়া কহিলেন, "আর ভয় নাই, এ যাত্রা রক্ষা পাইলেন।"

শুনিয়া গোপাল যারপরনাই আহ্লাদিত হইলেন। এমন সময় হেমের পিতামহী ও শশাঙ্কশেখর আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বাটী পৌছিবামাত্রই তাঁহারা হেমের শয়নাগারে গমন করিলেন।

হেম চক্ষুরুন্মীলন করিয়া গোপালকে দেখিতে না পাইয়া কহিলেন, "গোপাল।"

তাঁহার পিতামহী কহিলেন, "এই দাদা, আমি এসেছি, কি চাও?" এই বলিয়া তিনি শয্যার পার্শ্বে উপবেশন করিলেন।

হেম কহিলেন, "গোপাল কোথায়?"

সপ্তত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

"শেয়ানে শেয়ানে কোলাকুলি।"

শশাঙ্কশেখর স্মৃতিগিরি হেমের পিতামহীকে কলিকাতায় রাখিয়া সেই দিবসই বাটী আসিলেন। স্বর্ণলতা শশাঙ্কশেখরকে জিজ্ঞাসিলেন, "দাদাকে কেমন দেখে এলেন?"

শশাঙ্ক উত্তর করিলেন, "কোন চিন্তা নাই। তাঁর পীড়া অনেক বিশেষ হয়েছে। সত্বরই আরোগ্য লাভ কোরবেন।"

শশাঙ্কশেখরের কথা শুনিয়া স্বর্ণলতা অনেক আশ্বস্ত হইলেন ও জিজ্ঞাসিলেন, "আমি সেখানে কবে যেতে পার্‌বো?"

শশাঙ্কশেখর উত্তর করিলেন, "তিনি ভালো কোরে আরোগ্য না হোলে তোমার সেখানে যাওয়া উচিত নয়। কি জানি যদি তোমারও বসন্ত হয়। কিন্তু তুমি এত ব্যস্ত হয়েছ কেন স্বর্ণ? তোমার কি এখানে অযত্ন হচ্ছে?"

স্বর্ণলতা আগ্রহ সহকারে উত্তর করিলেন, "না না, আমার কোনই অযত্ন হয় নাই। আমি ভাব্‌ছি দাদার পাছে কোন অযত্ন হয়। সেই জন্যই আমি যেতে এত ব্যগ্র হয়েছি।"

শশাঙ্কশেখর বলিলেন, "সে বিষয়ে কোন চিন্তা কোরো না মা। সেখানে যে গোপাল নামে ছেলেটি আছে, সে থাক্‌তে তোমার দাদার কোন অযত্ন হবে না। স্বর্ণ, গোপাল তোমার দাদার যেরূপ সেবা শুশ্রূষা কোর্‌ছে, অমন কেউ কারুকে করে না।"

শশাঙ্কের কথা শুনিয়া স্বর্ণের হৃদয়ে অনির্ব্বচনীয় আহ্লাদের সঞ্চার হইল। তিনি আর কিছু কহিলেন না। শশাঙ্কও তথা হইতে চলিয়া গেলেন।

বহির্দ্বারে গিয়া শশাঙ্ক আপন ভৃত্যকে দিয়া তাঁহার প্রতিবাসী হরিদাস মুখোপাধ্যায়কে ডাকিলেন। হরিদাস আসিয়া নমস্কার করিয়া জিজ্ঞাসিলেন, "আমাকে ডাক্‌লে কেন?"

শশাঙ্ক কহিলেন, "একটা বড় গোপনীয় কথা আছে।"

হরিদাস। এইখানে বোল্‌বে, না অন্যত্র যেতে হবে?

শশাঙ্ক। চল ঐ দিকে গিয়া বলি।

উভয়ে তথা হইতে গাত্রোত্থান করিয়া ধীরে ধীরে গঙ্গাতীরে গমন করিলেন। সূর্য্যদেব অস্তাচলে গিয়াছেন। পূর্ণিমার চন্দ্র প্রাচীদেশ হইতে পরম রমণীয় কিরণজাল বিস্তার করিতেছেন। বসন্তের সমীর-হিল্লোলে শরীরে অনির্ব্বচনীয় উৎসাহ অনুভূত হইতেছে। কলকল রবে কর্ণ শীতল করিয়া গঙ্গা সাগরসঙ্গমে যাইতেছেন। নিকটবর্ত্তী উদ্যান হইতে নানাবিধ পুষ্পের সৌরভ আসিয়া দশদিক আমোদিত করিতেছে। এই পরম রমণীয় সময়ে কত স্থানে কত লোক ঈশ্বরের করুণায় বিমুগ্ধ হইয়া তাঁহার চরণে আত্মসমর্পণ করিতেছে। কিন্তু শশাঙ্কশেখর ও হরিদাস সে সময়ে কি পরামর্শ করিতেছেন?

উভয়ে গঙ্গাতীরে গমন করিয়া ঘাসের উপর উপবেশন করিলেন। হরিদাস জিজ্ঞাসিলেন, "কি কথা বোল্‌বে বলো। রাত্রি হলো, এর পর সন্ধ্যাহ্নিক কোর্‌তে হবে।"

শশাঙ্কশেখর কহিলেন, "এত ব্যস্ত হোলে কেন? এসব কি ব্যস্তের কাজ?"

হরিদাস। তোমার কাজই কি, তাই টের পেলাম না; তা কেমন-কোরে জান্‌বো ব্যস্তের কি সুস্থের ?

শশাঙ্ক কহিলেন, "তবে শুন। আমরা এতকাল যার পরামর্শ কোরে আস্‌ছি, আজ দেবতাই তার আনুকূল্য কোরেছেন। সেই বর্দ্ধমানের কন্যাটি যার সহিত তোমার পুত্রের বিবাহ দিবার প্রস্তাব হয়েছিল; সেটি হস্তগত হয়েছে।"

হরিদাস আগ্রহ সহকারে জিজ্ঞাসিলেন, "সে কেমন ?"

শশাঙ্ক উত্তর করিলেন, "বিপ্রদাস জীবিত থাকতেই এ প্রস্তাব করা হয়, তাহা তুমি তো জানই। বোধ হয় বিপ্রদাসের মতও হয়েছিল। আমার কথা সে কখনও লঙ্ঘন কোর্‌তো না। কিন্তু তার পুত্রের জন্যই কার্য্যটী হতে পারে নাই। সে বৎসর পূজার অগ্রে আমাকে বোলেছিল, "আপনি যে আজ্ঞা আমাকে কোরেছেন, আমার তাহাই কর্ত্তব্য, কিন্তু আমার পুত্রটি এখন যোগ্য হয়েছে, একবার তাহার পরামর্শ লওয়া উচিত।"

হরিদাস কহিলেন, "ও সব কথা তো বহুকাল শুনেছি, এখন কিছু টাট্‌কা থাকে তবে বলো।"

শশাঙ্ক। অত ব্যস্ত হইও না। এ সব ব্যস্তের কাজ নয়; আমি যা বলি মনোযোগ পূর্ব্বক শোনো। সেই পূজার পর যখন আমি গেলাম তখন বিপ্রদাস কহিল, "মহাশয়, আমার কোন্‌ অপরাধ নাই আমি নিজে বৃদ্ধ হইয়াছি; এখন উপযুক্ত পুত্রের কথা না শোনা ভাল নয়। হেমের কোন মতেই ইচ্ছা নয় যে আপনার প্রস্তাবিত কর্ম্ম করা হয়।"

হরিদাস। তারপর।

শশাঙ্ক। তারপর তো তুমি জানই। কত স্থান হোতে সম্বন্ধ এলো, কত স্থান হোতে ফিরে গেল। বিপ্রদাসের ইচ্ছা এই, পাত্রটির আর কোন গুণ থাকে না থাকে, ঐশ্বর্য্য থাক্‌লেই হোলো। আর ইংরাজিতে ২।৪টা কথা বোল্‌তে পার্‌লেই হোলো। আজকাল যে সকলেরই দালান গোত্র, ইংরাজি গাঁই চাই।

হরিদাস। আমার ছেলে ইংরাজিও জানে। আমার বাড়ীতে দালানও আছে, তবে আমার ছেলের সহিত হোলো না কেন?

শশাঙ্ক। হাঁ, যা বোল্‌ছ যথার্থ। কিন্তু আমি পূর্ব্বেই তো বোলেছি এতে বিপ্রদাসের ইচ্ছা ছিল। কিন্তু বিপ্রদাস এমনি পুত্রবৎসল যে, সেই পুত্রটির কথাতেই ভুলে গেল। তাহার মত এই, স্বর্ণের টাকার ভাবনা নাই। বাপের মৃত্যুর পর সে যে ধনের উত্তরাধিকারিণী হবে, তাতেই যথেষ্ট। কিন্তু পাত্রটির লেখা পড়া ভালমতে জানা চাই ও দেখ্‌তে শুন্‌তে ভাল হওয়া চাই।

হরিদাস। তাতেও তো আমার ছেলে ফেলা যায় না। ইংরাজিতে বি, এ পাস কোরেছে, দেখ্‌তে শুন্‌তেও দশটির মধ্যে একটি।

শশাঙ্ক একটু হাসিয়া কহিলেন, "সে তোমার চক্ষে। যদি সকলেই তোমার চোক দিয়ে দেখ্‌তো, তা হোলে আর তোমার ছেলের ভাবনা কি?"

হরিদাস কিঞ্চিৎ ক্রুদ্ধ হইয়া কহিলেন, "কেন, কেন? আমার চক্ষে কেন?"

শশাঙ্ক কহিলেন, "চোটো না। চটবার প্রয়োজন নাই। আমরা যে কাজ হাতে নিয়ে বসেছি ব্যস্তসমস্ত কিংবা চটাচটি

কোর্‌লে এ সমাধা হবার নয়। তোমার ছেলে মন্দ, তা আমি বোল্‌ছি না। সে যে দশটির মধ্যে একটি তাও মিথ্যা নয়। পৃথিবীতে কত কুরূপ আছে, তা বলা যায় না। তাহাদের মধ্যে ছেড়ে দিলে, দশটি কেন, হয় তো ৫০টির মধ্যে তোমার ছেলে একটি হতে পারে।" এই সময় আবার হরিদাসের চক্ষু গরম দেখিয়া শশাঙ্কশেখর কহিলেন, "চটো না। এ চটবার কাজ নয়। আর যা বোলি মনোযোগ কোরে শোনো।"

হরিদাস কহিলেন, "আচ্ছা বলো, বলো।"

শশাঙ্কশেখর পুনর্ব্বার আরম্ভ করিলেন, "হেমের মত ছিল যেটির সঙ্গে বিবাহ দেয়, সেটির কাছে তোমার পুত্র বানরটি।"

হরিদাস ক্রোধ সহকারে কহিলেন, "মহাশয়, বিবেচনা কোরে কথা কবেন।"

শশাঙ্কশেখর কহিলেন, "আমি অবিবেচনার কোন কথা বোলি নাই। তুমি সেই ছেলেটিকে দেখ নাই, সেই জন্য এমন কথা বোল্‌ছ। আমি তাকে দেখেছি। ছেলেটি যেন কার্ত্তিক বিশেষ। লেখা পড়াতেও বিলক্ষণ চতুর। ছেলেটির সঙ্গে স্বর্ণলতার বিবাহ দেবার জন্য হেমের ইচ্ছা ছিল, বুঝ্‌তে পেরেছ তো? ইচ্ছা ছিল, কিন্তু এক্ষণে নাই বোল্লে হয়; কারণ যার ইচ্ছা ছিল, সেই এক্ষণে বসন্ত রোগে শয্যাগত। এখন তখন। যদি সে পাত্রটির ঐশ্বর্য্য থাকিত, তা হ'লে তো এত দিন বিবাহ হয়েই যেত। কিন্তু তা যেখানে হয় নাই, সেখানে আর না হবারই সম্ভব।" হরিদাস আগ্রহসহকারে জিজ্ঞাসিলেন, "কিসে টের পেলে, না হবার সম্ভব আছে?"

শশাঙ্ক কহিলেন, এই জন্য বোলি, যদি হেমের মৃত্যু হয়, তা হলে তার পিতামহী এ কর্ম্ম কোর্বে না। তার ইচ্ছা টাকা। যে বরের টাকা বেশী, তাহারই সহিত বিবাহ দেবে। আর বোধ হয়, আমি একটা অনুরোধ কোর্লেও রাখ্তে পারে। এখন তোমায় ভরসা হেমের মৃত্যু; যদি হেম্ মরে, তা হোলে নিশ্চয়ই আমি তোমার পুত্রের সহিত বিবাহ দেওয়ায়ে দিতে পার্বো।"

হরিদাস কহিলেন, "কে কত দিন বাঁচে, তার তো স্থিরতা নাই। কত লোক অন্তর্জল হোতে ফিরে আসে। আমাদের কি এমন অদৃষ্ট হবে যে—"

গুরুঠাকুর মহাশয় শিষ্যদিগের বড় হিতৈষী কি না, তিনি অবলীলাক্রমে হেমের মৃত্যুর কামনা করিলেন! হরিদাসের মনে মনে যে ভাব তাহা তো জানাই গিয়াছে, তথাপি প্রকাশ্যে তিনি অমন দুরূহ কথাটি কহিতে পারিলেন না।

শশাঙ্কশেখর ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া পুনরায় আরম্ভ করিলেন, "যা বল্লাম তা যদি ঘটে, তবে তো কোন কথাই নাই; কিন্তু তা না ঘট্লেও আর এক উপায় আছে, তাতে তুমি সম্মত আছ কি না?"

হরিদাস কহিলেন, "সকলে প্রাণে প্রাণে বজায় থেকে যদি কোন উপায়ে শুভকর্ম্ম হতে পারে, আমার মতে তাই করা কর্ত্তব্য। তাতে কিঞ্চিৎ কষ্ট কি ব্যয় বেশী হোলেও আমি কাতর হবো না।"

শশাঙ্ক কহিলেন, "হেমের পীড়া এখন সাংঘাতিক বল্তে হবে। তিন চারি দিবসের মধ্যে কি হবে টের পাওয়া যাবে।

যদি অধোগতি দেখা যায়, তবে তো কথাই নাই। সেইখানে বসে দুই চারি বিন্দু চক্ষের জল ফেল্‌তে পারলেই কাজ হাঁসিল হোলো; কিন্তু যদি ক্রমশঃ আরোগ্য দেখা যায়, তা হোলে আমার মতে গোপনে বিবাহ দেওয়াই কর্ত্তব্য।"

হরিদাস কহিলেন, "গোপনে বিবাহ কি প্রকারে সম্ভব হোতে পারে? বড় মানুষের মেয়ে, একে আনা, আর বামী শ্যামীকে আনা সমান নয় তো? সে দিবস আমার এক প্রজার বিবাহ দিলাম। কন্যাটি তার বাপের সহিত শুয়েছিল। নিতান্ত শৈশব, পাঁচ বৎসর বয়স। অনায়াসে দুয়ার ভেঙ্গে তার বাপকে তিন চার জনে ধরে রইল, মেয়েটিকে কিঞ্চিৎ মিষ্টান্ন ও গোটা দুই পুঁতুল দিয়ে কাজ সমাধা কোরে দেওয়া গেল। কিন্তু এস্থলে তো আর সেটি খাটবে না। পাত্রী কি প্রকারে হস্তগত কোর্‌বে?"

শশাঙ্ক কহিলেন, "পাত্রী হস্তগত করা আমার ভার রইল। টাকা হোলে বাঘের দুধ পাওয়া যায়। তুমি খরচ কোর্‌তে যদি কুণ্ঠিত হও সে দোষ তোমার। আমার হবে না। তোমার টাকা চাই আর সাহস চাই। আমার কৌশল চাই।"

হরিদাস। তা তো আমি বুঝি, কিন্তু তুমি কি কৌশলে মেয়েটিকে আন্‌বে বলো দেখি? তার পর সব অন্য কথা।

শশাঙ্ক। আমার কথায় তোমার বিশ্বাস হলো না? আমি বোল্লাম মেয়ে আনা আমার ভার রইল। তুমি এখন টাকার কথা বলো।

হরিদাস। আগে আমি কন্যাটি দেখ্‌তে চাই, কিংবা কি উপায়ে আন্‌বে তা শুন্‌তে চাই, পরে যদি সঙ্গত বোধ হয়, তবে আমি একাজে প্রবৃত্ত হবো।

হরিদাস শশাঙ্ককে প্রতিবাসী বলিয়া তাঁহার চরিত্র বুঝিতেন ; প্রবঞ্চনা করিয়া লোকের নিকট হইতে টাকা লওয়া শশাঙ্কের নিত্যকর্ম্ম। এই জন্যই তিনি এত সতর্কতা পূর্ব্বক্ কথা কহিতেছিলেন।

শশাঙ্ক উত্তর করিলেন, "আমি বোল্‌ছি তোমার মেয়ের জন্যে ভাবনা নাই, তুমি টাকার কথা বলো, তবু তুমি শুন্‌বে না। তুমি টাকার কথা কহিলে তো আর আমি পেলাম না। আগে বন্দোবস্ত করো। তুমি কন্যা দেখে আমাকে টাকা দিও।"

হরিদাস কহিলেন, "হাঁ, এ কথা সঙ্গত বটে। কিন্তু টাকার কথা তুমিই বলো। তোমার যা বিবেচনা হয়, আমি তাই দেবো।"

শশাঙ্ক কহিলেন, "এ তো বাজারে দর নয়। এর ত মূল্য নাই। আমি যৎকিঞ্চিৎ পেলেই সাহায্য কোর্‌বো।"

হরিদাস শশাঙ্কের কথায় ভুলিবার লোক নন। যদি তাঁহার চরিত্র না জানিতেন, তাহা হইলে এমন কথা শুনিলে ভাবিতেন যে, যথার্থ অল্প টাকায় শশাঙ্ক সম্মত হইবেন। কিন্তু গুরুদেবের চরিত্র জ্ঞাত ছিলেন বলিয়া, তিনি ইহাতে হৃষ্ট হইলেন না। কেবল মাত্র বলিলেন, "তা বটেই তো।"

শশাঙ্ক। তা বটেই তো বলে যে চুপ কর্‌লে ? কাজের কথা কও।

হরিদাস ভাবিয়া চিন্তিয়া কহিলেন, "শুভকর্ম্ম সমাধা হোলে আপনাকে এক হাজার টাকা দেবো।" এই বলিয়া শশাঙ্কের মুখের দিকে চাহিলেন।

শশাঙ্ক হাসিয়া কহিলেন, "ভায়া, ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখ্‌ছ না কি ?"

হরিদাস কহিলেন, "কেন, কেন ?"

শশাঙ্ক উত্তর করিলেন, "বলি উইলখানায় কত টাকা আছে, তা জানা আছে তো ?"

হরিদাস। উইলের টাকা আর জলের মাছ সমান। হাতে না আস্‌লে বিশ্বাস নাই। সেই টাকা পাব বলেই কি আমি এ বিবাহে এত যত্নবান্ হয়েছি' মনে কোর্‌লে ?

শশাঙ্ক। না, তা মনে কোর্‌বো কেন, তা মনে কোর্‌বো কেন ? কন্যাটির বিবাহ হচ্ছে না, কেহ গ্রহণ কোর্‌তে চায় না. নানান দোষ আছে ; তাই তুমি অনুগ্রহ কোরে তোমার ছেলের সহিত বিবাহ দিতে চাচ্ছ।

চাতুরীতে হরিদাস কম নন ; শশাঙ্ক তো সে বিদ্যায় বিশারদ। "শেয়ানে শেয়ানে কোলাকুলি।"

হরিদাস কহিলেন, "না, তা নয়, তা নয়।"

শশাঙ্ক উত্তর করিলেন, "তাই বটে। মেয়েটির বিবাহ হচ্ছে না, তুমি কৃপা কোরে, ক্ষতি স্বীকার কোরে আপন পুত্রের সহিত বিবাহ দিলে। আর আমি কন্যাটির পক্ষে একটু উপকার কোর্‌বো বোলে আমাকে এক হাজার টাকা পুরস্কার দিতে স্বীকার কোর্‌ছ। তুমি এক জন পরম দয়াবান্ দেশহিতৈষী মহাশয় ব্যক্তি কি না ?"

হরিদাস বলিলেন, "আমি ঠাট্টা কোরেছিলাম।"

শশাঙ্ক। তবে এখন ঠাট্টা ছেড়ে প্রকৃত কথা কও।

হরিদাস। আপনাকে পাঁচ হাজার টাকা দেবো।

শশাঙ্ক। এবারও ঠাট্টা হোলো। একবার ঠাট্টা ছাড়ই না।

হরিদাস বলিলেন, "না, এবার ঠাট্টা করি নাই। মনে করো, পোনের হাজার টাকার অধিক আর উইলে নাই। কিন্তু প্রথমতঃ এই চুরি কোরে বিবাহ দিয়ে, তা নিয়ে মোকদ্দমা করতে হবে; পরে যদি উইলে কোন গোলমাল হয়—যদি কেন? হবেই নিশ্চয়। হেম কিছু সহজে পোনের হাজার টাকা ছেড়ে দেবে না। তা নিয়ে কত মাম্‌লা মোকদ্দমা কোর্‌তে হবে, এ ছাড়া অন্য খরচ আছে। মনে করো দেখি, সে সব বাদ দিলে আমার কিছু থাক্‌বে? অগ্র পশ্চাৎ দেখ্‌তে হয়।"

শশাঙ্ক। তোমার মোকদ্দমা কোর্‌তে হবে, আর আমি কি ফাঁকে যাবো না কি? সে হেমও ইংরাজি ম্যান। সে গুরু পুরুত কেয়ার করে না। তাদের সঙ্গে দেখা কোর্‌তে এখন ভয় হয়, পাছে প্রণাম না করে। সে কি আমাকে সহজে ছাড়্‌বে? তবে যদি পেটে খাই, তো পিটে সবে। আমি এক কথা বোলে যাই, যদি অর্দ্ধেক দিতে পারো তবে এর মধ্যে আছি, নচেৎ না।

হরিদাস। তা পারি নে।

শশাঙ্ক। তবে আর ও বিষয়ে কথা বোলে ফল কি? চল যাই। এই বলিয়া শশাঙ্ক গাত্রোত্থান করিলেন; হরিদাস তাঁহার হাত ধরিয়া বসাইলেন। "আচ্ছা, আমি এ বিষয়ে বিবেচনা ক'রে কাল বোল্‌বো। এখন তুমি মেয়ে কেমন কোরে আন্‌বে বল দেখি?"

শশাঙ্ক। মেয়ে আমার ঘরেই আছে।

হরিদাস। না?

শশাঙ্ক। যথার্থ, আমি এই গঙ্গাতীরে সন্ধ্যাবেলা কি মিথ্যা বোল্‌ছি?

হরিদাস। যাবার সময় দেখাতে পার্‌বে?

শশাঙ্ক। হাঁ, পার্‌বো।

এই কথার পর শশাঙ্ক ও হরিদাস উভয়ে গঙ্গাতীরে নামিয়া সন্ধ্যাহ্নিক করিতে গেলেন।

যাহার যে ব্যবসায় তাহার তাহাতে ভক্তি হয় না। গোয়ালারা দুগ্ধ খায় না, ময়রারা সন্দেশ খায় না, চিকিৎসকেরা ঔষধ খায় না, শুঁড়িরা মদ খায় না আর যদি লোকজন সম্মুখে না থাকে, তবে ভট্টাচার্য্যেরা সন্ধ্যাহ্নিক করেন না।

শশাঙ্ক গঙ্গাতীরে দু এক বার জল নাড়িয়া কহিলেন, "হরিদাস, চল যাই। সংক্ষেপে সেরে নাও!"

পূজা হরিদাসের ব্যবসায় নহে, সুতরাং তিনি প্রতিদিন যেরূপ করিয়া জপ করেন, অদ্যও সেইরূপ করিয়া উভয়ে একত্র হইয়া চলিয়া গেলেন।

রাস্তায় শশাঙ্কশেখরের বাটী গিয়া হরিদাস স্বর্ণলতাকে স্বচক্ষে দেখিয়া প্রত্যয় করিলেন, "কন্যা যথার্থই হস্তগত হইয়াছে।"

অষ্টত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

"আনায় মাঝারে।"

হেমচন্দ্র এক্ষণে আরোগ্যলাভ করিতে লাগিলেন। আজ যেরূপ থাকেন কাল তদপেক্ষা ভাল হন। কিন্তু এ পর্য্যন্ত বিছানা হইতে উঠিয়া বাহিরে আসিতে পারেন নাই। গোপাল পূর্ব্ববৎ সমস্ত দিন রাত্রি হেমের শয্যার নিকট বসিয়া থাকেন। হেম আর কাহারও নিকট কিছু চান না। গোপাল তাঁহাকে খাওয়াইবে, তাঁহার হাত ধুইয়া দিবে, তাঁহাকে শয্যা হইতে উঠাইয়া বসাইবে, তাঁহার সহিত গল্প করিবে। গোপাল হেমের জীবনসর্ব্বস্ব।

শশাঙ্কশেখর প্রত্যহ রেলগাড়ীতে কলিকাতায় যান, আবার সন্ধ্যার সময় বাটী আইসেন। হেমের পিতামহীর কৃতজ্ঞতা আর রাখিবার স্থান নাই, কিন্তু শশাঙ্ক কি অভিপ্রায়ে প্রত্যহ আইসেন যান, তাহা তো টের পান না।

স্বর্ণলতা শশাঙ্কশেখরের নিকট কতই কৃতজ্ঞ হইতেছেন। অন্য লোককে বিশ্বাস না করিয়া প্রত্যহ আপনি গিয়া হেমচন্দ্রের খবর আনেন। ইহা অপেক্ষা দয়ার কার্য্য আর কি হইতে পারে? শশাঙ্কের আসিবার সময় হইলে স্বর্ণলতা বাটীর দ্বারদেশে দাঁড়াইয়া থাকেন। শশাঙ্কশেখরকে দূর হইতে দেখিতে পাইয়াই দৌড়িয়া গিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করেন। এক দিবস স্বর্ণলতা কহিলেন, "ঠাকুরমহাশয়, আপনার ঋণ আমি এজন্মে দূরে থাকুক, জন্ম

ন্মান্তরেও পরিশোধ করিতে পার্‌বো না। আপনি প্রত্যহ তে কষ্ট স্বীকার কোরে খবর আনেন বোলেই, বোধ হয়, আমি এত দিন এখানে আছি। তা না হোলে হয় তো এত দিন লুকিয়ে লিকাতায় যেতাম।” শশাঙ্কের দয়ার কথা কহিতে কহিতে র্ণলতার চক্ষু হইতে দু এক বিন্দু জল পড়িতে লাগিল। কিন্তু াহার প্রতি কথায় যেন শশাঙ্কের হৃদয়ে শেল বিদ্ধ হইল! দস্যুরা কান বাটী আক্রমণ করিবার সময় বালকদিগকে কিছু বলে না। ৎস্য ধরিতে বসিলে লোকে ছোটগুলিকে পুনরায় জলে ছাড়িয়া দয়। শশাঙ্ক অতিশয় নিষ্ঠুর হইলেও সরলহৃদয়া স্বর্ণলতার কথায় াহার অন্তঃকরণ দমিয়া গেল। একবার আত্মগ্লানিও উপস্থিত ইল। স্বর্ণের চক্ষে জল যেন উত্তপ্ত দ্রবীভূত লৌহবিন্দুর ন্যায় শাঙ্কের হৃদয়কে পীড়িত করিতে লাগিল।

কিন্তু মরুভূমিতে সিঞ্চিত বারি কতক্ষণ থাকে ? স্বর্ণলতা তথা তে চলিয়া গেলেই আবার যে শশাঙ্ক সেই শশাঙ্কই হইলেন। াতের মোহিনী শক্তির দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া তিনি হরিদাসের বাটী ন করিলেন। দেখিলেন, হরিদাস বসিয়া লেখা পড়া করিতেছেন। াঙ্কশেখর কহিলেন, “কি মহাশয় বিদ্যাভ্যাসে মনোনিবেশ রিতেছেন না কি ?”

হরিদাস কহিলেন, “আসুন, আমি জমা খরচটা লিখে ছিলাম।

শশাঙ্ক কহিলেন, “শুভস্য শীঘ্রং”। এ দিকে আর সময় নাই। এক সপ্তাহ দেরি কোর্‌লে সব অভিসন্ধিই মিথ্যা হবে।”

হরিদাস কহিলেন, “আমার কোন দেরি নাই। কিন্তু তোমার

ধনুর্ভঙ্গ পণ দেখে আমি অগ্রসর হোতে পারছি না। উইলের অর্দ্ধেক টাকা আমার দেবার শক্তি নাই।

শশাঙ্ক দেখিলেন দেরি করিলে কিছুই পাওয়া যাইবে না। অতএব যা হাতে আইসে, সেই ভাল। এই ভাবিয়া কহিলেন, "তবে তুমি কি দিতে ইচ্ছা করো?"

হরিদাস। আমি ছয় হাজার দিতে চাই।

শশাঙ্ক তাহাতেই সম্মত হইলেন। কহিলেন, "তবে পাত্রের গায়ে হলুদ দাও, পরশ্ব শুভকর্ম্ম সম্পন্ন করা যাইবে।"

বিহঙ্গম যেমন ব্যাধবিন্যস্ত জালের মধ্যে নিঃশঙ্কচিত্তে নৃত্য করিয়া বেড়ায়, স্বর্ণলতা তেমনি প্রফুল্লচিত্তে শশাঙ্কের বাটীতে বাস করেন। হেম প্রত্যহ আরোগ্য লাভ করিতেছেন; তাঁহার সেবা শুশ্রূষার কোন ত্রুটি হইতেছে না, স্বর্ণের আর ভাবনা কি? প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান করিয়া গুরুকন্যা ও প্রতিবাসী সমবয়স্কা বালিকাদিগের সহিত আমোদ প্রমোদ করিতে আরম্ভ করেন। স্নানাহারের পর পান ভোজন করিয়া রাত্রে প্রফুল্লচিত্তে নিদ্রা যান। তিনি যে "আনায় মাঝারে" নিপতিতা তাহা স্বপ্নেও জানিতেন না।

সন্ধ্যা হইল। শশাঙ্ক গঙ্গাতীরে নিত্য সায়ংক্রিয়া সমাধা করিতে গেলেন। শশাঙ্কের একটি ছোট ছেলে অত্যন্ত রোদন করিতেছে। স্বর্ণলতা কাছে না বসিলে সে বিছানায় শুইবে না। শশাঙ্কের স্ত্রী বিস্তর চেষ্টা করিয়া তাহাকে শয়ন করাইতে না পারিয়া স্বর্ণকে ডাকিলেন। স্বর্ণ দৌড়িয়া গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "মা, আমাকে ডাক্‌লেন কেন?" শশাঙ্কের স্ত্রী গুরুপত্নী; স্বর্ণ তাঁহাকে মাতৃ সম্বোধন করেন।



["এই দুইটা চাবি দেখছো ; একটা সদরের, একটা খিড়কির।"
স্বর্ণলতা পৃ , ২৭৯]

শশাঙ্কের স্ত্রী কহিলেন, "মা, বস দেখি একবার; এ ছেলেটার কাছে বোসো, একে তো আমি বিছানায় শোয়াতে পারি না।"

স্বর্ণলতা নিকটে গেলে ছেলেটি আর দ্বিতীয় কথা না কহিয়া শয়ন করিল। স্বর্ণলতাও সেই বিছানায় শয়ন করিলেন। ঝির্ ঝির্ করিয়া বসন্তের বাতাস তাঁহার গায়ে লাগিতে লাগিল। স্বর্ণলতা আস্তে আস্তে নিদ্রিত হইলেন।

শশাঙ্ক নিয়মিত সময়ে বাটী আসিয়া স্ত্রীকে ডাকিলেন। উভয়ে গৃহে প্রবেশ করিলে শশাঙ্ক জিজ্ঞাসা করিলেন, "খোকার কাছে শুয়ে কে?"

শশাঙ্কের স্ত্রী কহিলেন, "স্বর্ণ।"

শশাঙ্ক। জেগে আছে না ঘুমিয়েছে?

স্বর্ণ, শশাঙ্ক বাটী আসিবামাত্র জাগ্রতা হইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার স্ত্রীর সহিত ফিস্ ফিস্ করিয়া কথা কহিতেছেন শুনিয়া কপট নিদ্রিতা হইলেন। শশাঙ্কের স্ত্রী স্বর্ণের কাছে আসিয়া তাহার মুখ নিরীক্ষণ করিয়া কহিলেন, "ঘুমিয়েছে।"

শশাঙ্ক। (অস্ফুটস্বরে) তবে তুমি একবার আস্তে আস্তে এই দিকে এস।

শশাঙ্কের স্ত্রী অগ্রসর হইলেন। শশাঙ্ক মৃদুস্বরে দুইটা চাবি দেখাইয়া কহিলেন, "এই দুইটা চাবি দেখ্‌ছো, একটা সদরের, একটা খিড়কির। আমি দুদিকেরই দ্বার বন্ধ কোরেছি; দেখো যেন বাড়ী হতে অন্য কোনরূপে কেহ বাহির হতে না পারে।"

শশাঙ্কের স্ত্রী কহিলেন, "সে কি? বাড়ী থেকে বেরোবে কেন?"

শশাঙ্ক কহিলেন, "তোমার সে কথায় কাজ কি?"

শশাঙ্কের স্ত্রী। আমার কাজ আছে। আমাকে বোল্‌তে হবে, না বোল্লে আমি এখনই এ কথা প্রকাশ কোরে দেবো।

শশাঙ্ক সমুদায় প্রকাশ করিয়া বলিলেন। তাঁহার স্ত্রী শুনিয়া শিহরিয়া উঠিলেন। স্বর্ণলতার হৃৎকম্প উপস্থিত হইল। শশাঙ্কের স্ত্রী দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিলেন; তদ্দর্শনে শশাঙ্ক কহিলেন, "তুমি তো আমাকে জানই; যদি তোমা কর্তৃক আমার মনস্কামনা বিফল হয়, তা হলে তোমাকে—।" এতদূর পর্য্যন্ত স্পষ্ট বলিয়া, পরে অস্ফুটস্বরে দুই তিনটি কথা কহিয়া শশাঙ্ক বহির্বাটীতে গমন করিলেন।

স্বর্ণের যেন নিশ্বাস বন্ধ হইয়া আসিতে লাগিল। কিন্তু জাগ্রতা থাকিয়া কি প্রকারে নিদ্রাভঙ্গের ভাণ করিবেন, স্থির করিতে না পারিয়া, শিশুটির গায়ে একটি টিপ দিলেন। ছেলেটি কাঁদিয়া উঠিল। স্বর্ণও চক্ষু মুছিতে মুছিতে শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিলেন। শশাঙ্কের স্ত্রী দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িয়া কাতরস্বরে জিজ্ঞাসিলেন, "মা, তুমি ঘুমিয়েছিলে? স্বর্ণ "হাঁ" বলিয়া তথা হইতে চলিয়া গেলেন। খিড়কির দ্বারে গিয়া দেখেন দ্বার রুদ্ধ। দৌড়িয়া সদর দরজায় গেলেন। সদর দরজা বাহির দিক হইতে বন্ধ দেখিলেন। স্বর্ণলতা যেন পিঞ্জরে বদ্ধ পক্ষীর ন্যায় হইলেন। এত দিন ঐ বাড়ীর মধ্যে ছিলেন, তাহাতে কোন কষ্ট বোধ হয় নাই। কিন্তু আজ তথাকার বায়ু তাঁহার নিকট বিষময় বোধ হইতে লাগিল, সে বায়ু সেবন করিয়া জীবন ধারণ করা ক্লেশকর হইয়া উঠিল। দৌড়িয়া, যে ঘরে ছিলেন, পুনরায় সেই ঘরে

আসিলেন। শশাঙ্কের স্ত্রী স্বর্ণলতাকে দেখিয়া ডরাইয়া উঠিলেন। তাঁহার মূর্ত্তি এতই পরিবর্ত্তন হইয়াছে। স্বর্ণলতা অবশেন্দ্রিয়ার মত হইয়া ঘরের মেজেয় বসিলেন। শশাঙ্কের স্ত্রী দুঃখিতা হইয়া জিজ্ঞাসিলেন, "কি মা, কি হয়েছে?"

স্বর্ণ আর মনের ভাব গোপন করিয়া রাখিতে পারিলেন না। রোদন করিতে করিতে কহিলেন, "আমি সকলি শুনেছি। আমারে তোমরা মেরে ফ্যালো। বিষ খাওয়ায়ে দাও।"

স্বর্ণের কথা শুনিয়া শশাঙ্কের স্ত্রীর অন্তঃকরণ দ্রব হইয়া গেল। ফলতঃ তিনি তাঁহার স্বামীর ন্যায় নির্দ্দয় ছিলেন না। শয্যা হইতে উঠিয়া স্বর্ণের নিকট উপবেশন পূর্ব্বক স্বর্ণকে সান্ত্বনা করিয়া কহিলেন, "তুমি কেঁদনা মা, আমি তোমার উদ্ধারের উপায় ক'রে দেব।"

শশাঙ্কের স্ত্রীর কথা শুনিয়া স্বর্ণ অমনি তাঁহার পা ধরিয়া শুইয়া পড়িলেন। তিনি স্বর্ণকে সাদরে ভূমি হইতে তুলিয়া চক্ষু মুছাইয়া দিলেন। কহিলেন, "মা, তুমি তো লেখা পড়া জান?"

স্বর্ণ কহিলেন, "একটু একটু জানি।"

"পত্র লিখ্‌তে পার্‌বে তো?"

"পার্‌বো; কিন্তু কাকে লিখ্‌বো? দাদার বিছানা হতে উঠিবার যো নাই। তাঁহাকে লেখাও যে, না লেখাও সেই।"

"আর কোন লোক নাই, যাকে লিখ্‌লে তোমাকে নিয়ে যেতে পারে?"

এই কথা শুনিয়া স্বর্ণের মুখ ঈষৎ আরক্তিম হইল। মাটির দিকে দৃষ্টি করিয়া কহিলেন, "আর কাহাকেই বা লিখ্‌বো?"

শশাঙ্কের স্ত্রী। এই যে শুনেছি, তোমাদের বাসায় আর একটি কে থাকে, কি না তার নামটা গোপাল। হাঁ হাঁ, গোপালকে লে'খ না কেন ?

স্বর্ণের মুখ আরও লাল হইল। তিনি কহিলেন, "না, দাদাকেই লিখি, তা হলে তিনি দেখ্‌তে পাবেন।"

শশাঙ্কের স্ত্রী। তোমার দাদাকে লেখায় লাভ কি ? তিনি তো শয্যাগত।

স্বর্ণলতা মাটির দিকে মুখ করিয়া কহিলেন, "দাদাকে লিখ্‌লে, গোপাল দাদা দেখ্‌তে পাবেন।"

শশাঙ্কের স্ত্রী কালী কলম কাগজ আনিয়া দিলেন। স্বর্ণলতা চিঠি লিখিলেন।

পর দিবস প্রাতে যখন শশাঙ্কের দাসী বাজার করিতে গেল, তখন চিঠিখানি গোপনে লইয়া গিয়া ডাকঘরে দিয়া আসিল।

ঊনচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ।

গোপালের কারাবাস।

পোষ্ট আফিসের সনাতন নিয়মানুসারে অগ্রে সাহেবদিগের চিঠি বিলি হয়, তৎপরে যদি সময় থাকে এবং যদি মহানুভব হরকরা মহোদয় ক্লান্ত না হন, তাহা হইলে অন্যান্য সকলের চিঠি বিলি হইবার সম্ভাবনা। কিন্তু যদি হরকরা মহাশয় ক্লান্ত হন, বিশেষ যদি দূরের কোন স্থানের চিঠি একখানির অতিরিক্ত না থাকে, তবে সুবিবেচক হরকরা সে চিঠিখানিকে ব্যাগের মধ্যে রাখিয়া দেন। ক্রমে সেই স্থানের দশ পাঁচখানি একত্র হইলে এক দিবস অপরাহ্নে গজেন্দ্রগমনে সে গুলিকে বিলি করিতে যান। স্বর্ণলতা যে চিটিখানি লিখিয়াছিলেন, সাধারণ নিয়মানুসারে সেখানি পরদিবস প্রাতেই হেমের বাসায় পৌছান উচিত ছিল; কিন্তু উল্লিখিত সনাতন নিয়মের কোন এক ধারার মর্ম্মে চিঠিখানি দেরি করিয়া তিনটার সময় দর্শন দিল। চিঠিখানির শিরোনামায় হেমের নাম। গোপাল ইতিপূর্ব্বে স্বর্ণলতার হস্তাক্ষর দেখেন নাই। বাটী হইতে যে সমস্ত চিঠিপত্র আসিত, তাহা বাটীর গোমস্তাই লিখিত। সুতরাং এখানি বাটীর চিঠি নয় ভাবিয়া, তিনি খুলিলেন না। হেম নিদ্রিত আছেন, তাঁহাকেও জাগাইলেন না।

একটু পরে হেমের নিদ্রাভঙ্গ হইল। গোপাল চিঠিখানি হেমের হস্তে দিলেন। শিরোনামা দেখিয়া হেম কহিলেন, "স্বর্ণের

চিঠি, গোপাল।" গোপাল কম্পিতকরে চিঠিখানি গ্রহণ করিয়া মনে মনে পাঠ করিলেন। কিন্তু কি পড়িলেন হেমকে কহিলেন না। হেম জিজ্ঞাসিলেন, "কি লিখেছে ?"

গোপাল তাচ্ছল্য করিয়া চিঠিখানি খাটের নীচে ফেলিয়া দিয়া কহিলেন, "আর কি লিখ্‌বে, তুমি কেমন আছ, তাই জিজ্ঞাসা কোরে পাঠায়েছে।"

হেম সন্তুষ্ট হইয়া পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করিয়া শুইলেন, কিন্তু তখন যদি গোপালের মুখপানে নিরীক্ষণ করিতেন, তাহা হইলে তাঁহার মুখ জবা ফুলের ন্যায় লাল ও কপালে ঘর্ম্ম দেখিতে পাইতেন। "আমি আসি" বলিয়া গোপাল চিঠিখানি কুড়াইয়া লইয়া নীচে হেমের পিতামহীর নিকট আসিলেন এবং শ্যামাকে হেমের কাছে পাঠাইয়া দিলেন। পরে চিঠিখানি হেমের পিতামহীকে পড়িয়া শুনাইলেন। হেমের পিতামহী শুনিয়া রাগে কম্পিতকলেবরা হইয়া গুরুদেবকে গালি দিতে লাগিলেন।

গোপাল কহিলেন, "আপনি অত গোলমাল কোর্‌বেন না। দাদা শুন্‌লে অত্যন্ত কষ্ট পাবেন। আমি চল্লাম, চার্‌টে বেজেছে, নটার সময় বিবাহ। এখনি না গেলে গাড়ী পাব না।" এই বলিয়া একখানি চাদর স্কন্ধে ফেলিয়া ও একগাছি ছড়ি লইয়া হেমের পিতামহীকে পুনরায় কহিলেন, "আপনি এ কথা কারুকেও কহিবেন না। আপনি এই খানেই থাকুন, নচেৎ উপরে গেলে প্রকাশ করে ফেল্‌বেন। দাদা আমার কথা জিজ্ঞাসা কোর্‌লে বোল্‌বেন, আমার নিজের কোন বিশেষ প্রয়োজন বশতঃ ভবানীপুরে চল্লাম। হয় তো আস্‌তে পার্‌বো না।" এই বলিয়া

বাহির হইয়া গেলেন। একটু পরে ফিরিয়া আসিয়া কহিলেন, "আমাকে কিছু খরচ দিন। শীঘ্র, দেরি না হয়।"

পিতামহী বাক্স খুলিয়া একখানি নোট দিলেন। গোপাল নোটখান পকেটে রাখিয়া দৌড়িয়া ঘরের বাহির হইলেন।

সৌভাগ্য ক্রমে রাস্তায় বাহির হইয়া দেখিলেন, একখানি খালি গাড়ী যাইতেছে। গাড়োয়ানকে কহিলেন, "আমাকে গাড়ী ছাড়বার আগে যদি হাবড়া-ঘাটে পৌছিয়া দিতে পার তবে তোমাকে ভাল বক্‌সিস্ দেব।"

গাড়োয়ান গাড়ী থামাইল। গোপাল অবিলম্বে গাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিলেন। অশ্বপৃষ্ঠে কশাঘাত করিবামাত্রই গাড়ী প্রবলবেগে চলিল। দেখিতে দেখিতে হাবড়া-ঘাটে আসিয়া উপস্থিত হইল। গোপাল হাবড়া-ঘাটে পৌছিয়া দেখিলেন, ষ্টীমার ছাড়িবার উদ্যোগ করিতেছে। পকেট হইতে নোটখানি বাহির করিয়া দেখেন কুড়ি টাকার। গাড়োয়ানকে কহিলেন, "তোমার কাছে টাকা আছে?" সে কহিল, "না।"

নিকটে একজন ভাগে ভাগে পয়সা রাখিয়া বিক্রয় করিতেছে। গোপাল নোটখানি তাহাকে দিয়া কহিলেন, "আমাকে পোনের টাকা আর গাড়োয়ানকে পাঁচ টাকা দাও।" টাকাগুলি লইয়া দৌড়িয়া ঘাটে গেলেন। দোকানী গাড়োয়ানকে পাঁচ টাকা দিল।

গোপালও নদীর ধারে গেলেন, অমনি ষ্টীমার "হুস্ হুস্" করিয়া যেন তাঁহাকে ঠাট্টা করিতে করিতে চলিয়া গেল।

গোপাল নিরুপায় ভাবিয়া একখানি নৌকায় উঠিলেন। মাঝিকে কহিলেন, "গাড়ী ছাড়বার পূর্ব্বে যদি আমাকে পার

কোরে দিতে পারো, তা হলে তোমাকে এক টাকা বক্‌সিস্ দেবো।" এই বলিয়া টাকাটি ফেলিয়া দিলেন।

মাঝি কহিল, "হয় কর্ত্তা পারমু। আপনি বৈসেন।" এই বলিয়া টাকাটি কুড়াইয়া লইয়া নৌকা খুলিয়া দিল।

গাড়ী ছাড়িবার পূর্ব্বক্ষণ বংশীধ্বনি সদৃশ শব্দ হইতেছে, এমন সময় নৌকা কূলে লাগিল। গোপাল তদ্দণ্ডে লাফ দিয়া তীরে উঠিয়া যাইবেন, কিন্তু মাঝি আসিয়া ভাড়া চাহিল। গোপাল কহিলেন, "একবার দিয়েছি তো?"

মাঝি কহিল, "হয় কর্ত্তা ওতো বক্‌সিস্ দিছেন। এখন ভাড়া দ্যান না?"

গোপাল মাঝির কথা শুনিয়া চলিয়া যাইতে লাগিলেন। গাজি বদরের চর গোপালের রাস্তায় গিয়া দাঁড়াইল।

গোপাল পকেট হইতে একটি টাকা ফেলিয়া দিয়া চলিলেন। তিনিও ষ্টেশনে পৌছিলেন গাড়ীও ছাড়িল। গোপাল দুঃসাহসে নির্ভর করিয়া লাফ দিয়া গাড়ীর চরণাধারে চড়িলেন এবং পরক্ষণেই দুয়ার খুলিয়া গাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিলেন। টিকিট লওয়া হইল না।

গাড়ীতে প্রবেশ করিয়া গোপালের মাথা ঘুরিতে লাগিল এবং সর্ব্বশরীর অবশ হইয়া আসিল। হেমের পীড়া হওয়া অবধি তাঁহার সুচারুরূপে আহার নিদ্রা হয় নাই। তদ্ব্যতীত ষ্টেশনে আসিতে সমূহ কষ্ট হইয়াছিল, এই সমস্ত কারণে গোপালের মূর্চ্ছার উপক্রম হইল। গোপাল গাড়ীতে শয়ন করিলেন এবং ক্রমে ক্রমে সমীরণ সঞ্চালনে তাঁহার নিদ্রাবেশ হইল। গোপাল নিদ্রিত হইলেন।

কোথায় বা শ্রীরামপুর, কোথায় বা স্বর্ণলতা! গোপাল নিদ্রা যাইতেছেন। এমন গাঢ় নিদ্রা গোপালের কখনও হয় নাই। কত স্থানে গাড়ী থামিল, কত নূতন লোক আসিল, কত পুরাতন লোক চলিয়া গেল, গোপালের নিদ্রাভঙ্গ হইল না। রাত্রি নয়টার সময় গাড়ী গিয়া বৰ্দ্ধমানে উপস্থিত হইল। জনৈক রেলওয়ের কর্ম্মচারী এক এক করিয়া গাড়ী খুলিয়া টিকিট লইতেছে। লোকজন চতুৰ্দ্দিকে গোলমাল করিতেছে। তথাপি গোপালের ঘুম ভাঙ্গে না। পরে যে গাড়ীতে তিনি ছিলেন. রেলওয়ে কর্ম্মচারী লণ্ঠন হস্তে তাহার দ্বারে দাঁড়াইলেন, গাড়ীতে আলোক প্রবেশ করিল। উহাতে একমাত্র গোপাল নিদ্রিত ছিলেন। রেলওয়ে কর্ম্মচারী, "বাবু" "বাবু" বলিয়া দুই চারি বার ডাকায় গোপাল উঠিলেন। "এই শ্রীরামপুর?"

কর্ম্মচারী কহিল, "তুমি স্বপ্ন দেখেছ না কি? এ বৰ্দ্ধমান।"

কর্ম্মচারীর কথা শুনিয়া গোপালের মাথা ঘুরিয়া গেল। মুহূর্ত্তে ব্রহ্মাণ্ড দেখিলেন। যেমন বসিয়াছিলেন, অমনি বসিয়া রহিলেন।

কর্ম্মচারী কহিলেন, "এখন এস, টিকিট দাও!"

গোপাল দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিলেন, "আমার কাছে টিকিট নাই, দাম লও।"

কর্ম্মচারী কহিল, "টিকিট নাই অনেকক্ষণ টের পেয়েছি। এখন চল, ষ্টেশনে সাহেবের কাছে চল।" এই বলিয়া তাঁহার হস্ত ধারণ পূৰ্ব্বক ষ্টেশনে লইয়া চলিল।

কিন্তু সাহেব তৎকালে তথায় উপস্থিত না থাকায় বড়

বাবু গোপালকে সে রাত্রি গারদে রাখিবার জন্য হুকুম দিলেন।

সে রাত্রি গোপালের যে কত কষ্ট হইল, তাহা বর্ণনাতীত। প্রথমতঃ ভাবিলেন, "স্বর্ণলতা হইতে জন্মের মত বঞ্চিৎ হইলাম।" গোপাল স্পষ্ট কিছুই শুনেন নাই, তথাপি তাঁহার মনের কেমন এক বিশ্বাস ছিল যে, তাঁহার স্বর্ণলতা লাভ হইবে। এক্ষণে একেবারে সে বিশ্বাসের মুলোচ্ছেদ হইয়া গেল। দ্বিতীয় ভাবনা এই—"কেন আমি দাদাকে চিঠির মর্ম্ম বলিলাম না। কেন আমি আপনার ইচ্ছামত এই গুরুতর কার্য্যের ভার গ্রহণ করিলাম। হয় তো দাদা শুনিলে অন্য কোন উপায়ে উদ্ধার করিতে পারিতেন। ভার গ্রহণ করিয়াই বা কেন আমি প্রাণপণে সে কার্য্য সাধনে যত্ন করিলাম না? হায়! কেনই বা নিদ্রিত হইয়াছিলাম। এখন কি প্রকারে ফিরিয়া গিয়া দাদার নিকট মুখ দেখাইব! দাদা আমাকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করেন। কিন্তু আমি কি কৃতঘ্নের কাজ করিলাম। স্বর্ণলতাকে আমি চিরদুঃখিনী করিলাম। আমি যদি তাহার চিঠি তাঁহাকে দিতাম, অথবা পড়িয়া শুনাইতাম, তাহা হইলে হয় তো কখনও এরূপ হইতে পারিত না। স্বর্ণলতা এ বিবাহের পর আত্মহত্যা করিবে, তাহার সন্দেহ নাই। আমারও তাহাই করা উচিত। এ পাপে আর তাহা ভিন্ন কি প্রায়শ্চিত্ত হইতে পারে? হায়! এতক্ষণ স্বর্ণলতা দাদাকে নিন্দা করিতেছে, কিন্তু আমিই যে তাহার সর্ব্বনাশ করিলাম, তাহা জানিতে পারিতেছে না।"

গোপাল এইরূপ বিলাপ করিয়া রজনী প্রভাত করিলেন। কিন্তু নিজে যে কারাগারে আছেন, সে জন্য তাঁহার চিন্তার লেশমাত্র হইল না। মনে করিলেন, "আমি তো রজনী অবসান হইলেই মুক্তি পাইব, কিন্তু স্বর্ণলতার শৃঙ্খল আর এ জন্মেও ভাঙ্গিবে না।"

চত্বারিংশ পরিচ্ছেদ।

তরী ডুবু ডুবু।

আজ স্বর্ণের বিবাহ, বরের বাটীতে মহাধূম! কলিকাতা হইতে ইংরাজি বাদ্য আসিয়াছে। পাড়ার ছেলেতে এবং রাস্তার লোকে সদর বাটীর উঠান পরিপূর্ণ। পাত্রটি সহজেই দেখিতে সুশ্রী নয়। একে কাল, তাহার উপরে লাল চেলি পরিয়া শুম্ভনিশুম্ভ যুদ্ধের রক্তবীজের ন্যায় ভীষণাকার ধারণ করিয়াছেন। তাঁহার সমপাঠী বন্ধুরা নিমন্ত্রিত হইয়া আসিয়াছেন, বর তাহাদিগের মধ্যে বসিয়াছেন।

বিবাহের দিবস বর-কন্যার কতই আদর! দীন দুঃখী হইলেও সে দিন লোকে তাহাদিগকে যত্ন করে—অত্যন্ত কুৎসিত হইলেও তাহাদিগকে দেখিতে আইসে। যাহারা জন্মাবধি প্রত্যহই দেখিতেছে, তাহারাও আজ একবার নূতন করিয়া বর দেখিতে আসিতেছে। মাঝে মাঝে একজন লোক গিয়া বরকে ডাকিয়া আনিতেছে। বর বয়স্যদিগের নিকট হইতে অত্যন্ত অনিচ্ছা প্রকাশ পূর্ব্বক উঠিয়া আসিতেছেন। কিন্তু সে অনিচ্ছাটি আন্তরিক নয়।

শশাঙ্কশেখর প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান করিয়া স্বর্ণকে ডাকিয়া কহিলেন, "স্বর্ণ, আজ তুমি কিছু আহার কোরো না।"

স্বর্ণ যেন বিস্মিত হইয়াছেন, ভাণ করিয়া কহিলেন, "কেন?"

শশাঙ্ক বিকট হাস্য হাসিয়া কহিলেন, "আজ তোমার বিবাহ।"

শশাঙ্কের বিকট হাস্যে স্বর্ণের হৃৎকম্প হইল। অন্যান্য দিন শশাঙ্কের যেরূপ চেহারা দেখিতেন, আজ যেন তাঁহার চক্ষে আর সে চেহারা নাই। তিনি পুস্তকে যে সব দৈত্য দানবের কথা পাঠ করিয়াছিলেন, শশাঙ্ককে যেন তাহারই একজন বলিয়া স্বর্ণের বোধ হইতে লাগিল।

শশাঙ্ক পুনর্ব্বার কহিলেন, "আজ তোমার বিবাহ স্বর্ণ;" এবং কথা সমাপন করিয়া আর একবার পূর্ব্বাপেক্ষা ভীষণতর বিকট হাস্য হাসিলেন।

শশাঙ্কের ভাব ও মূর্ত্তি দেখিয়া স্বর্ণলতার লজ্জা পলায়ন করিল। রোষে কম্পিতকলেবরা হইয়া জিজ্ঞাসিলেন, "আমার বিবাহ কে দেবে, কোথায় হবে?"

শশাঙ্ক পূর্ব্ববৎ হাসিয়া কহিল, "তোমার বাপ বেঁচে থাক্‌লে তিনিই দিতেন, তাঁর অবর্ত্তমানে আমিই দেবো, যেখানে বিবাহ হবে তা তুমি জান, সে দিন রাত্রে সব শুনেছ।"

স্বর্ণের শরীর ক্রোধে ও ভয়ে কম্পিত হইতে লাগিল। তিনি কপটনিদ্রিতা ছিলেন, এ কথা শশাঙ্ক কি প্রকারে জানিতে পারিল? কোনও বিদ্যাবলে কি মনের ভাব গণনা করিয়া স্থির করিতে পারে?

স্বর্ণ কহিলেন, "তুমি পরম হিতকারী গুরুঠাকুরই বটে?"

শশাঙ্ক উত্তর করিল, "পরের হিত না করি, নিজের হিত তো করি।" একটু পরে আবার কহিল, "পরেরই বা হিত কিসে না কোর্‌লাম? যে বিবাহের সম্বন্ধ কোরেছি, তাতে তোমার বাপেরও মত ছিল।"

স্বর্ণ সরোষে কহিলেন, "কখনও না।"

শশাঙ্ক আবার বিকট হাস্য হাসিয়া কহিল, "আচ্ছা, তাঁর না ছিল, আমার আছে।"

স্বর্ণ কহিলেন, "তোমার মত থাকৃল আর না থাকৃল তাতে কার বয়ে গেল? যার বে তার মত নাই।"

শশাঙ্ক। তারও আছে। পাত্রের মত সর্ব্বাগ্রে হয়েছে।

স্বর্ণ। পাত্রের মত হলো আর না হলো, তাতে আমার কি? আমার মত নাই।

"ঐ তো তোমাদের দোষ।" শশাঙ্ক আরম্ভ করিলেন, "কি দু পাতা পড়ো আর শোন; সেই পড়ার জোরেই একেবারে এত আত্মবিস্মৃত হও যে লজ্জা সরম থাকে না, হিতাহিত জ্ঞানও থাকে না। তোমার ভালোর তরে বোল্‌ছি, গোলমাল কোরো না। শুভকর্ম্মে গোলমাল করা ভাল নয়।" শশাঙ্ক এই বলিয়া তথা হইতে যাইবার উদ্যোগ করিতে লাগিল।

স্বর্ণ কহিলেন, "তুমি কোথায় যাও? কাল অবধি আমাকে চাবি বন্ধ কোরে রেখেছ, আমাকে ছেড়ে দিয়ে যাও। আমি এখনই কলিকাতায় যাবো।"

শশাঙ্ক। আজ না। বিবাহের পর কলিকাতায় যেও।

স্বর্ণ গৃহের দরজার নিকটে অগ্রসর হইয়া কহিলেন, "আমি এইখানে খুন হলো, বলে চেঁচাই, রাস্তার লোক শুনে দুয়ার ভেঙ্গে বাটীর মধ্যে আস্‌বে।" স্বর্ণ এই বলিয়া যেমন বাহির হইবেন, শশাঙ্ক তাঁহার হাত ধরিয়া ঘরের দিকে টানিতে লাগিল। স্বর্ণ দু একবার বাহিরের দিকে টানিলেন, কিন্তু তাঁহার সাধ্য কি

যে শশাঙ্কের সহিত জোরে পারেন? গুরুদেব তাঁহাকে গৃহমধ্যে রাখিয়া, বাহিরে দাঁড়াইয়া দরজায় চাবি বন্ধ করিল। স্বর্ণ উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিল। শশাঙ্ক কহিল, "এখন তোমার যত খুসি কাঁদ।" এই বলিয়া আবার একবার বিকট হাস্য হাসিয়া তথা হইতে চলিয়া গেল।

বরের বাটীতে গিয়া শশাঙ্ক বাদ্যকরদিগকে আপন বাটীতে আনিল এবং কহিয়া দিল, "যখন বাড়ীর মধ্যে কান্না শুন্‌বে, তখন বাজাবে।"

স্বর্ণলতা কত কাঁদিলেন, কত রাগ করিয়া তিরস্কার করিলেন, কত করযোড়ে স্তুতি করিলেন, নিষ্ঠুর শশাঙ্ক কিছুতেই শুনিল না।

স্বর্ণ শশাঙ্ককে কহিলেন, "আমার বিবাহ দিয়ে তুমি যত টাকা পাবে, আমি তোমাকে তার দ্বিগুণ দেবো আমাকে ছেড়ে দাও। বাবা আমাকে যত টাকা দিয়া গিয়াছেন, আমি সকলি লিখে পড়ে দিচ্ছি; আমাকে দাদার কাছে পাঠায়ে দাও।

শশাঙ্ক কহিলেন, "তোমার সে টাকা দেবার অধিকার অদ্যাপি হয় নাই, নচেৎ আমার কোন আপত্তি ছিল না।"

স্বর্ণ। আমি প্রতিজ্ঞা কোরে বোল্‌ছি, আমি দেবো।

শশাঙ্ক কহিল, "শশাঙ্কশেখর শর্ম্মা প্রতিজ্ঞায় ভোলে না।"

স্বর্ণলতা কহিলেন, "তবে তোমার কিসে প্রত্যয় হয় বলো, আমি তাই কোর্‌বো।"

শশাঙ্ক। তোমাকে পাত্রস্থ কোর্‌তে পার্‌লেই আমার প্রত্যয় হয়।

স্বর্ণলতা কহিলেন, "তোমারও তো মেয়ে আছে? আমাকেও

তোমার মেয়ের মতন মনে করো। তোমার মেয়ের কি জোর করে বে দেবে?"

শশাঙ্ক। আমার মেয়ে তোমার মতন নির্লজ্জ নয় যে, বের কথা নিয়ে এত গোল করবে! আমি যেখানে তার বিয়ে দেবো, তার সেইখানেই বিবাহ হবে। তার এ বিষয়ে তোমার মত মতামত নাই। সে পড়াশুনা করে নি, তার ভাইও ইংরাজি জানে না।

স্বর্ণলতা কিঞ্চিৎ লজ্জিত হইয়া চুপ করিলেন।

শ্রীরামপুর দিয়া রেলগাড়ী আসিতেছে, যাইতেছে, নিয়মিত কাল পর্য্যন্ত তথায় থামিতেছে। এক একবার গাড়ীর শব্দ হয়, আর স্বর্ণলতা মনে করেন, "এইবার আমাকে নেবার জন্য লোক আস্‌ছে।" আহা কয়টা আশা সুফলবতী হয়? সমস্ত আশাই সুফলবতী হইলে পৃথিবী স্বর্গসমা হইত। স্বর্ণলতা একবার নিরাশ হন, আবার মনে করেন, এ গাড়ী কলিকাতায় যাচ্ছে, এখানা কলিকাতা হতে আস্‌ছে না। ইচ্ছা হইলে কল্পনানুরূপ অনুভব করা যায়, স্বর্ণলতার কাণে অমনি শব্দ হইতে লাগিল, যেন আজ সমুদায় গাড়ী কলিকাতায় যাইতেছে। কলিকাতা হইতে একখানিও আসিতেছে না।

ক্রমে দিবা অবসান হইতে লাগিল। সূর্য্যের দয়া মমতা নাই। কত শত রোগী শয্যায় শয়ন করিয়া রজনীসমাগম দেখিয়া কম্পিত-কলেবর হইতেছে। সমুদ্রে কত শত তরী বিপথগমনের ভয়ে সূর্য্যদেবের পশ্চিমে গতি দেখিয়া ব্যাকুল হইতেছে। রজনী আসিলে স্বর্ণলতা চিরজীবনের জন্য শোক সাগরে নিমজ্জিতা হইবেন.

ভাবিয়া কতই রোদন করিতেছেন। এ সমস্ত দেখিয়া শুনিয়া কি দিনকরের হৃদয়ে একবারও করুণার সঞ্চার হয় না? তাঁহারা কি পিতা পুত্র উভয়েই সমান? হায়! যে সময় তোমার পুত্র অন্তর্জলে, সেই সময়ে কত শত লোকের পুত্রের বিবাহ হইতেছে। কত শত লোকের রাজ্য লাভ, ধন লাভ হইতেছে। সূর্য্যদেবের কি পক্ষপাত করিলে চলে? জয়দ্রথের জন্য তিনি এক দণ্ড আগেও অস্তাচলে যান নাই। সূর্য্যদেবের বংশে পক্ষপাতিত্ব নাই, তাঁহারা পিতা পুত্র উভয়েই সমান।

যতই সন্ধ্যা হইতে লাগিল, ততই স্বর্ণলতার উৎকণ্ঠা বৃদ্ধি হইতে লাগিল। এক্ষণে আবার এক ভাবনা উপস্থিত হইল। স্বর্ণলতা মনে করিলেন, হয় তো তাঁহার দাদার পীড়া বৃদ্ধি হইয়াছে, কিম্বা—ভাবিতে হৃদয় কম্পিত হয়—তদপেক্ষা গুরুতর অশুভ ঘটনা হইয়াছে। শশাঙ্ক অদ্য দুই দিবস আর কলিকাতায় যায় নাই। স্বর্ণ আপনার দুঃখ ভুলিয়া গেলেন। হেমের শারীরিক স্বাচ্ছন্দ্য জানিবার জন্য তাঁহার চিত্ত যারপরনাই ব্যগ্র হইল। কেহই নিকটে আসিতেছে না, কাহার কাছে খবর লইবেন? শশাঙ্ক এক্ষণে অত্যন্ত ব্যস্ত; তাঁহার আর স্বর্ণের নিকট আসিবার আবশ্যক নাই। শশাঙ্ক স্ত্রী ও কন্যাকে প্রাতঃকাল অবধি অন্তঃপুরে বদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে।

সন্ধ্যা সমাগত হইল। আকাশে স্থানে স্থানে একটু একটু মেঘ দেখা দিল। বসন্তের সমীরণ বহিতে লাগিল। মালা চন্দন ও পট্টবস্ত্রে বিকটমূর্ত্তি ধারণ করিয়া বর আসিল, ইংরাজি বাদ্য বাজিল। শঙ্খধ্বনি হইল। বর সভায় বসিল। বালকেরা বরকে

লইয়া ঠাট্টা তামাসা করিতে লাগিল। পুরোহিত আসিলেন। শশাঙ্ক এ সকলের একটু দূরে বসিয়া হরিদাসের নিকট হইতে টাকা গণিয়া লইতে লাগিল।

স্বর্ণলতা আপন কারাগারে বসিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। যে কিছু পরিত্রাণের আশা ভরসা ছিল, সন্ধ্যা হইলে দূরীভূত হইল। "হা ঈশ্বর! আমার অদৃষ্টে এই ছিল" বলিয়া স্বর্ণলতা আর্তনাদ করিতেছেন। কে তাঁর কান্না শোনে? সকলেই আমোদ প্রমোদে মত্ত। শশাঙ্ক এখনও হরিদাসের নিকট হইতে টাকা গণিয়া লইতেছে।

টাকা গণিয়া লইয়া শশাঙ্ক ও হরিদাস উভয়ে সভায় গেল। দেখিল সমুদায় প্রস্তুত। কন্যা আনিলেই হয়। শশাঙ্ক কন্যা আনিতে আসিল।

দ্বারোদ্ঘাটন করিবামাত্র স্বর্ণলতা দৌড়িয়া শশাঙ্কের চরণে পড়িলেন। রোদন করিতে করিতে কহিলেন, "অগ্রে আমাকে বল দাদা কেমন আছেন, তা না হোলে আমাকে নিয়ে যেতে পারবে না।"

শশাঙ্ক কহিল, "তোমার দাদা ভালো আছেন।"

স্বর্ণ কহিলেন, "আমার মাথা খাও, তোমার ছেলের মাথা খাও, সত্যি কথা বলো।"

স্বর্ণের তখন বাহ্যজ্ঞান শূন্য হইয়াছে। কি বলেন তাহার ঠিকানা নাই।

শশাঙ্ক কহিল, "আমি যথার্থই বোল্‌ছি, তোমার দাদা ভালো আছেন। তিনি ভালো আছেন, বোলেই তোমার এত শীঘ্র বিবাহ

দিচ্ছি। সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করিলে তিনি কি আর এ বিবাহ দিতে দেবেন? তাঁর যদি কোন্ অশুভ হোতো তা হলে তো তুমি আমাদের হাতেই থাকৃতে, এত ব্যস্ত কখনই হতেম না।

স্বর্ণলতা দেখিলেন শশাঙ্কের কথা সঙ্গতই বটে। তখন তিনি কহিলেন, "আমার অসম্মতিতে বিবাহ দিও না, দিও না, দিলে তোমার ভাল হবে না। আমি নিশ্চয়ই গলায় ফাঁস দিয়ে মোর্‌বো।"

পাষণ্ড শশাঙ্ক কহিল, "একবার সাত পাক দিয়ে দিলে, তার পর তুমি বিষই খাও, আর গলায়ই ছুরি দাও, আমার তাতে কোন ক্ষতি বৃদ্ধি নাই, আমার সঙ্গে তোমার সম্পর্ক সাত পাক পর্য্যন্ত।" এই বলিয়া শশাঙ্ক পূর্ব্বের ন্যায় বিকট হাস্য করিল।

স্বর্ণলতা শশাঙ্কের পা ধরিয়াছিলেন। শশাঙ্ক হেঁট হইয়া হস্ত দ্বারা তাহার হস্ত ধরেন, এমন সময় স্বর্ণ উঠিয়া দৌড়িয়া গৃহের কোণে গিয়া আপনার অঞ্চল দ্বারা গলদেশ বন্ধন পূর্ব্বক কহিলেন, "তুমি যেখানে দাঁড়ায়ে আছ, ওখান থেকে যদি এক পা আগে এস, তা হলে আমি ফাঁসি টেনে মর্‌বো।"

শশাঙ্ক কহিল, "স্বর্ণ, তুমি ছেলেমানুষ, তাতেই এত জোর কোর্‌ছ। তোমার আর কি সাধ্য আছে, আমার হাত থেকে উদ্ধার লাভ কর? এই বেলা সহজে এস। লগ্ন উত্তীর্ণ হয়ে যায়। তোমার বিবাহ এই রাত্রে দেবই দেবো, লগ্ন বহির্ভূত হলে ভবিষ্যতে তোমারই অমঙ্গল।" এই বলিয়া শশাঙ্ক এক পদ অগ্রসর হইল।

স্বর্ণলতা কহিলেন, "এই টান্‌লাম ফাঁসি। আমার মৃত্যুও

যে এমন বিবাহও সেই।" এই বলিয়া ফাঁসি টানিবেন, এমন সময় বহির্বাটি হইতে এক প্রকাণ্ড আলোক দেখা গেল। উভয়ে চমকিয়া সেই দিকে দৃষ্টি করিলেন। আলোক মুহূর্ত্ত মধ্যে দশদিক্ ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল। শশাঙ্ক টের পাইল, তাহার বৃহৎ চণ্ডীমণ্ডপে আগুন লাগিয়াছে।

একচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ।

শশীর চক্ষু ফুটিল।

শশিভূষণ রামসুন্দর বাবুর বাটী হইতে নিজ বাটী আগমন করিয়া প্রমদার নিকট সমুদায় বৃত্তান্তের বর্ণনা করিলেন। প্রমদা শুনিয়া দুই চারি বার দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিলেন, কিন্তু কথা কহিলেন না। ক্ষণকাল নীরবে পতির নিকট বসিয়া থাকিয়া তথা হইতে যাইবার জন্য গাত্রোত্থান করিলেন। শশিভূষণ জিজ্ঞাসিলেন, "কোথায় যাও? আমার কথা শুনে চুপ কোরলে যে?" প্রমদা উত্তর করিলেন, "আমি আসি।" এই বলিয়া নীচে মায়ের নিকট আসিলেন।

শশিভূষণের যাহা কিছু সম্পত্তি ছিল, সকলই প্রমদার নামে। প্রমদার নামে কাগজ, প্রমদার নামে বাটী, প্রমদার নামে জমি জমা। নগদ টাকাও প্রমদার কাছে। প্রমদা শশিভূষণকে বুঝাইয়া দিয়াছিলেন, স্ত্রীর নামে ধন রাখিলে সে ধনে কোন সরিকের অংশ থাকে না, দায় বিবাদের সময় সে বিষয় কেহ নিলাম করিয়া লইতে পারে না; পুরুষের নামে থাকিলে কোন একটা দাবিতে লোকে বিষয় বেচিয়া লইতে পারে, স্ত্রীর নামে থাকিলে তাহার কোন ভয় থাকে না। শশিভূষণ এই মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া কায়মনোবাক্যে এতকাল ইহারই অনুসরণ করিয়া আসিতেছিলেন। বিধুভূষণের জমিজমার খাজনা দিবার উপায় ছিল না, এজন্য প্রথমতঃ শশিভূষণ

সমুদায় খাজনা দিতেন, না দিলে যদি বিক্রয় হইয়া যায়, তাহা হইলে উভয়েরই ক্ষতি। প্রমদার পরামর্শে ক্রমে তিনি খাজনা দেওয়া বন্ধ করিলেন ; পরে নিলাম হইবার সময় সেগুলি সমুদায় প্রমদার নামে কিনিয়া রাখিয়াছিলেন। নগদ টাকা যখন যাহা হাতে থাকিত, প্রমদার উপদেশ ক্রমে তদ্দ্বারা অলঙ্কার প্রস্তুত করিতেন। প্রমদা কহিতেন, "হাতের টাকা একবার গেলে আর পাওয়া যায় না। একখানা গয়না গড়ে রাখ্‌লে সে টাকা মজুত থাকে। দরকার হ'লে বন্ধক দেওয়া যায়—বিক্রী করা যায়। আবার টাকা হাতে আসিলে ছাড়াইয়া লওয়া যায়।" শশিভূষণের ঘরে স্বয়ং লক্ষ্মী অবতীর্ণা !

আজি শশিভূষণের চারি হাজার টাকার প্রয়োজন হইয়াছে। শশিভূষণ নিঃশঙ্কচিত্তে বাটী আসিলেন। প্রমদাকে বলিলেই টাকা পাইবেন। এমন কি চাহিতেও হইবে না। তাঁহার মুখে সমুদায় অবস্থা অবগত হইয়াই প্রমদা টাকা দিবেন। কিন্তু প্রমদা যখন কথা না কহিয়া উঠিয়া গেলেন, তখন শশিভূষণের কিঞ্চিৎ চিত্তচাঞ্চল্য হইল। চিত্তচাঞ্চল্যের কারণ কি ? প্রমদা কি টাকা দেবেন না ? শশিভূষণের মনে যখন এই প্রশ্ন উদিত হইল, তখন মাথা নাড়িয়া ভাবিলেন, "তাও কি কখন হইতে পারে ?"

প্রমদা নীচে গিয়া মাতাকে ডাকিলেন। মাতা অবিলম্বে প্রমদার নিকট আসিলেন। প্রমদা জিজ্ঞাসিলেন, "মা, ও দিকে কেউ আছে কি ?" তাঁহার জননী উত্তর করিলেন, "না।" প্রমদা কহিলেন, "তবে এই তক্তপোষে বোসে শোন।"

প্রমদার মাতা অস্ফুটস্বরে "কি কি" বলিয়া প্রমদার পার্শ্বে বসিলেন। তাঁহার শরীর প্রমদার শরীর স্পর্শ করিল।

প্রমদা কহিলেন, "একেবারে গায়ের উপর চেপে পোড়্লে যে?"

প্রমদার জননী সকাতরে কহিল, "না মা, না মা, আমি দেখ্তে পাই নাই।"

প্রমদা। তোমার চোক নাই বুঝি? এর মধ্যে কাণা হলে? কাণ থাকে শোনো; মা থাকে তো বলো, আমি চুপ করি।

জননী। বলো মা বলো, আমি শুন্‌ছি।

প্রমদা জননীকে ক্ষমা দানে বাধিত করিয়া কহিলেন, "শুনেছ কি হয়েছে?"

জননী। না।

প্রমদা। তুমি কি সমস্ত দিন কাণে ছিপি দিয়ে বসে থাক?

জননী কাতরস্বরে কহিলেন, "আমাকে তোমরা না বোল্লে আমি কার কাছে শুন্‌বো? তুমি তো আমাকে কোন কথাই কও নাই।"

প্রমদা উত্তর করিলেন, "তবে আর ভূমিকায় কাজ নাই, এখন শোনো। সে দিন সাহেব এসেছিল; সে হুকুম দিয়ে গিয়েছিল, যদি ওরা (অর্থাৎ তাঁর স্বামী) কাগজ না বুঝে দিতে পারেন, তবে কর্ম্ম থাক্‌বে না।"

জননী বিস্ময়ের ভাণ করিয়া একটু উচ্চৈঃস্বরে কহিলেন, "কি সর্ব্বনাশ! এখন কি হবে?"

প্রমদা। তুমি যদি অমন করে চ্যাঁচাও, তা হলে এখান থেকে উঠে যাও।

জননী। না মা, আর চ্যাঁচাব না।

প্রমদা আবার ক্ষমা করিয়া কহিলেন, "কাগজ তো বুঝাবার যো নাই। বাবুকে মাতাল পেয়ে যে যা পেয়েছে তাই চুরি

কোরেছে। আমাদের এঁরা চুরি করেন নি, কিন্তু পরে যা নিয়েছে তার তো ভাগ পেয়েছেন ; এখন হয় জেলে যেতে হবে, নয় পুলিপোলাও যেতে হবে।” পিলোপিনাংকে লোকে প্রায়ই পুলি ও পোলাওকে দ্বন্দ্ব সমাস করিলে যেরূপ হয়, তাহাই প্রয়োগ করিয়া থাকে।

জননী আগ্রহ সহকারে জিজ্ঞাসিলেন, “এর আর কি উপায় নাই ?”

প্রমদা উত্তর করিলেন, “আছে এর উপায়, কিন্তু সেও না থাকার মধ্যে। এখন যদি চার হাজার টাকা অন্য অন্য আমলাদের ঘুস্ দেওয়া যায়, তবে রক্ষা হয়। এঁরা বোল্‌ছেন রক্ষা হয়, কিন্তু আমার মনে তো ভরসা হয় না।”

জননী দরিদ্রের কন্যা, দরিদ্রের বধু, পঞ্চাশটী টাকা একত্র কখনও দেখিয়াছেন কি না সন্দেহ। চারি হাজার টাকার নাম শুনিয়া তিনি ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া চাহিয়া রহিলেন। চারি হাজার, ঢেঁকি না কুলো তা জানেন না। কিন্তু কথা কহিলে পাছে প্রমদা রাগ করেন, এজন্য চুপ করিয়া রহিলেন।

প্রমদা জিজ্ঞাসিলেন, “কথা কও না যে ?”

জননী একটু ভাবিয়া বলিলেন, “কত টাকা বোল্লে ?

প্রমদা। চার হাজার।

জননী একটু ভাবিয়া “সে ক কুড়ি ?”

প্রমদা সক্রোধে কহিলেন, “মরণ আর কি ? তুমি কচি মেয়ে নাকি ?”

জননী নীরব।

প্রমদা পুনর্ব্বার কহিলেন, "চারি হাজার টাকা দিতে হলে আর প্রায় কিছু বাকি থাকে না। কোম্পানীর কাগজগুলি আর গহনাগুলি সব যায়, এখন উপায় কি?"

জননী বিষম বিপদে পড়িলেন। লোকে বলে বোবার শত্রু নাই, কিন্তু কার্য্যতঃ সে কথা প্রলাপ বাক্য মাত্র। তিনি কথা কহিলেও প্রমদা তিরস্কার করেন, না কহিলেও তিরস্কার করেন। আকাশ, পাতাল ভাবিয়া স্থির করিতে পারিলেন না কি বলিবেন। এমন সময় প্রমদা কহিলেন, "আমার বিবেচনায় এ টাকা দিলেও নিস্তার নাই। লাভের মধ্যে টাকাও যাবে, প্রাণও যাবে। তাই আমি বলি কোম্পানীর কাগজ, নগদ ও গয়না যা কিছু আছে, এক দিন নিয়ে চলে যাই। এখানে থাক্‌লে চক্ষুলজ্জার খাতিরে দিতে হবে, তফাতে থাক্‌লে আর চক্ষুলজ্জা থাক্‌বে না। আজ যদি টাকাগুলি দি, আর কাল উনি পুলিপোলাও যান, তবে আমরা ভিক্ষে কোরে বেড়াই আর কি? তা হবে না। মা কি বলো তুমি?"

মাতার এক্ষণে দিঙ্‌নির্ণয় হইল; এখন যতই চাবুক মার ততই দৌড়াইবেন। কহিলেন, "তার কি ভুল আছে। 'আপনার পাঁজিপুথি পরকে দিয়ে, দৈবজ্ঞি বেড়ায় হাবাতে হয়ে।' সে কাজে যেন আমার বংশের কেউ না যায়।"

পরামর্শ স্থির করিয়া প্রমদা শশিভূষণের নিকট আসিলেন। শশী জিজ্ঞাসিলেন, "কোথায় গিয়েছিলে?"

প্রমদা। ঐ একবার মার কাছে গিয়েছিলাম। তাঁর ব্যাম হয়েছে, তাই দেখে এলাম।

শশী। এই টাকাগুলি দিতে হবে তার কি?

শশী অত্যন্ত কাতরস্বরে কথাটি কহিলেন।

প্রমদা উত্তর করিলেন, "যখন দিতে হয়, তখন দেওয়া যাবে।" শশিভূষণের আর অধিক কথা কহিতে সাহস হইল না।

পরদিন প্রাতে রামসুন্দর বাবু দুই জন পেয়াদা সমভিব্যাহারে শশী বাবুর বাটী আসিয়া শশী বাবুকে ডাকিলেন। শশীভূষণ নীচে আসিয়া রামসুন্দর বাবুকে অভ্যর্থনা করিয়া বসাইলেন। রামসুন্দর বাবু কহিলেন, "যদি কারুকে কিছু দেবার ইচ্ছা থাকে এইবেলা আমার কাছে দাও। নচেৎ আর সময় পাবে না। হিসাব বুঝে নিতে সরকার থেকে একজন ম্যানেজার এসেছে। ঐ পেয়াদা তোমার তলবে এসেছে। এখন না দিলে কাছারিতে সকলই প্রকাশ হবে।"

শশিভূষণ এই কথা শুনিয়া উপরে স্ত্রীর নিকট আসিয়া কহিলেন, "তবে দাও, সেই কখানা কাগজ দাও। আর যাতে হাজার টাকা হয়, এমন খানকতক গহনা দাও।"

প্রমদা কহিলেন, "এখনি না দিলে নয়?"

শশী। না।

প্রমদা ক্ষণকাল নিস্তব্ধ থাকিয়া কহিলেন, "দিলে কিছু লাভ হবে?"

শশী। আমি তা হলে বেঁচে যাবো, নচেৎ আমাকে পুলিপোলাও যেতে হবে।

প্রমদা আবার খানিক নীরবে থাকিয়া কহিলেন, "টাকা দিলে কেমন করে বেঁচে যাবে, আমি বুঝ্‌তে পারি না। আমার মনে নিচ্ছে, টাকা দিলে টাকাও যাবে, তুমিও যাবে।"

শশিভূষণের তখন হৃৎকম্প উপস্থিত হইল। অতি কাতরস্বরে কহিলেন, "আমিই যদি যাই, তবে আব আমার টাকা থেকে কি হবে?"

প্রমদা মুখখানি আঁধার করিয়া কহিলেন, "তা হলে আমাদেব দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করে খেতে হবে। সে কি তোমাব পক্ষে ভাল হবে?"

শশিভূষণের বুক ফাটিয়া যাইবার উপক্রম হইয়াছে। পূর্ব্বাপেক্ষা বিনীতভাবে প্রমদার কাছে বসিয়া কহিলেন, "তোমরা ভিক্ষা কোর্‌বে কেন? আমার জমিজমা আছে, বাটী থাক্‌লো, তোমাদের স্বচ্ছন্দে চল্‌বে। আর এই টাকা দিলে আমিও নিষ্কৃতি পাব।"

প্রমদা অবনতবদন হইয়া রহিলেন। তদ্দর্শনে শশিভূষণ কহিলেন, "শীঘ্র দাও, লোক এসে বোসে আছে। দেরি হলে পর দেওয়া না দেওয়া সমান হবে।"

প্রমদা তথাপি কথা কহিলেন না। তখন শশিভূষণ একটু ক্রুদ্ধ হইয়া কহিলেন, "দেবে কি না বল?"

শশিভূষণকে ক্রুদ্ধ দেখিয়া প্রমদার কথা কহিবার অবকাশ হইল। কহিলেন, "অমন জোর কর যদি তবে দেবো না।"

শশিভূষণ পুনরায় কাতরস্বরে কহিলেন, "আমাব অপরাধ হয়েছে, এখন দাও।"

প্রমদা কাঁদিতে কাঁদিতে কহিলেন, "তোমাদের মত কঠিন লোক আর নাই। কত দিন তোমার ভায়া জ্বালাতন কোর্‌লেন; এখন তিনি গেলেন, তুমি লাগ্‌লে, আমার কপালে আর সুখ হলো

না। বাবা কেনই বা আমাকে এমন জায়গায় বিয়ে দিলেন?” প্রমদা আর কথা কহিতে পারিলেন না। অনতিউচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন।

শশিভূষণের শিরে বজ্রাঘাত হইল। চুপ করিয়া শুনিতে লাগিলেন। একটু পরে প্রমদা চক্ষু মুছিয়া কহিলেন, “তুমি তো চল্‌লে, মাগের কি কোরে গেলে?”

শশিভূষণ কহিলেন, “আমাকে তুমিই ভাসালে। তুমি টাকা দিলে আর আমার বিপদ থাকে না।” প্রমদা ফোঁস্ ফোঁস করিয়া নিশ্বাস ছাড়িতে লাগিলেন।

এদিকে রামসুন্দর বাবু নীচে থাকিয়া ডাকিতেছেন, “শশী বাবু আসুন, বেলা হলো?”

শশী বাবু উচ্চৈঃস্বরে “এই যাই” বলিয়া প্রমদার পদযুগল ধরিয়া রোদন করিতে করিতে কহিলেন, “প্রমদা, আমাকে রক্ষা কর; তুমি না রক্ষা করলে আর আমি রক্ষা পাইনে। প্রমদা তোমার পায়ে পড়ি, রক্ষা কর।”

প্রমদাকে কে যেন কতই প্রহার করিতেছে, এইরূপ করিয়া রোদন করিয়া উঠিলেন। “বাবা আমার স্বপ্নেও জানতেন না আমার এমন দুরাদৃষ্ট হবে। আমার জীবনটা দুঃখে দুঃখেই গেল! আমাকে কেন এখানে বিয়ে দিলেন?”

প্রমদার রোদন শুনিয়া প্রমদার জননী দৌড়িয়া আসিলেন, এবং প্রমদার শেষ কথাটা শুনিতে পাইয়া তাহারই উপর দ্বিতীয় মল্লিনাথের ন্যায় টীকা করিতে আরম্ভ করিলেন। কাঁদিতে কাঁদিতে কহিলেন, “আমি তখনই তোমার বাপকে বোলেছিলাম, এ কাজে

সুখ হবে না। তোমার বাপ আমার কথা না শুনে বাছা তোমাকে এখানে বিয়ে দিলেন। আমাকে গালি দিও না বাছা। ওরে গদাধরচন্দ্র, তুই এখন কোথায়?" প্রমদা ও প্রমদার মাতা ঝড় ও আগুনের ন্যায় একত্র হইয়া শশিভূষণের সর্ব্বনাশ করিতে বসিলেন।

রামসুন্দর বাবু বৈঠকখানা হইতে কহিলেন, "শশী বাবু সত্বর আসুন, নৈলে পেয়াদারা বাটীর মধ্যে চল্লো।"

রামসুন্দরের কথা শুনিয়া শশী উন্মত্তের মত কহিলেন, "প্রমদা, এত দিনে তোমার সব সৎপরামর্শের অর্থ বুঝিতে পার্‌লাম। তুমি আমাকে বোকা বোল্‌তে, আমি যথার্থই বোকা তা না হলে তোমার মতন পাপীয়সীর কথায় আমার প্রাণের ভাই বিধুকে বাড়ী হতে তাড়িয়ে দেবো কেন? আমার ঘরের লক্ষ্মী সরলাকেই বা মেরে ফেল্‌বো কেন? সরলা আমার ঘরে আসা পর্য্যন্ত আমার দুঃখ হয় নাই, ক্লেশ হয় নাই, আমার সংসার রাজার সংসার ছিল। তোর পরামর্শে আমি এমন সরলাকে পৃথক্ কোরে দিলাম। সে যখন অন্নাভাবে মরে, তখন তোরই পরামর্শে আমি অন্ন দিলাম না। সরলা যখন অনাহারে প্রাণত্যাগ কোর্‌লে তখনই আমি জান্‌তে পার্‌লাম, আর আমার ভদ্রত্ব নাই। তুই সরলাকে মেরেছিস্, তুই আমার সোণার ভাইকে পথের ভিখারী কোরেছিস্। অবশেষে আমি ছিলাম, তুই আমাকেও খুন কর্‌লি। আমার যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল। তোরই বা দোষ কি? আমার সোণার প্রতিমা সরলাকে বিসর্জ্জন দেবার ফল এত দিনে ফল্লো।"

এই কথা বলিয়া ক্ষিপ্তের ন্যায় ভীষণ নেত্রে চতুর্দ্দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া শশিভূষণ গৃহের অভ্যন্তর হইতে চলিয়া গেলেন,

এবং অবিলম্বে বহির্দ্বারে গিয়া রামসুন্দর বাবুর সহিত একত্র হইলেন। কাছারিতে সকলে শশিভূষণের মুখ নিরীক্ষণ করিয়া ভীত হইল। কেহ কোন কথা না বলিতেই তিনি নিজেই সমুদয় আত্মদোষের পরিচয় দিয়া কহিলেন, "আমি এই অপরাধ কোরেছি, আমার উচিত দণ্ডবিধান করুন।" সকলে দেখিয়া শুনিয়া অবাক্ হইয়া রহিল।

ম্যানেজার একজন ডেপুটি কালেক্টর, শশিভূষণের অবস্থা দেখিয়া তাঁহার অত্যন্ত দুঃখ হইল। কিন্তু ন্যায়মত কার্য্য না করিলেও নয়, সুতরাং শশিভূষণ যাহা যাহা বলিলেন, তিনি সকলই লিখিয়া লইলেন। শশিভূষণের কথায়, অল্প ও অধিক পরিমাণে সকলেই দোষী হইলেন। মুহুরি, খাজাঞ্চী, হিসাবনবিশ ও রামসুন্দর বাবু ইঁহারা সকলেই শশিভূষণের সহিত হাজতে চলিলেন।

সকলকে গারদে দিয়া ডেপুটি কালেক্টর মনে করিলেন, শশিভূষণের অপরাধ সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর, তাঁহার বিষয় বিক্রী করিয়া জমীদারের ক্ষতিপূরণ হওয়া উচিত, কিন্তু পাছে অস্থাবর বস্তু সমুদয় স্থানান্তরিত হয়, এই আশঙ্কায় শশীর বাটীতে পুলিশ পাহারা রাখিয়া দিলেন।

সন্ধ্যা বেলা। আকাশমণ্ডল মেঘে আচ্ছন্ন হইয়া বেগে বায়ু বহিতেছে। দেখিতে দেখিতে অল্প একটু বৃষ্টি হইয়া গেল। বৃষ্টির পর কিঞ্চিৎ শীত বাড়িল। দারগা দীনবন্ধু বাবু ও কনষ্টেবল রমেশ, শশিভূষণের বাটী পাহারা দিতেছেন। দারগা আজ নিজে আসিয়াছেন, অপরকে পাহারা রাখিয়া তাঁহার প্রত্যয় হইল না। শীতে পাহারা দেওয়া বড় আমোদজনক কাজ নহে। বিশেষ

অনভ্যাস প্রযুক্ত অল্পক্ষণের মধ্যেই দীনবন্ধু বাবু বিরক্ত হইয়া কহিলেন, "রমেশ, তুমি ত জান ভাই, আমি কোন সরকারি লোক দিয়া নিজের কাজ করিয়ে লই না। কিন্তু তোমাকে যে দুই একটা কথা বোলি, সে কেবল তোমাকে স্নেহ করি বোলে। তুমি ভাই আজ রামধনার দোকান থেকে আধপোয়া এনে দিতে পার? বড় শীত শীত কোর্‌ছে।" রামধনের নাম উল্লেখ করিয়া পরে ওজন বলিয়া দিলে আর জিনিষের নাম বলিতে হয় না।

রমেশ কহিল, "আজ্ঞা আপনার একটা কাজ করবো তার জন্যে এত কথা বোল্‌ছেন কেন? আপনার অনুগ্রহ থাক্‌লেই হলো।"

ক্ষণকাল বিলম্বে আধপোয়া আসিল। দারগা বাবু বোতলের গলায় তর্জ্জনী প্রবেশ পূর্ব্বক বোতলটী উপুড় করিলেন, পরে সেটীকে আবার স্বাভাবিক ভাবে রাখিয়া নিজের অঙ্গুলিটি দীপশিখায় ধরিলেন। ভাল জ্বলিল না। মুখ ঈষৎ বক্র করিয়া দারগা বাবু কহিলেন, "রমেশ, তোমাকে নূতন লোক পেয়ে ব্যাটা ঠকিয়ে দিয়েছে।" কিন্তু দারগা বাবু সে জন্য আধপোয়া ফেরৎ দিলেন না। অল্প অল্প করিয়া সেটুকু সেবন করিলেন।

দারগা বাবু একটু একটু পান করিতেছেন, এমন সময় রমেশকে কে ডাকিল। পাঁচ মিনিটের মধ্যে রমেশ শুনিয়া আসিলেন।

দারগা বাবুর আধপোয়ায় কিছু হইল না এজন্য রমেশকে পুনরায় কহিলেন, "তুমি ত জান ভাই, আমি সরকারি লোক দিয়ে নিজের কাজ" ইত্যাদি; অর্থাৎ আর আধপোয়া আন।

রমেশের এবার মদ আনিতে দেরি হইল।

দারগা বাবু আবার সেটুকু সেবন করিলেন। এবার আর

অঙ্গুলি দ্বারা পরীক্ষা করেন নাই কেমন জিনিস। সেবন করিয়া এক মিনিটের মধ্যেই দারগা বাবুর মনে হইতে লাগিল যেন তিনি দুগ্ধফেননিভ শয্যায় বসিয়া আছেন। যেই এই কথা মনে হইল, অমনি দারগা বাবু তথায় শয়ন করিলেন। যেই শয়ন করিলেন, অমনি নাসিকাধ্বনি হইল। যেই নাসিকাধ্বনি হইল, অমনি রমেশ বাবু কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়া বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিবার জন্য দ্বারে শব্দ করিলেন। যেই শব্দ করিলেন, অমনি দ্বার খুলিল।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে গ্রন্থকর্ত্তারা সর্ব্বস্থানেই যাইতে পারেন। যেই রমেশ বাবু বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিলেন, অমনি সঙ্গে সঙ্গে গ্রন্থকর্ত্তাও প্রবেশ করিলেন। করিয়া কি দেখিতে পাইলেন? প্রমদা ও তাঁহার জননী সমুদায় গহনা পত্র, টাকা কড়ি, কাপড় চোপড় একত্র করিয়া মোট বাঁধিয়া প্রস্তুত। রমেশ বাবুকে প্রমদার মাতা ফিস্ ফিস্ করিয়া জিজ্ঞাসিলেন, "কোন্ দরজা দিয়ে যাব? খিড়কি না সদর?"

রমেশ। সদর।

তখন প্রমদার জননী প্রমদাকে কহিলেন, "তবে আর বিলম্ব করো না মা।"

প্রমদা রমেশ বাবুর হাতে টাকা গণিয়া দিলেন। রমেশ বাবু গণিয়া লইলেন।

অনন্তর প্রমদার মাতা কাপড়ের মোট লইলেন, এবং প্রমদা একটি বড় হাতবাক্স লইয়া বাটির বাহির হইলেন। রমেশ বাবু পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিয়া তাঁহাদিগের বাটির বাহিরে রাখিয়া গেলেন।

বিপিন, কামিনী, দাস দাসী, সকলেই বাটীতে রহিল।



[প্রমদার নৌকা জলমগ্ন হইল। স্বর্ণলতা পৃ, ৩১১]

প্রমদা নিজে পিত্রালয়ে গিয়া জিনিসপত্র রাখিয়া আসিবেন এই মানসে, দিন থাক্‌তেই নৌকা ভাড়া করিয়া রাখিয়াছিলেন। ঘাটে গিয়া দেখিলেন, নৌকা প্রতীক্ষা করিতেছে। নিঃশব্দে দুজনে নৌকায় উঠিলেন। নাবিকেরা নৌকা ছাড়িয়া দিল। কিয়দ্দূর গমন করিলে, সন্ধ্যাবধি যে ঝড় হইতেছিল, তাহার বেগ পূর্ব্বাপেক্ষা শত গুণ প্রবল হইল। গগনমণ্ডল দেখিতে দেখিতে ঘোরতর ঘনঘটায় আবৃত হইল, দশ দিক্ অন্ধকার হইয়া গেল। তড়্ তড়্ শিলাবর্ষণ হইতে লাগিল। ক্ষণে ক্ষণে বিদ্যুতের আলোক চক্ষুকে নিপীড়িত করিতে লাগিল। বৃহৎ বৃহৎ বৃক্ষ সমুদায় উৎপাটিত হইতে লাগিল। ভীষণ বজ্রনিনাদ হইতে লাগিল। শীতে শরীর জড় সড় হইয়া আসিল। পবনের গর্জ্জনে কর্ণে তালা লাগিল। বৃক্ষ হইতে রাশি রাশি বিহঙ্গম মরিয়া নদীতে পড়িল। বাটী ঘর সমুদয় দেখিতে দেখিতে সমভূমি হইয়া গেল। প্রমদার নৌকা জলমগ্ন হইল। মুহূর্ত্ত মধ্যে হাহাকার উঠিয়া গেল। কেহই কাহাকে দেখিতে পায় না, কাহারও কথা কাহারও কর্ণকুহরে প্রবেশ করে না। নাবিকেরা সাঁতার দিয়া কূলে উঠিল। প্রমদার মাতা কাপড়ের মোটে ভর দিয়া ভাসিতে ভাসিতে তীরে উত্তীর্ণ হইলেন।

প্রমদার বাক্স অত্যন্ত ভারি ছিল। বাক্স ত্যাগ করিয়া যাইতে পারেন না। জলে হাবুডুবু খাইতে লাগিলেন। ক্রমশঃ তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ শিথিল হইয়া আসিল ; এবং তাঁহার হস্ত হইতে বাক্স খসিয়া জলমগ্ন হইল। পরক্ষণেই প্রবল তরঙ্গ কর্ত্তৃক তিনি কূলে নিক্ষিপ্ত হইলেন।

ওপারে আমার এক মাসীর বাড়ী আছে, আজ সেইখানে গিয়া থাকি। পরে কাল যেখানে যেতে হয় যাব।"

দাসীর কথা সঙ্গত মনে করিয়া স্বর্ণলতা দাসীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতে লাগিলেন। ক্ষণকাল এ গলি ও গলি করিয়া উভয়ে গঙ্গাতীরে আসিয়া উপনীত হইলেন। কিন্তু স্বর্ণলতা যেখানে যান, নিরাশা যেন তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ যায়। গঙ্গার ঘাটে প্রথমতঃ নৌকা পাইলেন না। অনেকক্ষণ কূলে প্রতীক্ষা করিয়া পরিশেষে পার হইলেন।

গঙ্গা পার হইয়া স্বর্ণলতা দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া কহিলেন, "এতক্ষণে রক্ষা পেলাম।" দাসী কহিল, "তোমার আর ভয় কি? কিন্তু আমার এখনও বিপদ আছে।"

স্বর্ণ জিজ্ঞাসিলেন, "তুমি এ কর্ম্ম কোর্‌লে কেন? চুরি কোর্‌লে কেন?"

দাসী কহিল "চুরি কোর্‌বো না? খুব করেছি। ওর মতন পাষণ্ড কি আর আছে? রাজ্যের লোকের টাকা চুরি কোরে কোরে বড় মানুষ হচ্ছে। আমি ওর কিই বা নিয়েছি?" স্বর্ণলতা জিজ্ঞাসিলেন, "তুমি এ কেমন কোরে নিলে?"

দাসী কহিল, "বামুন যে সিন্দুকে টাকা রাখ্‌ত, তা আমি জান্‌তেম। অনেকবার নিতে চেষ্টা কোরেছি, কিন্তু কখনও সুবিধা পাই নাই। আজ যখন তোমার ঘরে এলো, তখন বাইরে তালার গায়ে চাবি রেখে গিয়েছিল। আমি ভাব্‌লাম তখনই নি। কিন্তু নিতে গিয়েও ভরসা হোল না। তার পর যখন ঘরে আগুন লাগ্‌লো, তখন ও দৌড়ে গেল, চাবি পড়ে রৈল। আমি ভাবলাম,

এই সময় ; এখন যদি না নি, তবে আর কখন নিতে পার্‌বো না। বামুন যাই চলিয়া গেল, আমিও অমনি চাবি দিয়ে সিন্দুক খুলে এই বাক্সটা নিয়ে বেরুলাম। তুমি আমার আগে আগে বেরিয়েছিলে। তার পর তুমি যখন সদর দরজার দিকে গেলে, তখন আমি খিড়িকির চাবি খুলে বেরিয়েই দেখ্‌লাম জন কতক লোক যাচ্ছে, অমনি আবার খিড়্‌কির পিছু এলাম। তোমাকে এত ডাক্‌লাম, তুমি শুন্‌তে পেলে না। তার পর তুমি যখন উত্তরের দিকে যাও, তখন দেখ্‌লাম তোমাকে না ফিরালে হয় না ; অই তোমার আঁচল ধরে টান্‌লাম, তুমি মনে কোর্‌লে, আমি তোমাকে ধোর্‌তে এসেছিলাম।" এই বলিয়া দাসী হাসিয়া উঠিল।

স্বর্ণলতা কহিলেন, "আমার যথার্থই মনে হয়েছিল, তুমি আমাকে ধোর্‌তে এসেছিলে।"

দাসী স্বর্ণলতাকে কহিল, "চল, ঐ আমার মাসীর বাড়ী দেখা যাচ্ছে, ঐখানে গিয়া আজ রাত্রে থাকি।"

স্বর্ণলতা জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমি কলিকাতায় যাব কেমন কোরে ? আবার তো কাল পার হোতে হবে, নৈলে গাড়ী পাব না। আমার সঙ্গেই বা কে যাবে ?"

দাসী কহিল, "কালকার কথা কাল হবে, আজ তো এখন চল।" এই বলিতে বলিতে উভয়ে দাসীর মাসির বাটী পৌঁছিলেন।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, যে গৃহে স্বর্ণলতা ছিলেন, শশাঙ্ক সেই গৃহ হইতেই প্রথমে অগ্নি দেখিতে পায়। শশাঙ্ক তাহার পূর্ব্বক্ষণেই

চণ্ডীমণ্ডপের পার্শ্বস্থ ঘরে তক্তপোষের দেরাজের মধ্যে হরিদাস প্রদত্ত টাকাগুলি রাখিয়া আসিয়াছে। শশাঙ্ক অব্যবস্থিতচিত্তে দাঁড়াইয়া থাকিয়া চণ্ডীমণ্ডপের দিকে দ্রুতগতিতে গমন করিল। ফাল্গুন মাস; সমুদয় জিনিস শুষ্ক হইয়া আছে; অগ্নিস্পর্শ মাত্রেই জ্বলিয়া উঠিতেছে। দেখিতে দেখিতে চণ্ডীমণ্ডপের পার্শ্ববর্ত্তী ঘরে আগুন লাগিল এবং লাগিবামাত্রই হু হু করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। দুই পার্শ্বে ভয়ানক অগ্নিস্তম্ভ হইল। ক্ষণকাল মধ্যেই বায়ু পূর্ব্বাপেক্ষা প্রবল হওয়ায় নিকটস্থ অন্যান্য লোকের ঘর জ্বলিয়া উঠিল। সকলে কোলাহল করিয়া চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিতে লাগিল। হরিদাস এক হাতে পুত্রের হস্ত ও অপর হাতে পুরোহিতের হস্ত ধরিয়া দাঁড়াইয়া আছেন, অগ্নি নির্ব্বাণ হইলেই পুত্রের বিবাহ দিবেন।

শশাঙ্ক বহির্বাটী আসিয়া দেখিল, যে ঘরে টাকা রহিয়াছে, সে ঘর হু হু করিয়া জ্বলিতেছে। তথাপি সেই ঘরে প্রবেশ পূর্ব্বক তক্তপোষের উপর হইতে বিছানা দূরে নিক্ষেপ করিল। পরে দেরাজ খুলিবার জন্য আপনার ঘুন্‌শিতে চাবির অনুসন্ধান করিতে লাগিল, কোমরে চাবি পাইল না। কি মনস্তাপ! দৌড়িয়া যে ঘরে স্বর্ণলতা ছিলেন, পুনরায় সেই ঘরের দ্বারে গেল। গিয়া দেখিল তালাটি পড়িয়া আছে, কিন্তু চাবি নাই। তদ্দর্শনে কপালে করাঘাত করিয়া শশাঙ্ক কাঁদিয়া উঠিল, এবং "হায়! আমার সর্ব্বনাশ হলো" বলিতে বলিতে একখানি কুঠারের জন্য ক্ষিপ্তের ন্যায় চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করিতে লাগিল। প্রয়োজনের সময় কোন দ্রব্যই হাতের কাছে পাওয়া যায় না। এদিক ওদিক অনুসন্ধান

করিয়া কুঠার মিলিল। তখন সেই কুঠার স্কন্ধে চণ্ডীমণ্ডপের দিকে ছুটিল। গিয়া দেখিল, তখনও ঘরে প্রবেশ করা হইতে পারে। প্রবেশ করিবে, এমন সময় হরিদাস পশ্চাৎ হইতে তাহার বস্ত্রাকর্ষণ পূর্ব্বক জিজ্ঞাসিলেন, "পাত্রী কোথায়? চলো, অন্য এক বাড়ী গিয়ে বিবাহ দি।" শশাঙ্ক বাক্য দ্বারা তাহার প্রশ্নের উত্তর প্রদান না করিয়া তাহার মস্তকোপরি কুঠার উত্তোলন করিল। হরিদাস "ব্বাবা রে" বলিয়া দূরে পলাইল। শালকাঠের তক্তপোষ সহজে ভাঙ্গিতেছে না। এদিকে শশাঙ্কের মস্তকোপরি অগ্নি প্রবল বায়ুভরে নৃত্য করিয়া জ্বলিতেছে। শশাঙ্ক প্রবল পরাক্রমে তক্তপোষের উপর ভীষণ কুঠারাঘাত করিল। প্রহারে ঘর কাঁপিয়া উঠিল ও তৎক্ষণাৎ চাল হইতে এক জ্বলন্ত আড়কাট ভাঙ্গিয়া শশাঙ্কের পৃষ্ঠদেশে পড়িল; শশাঙ্কও অমনি তক্তপোষের উপর নিপতিত হইল। হস্তস্থিত কুঠারে তাহার বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ হইয়া গেল। ক্ষতস্থান হইতে প্রবল বেগে শোণিত বহিতে লাগিল। এদিকে জ্বলন্ত আড়কাটার আগুনে শশাঙ্কের বস্ত্র জ্বলিয়া উঠিল। শশাঙ্ক ভীষণ রবে আর্ত্তনাদ করিয়া কহিল, "আমার প্রাণ যায় রক্ষা কর, আমাকে টেনে বার কর।" বাহিরের লোকেরা পরস্পর পরস্পরের মুখ নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। শশাঙ্ক পুনর্ব্বার আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল, "আমাকে রক্ষা কর, আমার যথাসর্ব্বস্ব তোমাদিগকে দেব।" ঘর পড়ে পড়ে হইয়াছে। বাহির হইতে কেহই তাহার মধ্যে যাইতে সাহস করিল না। দেখিতে দেখিতে মহাশব্দে অগ্নিস্তম্ভের ন্যায় জ্বলন্ত চাল শশাঙ্কের উপর নিপতিত হইল। শশাঙ্কের জীবনের শেষ অধ্যায় সমাপ্ত হইল।

হরিদাস শেষ পর্য্যন্ত আশা করিয়াছিলেন, অগ্নি নির্ব্বাপিত হইলে তনয়ের বিবাহ দিবেন। এক্ষণে সে ভরসায় জলাঞ্জলি দিয়া গৃহে ফিরিয়া গেলেন। হরিদাসের পুত্র ক্ষুণ্ণ মনে সমপাঠী বয়স্যদিগের সহিত ইংরাজি ভাষায় কথোপকথন করিতে লাগিলেন; এবং ক্ষণকাল এ রাস্তায় ও রাস্তায় বেড়াইয়া পরিশেষে তিনিও পিতার অনুসরণ করিলেন। তাঁহার উপবাস মাত্র লাভ হইল।

ত্রিচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ।

শেষ হবো হবো।

যে রাত্রে প্রমদার নৌকা জলমগ্ন হইল, তাহার পরদিন প্রাতে প্রমদা উক্ত সংবাদ থানায় পাঠাইয়া দিলেন। হেড্ কনষ্টেবল সেই সংবাদ প্রাপ্তিমাত্র কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য স্থির করণার্থ দারগা বাবুর নিকট আসিলেন। দারগা বাবু তখন বেহুঁস। বড় বড় নিশ্বাস বহিতেছে, চক্ষু মুদ্রিত, ডাকিলে কথা নাই, হস্তপদ অবশ। রমেশ বাবুকে প্রশ্ন করিলে রমেশ বাবু উত্তর দিলেন, তিনি কিছুই জানেন না। তিনি খিড়কির দুয়ারে পাহারায় ছিলেন, সকাল বেলা পাহারা বদ্‌লি হইয়া আসিয়া দেখিলেন বাবু অজ্ঞান ও শুনিলেন যে, বাড়ীর মধ্য হইতে লোক বাহির হইয়া গিয়াছে।..পরে জানিতে পারিলেন, বাহির হইয়া যাইবার সময় তাহাদের নৌকা ডুবিয়াছে। হেড্ কনষ্টেবল ও রমেশ উভয়ে একত্র হইয়া দারগা বাবুর পদদ্বয় পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে দেখিতে লাগিলেন। কি জানি সর্পাঘাতই বা হইয়াছে। কিন্তু তাহার কোন চিহ্ন দেখিতে পাইলেন না। শরীরে কোন আঘাতের দাগও নাই? কপালে একটা পুরাতন দাগ মাত্র আছে। হঠাৎ রমেশ দারগা বাবুর মুখের কাছে মুখ লইয়া গেলে, তাহার বোধ হইল যেন দারগা বাবুর নিশ্বাসে মদের গন্ধ নির্গত হইতেছে। তিনি হেড্ কনষ্টেবলকে ডাকিয়া কহিলেন, "জমাদার সাহেব, আমার বোধ হচ্ছে যেন

বাবুর নিশ্বাসে মদের গন্ধ বেরুচ্চে! আপনি একবার দেখুন দেখি।”

হেড্‌কনষ্টেবল দারগা বাবুর মুখের কাছে মুখ লইয়া গিয়া কহিলেন, “রমেশ, ঠিক ধরেছ।”

রমেশ কহিলেন, “মহাশয়, আমরা পুলিশের লোক কি না। কত ফন্দি করে মোকদ্দমা আস্কারা কর্‌তে পারি।”

হেড্‌কনষ্টেবল কহিল, “তবে এখন উপায়? এস, কেউ না টের পেতে পেতে বাবুর মাথায় জল ঢেলে দেখি তাতে আরাম হয় কি না।”

রমেশ কহিলেন, “মহাশয় এটা কি ভালো কথা বোল্লেন? শেষে যদি ভদ্রাভদ্র হয় তা হলে আমাদের ঘাড়ে ঝুঁকি পড়্‌বে। আমার মতে ডেপুটী কালেক্টর বাবুর নিকট গিয়া এত্তলা দেওয়া উচিত।”

হেড্‌কনষ্টেবল কহিল, “তা হলে বাবুর চাকরির উপর দোষ পোড়্‌বে।”

রমেশ উত্তর করিলেন, “যিনি যে কর্ম্ম কোর্‌বেন, তিনিই তার ফলভোগ কোর্‌বেন। আমরা ঘাড়ে ঝুঁকি রাখ্‌বো কেন?”

রমেশের মুখ কালীর মত। কথা কহিতে ওষ্ঠাধর কম্পিত হইতেছে, কিন্তু হেড্‌কনষ্টেবলের সেরূপ হইতেছে না। উভয়ে ক্ষণকাল পরামর্শ করিয়া স্থির করিলেন, ডেপুটী বাবুর কাছে খবর দেওয়াই উচিত। লোকজন আনিয়া দারগা বাবুকে তুলিয়া লইয়া যাইবার সময়, তিনি যেখানে শুইয়াছিলেন, তাহার নিকট একটা বোতল দেখা গেল। ঘ্রাণ লইয়া রমেশ কহিলেন, “বোধ হয়, এই বোতলেই মদ ছিল। বোতলটা আর কি হবে, ফেলে দি।”

হেড্ কনষ্টেবল কহিল, এমন কর্ম্মও কোর্ত্তে আছে? ও বোতলটা চালানের সঙ্গেই পাঠাতে হবে। দেখি ওর মধ্যে কিছু আছে কি না?"

হেড্ কনষ্টেবলের কথা শুনিয়া রমেশ কম্পিত হস্তে বোতলটি উপুড় করিলেন। ক্ষুদ্রধারে একটু কাল জলের মতন জিনিস বোতল হইতে পড়িল। রমেশ কহিলেন, "কিছুই নাই।"

হেড্ কনষ্টেবল কহিলেন, "ঐ যে একটু পোড়্লো, ওটুকু ফেল্লে কেন? তুমি পুলিসের লোক হয়ে এমন কাঁচা কাজ কোর্‌লে! দাও বোতল আমার কাছে দাও।"

বোতলটি দেবার সময় রমেশের হাত ঠক্ ঠক্ করিয়া কাঁপিয়া উঠিল। হেড্ কনষ্টেবল বিস্মিত ভাবে রমেশের মুখ নিরীক্ষণ করিলেন। জিহ্বা দ্বারা ঠোঁট ভিজাইয়া রমেশ কহিল, "কাল সমস্ত রাত্ জেগে যেন গা কাঁপ্ছে। স্নান করে একটু ঘুমাতে পার্‌লে বাঁচি।" তৎকালে হেড্ কনষ্টেবলের মুখ দেখিলে বোধ হইতে পারিত যে, রমেশের কথায় তিনি সন্তুষ্ট হইলেন না। বরঞ্চ তাঁহার মনে বিলক্ষণ সন্দেহের উদয় হইল।

রমেশ মুখ ফিরাইয়া রহিলেন।

হেড্ কনষ্টেবল দারগাকে লইয়া ডেপুটি কালেক্টর বাবুর নিকটে শোয়াইয়া বোতলটি তাঁহার নিকট রাখিলেন। ডেপুটি কালেক্টর উভয়কেই কৃষ্ণনগরে চালান করিয়া দিয়া জমাদারকে নৌকা ডোবার তদারকের ভার দিলেন।

জমাদার, রমেশ ও অন্যান্য কনষ্টেবল সকলে একত্র হইয়া যে স্থানে নৌকা ডুবিয়াছিল, তথায় উপস্থিত হইয়া মাঝিদিগকে জলে

ডুব দিয়া জিনিসপত্র তুলিতে কহিলেন। তাহারা বস্ত্রাদি ভিন্ন আর কিছুই পাইল না। তখন জমাদার আরও অন্যান্য লোকজন আনাইয়া নৌকা জল হইতে তুলিলেন, কিন্তু তাহার মধ্যে প্রমদার বাক্স পাইলেন না। অনন্তর হেড্‌কনষ্টেবল, কি প্রকারে প্রমদা ও প্রমদার মাতা বাটী হইতে বাহির হইলেন, তাহার অনুসন্ধানার্থ শশিভূষণের বাটীতে গমন করিলেন। গমন করিয়া প্রথমতঃ রমেশকে বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিলেন। রমেশ কিছুই জানেন না। তিনি খিড়কিতে পাহারায় ছিলেন। সেদিক হইতে কেহই বাহির হয় নাই। পরে হেড্‌কনষ্টেবল গদাধরের জননীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনাদের কাল রাত্রে কে ছেড়ে দিয়েছিল ?"

গদাধরের জননী উত্তর করিলেন, "যে আমার জামায়ের বাড়ী কাল চৌকি দিচ্ছিল।"

"তার নাম কি ?"

গদাধরের জননী উত্তর করিল, "তার নামটি বেশ, ঐ যে আমাদের বাড়ী আস্‌তো, আমার গদাধরচন্দ্রের সঙ্গে যার বড় প্রণয় ছিল। তার পর যে গদাধরচন্দ্রের সর্ব্বনাশ কোরে টাকাও নিলে, মেয়াদও দিলে।"

হেড্‌কনষ্টেবল কহিলেন, "আপনি তাকে দেখ্‌লে চিন্তে পার্‌বেন ?"

গদাধরের জননী কহিলেন, "তা কেন পার্‌বো না ?"

পুনরায় হেড্‌কনষ্টেবল জিজ্ঞাসিলেন; "গদাধরের কাছ থেকে কে সর্ব্বনাশ কোরে টাকা নিলে ?"

গদাধরের জননী কহিলেন, "গদাধর আর সে দুজনে কার

চিঠি খুলে খুলে টাকা নিত। আমার ছেলের কোন দোষ ছিল না। সেই পাহারাওয়ালাই আমার ছেলেকে শিখায়ে দেয়। তার পর যখন এর অনুসন্ধান হলো, তখন এক দিন এসে বোল্লে, আমাকে ১০০৲ টাকা দাও, না দিলে আমি সব বোলে দিব। কি করি বাবু, আমি গরীব মানুষ, টাকা কোথায় পাবো? আমার জামাই বড় মানুষ, কিন্তু তা বোলে ত আমি বড় মানুষের লোক নই। আমার যে দু এক খানা গয়না ছিল, আমার মেয়ের কাছে বন্ধক রেখে টাকা দিলাম, কিন্তু আবার তার পর দিন সেই পাহারাওয়ালা দারগাকে ডেকে এনে গদাধরকে ধরিয়ে দিল।" প্রমদার মাতা এতদূর বলিয়াছেন, এমন সময়ে রমেশ কার্য্যান্তর হইতে আসিয়া তথায় উপস্থিত হইলেন। গদাধরের জননী তাঁহাকে দেখিয়া কহিলেন, "পাহারাওয়ালা, তোমাকে বৃথা টাকা দিলাম। এখ আমার প্রমদার সেও গেল, বাকি যা ছিল তাও গেল।" হেড্ কনষ্টেবল পুনরায় জিজ্ঞাসিলেন, "কাকে টাকা দিয়াছিলেন?"

গদাধরের জননী রমেশের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া দেখাইয়া দিলেন।

রমেশ বিস্ময়ের ভাণ করিয়া কহিল, "তুমি কি আমাকে টাকা দিয়েছিলে?"

গদা-জননী। তোমাকেই তো।

রমেশ। না, তুমি ভুলেছ।

গদাধরের জননী কহিলেন, "কেন বাপু মিথ্যা কথা কও? আমি কি তোমাকে চিনি নে? তুমি একবার গদাধরের কাছ থেকে কত টাকা নিলে, কাল আবার আমার মেয়ে তোমাকে ২৫৲

টাকা দেন। আমি তোমাকে বেশ চিনি। আর চিন্‌বোই বা না কেন? একবার দুবার তো দেখা না। গদাধরের সঙ্গে তোমার কতই ভাব ছিল। তুমি ত রোজই আমাদের বাড়ী আস্‌তে?"

এই কথা শুনিয়া রমেশ আর কথা কহিতে পারিল না। হেড্‌কনষ্টেবলের মনেও আর সন্দেহ রহিল না। অবিলম্বে তিনি রমেশকে বন্ধন করিয়া চালান দিলেন।

রমেশ তথাপি একবার কহিল, "দেখ্‌বেন মহাশয়, আমার কিন্তু কোন দোষ নাই। আপনাকে এর ফল ভুগ্‌তে হবে। আমাকে চাষা মনে কোর্‌বেন না। আমি পুলিসের লোক।"

হেড্‌কনষ্টেবল কহিলেন, "তুমি পুলিসের লোক, আর আমি কি পুলিসের কেউ নই?" এই বলিয়া একখানি কাগজে চালান লিখিয়া আর দুই জন কনষ্টেবলের হাতে রমেশকে সমর্পণ করিলেন।

দীনবন্ধু বাবু তিন দিবস নিদ্রার পর গাত্রোত্থান করিলেন। ডাক্তার সাহেব বিশেষ যত্ন করিয়াছিলেন বলিয়াই, দারগা বাবুর সে নিদ্রা মহানিদ্রা হয় নাই। জ্ঞানলাভ করিয়া, তিনি মেজেষ্টর সাহেবের নিকট সমুদয় বৃত্তান্ত বর্ণন করিলেন। এদিকে ডাক্তার সাহেব বোতল পরীক্ষা করিয়া বলিলেন, "বোতলে সুরা ও অহিফেন ছিল।"

রামধনের হাজত হইল। কিন্তু রামধন নির্দ্দোষত্বের প্রমাণ দিয়া খালাস হইয়া আসিল। সে মদের সহিত কিছুই মিশ্রিত করে নাই। তবে কে করিল?

এই গোলযোগের সময় শশিভূষণের বাটীর নিকট একটি

লোক ডাক্তারি করিত। সে কহিল, "রমেশ বাবু একদিন রাত্রে পেটের পীড়া হয়েছে বলে লডেনম্ (অহিফেনের আরক) লইয়া গিয়াছিলেন। রমেশ বাবু নগদ মূল্য দেন নাই, এজন্য তাহার খাতায় তাঁহার নামে চারি আনার লডেনমের খরচ লেখা রহিয়াছে।" এই কথা প্রকাশ হইবামাত্র থানায় খবর হইল। তিন দিবস পরে তাঁহার নামে কৃষ্ণনগরে গিয়া সাক্ষ্য দিবার হুকুম আসিল। ডাক্তার কৃষ্ণনগরে গিয়া সাক্ষ্য দিল যে, অমুক দিবস রাত্রে রমেশ পেটের পীড়া হইয়াছে বলিয়া চারি আনার লডেনম্ লইয়াছিল। তারিখ ঐক্য হওয়ায় প্রকাশ হইল যে, সেই রাত্রেই দীনবন্ধু বাবু অজ্ঞান হন। রমেশের পাপের ভরা সম্পূর্ণ বোঝাই হইল। রমেশের নানাবিধ দোষ বাহির হইতে লাগিল। প্রথমতঃ, গদাধরের সহিত নোট চুরি, পরে উৎকোচ গ্রহণ, তদনন্তর উৎকোচ লইয়া প্রমদা ও তাঁহার জননীকে ছাড়িয়া দেওয়া, দীনবন্ধু বাবুকে সুরার সহিত অহিফেন সেবন করান—হয় তো ইহাতে দীনবন্ধু বাবুর মৃত্যু হইতে পারিত—এই সমস্ত দোষ একত্র হওয়ায় রমেশ পুলিসের লোক হইয়াও আর কথা কহিতে পারিল না। জজ সাহেব জিজ্ঞাসিলেন, "তোমার কোন ছল আছে?" রমেশ অধোবদনে নীরব হইয়া রহিল। তদ্দর্শনে জুরিরা তাঁহাকে সমুদয় অপরাধেই দোষী করিলেন। অনন্তর জজ সাহেব তাঁহাকে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরের হুকুম দিলেন।

চতুশ্চত্বারিংশ পরিচ্ছেদ।

এই হলো।

দুঃসহ মনোকষ্টে গোপাল রজনী অতিবাহিত করিলেন। তাঁহার নিকট সে রাত্রি অবসান হয় না। এক এক দণ্ড যেন এক এক প্রহরের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। রজনীকে শান্তিদায়িনী বলিয়া লোকে ব্যাখ্যা করে, কিন্তু তিনি কাহাকে শান্তি প্রদান করেন? যাহারা মনের আগুনে দগ্ধ হইতেছে, তাহাদিগকে না; যাহারা শয্যাগত রোগী, তাহাদিগকে না; যাহারা দীন দুঃখী, তাহাদিগকে না; এ সমস্ত লোকের ক্লেশ যামিনীযোগেই বৃদ্ধি হয়। রজনী সমাগত হইলেই ইহারা আপন আপন মনের হুতাশনে দগ্ধ হইতে থাকে। যাহারা দুগ্ধফেনসন্নিভ পর্য্যঙ্কোপরি শয়ন করিয়া থাকে, অনবরত দাস দাসী যাহাদিগকে ব্যজন করে, রতি হইতে রূপবতী কামিনী যাহাদিগের তুষ্টি বর্দ্ধন করে, রজনী তাহাদিগকে শান্তি দান করেন। করিবেন না কেন? সকলেই যাহাদিগের পদলেহন করে, যামিনী কোন্ মুখে তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিবেন?

রজনী প্রভাত হইলে পূর্ব্বদিক হইতে দিবাকর দর্শন দিলেন। সাহেব বাহাদুর জানালা খুলিয়া দ্বিতীয় দিবাকরের ন্যায় বাহিরে দৃষ্টিপাত করিলেন। রেলওয়ে বাবুরা পিরান ও লালবাঁধা জুতা পায় যে যাহার কার্য্যে নিযুক্ত হইলেন। তারের খবর চলিতে

লাগিল, ঘোর রোলে ঘণ্টা বাজিয়া টিকিটগ্রাহীদিগকে আহ্বান করিল। হুস্ হুস্ শব্দ করিয়া ট্রেন্ আসিল। ছাড়িবার ঘণ্টা বাজিল, পতাকা উড়িল, ষ্টেশনমাষ্টার "অল্‌রাইট্" বলিলেন। সদম্ভে ধরণী কাঁপাইয়া লৌহ অশ্ব পুনরায় ধাবমান হইল।

দুবার তিনবার গাড়ী এলো গেল। গোপালের চিন্তায় শরীর শুকাইয়া যাইতেছে। এক রাত্রের মধ্যেই তাঁহার এরূপ চেহারা হইয়াছে, যেন তিনি কতদিন উপবাস করিয়া আছেন। ক্রমে ক্রমে দশটা বাজিল। তখন সাহেব বাহাদুর গোপালের নিকট হইতে মূল্য লইয়া, তাঁহাকে ছাড়িয়া দিতে আদেশ করিলেন।

গোপাল একটার সময় শ্রীরামপুর আসিবার জন্য পুনরায় বাষ্পীয় শকটারোহণ করিলেন।

গাড়ীতে আসিতে আসিতে গোপালের মনে কত ভাবনা উপস্থিত হইতে লাগিল। কখন ভাবিতে লাগিলেন, "স্বর্ণলতা চিরদুঃখ-হ্রদে নিমজ্জিত হইয়াছে।" কখন ভাবিতে লাগিলেন, "স্বর্ণ তেমন নয়। হয় তো আত্মহত্যা করিয়াছে। ভাবিতে কি ভয়ানক! যদি আত্মহত্যা করিয়া থাকে, তবে আমার দোষেই করিয়াছে। কেনই বা আমি ঘুমাইয়াছিলাম? স্বর্ণলতার যদি বিবাহ হইয়া থাকে, কিম্বা স্বর্ণ যদি আত্মহত্যা করিয়া থাকে, তাহা হইলে আমার আর এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত নাই।" এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে আসিতেছেন। লৌহ-অশ্ব যথাকালে শ্রীরামপুরে পৌঁছিল। ব্যগ্র হইয়া গোপাল গাড়ী হইতে নামিয়া টিকিট দিয়া ষ্টেশনের বাহিরে গেলেন। শশাঙ্কের বাটী জিজ্ঞাসা করিয়া অনেকক্ষণের পর সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন। উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, বাড়ী

ঘর কিছুই নাই, কেবল ভস্মরাশি রহিয়াছে, আর পুলিসের লোক তাহার চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করিতেছে। দেখিয়া গোপালের হৃৎকম্প উপস্থিত হইল, পদদ্বয় বলহীন হইয়া পড়িল, এবং মস্তক ঘুরিতে লাগিল। গোপাল ভাবিলেন, স্বর্ণলতা যথার্থই আত্মহত্যা করিয়াছেন। এই চিন্তা মনে হওয়াতে গোপাল আর চলিতে পারিলেন না। রাস্তায় শিরে কর সংলগ্ন করিয়া উপবেশন করিলেন। একটি কনষ্টেবল তাঁহার সম্মুখ দিয়া চলিয়া গেল। গোপালের এমন সাহস হইল না যে, কনষ্টেবলকে বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করেন।

ক্ষণকাল তথায় বসিয়া গোপাল সাহসে ভর করিয়া ভস্মরাশির নিকট গমন করিয়া বিনীতভাবে দারগাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহাশয়, এখানে কি হয়েছে? আপনারা কিসের তদারক কোর্‌ছেন?"

দারগা গোপালের দিকে চাহিয়া বুঝিতে পারিলেন যে, গোপাল কোন দুঃসহ মনঃপীড়া পাইয়াছেন। তখন উত্তর করিলেন, "ঘরে আগুন লেগে এ বাটীর কর্ত্তা শশাঙ্কশেখর স্মৃতিগিরির মৃত্যু হয়েছে। আমরা তাহারই অনুসন্ধান কোর্‌ছি, শশাঙ্কশেখর কি আপনার কেউ ছিলেন?"

গোপাল দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া উত্তর করিলেন, "না মহাশয়, শশাঙ্কশেখর আমার কেউ ছিলেন না। কিন্তু এখানে আর কোন ঘটনা হয় নি? কেউ কি আত্মহত্যা কোরেছে?"

দারগা বাবু হাসিয়া কহিলেন, "না না। কেন, সে কথা তোমার মনে হলো কেন?"

গোপাল কহিলেন, "আমার ভগ্নী এইখানে ছিলেন। শশাঙ্ক

জোর করে তার বিবাহ দেবার উদ্যোগ কোরেছিলেন। আমি সন্ধ্যাবেলা ভগ্নীকে নিয়ে যেতে আস্‌ছিলাম। কিন্তু গাড়ীতে আমার চৈতন্য রহিত হয়। বর্দ্ধমান গিয়ে আমার চেতনা হলো। আমার ভগ্নী লিখেছিলেন, যদি কেউ তাঁকে না নিতে আসে, তা হলে তিনি আত্মহত্যা কোর্‌বেন।" এই কথা বলিতে বলিতে গোপালের চক্ষু হইতে সহস্রধারে বারি বর্ষণ হইতে লাগিল।

দারগা বাবু তাঁহাকে সান্ত্বনা করিয়া কহিলেন, "ভয় নাই, আপনার ভগ্নী নিরাপদে আছেন। এখানে কেবল একমাত্র শশাঙ্কের কাল হয়েছে। সাক্ষী পাওয়া গিয়াছে, আপনার ভগ্নী আগুন লাগ্‌তেই পালিয়েছিলেন।"

গোপাল দারগা বাবুর কথা শুনিয়া আকাশের চাঁদ হাতে পাইলেন। মুহূর্ত্ত মধ্যে তাঁহার মস্তক ঘুরিতে লাগিল, ও চক্ষু রক্তবিহীন হইল এবং হস্ত পদ কম্পিত হইতে লাগিল। দারগা বাবু তাঁহাকে সাদরে বসাইয়া তাঁহার মুখে ও মস্তকে জল দিতে লাগিলেন। একটু পরেই গোপাল সুস্থ হইলে দারগা বাবু জিজ্ঞাসিলেন, "আপনার কি কোন পীড়া আছে?"

গোপাল কহিলেন, "না।"

দারগা বাবু জিজ্ঞাসিলেন, "আপনার আহার হয়েছে?"

গোপাল উত্তর করিলেন, "কাল রাত্ অবধি কিছু আহার করি নাই।"

দারগা বাবু অবিলম্বে গোপালের জন্য খাবার আনাইলেন। গোপাল কোন মতেই আহার করিবেন না। কহিলেন, "আমার ভগিনীর অনুসন্ধান না করে জলগ্রহণ কোর্‌বো না।"

দারগা বাবু কহিলেন, "আপনার গায়ে শক্তি না থাকলে কি প্রকারে অনুসন্ধান কোর্‌বেন? আপনি আগে আহার করুন, পরে আমার একজন লোক আপনার সঙ্গে পাঠিয়ে দেবো।"

দারগা বাবুর কথায় গোপাল কিঞ্চিৎ আহার করিলেন। আহার করিয়া দারগা বাবুকে কহিলেন, "আপনি তবে অনুগ্রহ কোরে একজন লোক আমার সহিত দিন।"

দারগা বাবু একজন কনষ্টেবল দিলেন। গোপাল কনষ্টেবলের সহিত প্রতি গৃহে অনুসন্ধান করিয়া দেখিলেন, কোনখানেই স্বর্ণের দেখা পাইলেন না। কপালে করাঘাত করিয়া কহিলেন, "স্বর্ণলতা হয় আত্মহত্যা করিয়াছে, নচেৎ পুড়িয়া মরিয়াছে।" গোপাল আর ক্রন্দন সংবরণ করিতে পারিলেন না। একটু পরে কনষ্টেবলকে বিদায় দিয়া গোপাল গঙ্গাতীরে গিয়া ভূমিতে শয়ন করিয়া রহিলেন।

গোপাল যেখানে শয়ন করিয়াছিলেন, তাহার অনতিদূরে জন কতক নৌকার মাঝি তর্কবিতর্ক করিতেছে। একজন কহিল, "তুই তো এর কিছু চিনিস্ নে? এর দাম কত জানিস্?" আর একজন কহিল, "এর আবার দাম কি? তুই আমার সঙ্গে যাস্, তোর যত খুসি আমি তোকে অমনি পাথর দেবো।"

তৃতীয় ব্যক্তি কহিল, "ওর দাম থাকুক আর না থাকুক, সোণার দাম তো আছে?"

দ্বিতীয় ব্যক্তি পুনর্ব্বার কহিল, "এতো সোণার না। বড় মানুষে কি আজ কাল সোণা পরে?

প্রথম ব্যক্তি কহিল, "বড়মানুষে পিতলের গহনা পরে, আর তোর ঘরের সব সোণার গহনা, না?"



["এ আংটী তোমরা কোথায় পেলে ?" স্বর্ণলতা পৃ, ৩১]

দ্বিতীয় ব্যক্তি কহিল, "আমার বাড়ী সোণার গয়নাই তো? তাঁর আর মিথ্যা কথা কি? বড় মানুষে পেতল পোর্‌লে লোকে বলে সোণা, কিন্তু আমরা যদি মোহর গলায় গেঁথে দি তবু লোকে বলে পেতলের মোহর।"

যাহার সেই সোণা ও পাথরটি, সে কহিল, "আচ্ছা তোমাদের গোলযোগে কাজ নাই। আমার জিনিস আমাকে দাও। সোণা হয় আমার থাকবে, পেতল হয় তাও আমার থাক্‌বে।"

প্রথম ব্যক্তি কহিল, "আমি দেখাম, টিক। এর দাম ঢের টাকা। বিশ্বাস না হয়, চল ঐ একটি ভদ্রলোক শুয়ে আছে, ওর কাছে জিজ্ঞাসা কোরি।"

সকলেই তাহার কথায় সায় দিয়া গোপালের নিকট আসিয়া তাহার হস্তে একটি আংটি দিয়া কহিল, "মহাশয় এ আংটিটার কি দাম আপনার পছন্দ হয়?"

গোপাল আংটিটা হাতে পাইয়া উঠিয়া বসিলেন। পরে আগ্রহ সহকারে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ আংটি তোমরা কোথায় পেলে?"

গোপালের চক্ষু হইতে যেন জ্যোতিঃ বাহির হইতে লাগিল। পূর্ব্বে মৃতের মতন ছিলেন, হঠাৎ যেন তাঁহার দেহে উৎসাহ বর্দ্ধন হইল। আংটি স্বর্ণলতার, গোপাল দেখিয়াই চিনিতে পারিয়াছেন।

নাবিকেরা তাঁহার আগ্রহাতিশয্য দেখিয়া চুপ করিয়া রহিল। যাহার আংটি সে কহিল, "মশাই, কাল সন্ধ্যার পর আমি দুটি স্ত্রীলোককে পার কোরে দিয়াছিলাম। তাদের পয়সা ছিল না। পয়সার বদলে আমায় এই আংটি দিয়াছে।"

নাবিকের কথা শুনিয়া গোপাল উঠিয়া দাঁড়াইয়া দীর্ঘনিশ্বাস

পরিত্যাগ পূর্ব্বক কহিলেন, "তবে এখনও জীবিত আছে।" পরে আগ্রহ সহকারে জিজ্ঞাসিলেন, "সে স্ত্রীলোক দুটি কোথায় গিয়েছে?" নাবিক কহিল, "শশাঙ্কশেখর ঠাকুরের চাকরাণীর মাসীর বাড়ী গিয়াছে।"

গোপাল কহিল, "এ আংটিটার দাম অতি কম হোলেও ত্রিশ টাকা হবে। তোমরা যদি কেউ আমাকে সেই বাড়ী রেখে আসতে পারো, তবে আমি আর পাঁচ টাকা দি।"

চারিজন নাবিক সকলেই কহিল, "আমি যাব, আমি যাব।" যে স্বর্ণলতাকে পার করিয়াছিল, সে কহিল, "তোরা কেউ যেতে পারবি নে। আমি সে বউটিকে পার কোরেছি, তার সোয়ামিকেও পার কোরবো।" নাবিক কেন স্বর্ণকে বউ মনে করিল, আর গোপালকেই বা কেন স্বর্ণের স্বামী ভাবিল, তাহা নাবিকই জানে।

গোপাল তাহার সঙ্গে সঙ্গে গেলেন। পার হইয়া নাবিক তাঁহাকে পথ প্রদর্শন করাইয়া লইয়া চলিল। খানিক দূর গিয়া নাবিক কহিল, "ঐ সে বাড়ী। আমার বক্সিস্ দাও।"

গোপাল নাবিককে যে পাঁচ টাকা দিবেন বলিয়াছিলেন, তাহা তদ্দণ্ডে প্রদান করিলেন। পরে দুই চারি পা সম্মুখে গিয়া স্বর্ণলতা ও তাঁহার কাছে আর একটি স্ত্রীলোককে দেখিতে পাইলেন। গোপাল দ্রুতপদে তথায় গিয়া, "স্বর্ণ" বলিয়া ডাকিলেন, এবং স্বর্ণ তাঁহার নিকটে আসিতে না আসিতেই অজ্ঞান হইয়া ভূতলে পতিত হইলেন।

পরিত্যাগ পূর্ব্বক কহিলেন, "তবে এখনও জীবিত আছে।" পরে আগ্রহ সহকারে জিজ্ঞাসিলেন, "সে স্ত্রীলোক দুটি কোথায় গিয়েছে?" নাবিক কহিল, "শশাঙ্কশেখর ঠাকুরের চাকরাণীর মাসীর বাড়ী গিয়াছে।"

গোপাল কহিল, "এ আংটিটীর দাম অতি কম হোলেও ত্রিশ টাকা হবে। তোমরা যদি কেউ আমাকে সেই বাড়ী রেখে আসতে পারো, তবে আমি আর পাঁচ টাকা দি।"

চারিজন নাবিক সকলেই কহিল, "আমি যাব, আমি যাব।" যে স্বর্ণলতাকে পার করিয়াছিল, সে কহিল, "তোরা কেউ যেতে পারবি নে। আমি সে বউটিকে পার কোরেছি, তার সোয়ামিকেও পার কোরবো।" নাবিক কেন স্বর্ণকে বউ মনে করিল, আর গোপালকেই বা কেন স্বর্ণের স্বামী ভাবিল, তাহা নাবিকই জানে।

গোপাল তাহার সঙ্গে সঙ্গে গেলেন। পার হইয়া নাবিক তাঁহাকে পথ প্রদর্শন করাইয়া লইয়া চলিল। খানিক দূর গিয়া নাবিক কহিল, "ঐ সে বাড়ী। আমার বক্সিস্ দাও।"

গোপাল নাবিককে যে পাঁচ টাকা দিবেন বলিয়াছিলেন, তাহা তদ্দণ্ডে প্রদান করিলেন। পরে দুই চারি পা সম্মুখে গিয়া স্বর্ণলতা ও তাঁহার কাছে আর একটি স্ত্রীলোককে দেখিতে পাইলেন। গোপাল দ্রুতপদে তথায় গিয়া, "স্বর্ণ" বলিয়া ডাকিলেন, এবং স্বর্ণ তাঁহার নিকটে আসিতে না আসিতেই অজ্ঞান হইয়া ভূতলে পতিত হইলেন।

ষড়্‌বিংশ পরিচ্ছেদ।

শশিভূষণের নূতন বাড়ী।

শশিভূষণের নূতন বাটীতে গদাধরচন্দ্রের এক ভিন্ন বৈঠকখানা। সুন্দর একটী ছোট ঘর। ঘরের মেঝে জুড়ে একখানি শতরঞ্চি পাতা। শতরঞ্চির উপর তদপেক্ষা কিঞ্চিৎ ক্ষুদ্র একখানি গালিচা পাতা, গালিচাখানি জুড়ে তাহার উপর একখানি যাযিম পাতা। যাযিমের উপর একটী তাকিয়া, তাহার সম্মুখে দুইটা রূপা-বাঁধা হুঁকা বৈঠকের উপর বসান। তাকিয়ার পশ্চাদ্ভাগে একটি আলনার উপর ৩।৪ খানি কোকিলপেড়ে সিমলাই ধুতি কোঁচান, একখানি চাদর ও দুটি পিরান। আলন্যর নিম্ন থাকের উপর দু জোড়া জুতা ও আলনার ধারে একগাছি বেতের ছড়ি। আলনার অপর ধারে কএটি আম্রকাষ্ঠের সিন্দুক।

অদ্য গদাধরচন্দ্র এখনও এখানে বসিয়া কেন? এমন সময়ে গদাধরচন্দ্র তো কখন বাড়ী থাকেন না? সূর্য্যদেবও অস্ত যাইতে থাকেন, গদাধরচন্দ্রেরও চক্ষু ফুটিতে থাকে। গদাধর একজন নিশাচর বলিলে হয়। কিন্তু আজি গদাধরের মুখ বিরস বিরস বোধ হইতেছে। গদাধর একবার বসিতেছেন, একবার উঠিতেছেন। একভাবে পাঁচ মিনিট থাকিতেছেন না। মাঝে মাঝে জানালা দিয়া রাস্তার দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছেন। আজ গদাধর কাহারও আগমন প্রতীক্ষা করিতেছেন না কি? কৈ, কেহই তো

আসিতেছে না। গদাধরচন্দ্র "ডুর্ হোক্‌গে" বলিয়া উঠিয়া আলনার উপর হইতে একখানি কোঁচান ধুতি পরিলেন, একটা পিরান গায়ে দিলেন। তৎপরে পৈতার ঝুলান চাবিটি লইয়া সিন্দুকটি খুলিলেন। সিন্দুকটি খুলিয়া গদাধর দক্ষিণ হস্ত দ্বারা একটি বোতল বাহির করিয়া লইলেন এবং বাম হস্ত দ্বারা একটি কাচের গেলাস ধরিলেন। বোতল হইতে একটু আরক গেলাসে ঢালিয়া, তাহাতে খানিক জল মিশাইয়া সেবন করিলেন। পান করিয়াই একবার মুখ বক্র করিলেন এবং অস্পষ্টস্বরে কহিলেন, "শালা রামচনা ব্রাণ্ডি ডেবে, টা নাডিয়ে রোম ডিয়েছে।" কিন্তু রোম বলিয়া যে বোতলটি রাখিলেন, তা নয়। ৩।৪ বার বোতল হইতে ঢালিলেন, ৩।৪ বার জল মিশাইলেন, এবং ৩।৪ বার মুখ বাঁকাইয়া "ডান হাতে" করিয়া প্রথমবারের মতন খাইলেন। যখন দেখিলেন কিস্তি বেশ বোঝাই হইয়াছে, তখন বোতলটির ছিপি বন্ধ করিয়া আলোকের দিকে উঁচু করিয়া ধরিলেন এবং অতি মৃদুস্বরে "এখনও ডশ আনার বেশী আছে" বলিয়া পুনরায় তাহাকে সিন্দুকে রাখিয়া চাবি বন্ধ করিলেন। পরে চাদরখানি স্কন্ধে নিক্ষেপ করিয়া বাম হস্ত দ্বারা কোঁচার অগ্রভাগ এবং দক্ষিণ হস্ত দ্বারা ছড়িগাছটির মস্তক ধরিয়া বাহির হইলেন।

গদাধরচন্দ্রের বৈঠকখানা হইতে বাহির হইতে গেলে শশিভূষণের বৈঠকখানা দিয়া যাইতে হয়। বড় লোকের বাড়ীর বেড়ালটা পর্য্যন্ত মুরুব্বী, সুতরাং দুই এক জন উমেদার তাঁহার নিকট দরবার করিতে আসিল। গদাধর তাহাদেগকে দুই এক কথা বলিয়া রাস্তার দিকে অগ্রসর হইলেন। দু চারি পদ গমন

করিয়াছেন, এমন সময় রমেশ নামক কনেষ্টবলের সহিত দেখা হইল। রমেশ গদাধরচন্দ্রের সহিত দেখা করিতে আসিতেছিলেন। গদাধরচন্দ্র রমেশকে দেখিয়া কহিলেন, "রমেশ বাবু না কি? টবু ভালো। আমি মনে করেছিলাম, টুমি বুঝি ভুলে গেলে।"

রমেশ কহিল, "যেখানে আস্‌বো বোলেছি, সেখানে কি আর ভুল হয়? আমরা পুলিসের লোক, আমাদের যেমন কথা তেমনি কাজ।"

উভয়ে অল্পে অল্পে আসিয়া গদাধরের বৈঠকখানায় প্রবেশ করিলেন। গদাধর পুনরায় সিন্দুকের চাবিটি খুলিয়া বোতলটি বাহির করিলেন এবং খানিক জল ও আরক মিশাইয়া রমেশের হাতে দিলেন।

রমেশ গেলাসটি হাতে লইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কি?"

গদাধর। রোম।

রমেশ। জল দিয়াছ না কি?

গদাধর। হাঁ।

রমেশ। তবে ওটা তুমি খেয়ে ফ্যালো। আমি পান্তা ভাত খেতে পারি না। আমরা পুলিশের লোক। গরম জিনিস নৈলে আমাদের ভাল লাগে না।

গদাধর সে গেলাসটি সেবন করিলেন। রমেশ নিজের হাতে এক গেলাস ঢালিয়া নির্জ্জলা খাইলেন।

গদাধর বোতলটি আবার সিন্দুকে রাখিয়া দিলেন, রমেশ কহিলেন, "ছুটী দিচ্ছ না কিঁ?"

গদাধর কহিলেন, "না। জানি কি. যডি কেউ. আসে। ও

ঢাকা ঠাকা ভালো।” রমেশ কহিলেন, “তবে আমি আর এক গেলাস একেবারে খাই।” রমেশ কথা কার্য্যে পরিণত করিলেন। গদাধর বোতল বন্ধ করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, “টবে এখন কাজের কঠা কও।”

রমেশ কহিলেন, “কাজের কথা যা বোলেছি তাই, আমরা পুলিসের লোক, বেশী কথা কই না।”

গদাধর কিঞ্চিৎ ক্ষুণ্ণ হইয়া কহিলেন, “ডেখো ডেখি ভাই, টোমার কি অন্যায়! আমি সকল কোর্‌লাম, বুদ্ধি সমুডায় আমার। টুমি ভাই ফাঁকের ঘরে এসে অটো চাইলে চল্‌বে কেন?”

রমেশ কহিলেন, “আমি আর কত চাইলাম? আজ কাল তাদের যে অবস্থা হয়েছে, আমি যদি বলে দি, তা হলে তারাই আমাকে তিন ভাগ দিতে পারে।”

গদাধর। ডেখো ডেখি ভাই, আমার কটো কষ্ট। আজ ডাক হরকরা এসেছিল। চিঠিখানা ডিয়ে জিজ্ঞাসা কোরলে, “আপনি যে চিঠি ঞ্যান্, আপনি টার কে হন?” আমি বল্লাম, “আমি টার ভাই।” ড্যাকো ডেকি ভাই, আমি এটো মিট্যা কটা কয়ে, জাল করে টাকাগুলি কোর্‌লাম টুমি টার টিন ভাগ চাও। আমার পক্ষে টা হলে বড় অন্যায় হয়।

রমেশ। তুমি মিথ্যা কথা বল্লে—জাল কর্‌লে সত্যি, কিন্তু তোমাকে শিখালে কে? তুমি তো পত্র পেয়েই তাদের দিতে যাচ্ছিলে। আমি যদি পরামর্শ না দিতাম, তা হলে তোমার তো এক পয়সাও থাক্‌তো না?

গদাধর। টুমি টো পরামর্শ ডেও নি, ডিডিই আমাকে পরামর্শ

ডিয়েছিলেন। টোমাকে এ যে ডিচ্ছি, এ কেবল বোকামির জন্যে বৈটো নয়। টোমাকে না বল্লে কি টুমি টের পেটে ?

রমেশ। আমাকে না বল্লে এতদিন তোমাকে পুলিস পাকড়া কোরে ফেলতো। আমি তোমাকে বোল্লাম যে, রসিদে নিজের নাম সই না করে গোপালের নাম সই করো. তা হলে আর কোন গোল থাকিবে না। কেমন, এ কথা আমি বলি নাই ?

গদাধর। টা টুমি বোলেছিলে বটে, কিণ্টু ডেখো ডেখি টোমার ডাবিটা অন্যায় কটো? এখন ছশো টাকার চার শো টোমাকে ডিলে আমার ঠাকে-কি? আবার তার মদ্যে ঠেকে ডিডিকে ডিটে হবে।

রমেশ একটু কৃত্রিম বিরক্তি প্রদর্শন করিয়া কহিল, "আমি কিছু চাই নে। যার টাকা সেই পায়, এই আমার ইচ্ছা। চল আমার কাছে যা আছে, আর তোমার কাছে যা আছে, সমুদয় গোপাল ও গোপালের মার কাছে দিয়ে আসি। আমি ও টাকা চাই নে—কখন চাইও নি। তোমার ইচ্ছা হয় সমুদয় নেও। আমি যা জানি তাই কোরবো এখন।" এই বলিয়া রমেশ বাবু উঠিতে উদ্যত হইলেন।

গদাধর একটু হাসিয়া কহিলেন, "রমেশ বাবু চট্‌লে না কি ? আমি টো ভাই চটবার কঠা কিছুই বোলি নাই। আচ্ছা যার টাকা টাকেই ডেওয়া যাবে, এখন টুমি বোসো, বোটোলটা খালি করা চাই টো।

রমেশ বসিলেন।

পাঠকবর্গ, বোধ হয় টের পাইয়াছেন যে বিধুভূষণের রেজিষ্টারী চিঠিগুলি কোথায় গিয়াছিল।

বিধুভূষণ প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে, কিঞ্চিৎ টাকার সংস্থান না করিয়া আর দেশে প্রত্যাগত হইবেন না। মাঝে মাঝে বাটীর খরচপত্রের জন্যে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ পাঠাইয়া দিতেন; চিঠির কোন জবাব পাইতেন না বটে, কিন্তু গোপালের স্বাক্ষরিত রসিদ দেখিয়া মনে করিতেন, টাকা সরলার হস্তেই পতিত হইতেছে। গোপাল ছেলেমানুষ, ভালো করিয়া লিখিতে শিখে নাই বলিয়াই তাঁহাকে পত্র লিখে না।

বিধুভূষণের প্রথম চিঠি গদাধরচন্দ্রের হস্তে পতিত হয়। গদাধরচন্দ্র চিঠিখানি খুলিয়া নোট দেখিতে পাইয়া অমনি প্রমদার নিকট গিয়া জানাইলেন। প্রমদা তাঁহাকে রসিদ সহি করিয়া চিঠিখানি রাখিতে পরামর্শ দেন। গদাধর নিজ নাম স্বাক্ষর করিয়া পত্র রাখিবেন স্থির করিয়া বাহিরে আসিলেন। নোট পাইয়া গদাধরের আর আহ্লাদের সীমা নাই। বাহিরে আসিয়া দেখিলেন, পরম বন্ধু রমেশ বাবু আসিয়াছেন। গদাধর অবিলম্বে রমেশ বাবুর নিকট চিঠিখানি দেখাইয়া প্রমদার উপদেশের কথা কহিলেন। রমেশ গোপালের নাম লিখিয়া দিতে পরামর্শ দিলেন। গদাধর সেই পরামর্শের বশবর্ত্তী হইয়া গোপালের নাম লিখিয়া দিলেন। বিধুভূষণ কখন গোপালের হস্তাক্ষর দেখেন নাই। তিনি সহি দেখিয়া মনে করিলেন, এই গোপালের লেখা।

গদাধরের সহিত রমেশের প্রণয় এই ঘটনা অবধি ঘনীভূত হইতে লাগিল। এই প্রণয়ের উপর নির্ভর করিয়াই শ্যামার নামে নালিশ করিতে গিয়াছিলেন। রমেশ যথার্থই পুলিসের

লোক। অপর লোক উপস্থিত থাকিলে গদাধরের সহিত এরূপ কথাবার্ত্তা কহিতেন যে, সহজে কেহ বুঝিতে পারিত না যে, তাঁহাদের সহিত বড় অধিক প্রণয় আছে।

যতবার রেজেষ্টারী চিঠি আসিয়াছে, গদাধর হস্তগত করিয়াছেন। গদাধরেরা পুরাতন বাটী হইতে নূতন বাটীতে আসিলে, রমেশ হরকরাকে নূতন বাড়ী দেখাইয়া বলিয়া দেয় "ঐ বাড়ীতে সরলা থাকেন।" ডাকমুন্সী ও খোঁয়াড়রক্ষক এক ব্যক্তি, সে থানায়ই থাকিত, সুতরাং যখন রেজিষ্টারী চিঠি আসিত, রমেশ জানিতে পারিত।

এতাবৎকাল পর্য্যন্ত গদাধর ও রমেশ সমান ভাগ করিয়া টাকাগুলি লইয়াছেন। কিন্তু শেষ চিঠিতে বিধুভূষণ সত্বরে বাটী আসিবেন লিখিয়া দিয়াছেন। চিঠিখান সকাল বেলা পাইয়া পড়িবার সময় গদাধরের মুখ রক্তহীন হইয়া গেল এবং হাত কাঁপিতে লাগিল। তদ্দর্শনে হরকরা মনে করিল, কোন বিপদের সংবাদ আসিয়া থাকিবে। এই ভাবিয়া সে জিজ্ঞাসা করিল, "গোপাল বাবু, এ কার চিঠি?" হরকরা গদাধরকে গোপাল বাবুই জানিত। গদাধর অম্লানবদনে উত্তর করিলেন, "আমার বাবার।"

হরকরা কহিল, "খবর তো ভালো সব?"

গদাধর উত্তর করিল, "ভালো।"

সেই চিঠি অবিলম্বে গদাধর রমেশকে দেখান। রমেশ যখন তখন বলিতেন, "আমরা পুলিসের লোক।" বস্তুতঃ তিনি যথার্থ পুলিসের লোক। চিঠিখানি দেখিয়া তিনি গদাধরের ভয়

আরও দশ গুণ বাড়াইয়া দিলেন। তখন বন্ধুতা ত্যাগ করিয়া কহিলেন, "আমাকে দুই শত টাকা দাও, নচেৎ আমি সমুদয় প্রকাশ কোরে দেবো ?"

গদাধর কহিলেন, "টোমাকে ২০০৲ টাকা ডেবো কেন? টুমি কি এর মড্যে নও? টোমারও যে বিপড আমারও সেই বিপড।"

রমেশ কহিল, "আমি কি টাকা নিয়েছি যে আমার বিপদ ?"

গদাধর বিস্মিত হইয়া কহিলেন, "সে কি রমেশ বাবু! টুমি কেমন কোরে বোল্লে যে টুমি টাকা নেও নাই ?"

রমেশ। আমি টাকা নিয়েছি কে দেখেছে ?

গদা। আমি ডেখেছি।

রমেশ। তুমি আসামী, তুমি তো সকলকে জড়াবেই, তোমার কথায় কে বিশ্বাস করে ?

গদাধর অতল জলে পড়িলেন। ঘোর বিপদ। এখন উপায় ?

সর্ব্বসমেত ছয় শত টাকা উপায় করিয়াছেন। তার অর্দ্ধেক রমেশ বাবু লইয়াছেন। বাকি অর্দ্ধেকেরও দুই শত চান।

বিস্তর অনুনয় বিনয় করিলে রমেশ এক শত টাকায় নামিলেন।

গদাধর এক শত টাকা দিতে রাজি হইয়া বাটী আসিয়াছিলেন। আসিবার সময় রমেশকে বলিয়া আসিয়াছিলেন, "সন্ধ্যার পর একবার আমাডের বাড়ী অবশ্য কোরে যেও।" রমেশ গদাধরকে বংগে পাইয়া, নিজে গম্ভীর হইল। কহিল,

"যদি অবকাশ পাই তবে যাবো। আমরা পুলিসের লোক, আমাদের কি অল্প কাজ ?"

গদাধর বাটী আসিয়া ঘণ্টায় ঘণ্টায় রমেশের নিকট লোক পাঠাইয়াছিলেন। রমেশ আসি আসি বলিয়া সন্ধ্যার সময় আসিলেন। গদাধর রমেশকে তুষ্ট করিবার জন্য এক বোতল রম রামধন শুঁড়ির দোকান হইতে আনিয়া রাখিয়াছেন। ব্র্যাণ্ডির কথা বলিয়াছিলেন, কিন্তু রামধনের পাড়াগেঁয়ে দোকান, সর্ব্বদা ভাল বিলাতি জিনিস থাকে না, এজন্য রমই পাঠাইয়া দিয়াছিল।

গদাধর কহিলেন, "রমেশ বাবু, বোসো বোসো, বোটলটা খালি করা চাইটো ?"

রমেশ বসিলেন। কিন্তু কহিলেন, আজ আমার শরীর কিছু অসুখ হ'য়েছে, বিশেষ আজ বড় কাজ আছে; আজ খেলে কাজ কোর্‌তে পার্‌বো না। এখন কাজের কথা বলো, তা না হলে বৃথা বোসে থাকা।"

গদাধর পৈতা দিয়া রমেশের দুই হাত জড়াইয়া কাতরস্বরে কহিলেন, "রমেশ বাবু, এ বিপড ঠেকে আমায় উড্ডার করো। টোমায় একশ টাকা ডিটে হলে আর বাঁচি নে। যডি আমার হাটে টাকা ঠাক্‌টো টা হলে টুমি যা চাইটে আমি টাই ডিটাম, কিণ্টু আমার হাটে একটি পয়সাও নেই।" এই পর্য্যন্ত বলিয়া গদাধরচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয় রমেশের হাত ছাড়িয়া দিয়া তাহার পা ধরিলেন এবং শ্রাবণের ধারার ন্যায় নেত্রাসার বর্ষণ করিতে লাগিলেন।

গদাধরের রোদনে রমেশের হৃদয় কিছুমাত্র আর্দ্র হইল না। কহিল, "ছি গদাধর বাবু, ও কি? অমন করো তো আমি এখনই সব কথা ভেঙ্গে দেবো, চুপ কোরে বোসে কাজের কথা বলো, আমরা পুলিসের লোক, কত ব্যাটা আমাদের পায় ধরে থাকে।"

গদাধর পা ধরিয়াই আছেন। রমেশ ছাড়াইতে পারিলেন না। ক্ষণকাল নিঃশব্দে অশ্রুপাত করিয়া পুনরায় কহিলেন, "রমেশ বাবু, তোমার কি ডয়া মায়া নাই? আমার ঢন, মান, প্রাণ সকলই টোমার হাটে। টুমি যডি না রক্ষা করো, টবে আমি আর বাঁচি নে।"

রমেশ গদাধরকে ঠাট্টা করিয়া গদাধরের স্বরে কহিল, "টোমার মান, ঢন প্রাণ সকলই টোমারই হাটে, টুমি যডি না রাখ টবে আমার সাট্য কি আমি রাখি?"

গদাধর। রমেশ বাবু, মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা ডিও না।

রমেশ চুপ করিয়া রহিল। গদাধর মনে করিলেন, রমেশের দয়া হইল, পা ছাড়িয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "টবে কি বলো রমেশ বাবু?"

রমেশ। নগদ কোম্পানী সিক্কা এক শত টাকা।

গদাধর। টবে আমাকে কেটে ফ্যালো।

রমেশ। আমি কাটবো কেন? যারা কাটবার, তারা কাটবে।

গদাধর দেখিলেন, রমেশ এক শত টাকার কমে কোন মতেই ছাড়ে না। তখন রমেশকে বসিতে বলিয়া নিজে বাড়ীর মধ্যে গেলেন।

রমেশ একাকী বসিয়া ভাবিতে লাগিলেন, "বাছাধন, ঘুঘু দেখেছেন, ফাঁদ দেখেন নি। এখনো হয়েছে কি ? আগে জেলে যাউন, তখন সুখ পাবেন। ভগিনীপতির টাকায় বাবুয়ানার ফল পাবেন। আর লম্বা কোঁচা, বাঁকা সিঁতি থাক্‌বে না।"

অর্দ্ধ ঘণ্টা আন্দাজ বাটীর মধ্যে থাকিয়া গদাধরচন্দ্র ম্লান মুখে পুনরায় ফিরিয়া আসিলেন। দেখিলেন রমেশ যেখানে ছিলেন, সেই খানেই বসিয়া আছেন। গদাধরকে দেখিয়া রমেশ জিজ্ঞাসা করিল, "কি খবর ?"

গদাধর। আর ভাই খবর! আমি টোমাকে বোলেছি আমার হাতে এক পয়সাও নাই। ডিডির কাছ ঠেকে টাকা বের করা কি সহজ কটা ?

রমেশ গদাধরের কথা শেষ হইতে না হইতে কহিল, "কাজের কথা কি এখন বলো। ওসব কথা রেখে দাও আমি আর দেরী করতে পারি না জান তো ভাই, আমরা পুলিসের লোক, কোন খানে দু দণ্ড থাক্‌বার যো নাই। এক রকম জবাব পেলেই চলে যাই। পরের কাজে মিথ্যা সময় নষ্ট করা কি উচিত ?" রমেশের ধর্ম্মশাস্ত্রেও উত্তম জ্ঞান আছে।

গদাধর কহিলেন, "ভাই, বিশেষ কেঁডে কেটে বলায় ডিডি ডিটে স্বীকার হয়েছে। প্রথমে কিছুই ডেবে না, টার পর পঞ্চাশ টাকা। টার পর আমি বলে কোয়ে আর মা অনেক কেঁডে কেটে ১০১৲ টাকা ডিটে স্বীকার করিয়ে এসেছি। তোমার ১০০৲ টাকা আর ঐ রোমের (গদাধর রমকে রোম বলিতেন) ডাম এক টাকা।"

রমেশ কহিল, "তবে টাকা আন।"

গদাধর। আজ ?

রমেশ। এখনই।

গদাধর। টাটো হবে না।

রমেশ। তা না হলে চলে কই ? তোমার কাছে বোল্‌বো ভাই তার দোষ কি ? কারণ তোমার কথা সাক্ষীর মধ্যে গণ্য নয়। সকাল বেলা ঐ চিঠিটে শুনে অবধি আমার গা কাঁপ্‌ছে। বলা যায় না, ফৌজদারির হাঙ্গামা, কোথা থেকে কোথায় যায়। আমার ইচ্ছা কোর্‌ছে আমিই আগে প্রকাশ করি, তা হ'লে তো আমি বেঁচে যাবো ? হয় তো এতক্ষণ বোলে ফেল্‌তাম, তা তোমার বিস্তর অনুরোধে বলি নাই। আর কেউ হ'লে আমি ছেড়ে কথা কইতাম না, কিন্তু তোমার সঙ্গে আলাদা কথা। তোমাকে ভাই এতো ভালবাসি বোলেই, বোলি নাই। যদি এ বিপদে আর কেহ পড়্‌তো, তা হলে কি আমি পাঁচশ টাকার কম ছাড়্‌তাম ? তবে তুমি নিতান্ত আত্মীয় বোলেই ১০০৲ টাকায় সম্মত হয়েছি। যদি নগদ পাই, তবে "পেটে খেলে পিঠে সয়" মনে কোরে থাকি ! কিন্তু নগদ্ না পেলে ভাই বড় সুবিধা হবে বোধ হয় না।

রমেশের কথা শুনিয়া গদাধরচন্দ্র পুনরায় ম্লান বদনে বাটীর মধ্যে গেলেন ; এবং ঘণ্টাখানেক পরে এক শত টাকা আনিয়া রমেশের হাতে গণিয়া দিলেন। রমেশ টাকা লইয়া থানায় গমন করিল।

সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ।

বিধুভূষণের দেশে প্রত্যাগমন—
সরলার ঋণ পরিশোধ।

ভাদ্রমাস। সন্ধ্যার প্রাক্কাল টিপ্ টিপ্ করিয়া বৃষ্টি হইতেছে। পূর্ব্বের সাত দিবস অনবরত বৃষ্টি হইয়াছে। রাস্তা কর্দ্দমময়; অধিকন্তু, গাড়ীর চাকায় কাটিয়া গিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খাল হইয়াছে সে গুলি জলে পরিপূর্ণ। তাহার দুই পার্শ্বে মৃত্তিকা উচ্চ হইয়া রহিয়াছে। আসাবধানতা প্রযুক্ত তথায় পদপ্রক্ষেপ করিলে পঙ্কিল সলিল পিচকারীর ন্যায় বেগে উঠিয়া সমুদয় বস্ত্রাদি নষ্ট করিয়া ফেলে। যেখানে রাস্তার ধারে বৃক্ষাদি আছে, সেখানে শুষ্কপত্র পড়িয়া জল সংযোগে পচিয়া দুর্গন্ধ বিস্তার করিতেছে। গ্রামের মধ্যে প্রতি গৃহ হইতে ধূম উঠিতেছে। গৃহস্থেরা বেলা থাকিতে থাকিতে বাহিরের কর্ম্ম সমাধা করিয়া ঘরের দ্বার রুদ্ধ করিয়া প্রদীপ জ্বালিতেছে। ঝিঁঝিঁ, মশা ইত্যাদি নানাবিধ কীট পতঙ্গ উড়িতেছে; ভেককুল আনন্দে রব করিতেছে; ঝিল্লিগণের কর্কশ স্বরে কর্ণে তালা লাগিতেছে; গাভী, ছাগ, মেষ প্রভৃতি গ্রাম্য জন্তু একটিও বাহিরে নাই; মনুষ্যের গতায়াত অনেকক্ষণ বন্ধ হইয়াছে।

এমন সময়ে দুইটী পথিক কৃষ্ণনগরাভিমুখে যাইতেছে। পথিকদ্বয়ের বাম হস্তে একটি একটি ক্ষুদ্র ব্যাগ, দক্ষিণ হস্তে একটি কাপড়ের ছাতি, গায়ে পিরান, মস্তকে চাদরের উষ্ণীষ, পদযুগ

বিনামাশূন্য। যে অগ্রে যাইতেছে, তাহাকে দেখিলে বড় শ্রান্ত বোধ হয় না। কিন্তু যে পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতেছে, তাহার পদপ্রক্ষেপ দর্শন করিলে বোধ হয় যেন তাহার অত্যন্ত কষ্ট হইতেছে। সন্ধ্যাও হইল, পথিকদ্বয়ও এক গ্রামে প্রবেশ করিল। এতক্ষণ তাহারা পরস্পরে কথা কহে নাই, কিন্তু গ্রামে প্রবেশ করিয়া পশ্চাদ্বর্ত্তী অগ্রগামীকে সম্বোধন করিয়া কহিল "দাদাঠাকুর, আজ আর চলে কাজ নেই, এই গ্রামেই থাকা যাউক।" এই কথাটি এমন মৃদুস্বরে কহিল যে, কোন তৃতীয় ব্যক্তি শুনিলে অনায়াসেই বুঝিতে পারিত, পথিক কোন না কোন প্রকার ভয় পাইয়াছে। বোধ হয়, কথা শুনিয়া পাঠক বুঝিতে পারিয়াছেন যে, বক্তা নীলকমল, এবং যাহাকে সম্বোধন করিয়া বলিল, তিনি আমাদের বিধুভূষণ।

প্রথমবার কোন উত্তর না পাইয়া নীলকমল পুনরায় পূর্ব্ববৎ মৃদুস্বরে কহিল, "দাদাঠাকুর পূজার সময় রাত্রে রাস্তা চলা কিছু না, এস আমরা এক বাড়া থাকি, কাল রাত থাকৃতে থাকৃতে উঠে চলে যাবো।"

বিধু একটু হাসিয়া উত্তর করিলেন, "কেন নীলকমল, এখন ভয় কর কেন? আগে তো তুমি চোরের ভয় কোরতে না?"

নীলকমল কহিল, "আগে কিছু ছিল না, এখন কিছু হয়েছে। কিন্তু যা বল্লাম, সে কথার কি?"

বিধুভূষণ উত্তর করিলেন, এই গ্রামের পরেই হাঁসখালি। হাঁসখালি গেলেই তো বাড়ী গেলাম। এই একটুকুর জন্যে এখানে থেকে কষ্ট পাওয়া কি ভাল? তুমি যে ভয়ের কথা বোলছো,

এখনে সে ভয়ের কোনও কারণ নাই। এ কৃষ্ণনগরের নিকট, এখানে কি রাস্তার লোক কেউ মেরে নিতে পারে ?

নীল্। তবে চল। কিন্তু যদি আমার কথা শোন, তবে এই খানেই থাকা উচিত।

বিধুভূষণ নীলকমলের কথা না শুনিয়া অগ্রে অগ্রে চলিয়া যাইতে লাগিলেন। নীলকমলও (অত্যন্ত অনিচ্ছা পূর্ব্বক) তাঁহার অনুসরণ করিল। কিয়দ্দূর নীরবে গমন করিয়া বিধুভূষণ সম্মুখে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া কহিলেন, "নীলকমল, সেই গাছলতা দেখা যাচ্ছে।" নীলকমল একটু হাসিয়া উত্তর করিল, "দাদাঠাকুর সেই এক দিন আর এই এক দিন।"

পুনর্ব্বার কিয়দ্দূর নীরবে গমন করিয়া সেই বৃক্ষের সমীপবর্ত্তী হইলে, বিধুভূষণ কহিলেন, "নীলকমল, চল গাছতলায় বোসে আর একবার তামাক খাই।"

নীলকমল উত্তর করিল, "দাদাঠাকুর, অঘ্রার মা যা বলেছিল তাই, তুমি মনের কথা টেনে বলেছো।"

উভয়ে বৃক্ষমূলে গিয়া বসিলেন। নীলকমল অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া দেখাইল, "দাদাঠাকুর, তুমি ঠিক যেখানে বোসেছো ঐখানেই বোসেছিলে, আর আমিও এইখানে এসে বোসেছিলাম। তুমি আমাকে দেখে ডরিয়ে উঠেছিলে।"

বিধুভূষণ চতুর্দ্দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিলেন।

হায়! আমাদের যে দিনটী যায়, সেটির মতন আর আইসে না। বিদ্যালয় হইতে বাহির হইয়া কে কদিন সুখভোগ করিয়া-

ছেন? কাহার চিত্ত আর নবযৌবনের ন্যায় সৌহার্দ্দ বা প্রণয়রসে অভিষিক্ত হইয়াছে? স্বভাবের শোভা দর্শনে কাহার অন্তঃকরণে আর সেরূপ প্রীতির সঞ্চার হইয়াছে? সংসার, তোমাকে ধন্যবাদ! তোমাতে প্রবেশ করা, আর বিস্মৃতিতে অবগাহন করা উভয়েই সমান। বিদ্যালয়ে থাকিতে যে সুহৃদ্‌কে অবলোকন করিলে ভাবনা চিন্তা দূর হইয়া যাইত, যাহার মুখে হাসি দেখিলে হৃদয়াকাশে শরচ্চন্দ্রের জ্যোতির ন্যায় প্রভা বিকীর্ণ হইত, যাহার বিরহ মৃত্যু অপেক্ষাও অধিক ক্লেশকর বোধ হইত, সুখে দুঃখে, সম্পদে বিপদে যাহার চিরসহচর হইব মনে হইত, এখন সে প্রিয় সুহৃদ্‌ কোথায়? সকলেই স্বার্থপরতা পাশে আবদ্ধ হইয়া আপনাপন চিন্তায় মগ্ন হইয়া রহিয়াছে। মুখ তুলিয়া অগ্রে পশ্চাতে কে আছে দেখিবার অবকাশ নাই।

চারি বৎসর অগ্রে বিধুভূষণের চিত্ত একরূপ ছিল। এখন আর একরূপ হইয়াছে। অর্থোপার্জ্জনে প্রবৃত্ত হওয়া অবধি প্রকৃত সুখের সঙ্গে চিরবিদায় লইয়াছেন। নবযৌবনের সুখের সহিত সংসারের জ্বালা যন্ত্রণা তুলনা করিলে কাহার হৃদয়ে না শোকানল জ্বলিয়া উঠে? কে দীর্ঘনিশ্বাস না ছাড়িয়া থাকিতে পারে?

নীলকমল চক্‌মকি ঠুকিয়া আগুণ বাহির করিল। উভয়ে তামাক্ খাইয়া বৃক্ষমূল হইতে পুনরায় যাত্রা করিলেন।

বহুকাল বিদেশে থাকিয়া বাটী আসিবার সময় মনোমধ্যে কত প্রকার ভাবের উদয় হয়, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। কখন কখন হৃদয় আনন্দরসে অভিষিক্ত হইতে থাকে, কখন কখন ভয়ে শরীর কম্পিত হয়। যাহাদিগকে বাটী রাখিয়া

গিয়াছিলাম, তাহাদিগকে সুস্থকায় দেখিতে পাইব ভাবিলে মনে কতই আহ্লাদ হয়, কিন্তু তাহাই যে দেখিতে পাইব তাহারই বা প্রমাণ কি? এরূপ চিন্তা হৃদয়কে আশঙ্কায় ম্রিয়মাণ করিয়া ফেলে। বিধুভূষণ পর্য্যায়ক্রমে ভাল মন্দ ভাবনা ভাবিতে ভাবিতে বাটীর দ্বারের সমীপবর্ত্তী হইলেন। বাটী হইতে যাইবার সময় দেখিয়া গিয়াছিলেন, বাটীতে লোক ধরে না। তখন শশিভূষণের নূতন বাটী প্রস্তুত হয় নাই। শশিভূষণ, তাঁহার সন্তানাদি, গদাধরচন্দ্র ও তদীয় জননী প্রভৃতি সকলেই এক বাটীতে থাকিতেন। সুতরাং অহর্নিশ বাটিতে গোলমাল থাকিত। বিধুভূষণ এখন বাটীর নিকটবর্ত্তী হইয়া গোলমালের চিহ্নমাত্রও শুনিতে পাইলেন না। ভয়ে তাঁহার শরীর কম্পিত হইতে লাগিল। দণ্ডায়মান হইয়া নীলকমলকে কহিলেন, "নীলকমল, তুমি ডাক দেখি একবার, 'বাড়ী কে আছে' বোলে?" বিধুভূষণের নিজে উচ্চ কথা কহিবার সামর্থ্য হইল না। নীলকমল উচ্চৈঃস্বরে "বাড়ী কে আছ" বলিয়া দুই তিন বার চীৎকার করিল। কোনই উত্তর নাই। বিধুভূষণ কপালে করাঘাত করিয়া কহিলেন, "সর্ব্বনাশ হয়েছে।" নীলকমল পুনর্ব্বার উচ্চৈঃস্বরে ডাকিল। এবার শ্যামা বাহিরে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "এত রাত্রে তোমরা কারা দরজায় ঘা দিচ্ছ?"

নীলকমল। বাহির হইয়া দেখ।

শ্যামা দরজা খুলিয়া দেখিল দুটি লোক। একটি দরজার ধারে বসিয়া, আর একটি দাঁড়াইয়া আছে। দেখিয়া পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিল, "তোমরা কারা?"

বিধুভূষণ জিজ্ঞাসা করিলেন, "শ্যামা, তোমরা সব ভালো আছো ?"

শ্যামা বিধুভূষণের স্বর জানিতে পারিয়া কম্পিত কলেবরে উচ্চৈঃস্বরে কহিল, "তুমি কোথা থেকে এলে ?"

বিধুভূষণ কহিলেন, "শ্যামা স্থির হও। বাটীর সকলে ভালো আছে ?"

শ্যামা একটু বিলম্বে কহিল, "প্রাণে প্রাণে। তুমি কোথা থেকে এলে ?"

বিধুভূষণ শ্যামার কথা শুনিয়া "মা দুর্গা" বলিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিলেন, "শ্যামা, আমি কোথা থেকে এলাম যে জিজ্ঞাসা কোর্‌লে ? আমার পত্র কি পাও নাই ?"

শ্যামা কহিল, "তুমি বাড়ী ছাড়া অবধি পত্র পাওয়া দূরে থাকুক, কোন লোকের মুখেও তোমার খবর পাই নাই। খুড়িমা ভেবে ভেবে প্রায় "এখন তখন" এমনি অবস্থায় দাঁড়ায়েছে।"

বিধু। আর গোপাল—সে কেমন আছে ?

শ্যামা। সে ভালো আছে।

বিধু। তবে চলো শ্যামা, বাড়ীর মধ্যে যাই।

শ্যামা কহিল, "এখন বাড়ীর মধ্যে গেলে খুড়িমা মূর্চ্ছা যাবেন। তোমরা এইখানেই বসো, আমি আগে গিয়া তাঁকে বোলি, তার পর তোমাদের নিয়ে যাবো।

বিধুভূষণ কহিলেন, "শ্যামা, সরলা কি এতই কাহিল হয়েছে যে, আমার বাড়ী আসার খবর শুনে মূর্চ্ছা যাবে ?"

বিধুভূষণ শ্যামার নিকট সরলার অসুস্থতার খবর পাইয়া বড়

অধিক কাতর হইলেন বোধ হইল না। তাঁহাকে এতো ভালো বাসেন যে, তাঁহার বিরহে কাহিল হইয়াছেন শুনিয়া যেন বিধুভূষণের দুঃখের মধ্যে কিঞ্চিৎ সুখের উদয় হইল। যেন অন্ধকার রজনীতে মেঘাচ্ছন্ন আকাশে বিদ্যুৎ খেলিল। হায়! ভাবিয়া ভাবিয়া সরলার যে যক্ষ্মারোগ হইয়াছে, বিধুভূষণ তা জানিতে পারিলেন না।

প্রায় অর্দ্ধ ঘণ্টা পরে শ্যামা আসিয়া বিধুভূষণকে ডাকিয়া লইয়া গেল। বিধুভূষণ সরলার গৃহের দ্বার পর্য্যন্ত প্রায় হাসিতে হাসিতে গমন করিলেন বলিলে হয়। কিন্তু গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়াই তিনি বসিয়া পড়িলেন। সরলা এরূপ কৃশাঙ্গী হইয়াছেন যে, তাঁহাকে আর চেনা যায় না, তথাপি বিধুভূষণের নাম শুনিয়া তিনি বিছানায় উঠিয়া বসিয়াছেন। বিধুভূষণকে দেখিয়া সাশ্রুনয়নে হাসিতে হাসিতে কহিলেন, "এত দিনের পর কি দুঃখিনীকে মনে পড়েছে?"

বিধুভূষণ কাঁদিতে কাঁদিতে কহিলেন, "সরলা, এতকাল তোমার নাম জপ কোরে বেঁচেছিলাম। কিন্তু স্বপ্নেও ভাবি নাই যে তোমাকে এরূপ অবস্থায় দেখ্‌বো।"

সরলা হাসিয়া উত্তর করিলেন, "এখন ভালো হবো। কিন্তু আজ আর অধিক বোস্‌তে পার্‌ছি না, আমার মাথা ঘুর্‌ছে, সর্ব্ব শরীর অবশ হয়ে আস্‌ছে।" এই বলিয়া সরলা শয়ন করিলেন। শ্যামা নিকটে বসিয়া সরলার কেশ একত্র করিয়া বাঁধিয়া দিল।

রজনী প্রভাত হইলে সরলা প্রত্যূষে নিজে উঠিয়া বাহিরে আসিয়াছেন, তদ্দর্শনে শ্যামার যারপরনাই আহ্লাদ হইল। শ্যামা মনে করিল, ভাবিয়া ভাবিয়া সরলা এরূপ কৃশ হইয়াছিলেন।

সরলাকে সম্বোধন করিয়া কহিল, "খুড়িমা, দেখ দেখি আমি তো বোলেছিলাম, খুড়াঠাকুর বাড়ী এলেই তোমার ব্যামো সব আরাম হয়ে যাবে।"

সরলা কহিলেন, "শ্যামা, তুমি আমার লক্ষ্মী মেয়ে, তুমি আমার অন্নপূর্ণা। তোমার কথা সত্যি হবে না তো কার কথা সত্যি হবে?"

সরলার কথা শুনিয়াই শ্যামা বাটী হইতে বাহির হইয়া গেল। শ্যামার মহৎ দোষ সে নিজের প্রশংসা শুনিতে পারে না। আহা, শ্যামার পরকালে কি উপায় হবে? "পৃথিবী-সংশোধনী সভায়" যদি শ্যামা অন্ততঃ দুদিন যাইতে পারিত, তাহা হইলে শ্যামার এরূপ দুষ্প্রবৃত্তি থাকিত না।

রজনীর প্রথম ভাগে চিন্তায় বিধুভূষণের নিদ্রা হয় নাই। শেষ রাত্রে একটু ঘুম হইয়াছিল। এজন্য বিধুভূষণ সকালে উঠিতে পারেন নাই। শ্যামা পাকশাকের উদ্যোগ করিয়া দিয়াছে, এমন সময় বিধুভূষণ শয্যা হইতে উঠিলেন। সরলা উঠিয়া বেড়াইতেছেন দেখিয়া বিধুভূষণের আনন্দের আর সীমা রহিল না। সরলা অত্যন্ত কাহিল বটে, কিন্তু এরূপ ভাবে বেড়াইতেছেন এবং এরূপ প্রফুল্লচিত্তে কথাবার্ত্তা কহিতেছেন যে সকলে দেখিয়া যারপরনাই অহ্লাদিত হইল। সরলা রন্ধন করিতে প্রস্তুত হইলেন, কিন্তু শ্যামা কোন মতেই তাঁহাকে রান্নাঘরে যাইতে দিবে না। সরলা বলিলেন, "আমি না রাঁদ্‌লে কে রাঁদ্‌বে, শ্যামা?"

শ্যামা কহিল, "ঠাকরুণদিদিকে ডেকে আনি।"

সরলা কহিলেন, "শ্যামা, ঠাকরুণদিদি কি আস্‌বেন?"

শ্যামা। খুড়িমা, পয়সা হ'লে সকলই হয়। আমাদের ভাবনা কি?

বস্তুতঃ, শ্যামা যাহা বলিয়াছিল তাহাই কার্য্যে পরিণত হইল। ঠাকরুণদিদি যেই শুনিলেন যে বিধুভূষণ অনেক টাকা লইয়া দেশে ফিরিয়া আসিয়াছেন, অমনি আর দ্বিতীয় কথা না কহিয়া চলিয়া আসিলেন। সরলাকে দেখিয়া ঠাকরুণদিদি কহিলেন, "সরলা, তুমি এমন কাহিল হয়েছ, আমাকে এক দিনও বলো নাই?"

সরলা একটু হাসিলেন, আর কোন উত্তর করিলেন না।

বিধুভূষণ অনেক টাকা লইয়া বাটী আসিয়াছেন, এ কথা মুহূর্ত্ত মধ্যে সর্ব্বত্র প্রচার হইয়া পড়িল। সকলেই দেখা করিতে শশব্যস্ত। অন্য লোকের কথা দূরে থাকুক গদাধরচন্দ্র স্বয়ং আসিলেন। আগে যাহারা ঘৃণায় কথা কহিত না, এক্ষণে যেন তাহারা চির-সুহৃদের ন্যায় হইয়া উঠিল। রজতের কি মহিমা!

লোকের সহিত আলাপ করিতে বিধুভূষণের প্রায় সমস্ত দিন অতিবাহিত হইল। বাটীর মধ্যে আসিয়া যে সরলার কাছে দুদণ্ড বসেন, সন্ধ্যার অগ্রে তাঁহার এমন অবকাশ হইল না। সন্ধ্যার সময়ে সকলে চলিয়া গেলে বিধুভূষণ বাটীর মধ্যে আসিলেন।

সরলা প্রাতঃকালে শরীরে এরূপ বল পাইয়াছিলেন যে, তাঁহার মনে হইয়াছিল তিনি যেন পূর্ব্বের ন্যায় নীরোগ অবস্থাতেই আছেন। বেলা দুই প্রহর পর্য্যন্ত সরলা সহাস্যবদনে ব্যস্ত সমস্ত হইয়া কাজ কর্ম্ম করিলেন। কিন্তু দুই প্রহরের পর হইতে তাঁহার হস্তপদ বলশূন্য হইয়া আসিতে লাগিল। কাহাকে কিছু না বলিয়া আপনার ঘরে গিয়া শয়ন করিলেন। শ্যামা যে কোন কার্য্যেই

ব্যাপৃত থাকুক, তাহার এক চক্ষু নিয়তই সরলার উপর থাকিত। সরলা শয়ন করিলে শ্যামা তাঁহার বিছানার নিকট জিজ্ঞাসা করিল, "খুড়িমা, আবার শুলে যে?"

সরলা উত্তর করিলেন, "শ্যামা, কাল রাত্রে আমার ঘুম হয় নাই। ঘুমে আমার শরীর অবসন্ন হয়ে আসছে। আমাকে জাগাইও না, আমি একটু ঘুমাই।" সরলা এই বলিয়া পার্শ্ব-পরিবর্ত্তন করিয়া শয়ন করিলেন। শ্যামা আপনার কাজ করিতে গেল।

ক্ষণকাল পরে শ্যামা আবার সরলার বিছানার নিকটে গেল; সরলা এখনও নিদ্রা যাইতেছেন। মুখমণ্ডলে আর কোন চিন্তার লক্ষণ নাই, প্রফুল্ল কমলের ন্যায় শোভা পাইতেছে। এত বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে, বায়ু শীতল হইয়াছে, তথাপি সরলার ঘর্ম্ম হইতেছে; শ্যামা অঞ্চল দ্বারা আপনার হস্ত পরিষ্কার করিয়া আস্তে আস্তে সরলার কপাল স্পর্শ করিল। কপাল শীতল। কিন্তু শ্যামার হস্তস্পর্শে সরলা চমকিয়া উঠিলেন। পাছে তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ হয়, এই আশঙ্কায় শ্যামা নিঃশব্দপদসঞ্চারে তথা হইতে চলিয়া আসিল।

শ্যামা বাহিরে আসিয়া ভাবিল, এখন গ্রীষ্ম কিছু নেই, তবু গা ঘামে কেন?" কিন্তু সরলা বহুকাল শয্যাগত ছিলেন, আজ উঠিয়া বেড়াইয়া কাজ কর্ম্ম করিয়াছেন, সুতরাং শ্যামার কোন ভয় হইল না। পরন্তু, মনে করিল, শ্রান্তি প্রযুক্ত সরলার শরীরে ঘর্ম্ম হইতেছে।

ক্রমে ক্রমে সন্ধ্যা সমাগত হইল, সরলার তথাপি নিদ্রাভঙ্গ হইল না। বিধুভূষণ বাড়ীর মধ্যে আসিয়া সরলাকে নিদ্রিত দেখিয়া

শ্যামাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "শ্যামা, সেই ঘুম এখনও ভাঙ্গে নাই?" শ্যামা কহিল, "না।" শয্যাব উপর শিয়রে বসিয়া সরলার কপালে হাত দিলেন। কপাল যেন হিম পাথর। বিধুভূষণ কিঞ্চিৎ ভীত হইয়া "সরলা" "সরলা" বলিয়া তিন চারি বার ডাকিলেন।

সরলা চক্ষু মেলিয়া বিধুভূষণকে দেখিতে পাইলেন। পাইয়া বিস্ময়াত্মক স্বরে কহিলেন, "কে তুমি?" বিধুভূষণের উত্তর দিবার পূর্ব্বেই পুনর্ব্বার কহিলেন, "না, আমার ভুল হয়েছিল। চিনেছি এখন, তুমি বুঝি আমার গোপালকে নিতে এসেছো? তা পাবে না। আমি যাচ্ছি।"

সরলা প্রলাপ বকিতেছেন।

বিধুভূষণ তিন চারিবার বড় বড় করিয়া সরলার নাম ধরিয়া ডাকিলেন। সরলা উত্তর করিলেন, "কি? একশ বার ডাক কেন? এই যাচ্ছি।" এই বলিয়া সরলা পুনরায় চক্ষু মুদ্রিত করিলেন।

বিধুভূষণ রোদন করিতে করিতে ঘরের বাহিরে আসিলেন। শ্যামাকে ডাকিয়া কহিলেন, "শ্যামা, সরলা বুঝি ফাঁকি দিলে। তুমি ঘরে যাও, আমি দেখি যদি একজন ডাক্তার পাই।"

শ্যামা ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িয়া ঘরে আসিল। দেখিল সরলা পূর্ব্ববৎ নিদ্রা যাইতেছেন। "খুড়িমা" "খুড়িমা" করিয়া ডাকিল, সরলা উত্তর করিলেন না। নিশ্বাস স্বাভাবিক বহিতেছে, মুখভঙ্গী স্বাভাবিক আছে। কিন্তু সরলার শরীর শীতল হইয়াছে। শ্যামা পায়ের কাছে বসিয়া সরলার পায়ে হাত বুলাইতে লাগিল।

গোপাল অনেক দিনের পর আজ মাতাকে একটু ভাল দেখিয়া ভুবনের সহিত খেলা করিতে গিয়াছে। বিধুভূষণ ডাক্তার ডাকিতে

যাইবার সময়, ভুবনদের বাড়ী ভুবনের মাতাকে সরলার অবস্থা জানাইয়া, গোপালকে সে রাত্রে সেইখানে রাখিতে বলিয়া গেলেন।

প্রায় দেড় ঘণ্টা পরে বিধুভূষণ ডাক্তার সমভিব্যাহারে ফিরিয়া আসিলেন। ডাক্তারবাবু আসিয়াই রোগীকে একটু আরক খাওয়াইয়া দিলেন। পরে বসিয়া শ্যামা ও বিধুভূষণের নিকট সমুদয় বিবরণ অবগত হইলেন। ঘড়ী খুলিয়া সরলার নাড়ীর গতি দেখিলেন, তৎপরে যন্ত্র দ্বারা সরলার বক্ষঃ ও পৃষ্টদেশ পরীক্ষা করিলেন। তখন বিধুভূষণ চিন্তাকুলচিত্তে ডাক্তারকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেমন দেখ্‌লেন মশায় ?"

ডাক্তার উত্তর করিলেন, "রোগ সাংঘাতিক। বাঙ্গালায় ইহাকে যক্ষ্মা বলে। এ রোগ কখনও আরাম হয় না। পুস্তকে লেখে বটে যে দৈবাৎ আরোগ্য হ'লেও হ'তে পারে, কিন্তু আমি এই ত্রিশ বৎসরের মধ্যে একটিকেও আরাম হ'তে দেখি নাই। রোগীর চেহারায় বোধ হচ্ছে ৪।৫ বৎসর এ রোগের সূত্রপাত হয়েছে। বোধ হয় প্রথমাবধি যত্ন কোর্‌লে আরও দুই এক বৎসর বাঁচান সম্ভাবনা ছিল, কিন্তু সে অনুমান মাত্র। এ রোগে কখন্ মৃত্যু হয় তার স্থিরতা নাই। এখন যে এত মন্দ দেখা যাচ্চে, তবুও এমন হ'তে পারে যে, এখনও পাঁচ ছয় মাস বেঁচে থাক্‌লেও থাক্‌তে পারেন। কিন্তু তা নিতান্ত অসম্ভব। আমার বোধ হ'চ্চে আজ শেষ রাত্রেই এঁর প্রাণত্যাগ হবে। আজ সকাল বেলা হ'তে দুই প্রহর পর্য্যন্ত ভাল ছিলেন, সে কেবল আপনার আগমন প্রযুক্ত। তাতেই রোগীর মনে উৎসাহ উৎপাদিত হয়েছিল। কখন কখন সুসমাচার পেলে অন্তর্জলের

রোগীও পুনবায় সংজ্ঞা লাভ করে, চার পাঁচ দিন বেঁচেও থাকে। বোধ হয়, আপনি যদি এমন সময় বাড়ী না আস্‌তেন, তা হ'লে আরও কিছুকাল বেঁচে থাকতেন। কোন উৎসাহ হ'লেই কিঞ্চিৎ পরে তাহার বিপরীত ফলোৎপত্তি হয়। রোগীর তাই হয়েছে। বাঁচ্‌তেও পারেন। কিন্তু আজ বাঁচ্‌লেও অধিক দিন জীবিত থাক্‌বেন না।"

ডাক্তারের কথা শুনিয়া বিধুভূষণ ম্রিয়মাণ হইলেন। "হায়! আমিই সরলার মৃত্যুর কারণ" বলিয়া ক্রন্দন করিয়া উঠিলেন।

ডাক্তার বাবু কহিলেন, "আপনি যদি অমন ছেলে মানুষের মতন কাঁদেন, তাহা হ'লে আপনি এ ঘরে থাকবার যোগ্য ন'ন। এখনও বলা যায় না কি হবে। হয় তো বাঁচ্‌তে পারেন। কিন্তু অমন গোলমাল কোর্‌লে সে সম্ভাবনা ততথাক্‌বে না।"

বিধুভূষণ কহিলেন, "মহাশয় আর না। আর কাঁদ্‌বো না। কিন্তু বিবেচনা করে দেখুন, আমি বাড়ী না এলে আর কিছুকাল বেঁচে থাকবার সম্ভাবনা ছিল, এ কথা শুনে কি আমি না কেঁদে থাক্‌তে পারি?"

ডাক্তার সস্নেহে বিধুভূষণের হস্তধারণ করিয়া কহিলেন, "সে অনুমান মাত্র, আমি তো পূর্ব্বেই বোলেছি। কিন্তু তা না হ'লেও গত বিষয় লয়ে কষ্ট পাবার দরকার কি? যে বিষয় পরে সংশোধিত হবার যো নাই, তা মনে না করাই ভালো।"

বিধুভূষণ চুপ করিয়া বসিলেন। ডাক্তার বাবু অনন্যমনা হইয়া সরলার মুখে দৃষ্টি যোজনা করিয়া রহিলেন।

ক্ষণকাল পরে সরলার ঠোঁট নড়িল। সরলা অস্পষ্ট স্বরে

যেন 'জল জল' বলিলেন, শ্যামা জল দিতে গেল। ডাক্তার বাবু শ্যামার হস্ত হইতে গেলাস লইয়া একটি ঝিনুকে একটু জল ও আর একটু আরক একত্র করিয়া সরলাকে খাওয়াইয়া দিলেন। সরলা খাইয়া মুখ বক্র করিয়া কহিলেন, "বড় ঝাল।"

ক্রমে ক্রমে সরলার চৈতন্য হইল। বিধুভূষণ আর থাকিতে পারিলেন না। কাঁদিতে কাঁদিতে সরলাকে কহিলেন, "সরলা, তোমার আর একদিনের তরেও সুখ হ'ল না।"

সরলার এক্ষণে উত্তম জ্ঞান হইয়াছে। মৃত্যুর অগ্রে প্রায় সকলেরই হইয়া থাকে। একদৃষ্টে বিধুভূষণের দিকে চাহিয়া কহিলেন, "তুমি কাঁদ্‌ছো কেন ?"

বিধুভূষণ কহিলেন "সরলা, তুমি চল্লে, আর আমি কাঁদ্‌ছি কেন জিজ্ঞাসা কোর্‌ছো ?"

সরলার প্রেমময়ী মূর্ত্তি অবলোকন করিয়া ডাক্তার বাবু রুমাল দিয়া চক্ষু মুছিলেন।

সরলা কহিলেন, "আমি যাচ্ছি সত্য, কিন্তু আমার সুখ হয় নাই কে বোল্লে ? পতির সেবা ও সন্তান পালন করা আমাদের প্রধান সুখ, তা আমার হয়েছে। যেটুকু দুঃখ ছিল, তা কাল তুমি বাড়ী আসায় দূর হইয়াছে; আমার ন্যায় সুখী কজন হয়েছে ?"

বিধুভূষণ কহিলেন, "সরলা, তুমি আর ও কথা বোলো না তা হলে আমার বুক কেটে যাবে।"

সরলা বিধুভূষণের হস্ত ধরিয়া কহিলেন, "শেষকালে আমার এক অনুরোধ আছে।" এই বলিয়া শ্যামার দিকে চাহিলেন। সরলার চক্ষু হইতে ঝর্ ঝর্ করিয়া জল বহিতে লাগিল। বাক্য



[সরলা বিধুভূষণের হস্ত ধরিয়া কহিলেন "শেষবারে আমার এক অনুরোধ আছে।" স্বর্ণলতা পৃ, ১৯৬]

নিঃসরণ হইল না। শ্যামা উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিয়া উঠিল। ডাক্তার বাবু থামাইবেন কি তাঁহারও আর কথা কহিবার সামর্থ্য রহিল না। অবিশ্রান্ত কেবল রুমাল দিয়া মুখ চক্ষু মুছিতে লাগিলেন।

বিধুভূষণের হস্ত সরলার হাতেই আছে। তিনি একটু পরে কহিলেন, "অনুরোধ এই যে, শ্যামাকে কখন দাসী বোলে মনে কোরো না। চিরকাল তোমার যেন জ্ঞান থাকে যে, শ্যামা তোমার আপন মেয়ে।" সরলা আবার চুপ করিলেন।

বিধুভূষণ কহিলেন, "সরলা, শ্যামা শুধু আমার মেয়ে নয়! শ্যামা আমার মা। শ্যামা ছিল বোলেই আমরা এখনও বেঁচে আছি।" শ্যামা গৃহ হইতে চলিয়া গেল।

ডাক্তার বাবু অনেক চেষ্টা করিয়া চক্ষু মুছিয়া ঝিনুকে করিয়া আর একটু ঔষধ সরলার কাছে লইয়া গিয়া কহিলেন, "এইটুকু খান দেখি?"

সরলা কহিলেন, "আর কেন? ঔষধে আর আমার দরকার কি?"

বিধুভূষণ কহিলেন, "সরলা খাও। এখনও তোমার পীড়া তত শক্ত হয় নাই।"

সরলা কহিলেন, "আমার নিজের শরীরের ভাব আমি বুঝি। আমি এতদিন মরে যেতাম। কেবল তোমাকে দেখ্‌বো বোলে জীবনটি বেরোয় নাই। একবার আমার গোপালকে ডেকে দাও?"

বিধুভূষণ ডাক্তার বাবুর দিকে চাহিলেন। ডাক্তার বাবু কহিলেন, "এখন আর কি? যা বোল্‌ছেন তাই করুন।"

শ্যামা দৌড়িয়া গিয়া গোপালকে কোলে করিয়া আনিল। সরলার নিকট আনিয়া নামাইয়া দিতে গেল। সরলা কহিলেন, "না,—অমনিই থাক।" তখন গোপালের এক হাত ও শ্যামার এক হাত ধরিয়া কহিলেন, "গোপাল, তুমি সে দিন যে দিব্বি কোরেছিলে তা মনে আছে তো? শ্যামা তোমার মা, তোমার যথার্থ মা! দেখো যেন তোমার দিব্বি মনে থাকে।" পরে শ্যামার দিকে চাহিয়া কহিলেন, "শ্যামা, তুমি আমার বিস্তর কোরেছ। আমার মা বাপও এমন কোরতেন না—আমার গর্ভের মেয়ে এমন কোরতো কি না সন্দেহ। তোমার ধার এ জন্মে তো শোধ হোলোই না, আর কোন জন্মে শোধ দিতে পারবো তাহাও অসম্ভব। আমি তোমাকে কি দেবো? আমার সর্ব্বস্ব ধন গোপাল। শ্যামা, গোপালকে আমি জন্মের মত তোমাকে দিয়া গেলাম।"

সরলার কথা শুনিয়া সকলে ক্রন্দন করিতে লাগিল। চক্ষের তারা দেখিতে দেখিতে মস্তকে উঠিল। সকলে ধরাধরি করিয়া সরলাকে বাহিরে আনিল। মুহূর্ত্তমধ্যে সরলা জন্মের মত চক্ষু মুদ্রিত করিলেন।

অষ্টবিংশ পরিচ্ছেদ।

নানাবিধ।

শশিভূষণের উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে। শশিভূষণ এক্ষণে বাবুর বাটীতে সর্ব্বময় কর্ত্তা হইয়াছেন। তাঁহার উপর বাবুর বিশ্বাস অসীম, তিনিই এখন জমিদার বলিলে হয়। বাবু বেশভূষা ও সুরার খরচ পাইয়াই সন্তুষ্ট থাকেন।

পৃথিবীতে নিরবচ্ছিন্ন সুখ নাই। শশিভূষণের উচ্চ পদ হইল বটে, কিন্তু সে পদ নিষ্কণ্টক হইল না। পূর্ব্বে যে সমস্ত আমলারা শশিভূষণের উন্নতির জন্য অত্যন্ত ব্যগ্র হইয়াছিলেন, এক্ষণে তাহারাই কিসে শশিভূষণের অবনতি হয়, তাহার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। সাবেক দেওয়ানের আমলে তাঁহারা উৎকোচ গ্রহণ করিতে পারিতেন না, ইচ্ছাপূর্ব্বক কর্ম্ম বন্ধ করিয়া অলস ভাবে থাকিতে পারিতেন না, এজন্য মনে করিয়াছিলেন, শশিভূষণ তাঁহাদের সমান পদের লোক, তিনি দেওয়ান হইলে তাঁহারা আপন আপন ইচ্ছানুরূপ কর্ম্ম করিতে পারিবেন। কিন্তু শশিভূষণ দেওয়ান হইলে তাঁহারা দেখিলেন যে, তাঁহাদিগের অবস্থার কোন ইতর বিশেষ হইল না। পূর্ব্বেও যেমন দেওয়ানকে ভয় করিয়া চলিতে হইত, এক্ষণেও সেইরূপ করিতে হয়, সুতরাং তাঁহারা সকলে একমত হইয়া কিসে শশিভূষণ কর্ম্মচ্যুত হন, অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন।

এক দিবস মুহুরি, হিসাবনবীস, খাতাঞ্জি ইত্যাদি আমলাবর্গ একত্র হইয়া কি প্রকারে তাঁহাদিগের অভীষ্ট সিদ্ধ হয়, তাহার বিবেচনা করিতে বসিলেন। অনেকে অনেক প্রকার উপায়ের কথা বলিলেন। কিন্তু কোনটিই সর্ব্ববাদিসম্মত হইল না। পরিশেষে রামসুন্দর বাবু কেরাণী কহিলেন, "বাবু তো মদ খেয়ে খেয়ে এক রকম পাগলের মত হইয়াছেন। তাঁর হাতে বিষয় আশয় রক্ষা পাওয়া দুর্ঘট! এই মর্ম্মে কর্ত্রী ঠাকুরুণের দ্বারা কালেক্টর সাহেবের নিকট একখান দরখাস্ত করাতে পারলে একজন ম্যানেজার নিযুক্ত হইতে পারে। তা হলে শশীবাবুকে বিদায় হতে হবে।"

রামসুন্দর বাবুর পরামর্শ সকলেই ভাল বলিয়া স্বীকার করিলেন। কিন্তু খাতাঞ্জি কহিলেন, "আমার এক আপত্তি আছে। সকলে যেখানে একত্র হয়েছি, সেখানে মনের কথা খুলে বলাই ভালো। আমার ভয় হচ্ছে, ম্যানেজার হ'লে এখন যে দু এক পয়সা পাচ্ছি তাও পাব না।"

এই কথা শুনিয়া সকলেই একটু ভাবিত হইলেন। কিন্তু রামসুন্দর বাবু কহিলেন, "সে আপনাদের ভ্রান্তি মাত্র। ম্যানেজার নিযুক্ত হইলে, সে বিষয়ে সুবিধা ছাড়া অসুবিধা হবে না। শশীবাবু যেমন সব বিষয়ে খোঁজ রাখেন, ম্যানেজার তা করবে না। কাগজপত্র সাফ সাফাই আর তহবিল দুরস্ত রাখতে পারলেই হ'লো। বিশেষ এখন যে কাজে পাঁচ টাকা ব্যয় হয়, তখন তাতে পোনেরো টাকা হোলেও কেউ কিছু বোলবে না। কোম্পানীর রেটের বেশী না হলেই হলো।"

রামসুন্দর বাবুর কথায় সকলেই অনুমোদন করিলেন। অতঃপর সভা ভঙ্গ করিয়া যে যাহার বাটী চলিয়া গেলেন।

সরলার মৃত্যুর পর দশ দিনের দিন শ্রাদ্ধ হইল। সেটি বন্ধ করিবার যো নাই। বঙ্গদেশের কি চমৎকার প্রথা! জীবিতাবস্থায় যাহার জন্য লোকে এক টাকা ব্যয় করিতে কুণ্ঠিত হয়, সে মরিলে তাহার শ্রাদ্ধে অনায়াসে দশ টাকা ব্যয় করিতে পারে। যদি শ্রাদ্ধের টাকা দিয়া লোকে চিকিৎসা করিত, তাহা হইলে বোধ হয় অনেক অকালমৃত্যু রহিত হইতে পারিত।

সরলার মৃত্যু অবধি বিধুভূষণের চিত্তে উদাসীনের ন্যায় ভাব হইল। কোন খানে যান না কোন কাজ কর্ম্মে মনোনিবেশ করিতে পারেন না, নিয়তই একস্থানে বসিয়া ভাবেন ও মাঝে মাঝে নিঃশব্দে অশ্রুপাত করেন। শ্যামা বিধুভূষণকে একাকী থাকিতে দেয় না। সর্ব্বদাই গোপালকে তাঁহার নিকট বসাইয়া রাখে। গোপাল বাটী না থাকিলে নিজেই তাঁহার নিকট বসিয়া তাঁহার সহিত নানাবিধ গল্প করে। এক দিবস গল্প করিতে করিতে বিধুভূষণ জিজ্ঞাসা করিলেন, "শ্যামা, তোমরা আমার একখানাও চিঠি পাও নাই।"

শ্যামা উত্তর করিল, "না।"

বিধু। তবে রেজেষ্টারী চিঠিতে গোপালের নামে কে রসিদ দিতো?

শ্যামা কহিল, "গোপালের নামে কখন কোন চিঠি আসেও নি, সে রসিদও দেয় নি। গদাধর রেজেষ্টারী চিঠি পেতো, সে রসিদ টসিদ দিতো। কিন্তু গোপাল তো কখন দিতো না।"

বিধুভূষণ বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "গদাধর কোথা থেকে রেজেষ্টারী চিঠি পেতো?"

শ্যামা। তার মামা না কি ডাকে টাকা পাঠিয়ে দিত।

বিধুভূষণ বসিয়াছিলেন, শ্যামার কথা শুনিয়া অবিলম্বে উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং চাদর লইয়া কহিলেন, "শ্যামা, টের পেয়েছি। সব চিঠিগুলা আর টাকা ঐ গদাই নিয়েছে।" এই বলিয়া তৎক্ষণাৎ ঘরের বাহির হইলেন। শ্যামা বুঝিতে পারিল না কি প্রকারে তাঁহার চিঠি গদাধরের হস্তগত হইবার সম্ভব। এজন্য বিধুকে ফিরাইবার জন্য সে তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল; কিন্তু কোন মতেই ফিরাইতে পারিল না।

বিধুভূষণ দেরি না করিয়া একেবারে ডাকঘরে গেলেন, তথায় ডাকমুন্সীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "গোপালের নামে যে রেজেষ্টারী চিঠি আস্তো তা কার নিকট দেওয়া হতো ?"

ডাকমুন্সী কহিল, "সে সবচিঠি গোপাল বাবুকেই দিয়াছি, তাঁর হাতের রসিদ আছে।"

বিধু। রসিদ আমি চাই না। হরকরাকে বলুন, আমাকে সেই গোপাল বাবুকে দেখাইয়া দিক্।

বলিবামাত্র ডাকমুন্সী হরকরাকে বিধুভূষণের সহিত পাঠাইয়া দিল। হরকরা বিধুকে শশিভূষণের বাটী লইয়া গেল। গদাধর যে যথার্থই চিঠি লইয়াছিল, সে বিষয়ে এখন আর বিধুর কোনই সন্দেহ রহিল না। শশিভূষণের বাটীর দ্বারে আসিয়া তিনি গদাধরের রূপ বর্ণনা করিয়া কহিলেন, "কেমন, গোপাল বাবুর তো এমনি চেহারা ?"

হরকরা উত্তর করিল, "হাঁ মহাশয় আপনি ঠিক বলেছেন।"

বিধু কহিলেন, "তবে আর চেনাবার দরকার নাই। তুমি

ঘরে যাও; আমি বুঝেছি। কিন্তু খবরদার এ কথা যেন প্রকাশ না হয়, টাকা গোপাল পায় নাই। অন্য একজন নিয়েছে। প্রকাশ্ হলে চোর ধরা যাবে না।"

বিধুভূষণের কথা শুনিয়া হরকরার মুখ শুকাইয়া গেল। কম্পিত কলেবরে কহিল, "মহাশয়, এতে আমার অপরাধ নেই। আমাকে উনি বল্লেন, 'আমি গোপাল বাবু' সুতরাং আমি ওঁকেই চিঠি দিয়েছি। দেখ্‌বেন যেন গরীব না মারা যায়।"

বিধু। তোমার ভয় কি? কিন্তু যদি এ কথা প্রকাশ হয়, আর যদি আসামী পালায়, তা হলে আমি তোমাকেই ধোর্‌বো।

হরকরা "আমার দ্বারা এ কথা প্রকাশ হবে না" এই বলিয়া চিন্তাকুলচিত্তে চলিয়া গেল। বিধুভূষণ থানায় দারগার কাছে গেলেন।

বিধুভূষণ থানায় গিয়া দারগার নিকট এ সমস্ত কথা বলিলে দারগা বাবু কহিলেন, "আজ সন্ধ্যা হয়েছে, এখন গেলে আসামী ধরা যাবে না। কাল সকালে আস্‌বেন, লোকজন নিয়ে যাবো, তা হলে অনায়াসে আসামী ধরা পড়্‌বে।"

বিধুভূষণ কহিলেন, "যদি এ কথা রাত্রির মধ্যে প্রকাশ হয়, আর যদি আসামী পালায়, তা হলে কি হবে?"

দারগা বাবু উত্তর করিলেন, "আমি তার উপায় কোর্‌ছি।" এই বলিয়া রমেশ কনষ্টেবলকে কহিলেন, "রমেশ, আজ চার জন কনষ্টেবল যেন শশিবাবুর বাড়ীতে রোঁদে থাকে। কাল খানাতল্লাসি কোর্‌তে হবে। আসামী ঐ বাড়ীতে আছে, কিন্তু

খবরদার যেন এ কথা প্রকাশ না হয়। প্রকাশ হ'লে আসামী পাওয়া যাবে না।"

রমেশ "যে আজ্ঞা" বলিয়া ডায়রিতে চারিজন কনষ্টেবলের নাম লিখিয়া শশীবাবুর বাটীতে পাহারায় থাকিবার জন্য পাঠাইয়া দিল। পরে ভাবিতে লাগিল, "গদাধরকে এ বিষয়ে সংবাদ দেবো কি না?" অনেকক্ষণ আন্দোলন করিয়া স্থির করিল, "এত চক্ষুলজ্জা থাকিলে পুলিসে চাকরী করা সুকঠিন হইবে।"

গদাধর নিশ্চিন্ত হইয়া আছেন। বিধুভূষণ বাটী প্রত্যাগমন করিলে তিন চারি দিবস অত্যন্ত উৎকণ্ঠায় কালযাপন করেন। কিন্তু যখন দেখিলেন চার পাঁচ দিবস কোন গোল উপস্থিত হইল না, তখন ভাবিলেন আর ভয় নাই। বিধুভূষণের সহিত যে তিনি দেখা করিতে গিয়াছিলেন, সে কেবল তাঁহার নির্দ্দোষত্ব দেখাইবার জন্য।

রাত্রিতে শশিভূষণের বাটী কনষ্টেবল পাহারা দিল, কিন্তু তাহা শশিভূষণ কিংবা তাঁহার বাটীর আর কেহ টের পাইল না। পরদিন প্রত্যুষে শশিভূষণ বস্ত্রাদি পরিধান করিয়া কাছারী যাইবেন, সম্মুখে একজন কনষ্টেবলকে দেখিতে পাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কি মনে কোরে?"

কনষ্টেবল কহিল, "আপনি একটু দেরি কোরে কাছারী যাবেন। আমাদের বাবু এখানে আস্‌ছেন। এই বাটীতে আমাদের আসামী আছে।"

শশিভূষণ বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমার বাড়ী কিসের আসামী?"

কনষ্টেবল কহিল, "গদাধর বাবু পরের নামের রেজেষ্টারী চিঠি নিজের বলে নিয়েছেন, তাই এখন প্রকাশ হয়েছে। আমরা গদাধরকে ধরতে এসেছি।"

শশিভূষণের তখন স্মরণ হইল, গদাধর একখানি রেজেষ্টারী চিঠি পাইয়াছিল। সে সময় তাঁহার সে বিষয়ে কোন সন্দেহ হয় নাই। সুতরাং তাহার কোন অনুসন্ধানও করেন নাই। গদাধর বলিয়াছিলেন, চিঠি পৌঁছিবে না ভয়ে তাঁহার মামা রেজেষ্টারী চিঠি পাঠাইয়াছেন। শশিভূষণ তাহাই বিশ্বাস করিয়াছিলেন। কনষ্টেবলের মুখে প্রকৃত বিষয় শুনিয়া তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া গদাধরকে ডাকিলেন। গদাধর নিকটে আসিলে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি যে তোমার মামার রেজেষ্টারী চিঠি পেয়েছিলে, সেই চিঠি খানা আন দেখি।" গদাধর শশিভূষণের ক্রুদ্ধভাব ও কনষ্টেবলকে দেখিয়া দৌড়িয়া খিড়কীর দরজার দিকে গেল। অন্তঃপুরে প্রমদার সহিত দেখা হইল। প্রমদা জিজ্ঞাসা করিলেন, "গদাধরচন্দ্র, দৌড়াচ্ছ কেন?" গদাধর উত্তর না করিয়া একেবারে খিড়কীর দরজায় গিয়া উপস্থিত হইল। প্রমদা ও প্রমদার মাতা কারণ জানিবার জন্য গদাধরের পশ্চাৎ পশ্চাৎ দৌড়িলেন। গদাধর খিড়কীর দরজা খুলিয়া বাহির হইয়া যাইবে, এমন সময় তথায় আর একজন কনষ্টেবল দেখিতে পাইয়া "বাবা রে" বলিয়া বেগে প্রত্যাবর্ত্তন করিল। গদাধরের মাতা জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কি গদাধরচন্দ্র?"

গদাধর উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিয়া কহিল, "আর গডাচরচণ্ড। গডাচরচণ্ড এইবার মোলো।"

প্রমদা ও প্রমদার মাতা "সাট্ সাট্" বলিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি ? কি ?"

গদাধর কহিল, "সেই রেজেষ্টারী চিঠি—"

এমন সময় শশিভূষণ বাটীর মধ্যে আসিয়া রাগতস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোথায় গেল সে হূর্তভাগাটা ?"

গদাধর ভূতলে পড়িয়া রোদন করিতেছেন। প্রমদা ও প্রমদার মাতা পরস্পরের মুখাবলোকন করিতে লাগিলেন; শশিভূষণ কহিলেন, "কেন ? এখন কাঁদ কেন ? যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল। এই বুঝি তোমার মামার রেজেষ্টারী চিঠি ? তুই আপনিও গেলি, আমার নামেও কলঙ্ক দিয়ে গেলি।"

প্রমদা ও প্রমদার মাতা শশিভূষণের কথায় অত্যন্ত রাগ করিলেন। গদাধর যে দোষ করিয়াছে সে কিছুই নয়। কিন্তু শশিভূষণের কর্কশ কথা তাঁহাদের নিকট অত্যন্ত অন্যায় বোধ হইল। প্রমদার মাতা সকরুণস্বরে প্রমদাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "দেখ দেখি বাছা, আমি বোলেছিলাম, 'প্রমদা, আমাদের নিয়ে যাচ্ছ বটে, কিন্তু শেষকালে অপমান হয়ে আস্তে হবে।' দেখ দেখি এখন তা সত্যি হোলো কি না ? তুমি বোলেছিলে, 'মা, আমার বাড়ী, আমার ঘর, কে তোমাকে অপমান কোর্‌বে' ?"

প্রমদা কহিলেন, "আর সে কথায় কাজ কি ? অদৃষ্ট ছাড়া তো পথ নেই ?"

শশিভূষণ কহিলেন, "এখন অদৃষ্টের কথা রেখে দাও। যদি গদাকে বাঁচাতে চাও, তবে ওরে একখানা শাড়ী পরাও, আর

কেউ জিজ্ঞাসা কর্‌লে তোমার ভগ্নী বলে পরিচয় দিও। আমি সদর দরজায় চল্লাম, সেখানে দারগা এসেছে।"

শশিভূষণ বাহির বাটীতে আসিলে দারগা বাবু কহিলেন, "আপনার বাটীতে আসামী আছে। হয় বাহির করিয়া দিন, নচেৎ আমরা খানাতল্লাসি কোর্‌বো।"

শশি। মহাশয়, হিসেব করে কথা কবেন। এ ছোট লোকের বাড়ী নয়। আপনারা যে যাবেন, যদি আসামী না পান তবে কি হবে?

দারগা বিধুভূষণের দিকে চাহিলেন। বিধু কহিলেন, "এই বাড়ীতেই আসামী আছে।"

শশিভূষণ আরক্তনয়নে বিধুভূষণের দিকে চাহিলেন। বিধুভূষণ কিছু বলিলেন না। পরে সকলে বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিলেন। কিন্তু কোন স্থানেই গদাধরকে দেখিতে পাইলেন না। তখন বিধুভূষণ কহিলেন, "একবার রান্নাঘরটা দেখা যাউক।" দারগা কহিলেন, হাঁ উচিত বটে।" পরে শশীবাবুকে কহিলেন, "আমরা এই খানেই দাঁড়াই, পরিবারদিগকে আমাদের সম্মুখ দিয়া যাইতে বলুন।" শশিভূষণ প্রথমতঃ আপত্তি করিলেন, কিন্তু দারগা বাবু কোন মতেই শুনিলেন না। সুতরাং শশিবাবু পরিবারদিগকে লক্ষ্য করিয়া কহিলেন, "তোমরা এক এক করে বাহির হয়ে যাও।"

প্রথমতঃ প্রমদা, পরে স্ত্রীরূপী গদাধর, সর্ব্বশেষে প্রমদার মাতা বাহির হইলেন। বিধুভূষণ গদাধরের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া দেখাইয়া দিলেন। দারগা শশিভূষণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মধ্যে যিনি যাচ্ছেন, তাঁকে থাম্‌তে বলুন। উনি কে?"

শশিভূষণ কোন উত্তর দিতে না দিতেই প্রমদার মাতা কহিলেন, "ও আমার বড় মেয়ে গদাধরচন্দ্র।"

দারগা শুনিয়াই এক জন কনষ্টেবলকে কহিলেন, "পাকড়াও।"

গদাধর অমনি "ঐ ঢরলে ডিডি" বলিয়া দৌড়িয়া ঘরে প্রবেশ করিল। কনষ্টেবল পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিয়া গদাধরকে ধৃত করিল।

গদাধর যথাক্রমে থানা ও মেজেষ্টারি পার হইয়া সেসন জজের নিকট হইতে ১৪ বৎসর কারাবাসের আদেশ পাইলেন।

গদাধরের শাস্তি হইল বটে, কিন্তু তাহাতে বিধুভূষণের মনে কোন শান্তি হইল না। তাঁহার আর ওবাটীতে থাকিতেও ইচ্ছা রহিল না। তথায় যে সমস্ত কষ্ট পাইয়াছিলেন, তৎসমুদয়ই নিয়ত তাঁহার স্মৃতিপথে আগন্তুক হইয়া তাঁহাকে যাতনায় অধিকতর পীড়িত করিতে লাগিল। যে কিছু সুখভোগ করিয়াছিলেন, তাহা দুঃখে পড়িয়া একবারে বিস্মৃত হইয়া গেলেন। তাঁহার সঞ্চিত অর্থও শেষ হইতে লাগিল। নানা প্রকার চিন্তা করিয়া শ্যামা ও গোপালকে লইয়া পুনরায় কলিকাতায় আসিলেন। আসিয়া গোপালকে এক বাটীতে রাখিয়া দিলেন। তথায় রন্ধনাদি করিবে ও ডফ্ সাহেবের স্কুলে পড়িবে। শ্যামাও সেই বাটীতে দাসী হইল। বিধুভূষণ ভাবিলেন, আমি এখন কি করি? পাঁচালির দলে গেলে টাকা হয় বটে, কিন্তু কর্ম্মটি বড় হেয়; এই প্রকার ভাবিয়া তিনি আর যাত্রার দলে না গিয়া একজন ডেপুটি কলেক্টরের সহিত ঢাকা জেলায় গমন করিলেন।



[দারগা শুনিয়াই একজন কনষ্টেবলকে কহিলেন, "পাকড়াও।"

স্বর্ণলতা পৃ, ২০৮]

ঊনত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

নীলকমল।

নীলকমল বিধুভূষণের সহিত একত্র আসিয়া সে রাত্রি বিধুভূষণের বাটীতে ছিল। পর দিবস প্রাতে আর কেহ না উঠিতে উঠিতে তথা হইতে চলিয়া গেল। রামনগরের নিকটে এক মহকুমা আছে, তথায়.গিয়া এক জোড়া ধুতি ও চাদর খরিদ করিল এবং বাজার অতিক্রম করিয়া কিঞ্চিৎ দূরে গিয়া সেই ধুতি ও চাদর পরিধান করিয়া আবার চলিতে আরম্ভ করিল। নীলকমলের বহুকালের আশা ফলবতী হইল। নীলকমল দু এক পা যায়, আর আপনার পরিচ্ছদের উপর দৃষ্টি করে, এইরূপে গমন করিতে করিতে বেলা এক প্রহরের সময় বাটী গিয়া উপস্থিত হইল।

নীলকমলের স্বর শুনিয়া নীলকমলের মাতা ও দুই ভ্রাতা আসিয়া নীলকমলকে ঘেরিয়া দাঁড়াইল। কৃষ্ণকমল ও রামকমলের চক্ষু দিয়া জল পড়িতে লাগিল। তাহাদিগের মাতা উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া উঠিল। নীলকমল বাটী হইতে রাগ করিয়া গিয়াছিল। কিন্তু চারি বৎসরের পর সকলকে পুনরায় দেখিতে পাইয়া আর অশ্রুসংবরণ করিতে পারিল না।

নীলকমল বাটী আসিয়া একটী ক্ষুদ্র নবাব বিশেষ হইল। দশটার মধ্যে তাহার আহার না হইলেই নয়। কৃষ্ণকমল ও রামকমল ভয়ে কিছু বলিতে পারে না। ঠাকুরে ভাই, যাহা করে

তাহাই শোভা পায়। আহারান্তে নীলকমল পাড়ায় গিয়া যাত্রা গান ও নানাবিধ গল্প করে। কিন্তু সুখ কখন চিরস্থায়ী নহে। নীলকমলের সুখ দেখিতে দেখিতে অবসান হইল।

এক দিবস নীলকমল গৌরহরি ঘোষের বাটীতে গিয়া বসিয়া নানাবিধ গল্প করিতেছে; পল্লীর সকলে একত্র হইয়া শুনিতেছে ইতিমধ্যে একজন জিজ্ঞাসা করিল, "নীলকমল, তুমি কি সাজ্‌তে?"

প্রশ্ন শুনিয়া নীলকমলের চেহারা অপ্রতিভের ন্যায় হইল। তদ্দর্শনে আর একজন ঐ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিল। নীলকমল এবার একটু ক্রুদ্ধ হইল। কিন্তু বাক্য দ্বারা সে ক্রোধ প্রকাশ না করিয়া কহিল, "পাঁচালির আবার সঙ্‌ সাজা কি?"

প্রথম প্রশ্নকারী উত্তর করিল, "তুমি তো বরাবর পাঁচালির দলে ছিলে না? আগে যখন যাত্রার দলে ছিলে, তখন কি সাজ্‌তে?"

নীলকমল এবার রাগ গোপনে রাখিতে পারিল না। চীৎকার করিয়া কহিল, "তোমাদের সে সব কথায় কাজ কি? যত পাড়াগেঁয়ে ভূত বৈত নয়!"

নীলকমলকে ক্রুদ্ধ দেখিয়া একজন কৌতুক করিয়া কহিল, "নীলকমল তামাক সাজিত।"

নীলকমল শুনিয়া একটু হাসিল। ভাবিল উৎপাত কাটিয়া গেল। কিন্তু অবিলম্বেই অন্য একজন কহিল, "নীলকমল হনুমান সাজিত।"

নীলকমল এই কথা শুনিয়া সক্রোধে জিজ্ঞাসা করিল, "কে তোকে বল্লে আমি হনুমান সাজ্‌তাম?" এই বলিয়া নীলকমল

তথা হইতে উঠিল। কিন্তু তাহাকে গমনোন্মুখ দেখিয়া আর চার পাঁচজন "হনুমান" "হনুমান" বলিয়া ডাকিতে লাগিল। নীলকমল রাগ করিয়া তাহাদের একজনকে ধরিয়া প্রহার করিতে গেল। অমনি আর সাত আট জন 'বাছা হনুমান' 'বাছা হনুমান' বলিয়া নীলকমলের কর্ণকুহরে মধুসিঞ্চন করিতে লাগিল।

নীলকমল যাহাকে প্রহার করিতে গিয়াছিল, তাহাকে ধরিতে পারিল না। সুতরাং ক্রুদ্ধ হইয়া বাটীর দিকে ফিরিল। অমনি দশ বার জন "বাছা হনুমান" "বাছা হনুমান" বলিতে বলিতে পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল। নীলকমল যে দিকে যায়, তাহারাও সেই দিকে চলিতে লাগিল এবং যত যায়, ততই তাহাদিগের সংখ্যা ক্রমাগতই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল।

বিরক্ত হইয়া নীলকমল বাটী আসিল। বালকেরাও তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ বাটী আসিল এবং অনবরত নীলকমলের কর্ণে অমৃত বর্ষণ করিতে লাগিল। নীলকমল এক এক বার রাগিয়া ক্ষিপ্তের ন্যায় হইতে আরম্ভ করিল। তদ্দর্শনে নীলকমলের মাতা কহিল, "ওরা বোল্লেই বা বাছা হনুমান, তুমি ক্ষ্যাপো কেন ?"

নীলকমল কহিল, "ওরা তো পর, বোল্‌বেই—তুমিই বোল্‌তে আরম্ভ কোর্‌লে ? আমার দেশে থাকা হলো না।" এই বলিয়া আপনার বস্ত্রাদি সেই কেম্বিসের ব্যাগটির মধ্যে লইয়া বাটী হইতে বাহির হইল। নীলকমলের মাতা তাহাকে ফিরাইবার জন্য বিস্তর যত্ন করিলেন, কিন্তু নীলকমল কোন ক্রমেই তাঁহার কথা শুনিল না।

নীলকমল চলিল, বালকেরাও পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল। যতক্ষণ

পর্য্যন্ত নিজগ্রামে ছিল, ততক্ষণ সেই গ্রামের বালকেরা তাহাকে ক্ষেপাইতে লাগিল। নিজগ্রাম পরিত্যাগ করিলে, আবার সেই নূতন গ্রামের বালকেরা জুটিল।

কৃষ্ণকমল ও রামকমল বাটী আসিয়া মাতার নিকট বিবরণ জ্ঞাত হইয়া নীলকমলের উদ্দেশে গেল; কিন্তু দেখা পাইল না। পরদিবসও গেল, তথাপি দেখা পাইল না। রামনগর হইতে চারি পাঁচ ক্রোশ দূরে গিয়া শুনিল যে, এক জন "বাছা হনুমান" বোল্লে ক্ষেপে, এমন লোক এসেছিল বটে, কিন্তু সে যে কোথায় গিয়াছে বলিতে পারিল না।

ত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

গোপাল ও হেমচন্দ্র।

কলিকাতার বকুলতলা ষ্ট্রীটে হেমচন্দ্রের বাসা। দুতলা বাটী, কিন্তু উপর তলায় একটি মাত্র ঘর। সে ঘরটী হেমচন্দ্রের শয়নাগার। নীচের তলায় রাস্তার ধারের ঘরটি বৈঠকখানা। বৈঠকখানায় হেমচন্দ্র অধ্যয়নাদি করেন। হেমচন্দ্রের বাসার একটু দক্ষিণে এক বাটীতে গোপাল থাকেন। গোপাল ডফ্‌ সাহেবের স্কুলে পড়েন, স্কুলে যাইবার সময় হেমচন্দ্রের বাসার সম্মুখ দিয়া যাইতে হয়। হেমচন্দ্র প্রত্যহই গোপালকে দেখিতে পান। গোপাল তাঁহার ঘড়ী স্বরূপ। গোপালকে যাইতে দেখিলেই হেমচন্দ্র স্কুলে যাইবার জন্য প্রস্তুত হন।

এক দিবস স্কুলের ছুটির পর গোপাল বাটী আসিতেছেন। টিপ্‌ টিপ্‌ করিয়া বৃষ্টি হইতেছে। গোপালের ছাতি নাই। সেলেটখানির উপর পুস্তকগুলি রাখিয়া উপুড় করিয়া মাথায় দিয়া আসিতেছেন। হেমচন্দ্রের বাটীর নিকট আসিলে প্রবল বেগে বৃষ্টি আরম্ভ হইল। গোপাল দৌড়িয়া আসিয়া হেমচন্দ্রের দরজায় গিয়া দাঁড়াইল।

হেমচন্দ্র একটু পূর্ব্বে বাসায় আসিয়াছেন। গোপালকে প্রত্যহ তাঁহার বাসার ধার দিয়া যাইতে দেখিয়া তাঁহার মনে ইচ্ছা হইয়াছিল, গোপালের সহিত আলাপ করেন।' এতদিন সে অভীষ্ট

সিদ্ধ হয় নাই। আজ গোপালকে দরজায় দেখিয়া হেমচন্দ্র তাঁহাকে বিছানায় আসিয়া বসিতে বলিলেন।

গোপাল কহিলেন, "মহাশয়, আমি যেখানে আছি সেই খানে থাকি, আমি বিছানায় যাবো না।"

হেমচন্দ্র দরজার নিকট আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "যাবেন না? বৃষ্টি এখন শীঘ্র থাম্‌ছে না। কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকবেন?"

গোপাল হেমচন্দ্রের কথা শুনিয়া বৈঠকখানায় আসিলেন এবং মাটিতে পা রাখিয়া তক্তাপোষের ধারে বসিলেন। হেমচন্দ্র কহিলেন, "উপরে এসে বসুন।"

গোপাল নিজের পায়ের দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া কহিলেন, "না মহাশয়।"

হেমচন্দ্র কহিলেন, "কেন? কতক্ষণ অমন করে বোসে থাকবেন?" গোপাল কিঞ্চিৎ লজ্জিত হইয়া অবনতমুখে কহিলেন, "আমার জুতো ছেঁড়া, পায়ে কাদা লেগেছে, বিছানার উপর পা দিলে বিছানা নষ্ট হয়ে যাবে।"

হেমচন্দ্র অবিলম্বে চাকরকে পা ধুইবার জল দিতে বলিলেন। গোপাল অত্যন্ত অনিচ্ছাপূর্ব্বক পা ধুইয়া তক্তপোষের উপর বসিলেন। হেমচন্দ্র তাঁহার হাত ধরিয়া তাকিয়ার কাছে লইয়া বসাইলেন। একটু বিলম্বে চাকর জলখাবার আনিল। হেম চাকরের নিকট হইতে রেকাবখানি লইয়া গোপালকে খাইতে কহিলেন।

হেমচন্দ্রের আদর দেখিয়া গোপাল প্রথমতঃ লজ্জিত হইলেন পরে অবনতমুখে কহিলেন, "আমি কিছু খাব না। আমার এ সময় খাওয়া অভ্যাস নাই।"

হেমচন্দ্র গোপালের হাতে খাবার তুলিয়া দিলেন, গোপাল অত্যন্ত অনিচ্ছা পূর্ব্বক জল খাইলেন। বৃষ্টি ক্রমশঃই বৃদ্ধি হইতে লাগিল। চতুর্দ্দিক অন্ধকার হইয়া আসিল। বাটীর সম্মুখের রাস্তা জলমগ্ন হইয়া গেল। লোকজনের চলা ফেরা বন্ধ হইল। তদ্দর্শনে গোপাল কহিলেন, "বৃষ্টি আর এখন শীঘ্র থাম্‌বে না। সন্ধ্যাও হ'লো, এখন আমি যাই।"

হেমচন্দ্র কহিলেন, "কি বোল্লেন মহাশয়? এই বৃষ্টিতে যাবেন?" গোপাল কহিলেন, "আমার বাটীতে প্রয়োজন আছে। এখন না গেলেই নয়।" হেমচন্দ্র কহিলেন, আপনার কি প্রয়োজন?"

গোপাল প্রকৃত কথা না কহিয়া বলিলেন, "কাপড় চোপড় ভিজে গিয়েছে, না ছাড়লে অসুখ হবে।"

হেমচন্দ্র উত্তর করিলেন, "আপনি কি এখানে একখান কাপড় পাবেন না?" এই বলিয়া চাকরকে একখানা ধুতি আনিতে কহিলেন।

গোপাল লজ্জিত হইয়া কহিলেন, "না মহাশয়, আমার কাপড় ছাড়্‌বার প্রয়োজন তত নাই। আমার আরও কিছু প্রয়োজন আছে।"

হেমচন্দ্র গোপালের কাপড়ে হাত দিয়া দেখিলেন, কাপড় ভিজিয়া গিয়াছে। বিস্ময়াত্মক স্বরে কহিলেন, "কাপড় ছাড়বার প্রয়োজন নাই? এত ভিজ্‌লেও যদি ছাড়ার প্রয়োজন না থাকে, তবে আর কখনই প্রয়োজন হয় না।"

গোপাল কহিলেন, "মহাশয় আমি এখন কাপড় ছাড়্‌বো না। আমি বাসায় যাই।" এই বলিয়া উঠিবার উদ্যোগ করিলেন।

হেমচন্দ্র গোপালের হাত ধরিয়া বসাইলেন। কহিলেন, "এ সময় আমি আপনাকে যেতে দিতে পারি না।"

গোপাল লজ্জাবনতমুখে কাতরস্বরে কহিলেন, "মহাশয়, আপনার সহিত আলাপ করা আমার বহুকাল বাসনা ছিল। আমি পুস্তক কিনিতে পারি না। আপনার নিকট হ'তে দু একখানি নিয়ে যাবো মনে কোর্‌তাম, আজ আপনার সহিত দৈবাৎ সাক্ষাৎ হয়ে আমার বড় আহ্লাদ হয়েছে। আমার যেতে ইচ্ছা কোর্‌চে না। কিন্তু বিশেষ প্রয়োজন আছে না গেলেই নয়।

হেম। আপনার আবার বিশেষ প্রয়োজন কি?

"আপনি আমার উপর যে অনুগ্রহ কোরেছেন, তাতে না বোল্লে আমার পক্ষে অকৃতজ্ঞতা হয়। আমি এক বাসায় পাকশাক করি এবং বেতন স্বরূপ সেইখানে থাকি আর খাই।" গোপাল এই কথা বলিয়া মাটির দিকে মুখ নামাইয়া বসিলেন।

হেমচন্দ্র গোপালের কাতর স্বর ও কথা শুনিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন এবং উপস্থিত বিষয় হইতে বিষয়ান্তরে কথা ফিরাইবার জন্য জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমার সহিত এত দিন আলাপ কোর্‌তে ইচ্ছা ছিল, করেন নাই কেন?"

গোপাল কহিলেন, "আপনারা বড় মানুষ, কি জানি যদি আপনি কথা না কন, এই ভয়ে এতদিন আপনার এখানে আসি নাই। আজ বৃষ্টি এলো, কি করি?"

হেমচন্দ্র হাসিয়া কহিলেন, "কৈ আমি বড় মানুষ? আমি তো আপনার চাইতে অধিক বড় না। যদি বড় অধিক হই, তবে এক ইঞ্চি লম্বা হবো।"

গোপাল হাসিয়া কহিলেন, "আমি সে বড়র কথা বোল্‌ছি না।"

হেমচন্দ্র কহিলেন, "সে যাহা হউক, এখন এই ধুতিখানা পরুন দেখি ?"

গোপাল কি করেন, ধুতিখানি পরিলেন এবং আপনার খানি হাতে করিয়া লইতে গেলেন। হেমচন্দ্র লইতে দিলেন না। কহিলেন, "কাপড় ও বই এই খানেই থাকুক, কাল স্কুলে যাবার সময় নিয়ে যাবেন।" এই বলিয়া একটি ছাতি দিলেন ও চাকরের হাতে আগে আগে একটি লণ্ঠন দিয়া পাঠাইলেন।

গোপাল যে বাটীতে থাকিতেন, সেই বাটীতে কানাই নামে তাহার সমবয়স্ক একটী বালক ছিল। তিনি বাবুর জ্যেষ্ঠ পুত্র। গোপালকে দেখিয়া তিনি কহিলেন, "তবু ভালো, গোপাল বাবুর সঙ্গে দেখা পাওয়া গেল। বাবু বুঝি এখন লণ্ঠন নৈলে চল্‌তে পারেন না ?"

গোপাল কহিলেন, "কানাই বাবু, আমার অপরাধ হয়েছে।

বৃষ্টিতে আস্‌তে পারি নাই। একটু চুপ করুন, কর্ত্তা বাবু টের পাবেন।"

কানাই। কর্ত্তা বাবু আর আমি কি পৃথক্ ? তিনি তা টের পেয়েছেন।

কানাইয়ের কথা শুনিয়া বাবু টের পাইলেন, গোপাল আসিয়াছে। তখন কহিলেন, "চাকর বামুনের এত বাবুয়ানা কেন? বৃষ্টি হোয়েছে বোলে কি খাওয়া দাওয়া হবে না ? আমি এমন বাবু বামুন চাইনে। কাল অবধি যেন, অন্য জায়গায় চাকরির চেষ্টা দেখে।"

গোপাল কিছু না বলিয়া বাটীর মধ্যে গেলেন। গিয়া

দেখিলেন, শ্যামা সমুদয় উদ্যোগ করিয়া বসিয়া আছে। গোপালকে দেখিয়া কহিল, "আজ কোথায় ছিলে, দেখ দেখি কত বোক্‌ছে ?" শ্যামার নেত্রযুগল হইতে ধারা বহিতেছে।

গোপাল কহিলেন, "দিদি যে বাবুটির কথা রোজ বোলি, যাঁর বাড়ীতে অনেক বই আছে, আজ তাঁর বাড়ীর কাছে এসে বৃষ্টি হলো, আর আস্‌তে পার্‌লাম না, সেই খানে গিয়া দাঁড়ালাম। বাবু এসে আমাকে ছাড়েন না, ঘরের মধ্যে নিয়ে গিয়ে জল খাওয়ালেন, আর এই ধুতিখান পোর্‌তে দিলেন। আস্‌তে দিতে চান না, বিস্তর বোলে কোয়ে চলে এলাম। আসবার সময় এক জন চাকরকে লণ্ঠন দিয়ে পাঠায়ে দিলেন। বাবুটি যেমন দেখ্‌তে তেমনি ভদ্র।"

শ্যামা গোপালের কথা শুনিয়া হর্ষোৎফুল্লনেত্রে কহিল, "তিনি বেঁচে থাকুন—আমার মাথার যত চুল এত প্রমাই তাঁর হউক।"

"দিদি, তাঁর নাম কি জানিস্ ?"

শ্যামা জিজ্ঞাসা করিল, "কি নাম ?"

গোপাল উত্তর করিলেন, "আমার তাঁর নাম জান্‌বার জন্যে বড় ইচ্ছা হোল, কিন্তু একে বড়মানুষ তাতে আবার আমার চাইতে বয়সে বড়, জিজ্ঞাসা কোর্‌তে ভয়সা হয় না। তার পর একখান বই খুলে দেখলাম, কিন্তু ভাব্‌লাম যদি আর একজনের বই হয়। তার পর দুখানা তিনখানা খুলে দেখ্‌লাম একই নাম—হেমচন্দ্র। বেশ নামটি, না দিদি ?"

শ্যামা। হাঁ, কিন্তু নামে কি করে; গুণ থাক্‌লে খারাপ নামও ভাল হয়।

গোপাল। দিদি, তুমি যদি দেখ তবে টের পাবে তিনি কেমন

ভদ্র ; আমাকে বোলেছেন, আমার যখন যে বই দরকার হবে আমাকে নিয়ে আস্‌তে দেবেন।

শ্যামা। আমাকে এক দিন দেখিয়ে দাও দেখি, বাবুটি কে? তাঁদের বাড়ী পরিবার আছে?

গোপাল। না।

ক্ষণকাল পরে গোপাল রাঁধিতে রাঁধিতে কহিলেন, "দিদি, হাঁড়িতে একটু তেল দাও।"

শ্যামা। আর তেল নাই।

গোপাল। আমার তেল আর নাই?

শ্যামা। একটুখানি আছে, কিন্তু তা দিলে তুমি পোড়্‌বে কিসে?

গোপাল। আজ আমার একে দেরি হয়েছে। তায় তেল কম হ'লে আরো কত বোক্‌বে। আজ আর আমি পোড়্‌বো না।

গোপাল পড়িবার জন্যে শ্যামার বেতন হইতে পয়সা দিয়া তৈল কিনিয়া আনিতেন। প্রায়ই সেই তৈল হইতে ঘুস দিতে হইত। তাহা না হইলে বাবুর স্ত্রী বলিতেন, "সব চুরি করিল।"

গোপাল রন্ধনাদি করিয়া থালায় থালায় ভাত বাড়িয়া বাবুকে, বাবুর স্ত্রীকে, কানাই বাবুকে ও খোকা খুকিকে দিয়া আসিলেন। পরে শ্যামার জন্য ভাত বাড়িয়া নিজে আহার করিতে বসিবেন, এমন সময় কানাই বাবু কি চাহিলেন। গোপাল গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আর আপনাদের কিছু চাই?"

কর্ত্তাবাবু সক্রোধে কহিলেন, "তুমি যে দিন দিন নবাব সেরাজ উদ্দৌলা হচ্ছো। ভাত দিয়ে একটু দাঁড়াতে পারো না? অমন কোর্‌লে আমার এখানে চাকরি করা পোষাবে না।"

কানাই বাবু কহিলেন, "সেরাজ উদ্দৌলা, মাছ আছ আর।"

গোপাল সে দিবস বাবুদিগের মনস্তুষ্টি করিবার জন্য যা কিছু ভালো জিনিষ ছিল, সকলই বাবুদিগকে দিয়াছিলেন, সুতরাং কানাই বাবুকে কহিলেন, "আর মাছ নাই।"

বাবুর স্ত্রী কহিলেন, "চার পয়সার মাছ সব ফুরিয়ে গেল?"

গোপাল। সবই আপনাদের দিয়েছি।

কানাইবাবু কহিলেন, "আচ্ছা, তরকারির জায়গাখানা দেখি?"

গোপাল নিজের জন্য ও শ্যামার জন্য যাহা পাতে রাখিয়াছিলেন। একত্র করিয়া কানাই বাবুর কাছে লইয়া দেখাইলেন। কানাই বাবু দেখিয়া বলিলেন, "তুমি নীচে রেখে এসেছ।"

গোপাল দুঃখিত হইয়া কহিলেন, "তবে আমি এই খানে থাকি, আপনাদের আহার হ'লে আমার সঙ্গে আসিয়া দেখুন।"

কানাই বাবু রাগ করিয়া কহিলেন, "যত বড় মুখ তত বড় কথা?" গোপাল আর উত্তর করিলেন না। বাবুদিগের আহারাদি হইলে নীচে আসিয়া শ্যামাকে কহিলেন, "দিদি, তুমি খাও, আজ আমি খাব না।"

শ্যামা জিজ্ঞাসা করিল, "কেন খাবে না?"

বাবুদিগের কথা শুনিয়া গোপালের অত্যন্ত কষ্ট হইয়াছিল। কিন্তু তিনি সে কথা না বলিয়া কহিলেন, "আজ হেমবাবুদের বাড়ী জল খেয়ে আমার আর ক্ষুধা নাই।"

গোপাল কি জন্য আহার করিলেন না, শ্যামা বুঝিতে পারিল এবং নিজেও আহার না করিয়া শয়ন করিতে গেল।

একত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

শ্যামার অভিপ্রায় জানা চাই।

হেমচন্দ্র গোপালকে বিদায় দিয়া রামকুমার নামক চাকরকে ডাকিলেন। রামকুমার বাটীর বহুকালের চাকর, হেমকে হইতে দেখিয়াছে, তাঁহাকে কোলে করিয়া মানুষ করিয়াছে, তাঁহাকে অপত্য নির্ব্বিশেষে স্নেহ করে ও প্রভুর ন্যায় ভক্তি করে। কলিকাতায় রামকুমার হেমের অভিভাবক স্বরূপ থাকে, চাকর স্বরূপ নহে। যুবকেরা প্রায়ই "কর্ত্তাদের" আমলের চাকরদিগের উপর বিরক্ত। কারণ তাহারা প্রভুকে প্রভুর মতন দেখে না, স্নেহের পাত্র স্বরূপ জ্ঞান করে। তাহাদিগের উপর হুকুম চলে না। যখন তাদের ইচ্ছা হয় তখনি কাজ করে। কিন্তু রামকুমার বৃদ্ধ, তাহার কাজ করিবার সামর্থ্য নাই। কেহই তাহাকে কিছু করিতে কহে না, সুতরাং তাহার উপর কাহারো রাগ হইবার কারণ নাই।

হেমের ডাক শুনিয়া রামকুমার কাছে আসিয়া তক্তপোষের উপর বসিল। হেম জিজ্ঞাসিলেন, "রামকুমার, যে ছেলেটি এসেছিল তাকে দেখেছ?"

রামকুমার। হাঁ, এই তো দেখলাম।

হেম জিজ্ঞাসিলেন, "কেমন দেখলে?"

রামকুমার উত্তর করিল, "দেখ্‌তে তো ভালই দেখ্‌লাম,

বেশ শিষ্ট, শান্ত; কিন্তু পেটে কি গুণ আছে, তা আমি কেমন কোরে জান্তে পার্‌বো?"

হেম একটু হাসিয়া কহিলেন, "রামকুমার, তুমি সহজে কারুকে ভাল বোল্‌তে চাও না।"

রামকুমার উত্তর করিল, "তোমারও যখন আমার মতন বয়স হবে, তখন তুমিও সহজে কারুকে ভালো বোল্‌বে না। কিন্তু আমি তো নিন্দে করি নাই। ছেলেটির নাম কি?

হেমবাবু কহিলেন, "নাম তো জিজ্ঞাসা করি নাই। কিন্তু লেখা পড়ায় বেশ। কেমন মিষ্টি কথাগুলি, কেমন বিনয়!" এই কথা বলিয়া হেম রামকুমারের মুখের দিকে তাকাইলেন, রামকুমারের অভিপ্রায় কি জানিবার জন্য।

রামকুমার কথা কহিল না। একবার ঊর্দ্ধাধোভাবে মুখ নাড়িল।

হেমবাবু কহিলেন, "রামকুমার, ছেলেটি অতি কষ্টে আছে। এক বাসায় থেকে রেঁধে খেয়ে স্কুলে পোড়্‌তে হয়। দেখ্‌লে ছেলেটিকে গরীব লোকের ছেলে ব'লে বোধ হয় না। হাত দুটি কেমন নরম। বোধ হয় কোন দৈব ঘটনায় দরিদ্র হ'য়েছে।"

রামকুমার বিবর্ণমুখে কহিল "হবে।"

রামকুমারের উত্তর হেমের নিকট বড় ভালো লাগিল না। গোপালের সহিত আলাপ করিয়া তাঁহার অবস্থার বিষয় অবগত হওয়া পর্য্যন্ত, হেমের ইচ্ছা হইয়াছে গোপালকে আনিয়া নিজ বাটীতে রাখেন। কিন্তু এ প্রস্তাব রামকুমারের মুখ হইতেই প্রথমে নির্গত করাইবেন ইচ্ছা করিয়াছিলেন। সুতরাং

রামকুমার সে সম্বন্ধে কিছু না বলায় কিঞ্চিৎ দুঃখিত হইলেন।

একটু পরে আবার কহিলেন, "আচ্ছা রামকুমার, আমরা যদি হঠাৎ গরীব হয়ে যাই, তা হলে কি হবে?"

রামকুমার একটু গম্ভীর হইয়া কহিল, "মা কালীর ইচ্ছায় তা তোমরা হবে না। যদি বিদ্যা শিখিতে পারো, তবে তোমার টাকার ভাবনা কি?"

রামকুমার তথাপি পথে আসিল না!

হেমচন্দ্র কহিলেন, "আচ্ছা, যদি বিদ্যা শিখ্‌বার অগ্রেই গরীব হই, তা হ'লে আমাদেরও হয় তো কারুর বাড়ী ভাত রাঁধ্‌তে হবে।"

রামকুমার কহিল, "না, না। এমন কথা মুখের আগায়ও আন্‌তে নাই।"

এমন সময় আহারের জায়গা করিয়া ব্রাহ্মণ হেমবাবুকে আহার করিতে ডাকিল। হেমবাবু বিষণ্ণবদনে আহার করিতে গেলেন। আহারান্তে উপরে গিয়া শয়ন করিলেন। ক্ষণকাল বিলম্বে রামকুমারও আহার করিয়া উপরে গেল। রামকুমার হেমবাবুর শয়নঘরেই শুইয়া থাকে।

হেমচন্দ্র পান খাইতে খাইতে পুনরায় কহিলেন, "রামকুমার, আমরা খাওয়া দাওয়া করে শুলাম; কিন্তু সে ছেলেটি বোধ হয় এখনও রাঁধ্‌ছে।"

রামকুমার উত্তর করিল, "সকলের অদৃষ্ট কি সমান্? তা হ'লে পৃথিবী চল্‌তো না। সকলেই তো তা হোলে মনিব হ'তো। চাকর আর পাওয়া যেতো না।"

রামকুমারের কথা শুনিয়া হেম ক্ষণকাল চুপ করিয়া রহিলেন। পরে কহিলেন, "রামকুমার, ছেলেটিকে দেখে আমার বড় দুঃখ হয়েছে। আমার ইচ্ছা কোর্‌ছে ওকে এনে আমার এই খানে রাখি। তা হলে ওর কষ্ট থাক্‌বে না, অনায়াসে চারিটি রাঁধা ভাত পাবে।"

বালককালাবধি হেমচন্দ্রের যখন যাহা ইচ্ছা হইয়াছে, তাহাই সম্পাদিত হইয়াছে। বিশেষ তাঁহার মাতার কাল হওয়া অবধি তাঁহাকে কেহ উচ্চ কথাটি কহে নাই। রামকুমার হেমের কথা শুনিয়া কহিল, "তোমার ইচ্ছা হয়ে থাকে, আন।"

হেম কহিলেন, "বাবা কিছু বোল্‌বেন ?"

রামকুমার উত্তর করিল, "তিনি কি কখন কিছু তোমাকে বোলেছেন, যে আজ বোল্‌বেন ? না তিনি চারিটি ভাত দিতে কাতর ? শত শত লোক দুর্গার আশীর্ব্বাদে তোমাদের বাটীতে খাচ্ছে। আজ এক জনের কথা শুনেই কি তিনি রাগ কোর্‌বেন ?"

হেম। তবে তাঁকে একখানা পত্র লিখি ; আর ও ছেলে-টিকেও কাল এখানে আনি।

রাম। পত্র লিখ্‌লেও হয়, না লিখ্‌লেও হয়।

হেম রামকুমারের আশ্বাসবাক্যে যারপরনাই সন্তুষ্ট হইলেন, এবং প্রফুল্ল চিত্ত হইয়া নিদ্রা যাইবার উদ্যোগ করিলেন, কিন্তু সহসা নিদ্রা না হওয়ায় উঠিয়া বসিলেন এবং প্রদীপ জ্বালিয়া পত্র লিখিতে লাগিলেন।

রজনী প্রভাত হইলে হেমচন্দ্র শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিয়া

বৈঠকখানায় গিয়া বসিলেন। কিছুক্ষণ এ পুস্তক ও পুস্তক পাঠ করিয়া হীরা নামক চাকরকে গোপালকে ডাকিয়া আনিবার জন্য পাঠাইয়া দিলেন। গোপাল প্রাতঃকালে রন্ধনাদিতে ব্যস্ত থাকেন, সুতরাং হেমের নিকট আসিতে পারিলেন না; কিন্তু বলিয়া পাঠাইলেন, তিনি স্কুলে যাইবার সময় হেম বাবুর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া যাইবেন।

অন্যান্য দিবস অপেক্ষা অদ্য গোপাল সত্বর পাকশাক সমাধা করিয়া বাবুদিগকে আহার করাইলেন এবং নিজে চারিটি নাকে মুখে দিয়া স্কুলে যাইবার জন্য বাহির হইলেন। হেমবাবুর ধুতিখানি যত্ন পূর্ব্বক পাট করিয়া একখানি কাগজে মুড়িয়া লইয়া চলিলেন। হেমবাবুর বাসার কাছে আসিয়া যেন গোপালের শরীর কম্পিত হইতে লাগিল। রাস্তায় একটু থামিয়া পুনর্ব্বার চলিলেন। হেমবাবু রাস্তার ধারে জানালার কাছে বসিয়াছিলেন। গোপালকে দেখিতে পাইয়া দ্রুতপদে বাহিরে আসিয়া গোপালের হাত ধরিয়া লইয়া তক্তপোষের উপর বসাইলেন। গোপাল ধুতিখানি আস্তে আস্তে বিছানার উপর রাখিলেন। হেম জিজ্ঞাসিলেন, "এ কি? আপনি এ আন্‌লেন কেন?"

গোপাল কহিলেন, "যখন আপনার চাকর গিয়েছিল, তখন শুকায় নি বোলে পাঠিয়ে দিতে পারি নাই।"

হেমচন্দ্র কিঞ্চিৎ লজ্জিত হইয়া কহিলেন, "আমি হীরেকে কাপড়ের জন্যে পাঠাই নাই। আপনাকে ডাকৃতে পাঠিয়েছিলাম।"

গোপাল কথা কহিলেন না।

হেম পুনরায় কহিলেন "কাল রাত্রে আমি এক বিষয় স্থির

কোরেছি। আপনাকে বোল্‌বো মনে কোরেছি, কিন্তু বোল্‌তে শঙ্কা হচ্ছে।"

গোপাল মুখ তুলিয়া একটু হাসিয়া কহিলেন, "আমার সহিত আপনি কথা কন, এ আপনার অনুগ্রহ। শঙ্কা কি?"

হেমচন্দ্র উত্তর করিলেন, "তবুও শঙ্কা হচ্ছে। আপনি যদি কিছু মনে না করেন তো বোলি?"

গোপাল কহিলেন, "আমি আর কি মনে কোর্‌বো? কিন্তু এইমাত্র অনুরোধ কোর্‌তে ইচ্ছা কোরি যে, আপনি আমাকে 'আজ্ঞা' 'মহাশয়' বোলে কথা কবেন না।"

হেম হাসিয়া উঠিলেন। গোপালও হাসিয়া কহিলেন, "আমি রসুয়ে বামুন; আমাকে 'আজ্ঞা' 'মহাশয়' বোলে কথা কৈলে আমার বড় লজ্জা হয়, আর লোকেই বা শুনে কি বোল্‌বে?"

হেম হাসিতে হাসিতে কহিলেন, "তবে কি বোল্‌বো?"

গোপাল কহিলেন, "আমার নাম ধরে ডাক্‌বেন।"

হেমচন্দ্র কহিলেন, "তবে আমার একটা কথা আপনার রাখ্‌তে হবে।"

গোপাল। কি কথা?

হেম বলিতে গিয়া একটু হাসিয়া আর বলিলেন না। ইতিমধ্যে হীরে তামাক দিয়ে গেল। হেম তামাক খাইতেছেন, আর ভাবিতেছেন কি প্রকারে তাঁহার মনোগত বিষয়ের প্রস্তাব করিবেন। ক্ষণকাল তামাক টানিয়া গোপালকে হুঁকা দিয়া কহিলেন, "খান মহাশয়।"

গোপাল হুঁকাটি লইয়া বৈঠকে রাখিলেন।

হেম কহিলেন, "তাও তো বটে, আপনি তামাক খান না। তবে আমাকে দিলেন না কেন—আমি রাখ্‌তাম।"

এই কথার পর উভয়ে একটু চুপ করিয়া রহিলেন। গোপাল হেমের আলমারির দিকে চাহিতে লাগিলেন। হেম এই অবকাশ পাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি বোলেছিলেন বই নিয়ে যাবেন, কিন্তু তাতে অসুবিধা হবে না? হয় তো এক সময়ে আপনার ও আমার একই বইয়ের দরকার হতে পারে।"

গোপাল কহিলেন, "আপনার দরকার হলে অবশ্য আমি নেবো না। তবে আপনার যে সমস্ত বই দরকার না হবার সম্ভব, তাই যদি মাঝে মাঝে আমাকে নিয়ে যেতে দেন, তাহা হলেই আমার যথেষ্ট উপকার হয়।"

হেম উত্তর করিলেন, "আমি সে অভিপ্রায়ে বোলি নাই, আমার মনোগত ভাব এই যে, দুজনে এক স্থানে থাক্‌লে ভাল হয়।"

গোপাল হেমের মুখপানে চাহিয়া কহিলেন, "আপনার না এক জন ব্রাহ্মণ আছে?"

হেম। আপনাকে কি আমি ব্রাহ্মণ হয়ে থাক্‌তে বোল্‌ছি? আমিও যেমন থাক্‌বো, আপনিও তেমনি থাক্‌বেন; এই আমার ইচ্ছা।

গোপাল কথা কহিলেন না। অবনতমুখে মাটির দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া রহিলেন। হেমও ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি বলেন?"

গোপাল বাষ্পাকুললোচনে গদ্গদস্বরে কহিলেন, "মহাশয়,

আমি একলা নই। আমার এক দিদি আছে। আমরা দুজনেই এক যায়গায় থাকি।"

হেম বিস্মিত হইয়া কহিলেন, "আপনার কেমন দিদি ?"

গোপাল পূর্ব্বের ন্যায় অশ্রুপূর্ণনয়নে উত্তর করিলেন, "মহাশয়, আমাদের অবস্থা চিরকাল এরূপ ছিল না। আমার মায়ের শ্যামা নামে এক জন দাসী ছিল, সেই আমাকে প্রতিপালন কোরেছে বল্লে হয়। যত মায়ের ধার না ধারি, শ্যামার কাছে তদপেক্ষা সহস্রগুণে ঋণী আছি। এককালে কোন দুর্ঘটনা বশতঃ আমাদের অত্যন্ত দরিদ্র অবস্থা হয়েছিল; তখন শ্যামার পূর্ব্ব-সঞ্চিত কিঞ্চিৎ ধন ছিল, তাহাতেই আমাদের জীবন রক্ষা হয়েছে। মা মর্‌বার সময় আমাকে শ্যামার হাতে সমর্পণ কোরে গিয়েছেন। সেই অবধি আমরা যেখানে যাই, দুজনে একত্র যাই। শ্যামা আমাকে না দেখ্‌লে তিন্ দিনেই মরে যাবে।"

গোপালের কথা শুনিয়া হেমচন্দ্রের চক্ষে জল আসিল।

রামকুমার এমন সময় বৈঠকখানায় প্রবেশ করিল। হেম কহিলেন, "রামকুমার, আমি যা বোলেছিলাম তাই।"

রামকুমার জিজ্ঞাসিল, "বাবু কবে বাসা তুলে আন্‌বেন ?"

হেম শ্যামার বৃত্তান্ত রামকুমারকে কহিলেন। রামকুমার কহিল, "সে তো ভালই। তুমি তো বোলেছিলে এক জন দাসী রাখ্‌বে। শ্যামা একটু একটু যদি কাজকর্ম্ম কোর্‌তে পারে, তা হলে আর এক জন রাখ্‌বার দরকার হবে না।"

গোপাল কহিলেন, "আমি কেমন কোরে ওখান থেকে ছেড়ে আস্‌বো ?"

হেম। তারা কি আপনাকে এত ভালবাসে ?

গোপাল কথা কহিলেন না।

হেম পুনর্ব্বার ঐ কথা জিজ্ঞাসা করিলেন।

গোপাল উত্তর করিলেন, "চাকরকে কে ভালবাসে মহাশয় ? কাল আপনি যেতে দেন্ নাই বোলে কত বোক্‌লে আর—" এই বলিয়া থামিলেন।

হেম। একটু চুপ করিয়া জিজ্ঞাসিলেন, "আর—কি ?"

গোপাল। না মহাশয়, যার অন্ন খেয়েছি, তার নিন্দা কোর্‌বো না।

হেম। আচ্ছা সে কথা যাক্, এখন আস্‌বার কি ?

গোপাল। দিদির কাছে না জিজ্ঞাসা কোরে বোল্‌তে পাবি না।

হেম। তবে কখন বোল্‌বেন ?

গোপাল। আজ সন্ধ্যার সময় স্কুল থেকে এসে বোল্‌বো।

গোপাল স্কুল হইতে বাটী আসিয়া রান্না চড়াইয়া দিয়া শ্যামার নিকটে সমুদয় বৃত্তান্ত আনুপূর্ব্বিক বর্ণনা করিলেন। শুনিয়া শ্যামার চক্ষু হইতে ধারা বহিতে লাগিল। একটু পরে কহিল, "হেমবাবুর বাড়ী গেলে কিছু ক্ষতি নাই, কিন্তু তাঁর বাড়ীর অন্যান্য লোক কেমন ? তারা যদি দূর ছাই করে, তা হলে কি হবে ? এখানে তবু এক রকম চাকরের মত থাকি, কেহই জান্তে পারে না। কিন্তু সেখানে তুমি সব কথা বলে ফেলেছ, সেখানকার চাকর বাকরের উঁচু কথা বরদাস্ত হবে না।"

গোপাল কহিল "দিদি, তিনি এমনি কোরে জিজ্ঞাসা কর্‌তে লাগলেন যে আমি না বোলে থাক্‌তে পার্‌লাম না।"

শ্যামা। আমি সে জন্য তোমাকে দোষ দিচ্ছি না।

ক্ষণকাল উভয়ে চুপ করিয়া থাকিয়া শ্যামা জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার মত কি ?"

গোপাল কহিলেন, "আমার সেইখানে যেতে ইচ্ছা করে। কিন্তু তুমি যদি যেতে না বলো, তবে যাব না। আমি তো কখন তোমার অবাধ্য হয়ে কোন কাজ করি নাই।"

শ্যামা কহিল, "আমারও তাই ইচ্ছা। কিন্তু এদের তো খবর দেওয়া উচিত। কাল সকালে যদি আমরা চলে যাই, তবে এদের উপায় কি হবে ?"

শ্যামার কথা শুনিয়া গোপালের যার পর নাই আহ্লাদ হইল। রন্ধন শেষ হইলে এক দৌড়ে হেমবাবুর বাটীতে গিয়া শ্যামার মত বলিয়া আসিলেন। হেমবাবুও শুনিয়া পরম সন্তোষ লাভ করিলেন।

দ্বাত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

নবনারী।

পূজা আসিতেছে। শরতের সমাগমে বসুন্ধরা উল্লাসে নৃত্য করিতেছে। বৃদ্ধেরা সংবৎসরের পর মহামায়ার শ্রীচরণে জবা বিল্বদল দিবে বলিয়া আনন্দসাগরে ভাসিতেছে। বিদেশস্থ যুবকেরা প্রণয়িনীর মনস্তুষ্টি করিবার নিমিত্ত নানাবিধ দ্রব্যাদি ক্রয় করিতেছে; বিরহিণী মনে মনে কতই রসপূর্ণ কথার হার গাঁথিতেছে। বালকেরা স্কুল বন্ধ হইবে বলিয়া কতই আমোদ করিতেছে। দীন দুঃখী সংবৎসরের পর একখানি নূতন বস্ত্র পরিতে পাইবে বলিয়া মনে মনে কতই উল্লাসিত হইতেছে।

একত্র থাকাতে গোপাল ও হেমের মধ্যে পরস্পর অত্যন্ত সৌহার্দ্দ জন্মিল। গোপাল হেমকে দাদা বলিয়া ডাকেন এবং হেমও গোপালকে সহোদরের ন্যায় স্নেহ করেন।

হেমচন্দ্র কহিলেন, "গোপাল, তুমি কি বাড়ী যাবে? যদি না যাও, তা হলে আমাদের বাড়ী চল।"

গোপাল উত্তর করিলেন, "আমার বাড়ী যাওয়া হবে না। আপনি যদি লইয়া যান, তবে আপনাদের বাড়ী যাই।"

হেম ও গোপাল বাড়ী আসা অবধি স্বর্ণলতা গোপালকে "গোপাল দাদা" বলিয়া ডাকেন। গোপাল দাদা না পড়াইলে স্বর্ণলতার পড়া হয় না। কোন বিষয়ে কিছু জিজ্ঞাসা করিতে

হইলে গোপাল দাদার কাছে যান। গোপাল যেন যথার্থ স্বর্ণের সহোদর।

হেম জিজ্ঞাসিলেন, "স্বর্ণ তুমি আজ কদিন প'ড়লে না?"

স্বর্ণলতা হাসিয়া কহিলেন, "পোড়বো না কেন? আমি তো রোজই পড়ি।"

হেম। তোমার বই আন দেখি, আমি পড়াই।

স্বর্ণ হাসিতে হাসিতে একখানি নবনারী আনিয়া হেমের সম্মুখে রাখিলেন।

হেম জিজ্ঞাসিলেন, "কোথায় পোড়্‌বে?"

স্বর্ণ উত্তর করিলেন, "সীতা।"

হেম সেইখানে খুলিয়া পড়িতে আরম্ভ করিলেন এবং এক এক ছেদ পর্য্যন্ত পড়িয়া স্বর্ণকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন, "বুঝেছ তো?"

স্বর্ণ ক্ষণকাল মনোনিবেশ পূর্ব্বক শ্রবণ করিয়া কহিলেন, "দাদা তুমি বড় তাড়াতাড়ি পড়, আমি তোমার কাছে পোড়্‌বো না। গোপাল দাদার কাছে পোড়্‌বো।"

হেম। তবে ডাক তোমার গোপাল দাদাকে।

স্বর্ণ হেমের পার্শ্বে বসিয়াছিলেন। গোপালকে ডাকিবার আজ্ঞা পাইবামাত্র গাত্রোত্থান করিয়া বাহিরে গেলেন। গোপাল বৈঠকখানায় বসিয়াছিলেন।

স্বর্ণলতা তাঁহার হাত ধরিয়া টানিয়া কহিলেন, "গোপাল দাদা, তোমাকে দাদা ডাকৃছে।"

গোপাল জিজ্ঞাসিলেন "কেন?"

স্বর্ণ। এস তো তবে টের পাবে।

স্বর্ণ গোপালের হস্ত ধরিয়া টানিয়া আনিলেন, গোপাল হাসিতে হাসিতে স্বর্ণের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন। যে ঘরে হেমচন্দ্র বসিয়াছিলেন, সেই ঘরে লইয়া গিয়া স্বর্ণ গোপালকে হেমের নিকট বসাইলেন। গোপাল জিজ্ঞাসিলেন, "দাদা, আমাকে ডেকেছ কেন?"

হেম কহিলেন, "গোপাল, তুমি অমন পরের মতন বাইরে বাইরে থাক কেন? তুমি কি এ পরের বাড়ী মনে করো?"

গোপাল কিঞ্চিৎ লজ্জিত হইয়া কহিলেন, "বৈঠকখানায় সকলে বোসে আছে, আমিও ছিলাম।"

হেম। স্বর্ণ তো আর আমার কাছে পোড়্‌বে না। আমার পড়ানো ওর মনোমত হয় না।

গোপাল পড়াইতে আরম্ভ করিলেন। একটি একটি কথা পড়িয়া তাহার একটি একটি প্রতিশব্দ দিয়া স্বর্ণলতাকে বুঝাইতে লাগিলেন। স্বর্ণের চক্ষু পুস্তকে নাই। তিনি এক দৃষ্টে গোপালের মুখপানে চাহিয়া আছেন। এক ছেদ সমাপ্ত হইলে পুস্তক হইতে চক্ষু উত্তোলন পূর্ব্বক স্বর্ণলতাকে নিরীক্ষণ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "বুঝেছেন তো?" স্বর্ণলতার মুখপানে দৃষ্টি করিবার সময় গোপালের মুখ আরক্তিম হইল। স্বর্ণ ঈষৎ হাস্য করিয়া উত্তর করিলেন, "গোপাল দাদা, তুমি 'আপনি' বলো কারে?"

গোপালের মুখ কর্ণ পর্য্যন্ত লোহিত বর্ণ হইল।

তিনি পূর্ব্বে স্বর্ণলতাকে 'তুমি' বলিয়া সম্বোধন করিতেন, আজ 'আপনি' বলিলেন কেন?

স্বর্ণলতা

হেমচন্দ্র বিছানায় শয়ন করিয়া গোপালের পড়া শুনিতেছিলেন। ক্ষণকাল পরে তথা হইতে চলিয়া যাইবার জন্য গাত্রোত্থান করিলেন। তদ্দর্শনে গোপাল কহিলেন, 'দাদা, কোথায় যাও? একটু দেরি করো আমিও যাবো, এইটুকু পড়ানো হলেই হয়।"

হেম কহিলেন, "তুমি পড়াও, আমি এখনি আসবো।" এই বলিয়া হেমচন্দ্র চলিয়া গেলেন।

গোপাল অবনতমুখে স্বর্ণলতাকে পড়াইতে লাগিলেন। স্বর্ণলতা জিজ্ঞাসা করিলেন, "গোপাল দাদা, আজ তোমার কি হয়েছে? তুমি মাটির দিকে চেয়ে আছ কেন?"

গোপাল উত্তর করিলেন, "না, কিছু হয়নি। আপনি পড়ুন।"

স্বর্ণ কহিলেন, "গোপাল দাদা, আজ আবার ও একটা নূতন কথা শিখ্‌লে কোথা থেকে? আমাকে তো আগে তুমি 'আপনি' বোল্‌তে না!"

গোপাল একবার স্বর্ণলতার মুখ নিরীক্ষণ করিলেন। পুনরায় মৃত্তিকার দিকে দৃষ্টি যোজনা করিয়া কহিলেন। "স্বর্ণ, আমি বড় গরীব মানুষ। আমি এক জনের বাড়ী রসুয়ে বামুন ছিলাম। আমার মতন লোকের সম্মান করে কথা কওয়া উচিত।"

এই কথা কহিয়া গোপাল পুনরায় স্বর্ণলতার মুখপানে চাহিলেন। স্বর্ণ দেখিলেন, তাঁহার গোপাল দাদার চক্ষে জল আসিয়াছে।

স্বর্ণ গোপালের মন অন্যদিকে লইয়া যাইবার জন্য জিজ্ঞাসিলেন, "গোপাল দাদা, তোমাদের বাড়ীতে পূজা হবে?"

গোপালের দুঃখ যে এ কথায় দ্বিগুণ হইবে, তাহা স্বর্ণ বুঝিতে পারেন নাই।

গোপাল ম্লানমুখে কাতরস্বরে কহিলেন, "আমরা গরীব মানুষ, আমাদের বাড়ী কেমন কোরে পূজা হবে?" গোপালের চক্ষে জল আসিয়াছিল, তাহা এক্ষণে ঝর্ ঝর্ করিয়া পড়িতে লাগিল। গোপাল মাটির দিকে চাহিলেন।

উভয়ে ক্ষণকাল নীরবে থাকিয়া স্বর্ণলতা জিজ্ঞাসা করিলেন, "গোপাল দাদা, তোমার ঠাকুরমা কোথায়?"

গোপাল উত্তর করিলেন, আমার ঠাকুরমা নাই।"

স্বর্ণ। মা?

গোপাল। মাও নাই।

স্বর্ণলতার মুখ ম্লান হইল। কাতরস্বরে জিজ্ঞাসিলেন, "গোপাল দাদা, আমার মার কথা কিছু জান?

গোপাল। কেন?

স্বর্ণ। আমি পাড়ায় যাদের সঙ্গে খেলা কোর্‌তে যাই, সকলেরই মা আছে, আমারই নাই। ঠাকুরমাকে জিজ্ঞাসা কোর্‌লে তিনি বলেন, সকলের মা থাকে না। বাবাকে জিজ্ঞাসা কোর্‌লে, তিনি কাঁদেন। দাদাকে জিজ্ঞাসা কোর্‌লে তিনি কথা কন না। তুমি আমার মার কথা জান?

গোপাল কহিলেন, "স্বর্ণ, তোমার মা মরেছেন।"

স্বর্ণ। তোমার মাও কি মরেছেন?

গোপাল। হাঁ। তিনিও মরেছেন।

স্বর্ণ। তবে আমরা দুজনেই সমান।

স্বর্ণলতার কথা শুনিয়া গোপালের শোকাবেগ দ্বিগুণ বৰ্দ্ধিত হইল। অধোবদনে বসিয়া নিঃশব্দে রোদন করিতে লাগিলেন। স্বর্ণলতা কিয়ৎক্ষণ নীরবে থাকিয়া হাসিয়া কহিলেন, "গোপাল দাদা, তুমি কাঁদ কেন? আমার তো মা নেই? কিন্তু আমি তো কাঁদি না।" এই বলিয়া স্বর্ণলতা গোপালের হাত ধরিয়া কহিলেন, "গোপাল দাদা, চল যাই, ঠাকুর দেখি গে। তোমাদের দেশে এমন ঠাকুর হয়?"

গোপাল কথা কহিলেন না।

স্বর্ণলতা পুনর্ব্বার কহিলেন, "গোপাল দাদা, শীঘ্র চল না। তুমি কি চল্‌তে পারো না?"

কিছু দূর আস্তে আস্তে গিয়া গোপালের চক্ষের জল শুকাইলে পরে একটু হাসিয়া কহিলেন, "স্বর্ণ, আমার এ কান্নার কথা দাদার কাছে বোলো না!"

স্বর্ণ কহিলেন, "তবে আমি যে মার কথা বল্লাম, এও কারু কাছে বোলো না।" গোপাল কহিলেন, "না আমি বোল্‌বো না।" স্বর্ণ কহিলেন, "তবে আমিও বোল্‌বো না।"

ত্রয়স্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

নূতন নূতন ভাব।

এই অবধি স্বর্ণলতার সহিত গোপালের এক গোপনীয় সম্বন্ধ স্থাপিত হইল। গোপাল স্বভাবতই লজ্জাশীল; কিন্তু এই অবধি তাহার লজ্জা যেন সহস্রগুণ বৃদ্ধি হইল। গোপাল আর অন্তঃপুরে যান না। সর্ব্বদাই বহির্ব্বাটীতে বসিয়া থাকেন। পূর্ব্বে পূর্ব্বে সর্ব্বদাই কথাবার্ত্তা কহিতেন, কিন্তু এখন আর কথাবার্ত্তা কহিতে ভাল বাসেন না। যেখানে অধিক লোকজন বসিয়া থাকে, আস্তে আস্তে তথা হইতে গিয়া অন্য এক স্থানে বসেন। হেমচন্দ্র এক বৎসর পর বাটী আসিয়াছেন। এ বাড়ী ও বাড়ী যাইতেই তাঁহার দিন অতিবাহিত হইয়া যায়। যখন গোপালের সহিত সাক্ষাৎ হয়, গোপালের বিষণ্ণ বদন দেখিয়া মনে করেন, গোপাল বাটীর ভাবনা ভাবিতেছে। হঠাৎ দুই এক দিবস গোপালের অজ্ঞাতসারে তাঁহার নিকট গিয়া তাঁহার চক্ষে জল দেখিলেন। দুই দিবস গোপালের সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছেন, গোপাল জানিতেও পারেন নাই। শব্দ করিলে চমকিয়া জিজ্ঞাসা করেন, "কে ও?"

এক দিবস হেম জিজ্ঞাসিলেন, "গোপাল, তুমি এমন হয়ে গেলে কেন? তোমার কি কোন অসুখ হয়েছে?" গোপাল উত্তর করিলেন, "অনেক দিন বাবার কোন সমাচার পাই নাই, তিনি কেমন আছেন টের পেলাম না।"

গোপাল যে তক্তপোষে বসিয়াছিলেন, হেমচন্দ্র তাহার উপর উপবেশন করিয়া বলিলেন, "ভয় কি, তিনি ভালো আছেন। তুমি তাঁকে পত্র লিখেছ?" গোপাল কহিল "না।"

হেমচন্দ্র বলিলেন, "তবে একখান পত্র লেখা উচিত।" এই বলিয়া কাগজ কলম আনিয়া পত্র লিখিতে প্রবৃত্ত হইলেন। খানিক লিখিয়া কহিলেন, "গোপাল, আমার লেখাটা ভালো বোধ হচ্ছে না, হয় তো আমার হাতের পত্র পেয়ে তিনি মনে কোর্‌বেন তোমার কোন পীড়া হয়েছে, তাই তুমি লিখতে পার্‌লে না। তুমিই পত্রখান লেখ।"

গোপাল পত্র লিখিলেন।

চিঠির জবাব আসিল। বিধুভূষণ লিখিয়াছেন, "আমি ভালো আছি, সেজন্য চিন্তা করিবে না। হেমবাবুর ও তোমার কুশল সমাচার লিখিবে।" আগে হেমবাবুর নাম, পরে "তোমার কুশল সমাচার।" হেমবাবুর তাহাতে বড় আহ্লাদ হইল। পিতার চিঠি পাইয়া গোপালের চিত্তও অপেক্ষাকৃত ভাল হইল।

যে দিবস গোপাল ও স্বর্ণলতার পূর্ব্ব-প্রকাশিত কথোপকথন হইয়া যায়, সেই অবধি স্বর্ণলতারও অন্তরে এক অভূতপূর্ব্ব ভাবের উদয় হইল। সে কোন্ ভাব? স্বর্ণলতা বলিতে পারে না সে কোন্ ভাব। গোপালকে দেখিতে ইচ্ছা হয়, কিন্তু আর গোপালের কাছে যাইতে পারে না। আর পূর্ব্বের মতন তাঁহার হাত ধরিয়া টানিয়া আনিবার ক্ষমতা হয় না। হেম অন্তঃপুরে আসিলে যদি গোপাল সঙ্গে না থাকিতেন, তাহা হইলে স্বর্ণলতা পূর্ব্বে জিজ্ঞাসা করিতেন, "দাদা, গোপাল দাদা কোথায়?" কিন্তু

এখন আর সে কথা জিজ্ঞাসা করিতে পারেন না। হেমকে দেখিলেই তাঁহার হৃদয় কম্পিত হয়। তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ আর কেহ আসিতেছে কি না উঁকি মারিয়া দেখেন। যদি আর কাহাকে না দেখিতে পান, তবে দীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়িয়া কার্য্যান্তরে কি স্থানান্তরে গমন করেন। গোপাল যখন হেমের সঙ্গে সঙ্গে আসিতেন, স্বর্ণলতা আর সে'দিকে নিরীক্ষণ করিতে পারিতেন না। দৈবক্রমে তাঁহার ও গোপালের চারি চক্ষু একত্র মিলিত হইলে উভয়েই অন্য দিকে চাহিতেন। কিন্তু অন্য দিকে চাহিয়াও অধিকক্ষণ থাকিতেন না।

স্বর্ণলতা আর গোপালকে "গোপাল দাদা" বলিয়া সম্বোধন করেন না। নাম উল্লেখ দূরে থাকুক, কোন তৃতীয় ব্যক্তি উপস্থিত না থাকিলে গোপালের সহিত এক স্থানে থাকেন না। হঠাৎ একাকিনী গোপালের সম্মুখে পড়িলে তাঁহার মুখ চক্ষু হইতে যেন অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হয়। পড়াশুনা বন্ধ হইয়াছে। পুস্তকে মন লাগে না; গোপাল দাদাকে আর পড়িবার জন্য ডাকেন না। গোপাল দাদাকে না দেখিলে চিত্ত যারপরনাই চঞ্চল হয়, কিন্তু গোপাল সম্মুখে থাকিলে তাঁহার মুখ দর্শনে সাহস হয় না।

স্বর্ণলতা যেন হঠাৎ বালিকাবস্থা অতিক্রম করিয়া যৌবনে অধিরূঢ়া হইলেন। পূর্ব্বে যে সমস্ত আমোদ প্রমোদে তাঁহার মন নিবিষ্ট হইত, এক্ষণে তাহাতে ঘৃণা জন্মিল, খেলা আর ভাল লাগে না। খেলিবার নাম শুনিলে তাঁহার হাসি পায়। ঠাকুরমার উপন্যাস আর সত্য বলিয়া বোধ হয় না। চিন্তাই যেন তাঁহার জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য।

পূজা শেষে গোপাল ও হেম এক দিবস বসিয়া আছেন। বিপ্রদাস তথায় আসিলেন। কর্ত্তাকে দেখিয়া তাঁহাদিগের কথা বন্ধ হইল। বিপ্রদাস হেমকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কলিকাতায় যাবার দিন স্থির করা হ'ল ?"

হেম উত্তর করিলেন, আপনি যে দিন স্থির কোরে দেবেন, সেই দিনই যাব।"

বিপ্রদাস একটু চুপ করিয়া থাকিয়া কহিলেন, "স্বর্ণের তো আর বিবাহ না দিলে নয়, তার কি বলো দেখি ?"

হেম। সে বিষয়ে আমি কি বোল্‌বো ? আপনার যে অভিপ্রায় তাই হবে।

এই কথায় গোপালের বোধ হইল, যেন তাহার মুখ হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বাহির হইতেছে। তথা হইতে উঠিয়া যাইবার জন্য গাত্রোত্থান করিলেন। বিপ্রদাস কহিলেন, "কোথা যাও বাবা ? বোসো বোসো, উঠে যাবার দরকার নাই।"

হেম কহিলেন, "না, গোপাল একটু বেড়াক। ওর শরীর বড় ভাল নাই।"

গোপাল কিছু ক্ষুণ্ণ হইয়া চলিয়া গেলেন।

বিপ্রদাস কহিলেন, "তিন চার জায়গা থেকে প্রস্তাব এসেছে, কিন্তু আমার কোনটাই মনোমত হয় না। শ্রীরামপুরের কাছে একটি পাত্র আছে; সে না জানে লেখা পড়া, না দেখ্‌তে শুন্‌তে ভালো; কিন্তু ঠাকুর মহাশয় (বলিয়া বিপ্রদাস গুরুচরণে প্রণাম করিলেন) সেইখানেই শুভকর্ম্ম কোর্‌তে অনুরোধ কোরেছেন।"

হেম উত্তর করিলেন, "সে পাত্র যদি ভালো না হয়, আর



[বিপ্রদাস কহিলেন, "কোথা যাও বাবা ?" স্বর্ণলতা পৃ, ২৬০]

যদি লেখাপড়া না জানে, তা হলে সেখানে শুভকর্ম্ম করা কোন মতেই উচিত নয়।"

"আমিও তো বাপু তাই বলি"—বিপ্রদাস কহিলেন—"আমিও তো তাই বলি। এই জন্যে আমি কোন জবাব দিই নাই। বলেছি, তোমার সঙ্গে পরামর্শ না কোরে কোন কথা বোল্‌তে পারি না।"

হেম জিজ্ঞাসা করিলেন, "আর কোথা থেকে প্রস্তাব এসেছে?"

বিপ্রদাস। আরও দুই তিন স্থান হতে এসেছিল, কিন্তু আমি তাহাদের জবাব দিয়েছি। কোন পাত্রই ভাল বোধ হয় না।

হেমচন্দ্র একটু বিলম্বে কহিলেন, "গোপালের সহিত বিবাহ দিলে হয় না?"

বিপ্রদাস। কোন্ গোপাল?

হেম। এই যে আমাদের গোপাল; এই মাত্র উঠে গেল।

বিপ্রদাস হেমের কথা শুনিয়া একটু চিন্তা করিলেন, পরে কহিলেন, "তুমি বোল্লে না ওদের অবস্থা নিতান্ত মন্দ? পাত্রটি মনোমত বটে। যেমন দেখ্‌তে শুন্‌তে, তেমনি লেখা পড়া বোধ আছে। কিন্তু বড় গরীব।" এই বলিয়া বিপ্রদাস একটু মুখ বাঁকাইলেন।

হেমচন্দ্র উত্তর করিলেন, "আপনি স্বর্ণকে যে টাকা উইল্ কোরে দিলেন, তা পেলে আর স্বর্ণের ভাবনা কি? ঐ রেখে খেতে পার্‌লে কত পুরুষ বড়মানুষের স্ত্রী[illegible] চল্‌তে পার্‌বে। বিশেষ রূপ, গুণ ও ধন তিনই একত্রে মেলা সুকঠিন।"

বিপ্রদাস আবার ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া কহিলেন, "তাও বটে। গোপাল কুলীনের সন্তান, স্বভাব ভাল। আজ কাল অমন কুলীন মেলা ভার।" এই বলিয়া একটু চুপ করিয়া রহিলেন, কিন্তু অবিলম্বে পুনরায় কহিলেন, "তোমার প্রস্তাব সঙ্গত বটে। আমি বিবেচনা করে দেখি; কিছু বিষয় আশয় থাক্‌লে আর কথাই ছিল না, অর্থাৎ সেই উৎকৃষ্ট হইত। কিন্তু তুমি যা বোল্লে সেও সত্য, তিনই এক স্থানে মেলে না।" এই বলিয়া বিপ্রদাস ভাবিতে ভাবিতে তথা হইতে উঠিয়া গেলেন। হেমও গোপালের অনুসন্ধানে গমন করিলেন।

চতুস্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

দায়মাল—কিন্তু ধরা পড়িল না।

গোপাল, হেমচন্দ্র ও বিপ্রদাসের নিকট হইতে বৈঠকখানার দিকে আসিলেন। দীন নয়নে গৃহে প্রবেশ করিয়া কাহাকে দেখিতে পাইলেন? স্বর্ণলতাকে। স্বর্ণলতা সেখানে কি জন্য আসিয়াছিলেন?

প্রাতঃকালে দূর হইতে গোপাল ও হেমকে দালানের বারাণ্ডায় দেখিতে পাইয়া স্বর্ণলতা অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন তাঁহার পিতা কোথায়? একটু পরে তাঁহাকেও দালানের বারাণ্ডায় দেখিতে পাইলেন। স্বর্ণলতা মনে করিলেন, এক্ষণে তাঁহারা সত্বর তথা হইতে স্থানান্তরে যাইবেন না। আস্তে আস্তে বৈঠকখানার দরজা দিয়া উঁকি মারিয়া দেখিলেন কেহই নাই। কম্পিতহৃদয়ে বৈঠকখানায় প্রবেশ করিলেন। মনে মনে ভাবিলেন কোন শব্দ করিব না, কিন্তু যত জিনিষপত্র আজ যেন তাঁহার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিয়া দিবার জন্যই তাঁহার সম্মুখে পড়িতে লাগিল। একখানা চেয়ারের কাছ দিয়া যাইতে সেখানা পড়িয়া যাইবার যো হইল। সেখানাকে ধরিতে গিয়া একখানা পুস্তক মেজের উপর হইতে পড়িয়া গেল। পুস্তকখানি তুলিয়া দেখিলেন সেখানি মেঘনাদবধ কাব্য। প্রথমের সাদা পৃষ্ঠায় স্পষ্টাক্ষরে "শ্রীগোপালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়" লেখা রহিয়াছে। চেয়ারে বসিয়া একটু পুস্তকখানি

সাদরনয়নে নিরীক্ষণ করিলেন। পরে আস্তে আস্তে সেখানিকে মেজের উপর রাখিয়া বৈঠকখানার ধারে কাপড় রাখিবার আল্‌নার নিকট গেলেন। আল্‌নার উপর গোপালের ধুতি ও চাদর রহিয়াছে। ধুতিখানি ও চাদরখানি স্বর্ণলতার পিতা পূজার সময় গোপালকে দিয়াছিলেন। গোপাল সেইখানি পরিয়া ভাসান দেখিতে গিয়াছিলেন। স্বর্ণলতা তাহা জানেন। কিন্তু হেমচন্দ্র কোন্ কাপড়খানি পরিয়া ভাসান দেখিতে গিয়াছিলেন, তাহা স্বর্ণের স্মরণ নাই। গোপালের চাদরের এক পার্শ্ব মাটিতে পড়িয়াছিল; যত্নপূর্ব্বক চাদরখানি তুলিয়া রাখিলেন। পরক্ষণেই আবার সেইখানিকে পাড়িলেন। পাড়িয়া নিজের গায়ে দিলেন। পরে অস্ফুটবচনে কহিলেন, "এই রকম কোরে গায়ে দিয়েছিলেন।"

যেই স্বর্ণলতার মুখ হইতে উল্লিখিত কথা নিঃসৃত হইল, অমনি তিনি বৈঠকখানার বহির্দ্বারে পদশব্দ শুনিতে পাইলেন। চমকিয়া মুখ ফিরাইয়া দেখিলেন—গোপাল। স্বর্ণলতার মুখ আরক্তিম হইয়া উঠিল। ব্যস্ত সমস্ত হইয়া চাদরখানি ফেলিয়া দ্রুতপদে বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিলেন। সেখানি তুলিয়া আল্‌নায় রাখিবার অবকাশ পাইলেন না। গোপাল জিজ্ঞাসিলেন, "কি স্বর্ণলতা?" স্বর্ণলতা সে দেশেও নাই। তখন তিনি আস্তে আস্তে চাদরখানি তুলিয়া আল্‌নায় রাখিলেন এবং বিছানায় শুইয়া পড়িলেন।

উপুড় হইয়া বালিসের উপর মুখ রাখিয়া গোপাল ভাবিতে লাগিলেন। তাঁহার অজ্ঞাতসারে ঘন ঘন দীর্ঘনিশ্বাস বহিতে আরম্ভ করিল। মনে মনে কহিলেন, "বামন হয়ে চাঁদে হাত কেন তোমার? দুরাশা ভাল নয়। দুরাশা কোরে কারও কখন

ভাল হয় নাই। কি আশ্চর্য্য! লোকের নিকট কিছু বল্‌বার যো নাই, বোল্লেই পাগল বোল্‌বে।” অনন্তর দীর্ঘনিশ্বাস সহকারে আবার বলিতে লাগিলেন, “টাকা না থাক্‌লে বেঁচে থাকা বৃথা! আজ টাকা থাক্‌লে আমার ভাবনা কি? কবিরা বলেন, টাকা অনর্থের মূল। কিন্তু তাঁরা বই লিখে মরেন কেন? বিক্রী না হলেই বা দুঃখ করেন কেন? পৃথিবী শঠতায় পরিপূর্ণ! এখানে কেহই মনের কথা কহে না। কহিবেই বা কেন? মনের কথা প্রকাশ করিলেই লোকে যেখানে পাগল বলে, সেখানে চুপ কোরে থাকাই ভাল। স্বর্ণলতার বাপ যদি উইল কোরে এত টাকা স্বর্ণকে না দিতেন, তা হলে একদিন কারুকে দিয়ে বলাতে পার্‌তাম। কিন্তু উইল কোরেই সে পথ বন্ধ হয়েছে। আমি টাকা চাই না। এখনও তো উইল ওল্‌টান যায়। কিন্তু আমি টাকা চাই নে বোলে স্বর্ণ টাকা ছাড়্‌বে কেন? আমি তাকে যেমন ভালবাসি, সেও কি আমাকে তেমনি ভালবাসে? কথনই হতে পারে না। আমি গরিবের ছেলে, আমাকে বড় মানুষে কেন ভালবাস্‌বে? সে দিন আমার অবস্থার কথা শুনে অবধি আর আমার সঙ্গে কথা কহে না, আমাকে ডাকে না, আমি যেখানে যাই, সেখান থেকে চলে যায়। সে যদি আমার জন্য না ভাবে, আমি কেন তার জন্যে ভেবে মরি? ভেবেই বা ফল কি? আর দুই তিন দিন পরে আমি চলে যাবো। হয় তো আর এ জন্মে দ্বিতীয় বার দেখা হবে না। দূর হ'ক ভাবনা।” এই বলিয়া একখানি পুস্তক হাতে লইয়া পড়িতে লাগিলেন। কিন্তু হাতে লওয়াই সার। পড়িতে আরম্ভ করিয়া তিন চারি পংক্তি পর্য্যন্ত

মনঃসংযোগ করিয়া পাঠ করিলেন। পরে মন অন্য দিকে গেল। খানিক পড়িয়া দেখেন, যা পড়িয়াছেন সকলই মিথ্যা হইয়াছে। এক বর্ণও মনে নাই। আবার প্রথম হইতে আরম্ভ করিলেন। পুনর্ব্বার তিন চারি পংক্তি পড়িয়া অন্যমনস্ক হইলেন। আবার খানিক পড়িয়া টের পাইলেন কিছুই মনে নাই। সেই প্রথমকার তিন পংক্তি ভিন্ন আর বুঝিতে পারেন নাই। বিরক্ত হইয়া সেখানি ফেলিয়া দিয়া আর একখানি পুস্তক লইলেন। সে খানিও পড়িতে গিয়া ঐরূপ হইতে লাগিল। পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক বিরক্ত হইয়া সেখানিও রাখিয়া দিলেন। মনে করিলেন, পত্র লিখি। কাগজ কলম লইয়া লিখিতে আরম্ভ করিলেন। উপরে তারিখ দিলেন। দিয়া ভাবিতে লাগিলেন, কাহাকে লিখি। এ, ও, সে, এক এক করিয়া কত নাম উপস্থিত হইতে লাগিল। কাহাকেও লিখিতে ইচ্ছা হইল না পরে পিতাকে পত্র লিখিবেন স্থির করিলেন। কাগজের উপর ইংরাজিতে তারিখ দিয়াছিলেন, সেটুকু ছুরি দিয়া কাটিয়া ফেলিলেন। পরে বাঙ্গালায় লিখিতে লাগিলেন। খানিক লিখিয়া, পড়িয়া দেখিলেন অনেক ভুল হইয়াছে। এক এক করিয়া ভুলগুলি সংশোধন করিলেন, কিন্তু তাহাতে চিঠিখানি অত্যন্ত অপরিষ্কার দেখা যাইতে লাগিল। এজন্য সেখানি ছিঁড়িয়া ফেলিলেন। আর একখানি কাগজ লইলেন, তাহাতেও ভুল হইতে লাগিল। "দূর হোক্" বলিয়া সেখানিও ছিঁড়িয়া ফেলিয়া শয়ন করিলেন।

হেমচন্দ্র এদিকে ওদিকে অনুসন্ধান করিয়া বৈঠকখানায় আসিলে, গোপালকে বৈঠকখানায় বিছানায় দেখিয়া জিজ্ঞাসা

করিলেন, "গোপাল, তুমি এখানেই আছ, তবে আমার ডাকে উত্তর দাও নাই কেন?"

গোপাল কহিলেন, "তুমি কখন্ ডাক্‌লে?"

হেম। বিলক্ষণ; ডেকে ডেকে আমার গলা ভেঙ্গে যাবার যো হয়েছে যে?

অনন্তর গোপালের হাত ধরিয়া কহিলেন, "চল যাই, স্নান করি গিয়ে।"

গোপাল জিজ্ঞাসিলেন, "কলিকাতায় যাবার দিন কবে স্থির হলো?"

হেম। এখনও হয় নাই। বাবা পাঁজি দেখ্‌বেন, তবে স্থির হবে।

গোপাল। "স—র—" স্বর্ণের বিবাহের বিষয় কি কথা হইল জিজ্ঞাসা করিতে গিয়াছিলেন, কিন্তু "সর" বলিয়া চুপ করিলেন, আর অধিক কহিতে পারিলেন না। ভাগ্যক্রমে হেমের মন অন্য বিষয়ে নিয়োজিত ছিল। সুতরাং গোপালের কথা তাঁহার কর্ণকুহরে প্রবেশ করে নাই।

উভয়ে স্নান করিয়া আসিলেন এবং আহারাদি করিয়া বৈঠকখানায় বিছানায় বিশ্রামার্থ শয়ন করিলেন।

পঞ্চত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

নীলকমল, বিধুভূষণ ও শশিভূষণ।

গোপালকে কলিকাতায় রাখিয়া বিধুভূষণ একজন ডেপুটি কালেক্টরের সহিত ঢাকায় গিয়াছিলেন, তাহা পাঠককে বলা হইয়াছে। যে ডেপুটি কালেক্টর বাবু বিধুকে লইয়া গিয়াছিলেন, তিনি বড় গীতবাদ্যপ্রিয় ছিলেন। বিধুভূষণকে ঢাকা জেলায় লইয়া গিয়া তাঁহাকে এক মুহুরিগিরি কর্ম্ম দিলেন। বিধুভূষণ প্রথমতঃ সে কর্ম্ম সুচারুরূপে চালাইতে পারিতেন না, কিন্তু সত্বরই সে বিষয়ে তাঁহার পটুতা জন্মিল। দিবসে কাজকর্ম্ম করিতেন। সায়ংকালে ডেপুটি বাবুকে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ গীতবাদ্য শিক্ষা দিতেন। যে বেতন পাইতেন, তাহাতে নিজের খরচপত্র চলিয়া যাহা কিছু উদ্বৃত্ত হইত গোপালকে পাঠাইয়া দিতেন।

এক দিবস বিধুভূষণ বাজারে এক দোকানে কাপড় খরিদ করিতেছেন, এমন সময় রাস্তায় কোলাহল শুনিতে পাইলেন। সকলেই বাহির হইয়া দেখিতে গেল। বিধুভূষণও সকলের সহিত বাহিরে আসিলেন। দেখিলেন আগে আগে এক কৃষ্ণবর্ণ দীর্ঘাকার পুরুষ আসিতেছে, তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ কতকগুলি বালক "বাছা হনুমান" বলিয়া চীৎকার করিতে করিতে তাহার অনুসরণ করিতেছে এবং রাস্তার ধূলি লইয়া তাহার গায় দিতেছে। দেখিবামাত্রেই বিধুভূষণ নীলকমলকে চিনিতে

পারিলেন। নীলকমলের আর সে পূর্ব্বের শ্র হয়, তাহা আর কেশ লম্বা হইয়াছে, দাড়ি বক্ষঃস্থলে ব্যাপিয়া চেহারা দেখিয়াই রক্তবর্ণ হইয়াছে ও শরীর যার পর নাই কৃশ হ নীলকমল অগ্রে অগ্রে আসিতেছে, বালকেরা তা রহিলেন। পশ্চাৎ চীৎকার করিতেছে। যখন বরদাস্ত করিতে না পা বাসায় তখন এক একবার বালকদিগকে প্রহার করিবার জন্য ফিরিতে. এবং তদ্দর্শনে তাহারা প্রথমে পলাইতেছে, কিন্তু অবিলম্বেই একত্র হইয়া পূর্ব্ববৎ "বাছা হনুমান" বলিতেছে।

বিধুভূষণ নীলকমলকে চিনিতে পারিয়াই তাহার নিকটে গেলেন। নীলকমল বিধুভূষণকে চিনিতে না পারিয়া তাঁহাকে প্রহার করিতে উদ্যত হইল, কিন্তু তাঁহার মুখ দেখিবামাত্রই কহিল, "দাদাঠাকুর, আমি টের পাই নাই। আমাকে যে জ্বালাতন করছে, আমার আর আপন পর ঠাওর নাই। এখন আমি মোরতে পারলেই বাঁচি।"

বিধুভূষণ কহিলেন, "নীলকমল, কি হয়েছে? তুমি এখানে এলে কবে?"

পশ্চাৎ হইতে নিয়ত "বাছা হনুমান" "বাছা হনুমান" শব্দ হইতেছে। নীলকমলের কাণ সেই দিকেই রহিয়াছে, বিধুভূষণ কি কহিলেন শুনিতে পাইল না। একটু পরে কহিল, "দাদাঠাকুর, আমারে আগে রক্ষা করো, পরে সব কথা শুনবো।"

বিধুভূষণ বালকদিগকে তাড়াইয়া দিতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু একদিক হইতে তাড়াইয়া দিলে অপরদিকে গিয়া যোটে। বিরক্ত হইয়া তিনি নীলকমলের হাত ধরিয়া দোকানের মধ্যে লইয়া

শশিভূষণ ঐশ্বর্য্যশালী হইয়া অট্টালিকায় শয়ন করিয়া কেমন আছেন দেখা যাউক।

রামসুন্দর বাবুর ষড়যন্ত্রের ফল ফলিতে আরম্ভ হইয়াছে। কর্ত্রীঠাকুরাণী দরখাস্ত করিয়াছেন। মেজেষ্টর সাহেব দরখাস্ত পাইয়া স্বয়ং অনুসন্ধান করিতে আসিয়াছেন।

মেজেষ্টর সাহেব বাবুর বৈঠকখানায় প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, বাবু মাটিতে বিছানা করিয়া বসিয়া আছেন। তাঁহার বামভাগে একটি বনাত-মোড়া টেবিল। টেবিলের উপর কতকগুলি হাতির দাঁতের পুতুল; তাহার পশ্চাদ্ভাগে কতকগুলি চিনে মাটির পুতুল, টেবিলের ধারে একখানি চেয়ার রহিয়াছে, বাবুর সম্মুখে আমলাবর্গ বসিয়া লেখা পড়া করিতেছেন। মেজেষ্টর সাহেব আসিবেন বলিয়া বাবু আজ স্বয়ং কাজকর্ম্ম করিতেছেন। তাঁহার চক্ষু রক্তবর্ণ, নাসিকার অগ্রভাগ কিঞ্চিৎ স্ফীত ও জবাফুলের মতন লাল। কথা কহিতে গেলে কথা স্পষ্ট নির্গত হয় না। অনবরত পাখার বাতাস করিতেছেন, তথাপি মুখে মাছি বসা নিবারণ করিতে পারিতেছেন না।

বাবুকে দর্শন করিয়াই মেজেষ্টর সাহেবের অভক্তি হইল। পরে দুই তিনটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন। বাবু নিজের বুদ্ধিতে কোনটির উত্তর দিতে পারিলেন না। শশিভূষণ যাহা শিখাইয়া দিলেন, তাহাই বলিলেন। মেজেষ্টর সাহেব স্পষ্টই বুঝিতে পারিলেন যে, শশিভূষণই সর্ব্বময় কর্ত্তা। তদ্দর্শনে মেজেষ্টর সাহেব হুকুম দিলেন যে, যতদিন পর্য্যন্ত সরকার হইতে ম্যানেজর নিযুক্ত না হয় ততদিন কাছারির কার্য্য বন্ধ থাকে। অ ব

শশিভূষণ কি প্রকারে জমিদারী শাসন করিয়াছেন, তাহার হিসাব তলব করিলেন।

শশিভূষণের শিরে বজ্রাঘাত হইল। ভবিষ্যতে কাজ করিতে পারিবেন কি না, সে বিষয়ে তাঁহার কোন চিন্তা রহিল না; তাঁহাকে যে পূর্ব্বের হিসাব দিতে হইবে, এই তাঁহার প্রধান ভয়ের কারণ। যদি তাঁহাকে একেবারে কর্ম্মচ্যুত করিয়া দিত, তাহা হইলে তিনি ইহা অপেক্ষা সহস্রগুণে সুখী হইতেন।

শশিভূষণ বিষণ্নবদনে বাটী আসিলেন। অন্যান্য দিন তিনি কাছারি হইতে উঠিলে সকলেই সসম্ভ্রমে উঠিয়া দাঁড়াইত, আজ সকলেই নিজ নিজ কর্ম্ম করিতে লাগিল। তাঁহাকে কেহ গ্রাহ্য করিল না। রাস্তা দিয়া বাটী চলিয়া যাইবার সময় দুধারের লোকে সেলাম করিল না। শশিভূষণ ভরসা করিয়া উর্দ্ধে দৃষ্টি করিতে পারিলেন না। হেটমুখে বাটী আসিয়া শয্যায় শয়ন করিলেন।

প্রমদা জিজ্ঞাসিলেন, "সাহেব এসে কি বোল্লে?"

শশিভূষণ কহিলেন, "আর কি বোল্‌বে? আমার সর্ব্বনাশ কোরে গেল।"

প্রমদা জিজ্ঞাসিলেন, "কি সর্ব্বনাশ?"

শশী উত্তর করিলেন, "আমার কাজ বুঝিয়ে দিতে হবে। আর যত দিন বুঝান শেষ না হবে, ততদিন অন্য কার্য্যে হাত দিতে পার্‌বো না।"

প্রমদা শুনিয়া আর কোন প্রশ্ন বা উত্তর করিলেন না।

সন্ধ্যার পূর্ব্বে শশিভূষণ গিয়া বৈঠকখানায় বসিলেন। সন্ধ্যা

হইয়া গেল, আজ আর আমলাবর্গের মধ্যে কেহই আসিল না। এক একবার দ্বারে শব্দ হয়, আর শশিভূষণ উৎসাহে চাহিয়া দেখেন, কিন্তু কি দেখিতে পান? হয় তো চাউলের মহাজন, নতুবা কাপড়ের দোকানদার আপনাপন প্রাপ্য টাকা লইতে আসিয়াছে। রাত্রি ৮টার সময়ে শশিভূষণ আমলাদিগের বাটী লোক পাঠাইয়া দিলেন।

পূর্ব্বে যাহারা তাঁহার বাটী ছাড়িত না, আজ তাহাদের সকলেরই প্রয়োজন আছে—কেহই আসিতে পারিবে না, এই বলিয়া পাঠাইল। ৯টার সময় শশিভূষণ রামসুন্দর বাবুর বাটীতে গেলেন। সেইখানে গিয়া সকলকে একস্থানে দেখিতে পাইলেন। পূর্ব্বের মত অদ্য আর কেহ উঠিয়া অভ্যর্থনা করিল না। রামসুন্দর বাবু অগ্রে শশিভূষণের সম্মুখে তামাক খাইতেন না; আজ বুঝি পূর্ব্বক্ষতি পূরণ করিবার জন্যই অনবরত হুঁকা টানিতেছেন। শশিভূষণ যে তামাক খান তাহা ভুলিয়া গিয়াছেন।

শশিভূষণ বসিয়া আছেন। কেহই তাঁহার সহিত কোন কথা কহে না। ক্ষণকাল নীরবে থাকিয়া সকলে উঠিবার উদ্যোগ করিলেন, তদ্দর্শনে শশিভূষণ কহিলেন, "আমি আপনাদের কাছে এলাম।"

খাজাঞ্চী ব্যঙ্গ করিয়া কহিলেন, "এত অনুগ্রহ? আমার নিকট কি কোন প্রয়োজন আছে?"

মুহুরি খাজাঞ্চীকে কহিলেন, "আসুন রাত্ হলো।"

শশিভূষণ কহিলেন, "একটু অনুগ্রহ কোরে বসুন। আমি আপনাদের সকলেরই কাছে এসেছি।"

শশিভূষণের কথা শুনিয়া সকলে বসিলেন। শশিভূষণ কিঞ্চিৎ পরে কহিলেন, "আপনারা রক্ষা না কর্‌লে তো আমার নিস্তার নাই, তাই আপনাদের শরণ নিতে এলাম।"

রামসুন্দর বাবু উত্তর করিলেন, "আমার সাধ্যই বা কি, ক্ষমতাই বা কি? আমি কেরাণী মানুষ; আমার হাতেও কেউ নাই, আমিও কারু হাতে নাই।"

শশিভূষণ কহিলেন, "তা সত্য, কিন্তু এ বিপদে আপনি না রক্ষা কোর্‌লে আর উপায়ান্তর নাই।"

অন্যান্য যাঁহারা বসিয়াছিলেন, এই কথা শুনিয়া উঠিয়া যাইতে উদ্যত হইলেন, কহিলেন, "তবে আমাদের কাছে কোন প্রয়োজন নাই।"

শশিভূষণ কহিলেন, "আপনাদের সকলেরই কাছে আমার দরকার।" এই বলিয়া তিনি গলায় বস্ত্র দিয়া যোড়হস্তে এক পার্শ্বে বসিলেন। শশিভূষণের চক্ষু হইতে ধারা বহিতে লাগিল।

খাজাঞ্চী প্রভৃতি সকলেই শশিভূষণকে গলবস্ত্র দেখিয়া নরম হইলেন। অনেক বাক্‌বিতণ্ডার পর স্থির হইল, শশিভূষণ চারি জনকে চারি হাজার টাকা দিতে পারিলে তাঁহারা শশিভূষণের অপরাধ ঢাকিয়া লইবেন; কিন্তু এই করারে যে, শশিভূষণের নির্দ্দোষত্ব সপ্রমাণ হইলে তিনি স্বেচ্ছাপূর্ব্বক কার্য্য ত্যাগ করিয়া যাইবেন। শশিভূষণ উপায়ান্তর না দেখিয়া তাহাতেই সম্মত হইলেন।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

হেম ও স্বর্ণলতা।

বর্দ্ধমান জেলায় বিপ্রদাস চক্রবর্ত্তী একজন ধনাঢ্য ব্যক্তি। তাঁহার পৈত্রিক সম্পত্তি অধিক ছিল না বটে, কিন্তু ১৮৫৭ সালেব সিপাহীবিদ্রোহ সময়ে তিনি কমিসারিয়েটে কর্ম্ম করিতেন। এই কার্য্যই তাঁহার শ্রীবৃদ্ধির মূল। নূতন বড় মানুষ হইলে প্রায়ই কৃপণ হয়; কিন্তু বিপ্রদাসের সে দোষটি ছিল না। তাঁহার সদ্ব্যয় যথেষ্ট ছিল। দেবসেবায় ও অতিথিসেবায় তাঁহার অনেক টাকা ব্যয় হইত। বাটীতে কোন পার্ব্বণ ফাঁক যাইত না। দোল দুর্গোৎসব ইত্যাদিতে তাঁহার যৎপরোনাস্তি আস্থা ছিল। সংক্ষেপে তিনি একজন যথার্থ "সেকেলে" ধার্ম্মিক ছিলেন; অর্থাৎ অর্থ উপার্জ্জনের সময় কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বিবেচনা করিতেন না। এ টাকা লওয়া উচিত নয়, এ টাকা লইলে ক্ষতি নাই, এরূপ কোন চিন্তা করিতেন না। টাকা পাইলে গ্রহণ করিতেন, এবং ঐ অর্থ দেবসেবা ইত্যাদিতে ব্যয় করিতে পারিলেই উপার্জ্জন সার্থক জ্ঞান করিতেন। তাঁহার সহধর্ম্মিণীর পরলোক হওয়া অবধি বিপ্রদাস কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া বাটীতেই থাকিতেন। তাঁহার একটি পুত্র ও একটি কন্যা; পুত্রটির নাম হেমচন্দ্র, কন্যাটির নাম স্বর্ণলতা। তাঁহার ন্যায় অপত্যবৎসল লোক সচরাচর দেখা যায় না।

পূজার সময় গ্রামস্থ যাহারা যাহারা বিদেশে থাকে, সকলেই বাটী আসিয়াছে।

হেম বাড়ী আসিয়াছে। মা নাই বলিয়া পাছে আদরের ত্রুটি হয়, এজন্য বিপ্রদাস নিজে দুবেলা আহারের সময় হেমের কাছে বসিয়া থাকেন। তাঁহার মাতাকে কহেন—বিপ্রদাসের মাতা অদ্যাপি জীবিত আছেন—"মা, আমি তোমার যেমন আদরের জিনিস, হেমও আমার কাছে তেমনি। যখন যা চায়, হেমকে তখনই দিও।"

এক দিবস বিপ্রদাস স্বর্ণকে দেখিতে না পাইয়া তাঁহার মাতাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মা, আজ আমার স্বর্ণ কোথায়? তাকে দেখ্‌ছি না কেন?"

স্বর্ণ পাশের ঘরে ছিল। পিতার মুখে তাহার নাম শুনিয়া দৌড়িয়া হস্ত প্রসারণ পূর্ব্বক তাঁহার নিকটে আসিল। কহিল, "এই যে বাবা! আমরা মাঝের ঘরে ছিলাম।"

বিপ্র। "এস, মা এস। আমার লক্ষ্মী মা এস। এ কি মা, সমস্ত হাতে মুখে কালী মেখেছ কোথা থেকে?"

স্বর্ণ। "আমি দাদার কাছে লিখ্‌তে শিখ্‌ছিলাম, দাদা আমাকে দেখিয়ে দিচ্ছিল।"

বিপ্র। "তুমি লিখিতে শিখ্‌ছো। তোমার লেখায় দরকার কি?" এই বলিতে বলিতে হেমও তথায় আসিল।

হেম কহিল, "তাতে দোষ কি? এখন সকল মেয়েই লেখা পড়া করে। কলিকাতায় কত স্কুল হয়েছে, সেখানে কেবল মেয়েরাই পড়ে।"

বিপ্রদাস কহিলেন, "আচ্ছা বাপু, তোমার যা ইচ্ছে তাই কর। কিন্তু তুমি ক'দিনই বা বাড়ী থাক্‌বে। তুমি কলিকাতায় গেলে তখন কে শেখাবে?"

হেম। "স্বর্ণ তখন আপনিই শিখ্‌তে পার্‌বে। এই তিন চার দিনের মধ্যেই ক খ লিখ্‌তে শিখেছে। আমি কলিকাতায় যাবার আগে ওর ফলা বানান শেষ হবে।"

বিপ্র। "বটে? আমার লক্ষ্মী যে মা সরস্বতী হয়েছেন। (ক্রোড়স্থিত স্বর্ণের প্রতি) স্বর্ণ মা, তুমি আমার মা লক্ষ্মী হবে, না মা সরস্বতী হবে?"

স্বর্ণ। "আমি দুই হব বাবা।"

বিপ্রদাস সস্নেহনয়নে স্বর্ণলতার প্রতি ক্ষণেক একদৃষ্টে চাহিয়া রহিলেন। চক্ষু হইতে দুই এক বিন্দু অশ্রুপাত হইল। পরে শিরশ্চুম্বন করিয়া স্বর্ণলতাকে ভূমে নামাইয়া দিয়া কহিলেন, "আচ্ছা যাও, তোমার দাদার কাছে গিয়া লেখা পড়া শিখ।" হেম স্বর্ণের হাত ধরিয়া লইয়া যে গৃহে তাহাকে শিখাইতেছিলেন, সেই গৃহে প্রবেশ করিলেন। বিপ্রদাস বহির্দ্বারে আসিলেন।

পূজা সমাগত হইল। মহোৎসবে তিন দিবস অতিবাহিত হইয়া গেল। যতই কেন আমোদ হউক না, যতই গোলযোগ হউক না বিপ্রদাস এক মুহূর্ত্তের জন্যও হেম ও স্বর্ণলতার নাম বিস্মৃত হন না। পূজার পর স্কুল খোলা হইলেই হেম পুনর্ব্বার কলিকাতায় গেলেন। স্বর্ণ যথার্থই অতি অল্প দিনের মধ্যে ফলা বানান শেষ করিল। হেম কহিয়া গেলেন, "স্বর্ণ, আমি

কলিকাতায় গিয়াই তোমার জন্য একখানা বই পাঠাইয়া দিব। আর যদি তুমি আমাকে চিঠি লিখ্‌তে পার, তবে চৈত্র মাসে যখন বাড়ী আস্‌বো, তোমার জন্য দিব্বি একটা খোঁপার ফুল আন্‌বো।"

স্বর্ণ সহাস্যবদনে কহিলেন, "এই কথা তো দাদা, যেন মনে থাকে।"

হেম। "তা থাক্‌বে।"

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

প্রমদা গৃহকার্য্যের সদুপায় উদ্ভাবন করিয়াছেন—শশিভূষণের সেজন্য ভাবনা নাই।

বিধুভূষণকে পৃথক্ করিয়া দিয়া প্রমদা তিন চারি দিবস বিনা কলহে অতিবাহিত করিলেন। কিন্তু যেমন অঙ্গারের মলিনত্ব শত বার ধৌত করিলেও যায় না, তেমনি স্বভাবের কখন পরিবর্ত্তন হয় না। প্রমদা ঠাকুরুণদিদির প্রতি নানাবিধ দোষারোপ করিতে লাগিলেন। ঠাকুরুণদিদি না কি তেল নুন চুরি করেন, ঠাকুরুণদিদি কালো, ঠাকুরুণদিদি অপরিষ্কার। প্রমদা এ সকল কথা কি ঠাকুরুণদিদির মুখের উপর বলিতেন? তা নয়, মুখের উপর বলিলেই ঠাকুরুণদিদি হাঁড়ী কুঁড়ী ফেলিয়া চলিয়া যাইবেন, প্রমদা তাহা বিলক্ষণ জানিতেন। এজন্য পাড়ার অন্যান্য লোকের সহিত এ সমস্ত আলাপ হইত এবং তাহারা অবিলম্বেই এ সমুদয় কথা ঠাকুরুণদিদিকে কহিত। ঠাকুরুণদিদি এক দিন মুখভার করিলেন। পরদিন দুই একটি অসন্তোষের কথা কহিলেন। তৃতীয় দিবস প্রমদার সহিত সম্মুখ যুদ্ধ করিবেন ঘোষণা করিয়া দিলেন। কেনই বা না করিবেন? তিনি তো সরলার ন্যায় পরাধীনা নন। পরদিবস বৈকালে মহা ঝগড়া উপস্থিত হইল। প্রমদাও চুপ করিবার লোক নন, ঠাকুরুণদিদিও নন। একজন অপরকে পরাস্ত করিবারও যো নাই। উভয়েই কলহ-বিদ্যা-বিশারদ। ঠাকুরুণদিদি অনেকক্ষণ

ঝগড়ার পর দুহাতের দুটি বৃদ্ধাঙ্গুলি প্রমদার মুখের কাছে লইয়া গিয়া কহিলেন, "আমি তোর দাসী, না তোর রাঁধুনি যে, যা মনে আস্‌ছে তুই তাই বল্‌ছিস্, এই থাক্‌লো তোর বাড়ী ঘর আমি চল্লাম। তুই রেঁধে খাস্ আর না খাস্ তোরই ইচ্ছা, আমার কি—" এই বলিয়া ঠাকরুণদিদি শশিভূষণের বাড়া ত্যাগ করিলেন। প্রমদা কখন সমকক্ষ লোকের সহিত কলহ করেন নাই। সুতরাং এত দিন পরাস্তও হন নাই। আজ এই প্রথম সম্মুখ যুদ্ধে পরাভূত হইলেন।

ঠাকৃরুণদিদি চলিয়া গেলে অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত প্রমদা একাকিনী গৃহে বসিয়া রোদন করিলেন। পরে চক্ষু মার্জ্জন করিয়া বাহিরে আসিলেন। আজকার বিবাদে অভিমান খাটীবে না, এজন্য নিজ হস্তেই গৃহের কাজ কর্ম্ম করিতে লাগিলেন।

শশিভূষণ নির্দ্দিষ্ট সময়ে বাটী আসিলেন। সন্ধ্যাহ্নিক করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "ঠাকৃরুণদিদি কোথায়?"

প্রমদা উত্তর করিলেন, "ঠাকৃরুণদিদিকে তাড়িয়ে দিয়েছি।" ঠাকৃরুণদিদি নিজেই চলিয়া গিয়াছেন বলিতে প্রমদার কোন মতেই ইচ্ছা হইল না, বস্তুতঃ তাহাই সত্য।

শশিভূষণ কহিলেন, "কেন, ঠাকৃরুণদিদির অপরাধ?"

প্রমদা যাহা মনে আসিল, তাহাই বলিলেন। বিধুভূষণকে পৃথক্ করিয়া দিবার সময় ঠাকৃরুণদিদি বড় ভাল মানুষ ছিলেন, কিন্তু দশ দিন না হইতে হইতেই ঠাকৃরুণদিদির এতগুলি দোষ উপস্থিত শুনিয়া শশিভূষণ কিঞ্চিৎ বিরক্ত হইয়া কহিলেন, "তুমি কখন্ কারে স্বর্গে তোল, আর কখন্ কারে নরকে ফেল টের পাওয়া

ভার। এখন দেখ্‌তে পাচ্ছি, না খেয়ে মর্‌তে হবে। তোমার ব্যাম, তুমি পার্‌বে না; আমারও রাঁধবার শক্তি নাই। এখন উপায়?"

প্রমদা কহিলেন, "সে জন্য তোমার ভাবনা কি? তোমার তো সময়ে আহার হইলেই হয়?"

শ। "আমার নিজের আহারের জন্য ভাবি না। ছেলেটা আর মেয়েটা আছে, তারা পাছে ঘরে চাল থাকৃতে মারা যায়।"

প্রমদা গম্ভীরভাবে উত্তর করিলেন, "পরকে দিয়ে কি কাজ চলে? কাল মাকে আন্‌বো। আমি কষ্ট পাচ্ছি শুন্‌লে তিনি অবশ্যই আস্‌বেন। তা হলেই তোমার ভাবনা চুকে গেল।"

প্রমদার কথা শুনিয়া শশিভূষণ যেন মুহূর্ত্ত মধ্যে জড় পদার্থের ন্যায় হইলেন এবং কি বলিতেছেন, না টের পাইয়া কহিলেন, "কেনই বা বিধুকে পৃথক্ করিয়া দিলাম!" কারণ প্রমদার মাকে আনা যে সহজ ব্যাপার নহে, শশিভূষণ ইতিপূর্ব্বে তাহা বিলক্ষণ অবগত ছিলেন। প্রথমতঃ মা আসিবেন, পরে বৈকালে প্রমদার ভ্রাতা আসিবেন। তাঁহাকে কাজে কাজেই আসিতে হইবে। তিনি বাটী থাকিলে তাঁহাকে কে রাঁধিয়া দিবে? পরদিবস সূর্য্যদেব না উঠিতে উঠিতে প্রমদার মামা আসিবেন, তিনি একাকী নির্জ্জন পুরীতে থাকিতে ভালবাসেন না। শশিভূষণ যেন নিমিষের মধ্যেই এ সমস্ত পর্য্যালোচনা করিয়া কহিলেন, 'কেনই বা বিধুকে পৃথক্ করিয়া দিলাম!'

প্রমদা কিঞ্চিৎ ক্রুদ্ধ হইয়া কহিলেন "কেন তুমি পৃথক্ করিয়া দিলে, তুমিই তার কারণ জান। অমি পৃথক্ করেও দিইনি তার কারণও জানি নে।"

শশিভূষণ কিছু উত্তর করিলেন না। চুপ করিয়া ভাবিতে লাগিলেন। প্রমদা বলিয়াছিলেন মাকে আনিলে আর ভাবনা থাকিবে না; সেই জন্যই বুঝি শশিভূষণ যত ভাবনা অগ্রেই ভাবিয়া রাখিতেছিলেন।

প্রমদা শশিভূষণকে চিন্তায় মগ্ন দেখিয়া বলিতে লাগিলেন "কেনই বা বিধুকে পৃথক্ করিয়া দিলাম?" কেন দিয়াছিলে তা তুমিই জান। আমার কি দোষ? আমি তো তখনই বলে-ছিলাম, আমাকে বাপের বাড়ী পাঠিয়ে দাও। এখনও বোল্‌ছি; দাও, আমাকে বাপের বাড়ী পাঠিয়ে দাও। তোমরা একত্র হও। কত লোকে তাও তো হয়। একবার পৃথক্ হইলেই যে জন্মের মত পৃথক্ হয়, তাও তো নয়।"

প্রমদার কথা শুনিয়া শশিভূষণের চৈতন্য হইল। বুঝিতে পারিলেন অপরাধ হইয়াছে। প্রকাশ্যে কহিলেন, "আমি তো আর কিছু বলিনি, কেবল—"

প্র। "কেবল কি? আমি তোমার ও বাঁকা চুরা কথা বুঝ্‌তে পারি না। যা বল্‌বার হয়, একেবারে বোলে ফ্যালো। আমি ব'কে মরি শুদ্ধ তোমারই ভালোর জন্য বৈ তো নয়। আমার কি? আমি এখানে থাক্‌লেও তুমি চারিটি না দিয়ে আর থাক্‌তে পার্‌বে না, সেখানে গেলেও তারা আমাকে ফেলে খেতে পার্‌বে না।"

বোধ হয় বাপের বাড়ীর কথা লইয়া পূর্ব্বে কি হইয়া গিয়া-ছিল, প্রমদার তাহা স্মরণ ছিল না। সে কথা মনে থাকিলে আর বাপের বাড়ীর নাম করিতেন না; কিন্তু শশিভূষণ তাহা

বিস্মিত হন নাই। এজন্য তিনি আর সে বিষয় সম্বন্ধে কিছু কহিলেন না। ক্ষণকাল উভয়েই নীরব থাকিয়া শশিভূষণ জিজ্ঞাসা করিলেন, "বিপিন কোথায় গেল? কামিনীই বা কোথায়?"

প্রমদা উত্তর করিলেন, "বিপিন তার মামার বাড়ী গিয়াছে। কামিনী ঐ শুয়ে আছে।"

শ। "শুয়ে আছে? রাত্রে কিছু খাবে না?"

প্র। "কি খাবে? কে রাঁদবে?"

শ। "আর কেউ না রাঁধে আমিই রাঁধবো। সব গোছান গাছান আছে তো?"

প্র। "গোছান গাছান আর কি? ও বেলার সবই আছে, চারিটি ভাত হইলেই হয়।"

প্রমদা কিঞ্চিৎ পরে, "উঃ আজ আমার অসুখটা কিছু বেড়েছে" এই বলিয়া শয়ন করিলেন। শশিভূষণ রান্নাঘরে গিয়া তত্রত্য দারোগাগিরি কার্য্যে নিযুক্ত হইলেন।

দস্তুরমত প্রমদার ভাতের থালটি ঘরে আসিল। বারংবার ডাকাডাকির পর প্রমদা মুখ বাঁকা করিয়া গিয়া আহার করিতে বসিলেন। শশিভূষণ মনে করিতে লাগিলেন, ইহাতেও যদি মন না পাই, তবে আর কিসে পাব? এই ভাবিয়া তিনি মৌনাবলম্বন করিয়া রহিলেন। প্রমদার আহার হইল। অসুখ বাড়িয়াছে বলিয়া যে এক দানা কম খাইলেন, তাহা নয়। রোজই যে পরিমাণে খাইতেন, অদ্যও তাই খাইলেন। আহারের পর আচমন করিলেন, কিন্তু এতাবৎ একটিও কথা কহিলেন না। কিয়ৎক্ষণ পরে শশিভূষণ জিজ্ঞাসা করিলেন, "বিপিনকে

তো বলে দিলেই হতো, সে একেবারে তোমার মাকে ডেকে আন্‌তো।”

এই কথা কহিয়া প্রত্যুত্তর প্রতীক্ষা করিয়া রহিলেন। কিন্তু প্রমদা চিত্রপুত্তলির ন্যায় অবাক্ হইয়া থাকিলেন। ফলতঃ, বলিবারও কোন কথা ছিল না। মাকে আনিবার জন্যই বিপিনকে পাঠান হইয়াছিল।

শশিভূষণ ক্ষণকাল অপেক্ষা করিয়া দুই একটা হাই ছাড়িতে লাগিলেন। ক্রমে ক্রমে নাসিকাশব্দ করিয়া নিদ্রিত হইলেন প্রমদাও শয়ন করিলেন। নিদ্রায় রজনী অতিবাহিত হইল।

প্রমদা বলিয়াছেন, “আমি কষ্ট পাইতেছি শুনিলে মা অবশ্যই আস্‌বেন।” কার্য্যতঃ প্রমদার মাতা সে পর্য্যন্তও শুনিতে অপেক্ষা করিতেন না। যে প্রকারে হউক একটা খবর পাইলেই যেখানে থাকুন অমনি পাখির ন্যায় উড়িয়া আসিতেন। বিপিনের নিকট যখন শুনিলেন, প্রমদা ডাকিয়া পাঠাইয়াছে, তিনি তখনই আসিতেন কিন্তু তাঁহার পুত্র তৎকালে বাড়ী না থাকায় সে দিবস আসা রহিত করিলেন। কিন্তু মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, “কতক্ষণে রাত পোহাবে”; এবং পুত্রের অনুপস্থিত থাকার জন্য সে দিবস যাওয়া না হওয়ায় মনে মনে তাহাকে যৎপরোনাস্তি তিরস্কার করিতে লাগিলেন। এমন সময় গদাধর আসিয়া বাটী উপস্থিত হইলেন। প্রমদার ভ্রাতার নাম গদাধর।

গদাধর কৃষ্ণবর্ণ, দীর্ঘাকার, অন্নাভাবে কৃশকলেবর। মস্তকটি ক্ষুদ্র, নাসিকা পর্য্যন্ত কেশে আবৃত, গলাটি লম্বা, পা দুখানি কুলার মত, লেখা পড়া সম্বন্ধে মা সরস্বতীর বরপুত্র বলিলে হয়।

প্রমদার মা সে জন্য বড় দুঃখিত। যখন তখন কহিতেন, "যারা লেখা পড়া শেখাবে, তারা ডেকেও জিজ্ঞাসা করে না, তবে আর কেমন্ করে গদাধরের বিদ্যা উপার্জ্জন হবে?" প্রমদার মাতার বিবেচনায় গদাধরকে লেখা পড়া শেখান প্রমদার একটি অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম।

আর একটি কথা বলিলেই গদাধরের রূপ গুণের সমুদয় পরিচয় দেওয়া হয়, অর্থাৎ তিনি "ত" বর্গ উচ্চারণ করিতে পারিতেন না এবং তৎপরিবর্ত্তে "ট" বর্গ প্রয়োগ করিতেন।

সন্ধ্যার পর বাটী আসিয়া বিপিনকে দেখিয়া কহিলেন, "কি বিপিন, টুমি কি মনে করে? কখন এলে?"

বিপিন উত্তর না দিতেই গদাধরের মাতা কহিলেন, "তুমি এমন সময় কোথায় গিয়াছিলে, গদাধরচন্দ্র?" প্রমদা ও প্রমদার মাতা উভয়েই "গদাধরচন্দ্র" বলিয়া ডাকিতেন, কখনই তাহার অন্যথা হইত না। পাড়ার লোকে কিন্তু "গদা" ছাড়া আর কিছুই বলিত না। "তুমি কোথায় গিয়াছিলে, গদাধরচন্দ্র? দেখ দেখি বিপিন এসেছে, কি খাবে কি হবে তার কোন উদ্যোগ করলে না, লোকে কি বোল্‌বে বল দেখি?"

গদাধর উত্তর করিলেন, "আমি কোটায় গিয়াছিলাম টাটে টোমার কাজ কি? আমি কাজে ছিলাম। বিপিনের খাবার ভাবনা কি, আমরা যা খাই, বিপিনও টাই খাবে। এটো বিপিনের পরের বাড়ী নয়। "বিপিন" "বিপিন" টামাক খেয়েছ?"

বিপিন। "আমি তামাক খাই নে।"

গদা। "টুমি খাও না, আমরা টো খাই। মা, একটু টামাক সাজ।"

গদাধরচন্দ্র আদরের ছেলে। নিজ হাতে কখন তামাক সাজিয়া খান নাই। তাঁর মাতা খাইতে দিতেন না, তামাকের পিপাসা হইলে তিনি নিজে সাজিয়া দিতেন। গদাধরের মা তামাক সাজিতে আরম্ভ করিলেন, গদাধর ইত্যবকাশে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বিপিন, টবে কি মনে করে এসেছ ?"

বিপিন। "দিদিমাকে নিতে এসেছি।"

গদাধর হাস্যবদনে কহিলেন, "মা শুন্‌লি, টুই যে সে ডিন বোল্‌ছিলি প্রমডার ডয়া মায়া নেই, কখন ডেকেও পাঠায় না, আর খরচপট্র ডেয় না। এই ড্যাক্, ডেকে টো পাঠিয়েছে।"

বিপিনের সম্মুখে গদাধর এরূপ বলায় গদাধরের মা কিঞ্চিৎ বিরক্ত হইয়া কহিলেন, "গদাধরচন্দ্র, তোমার কি এ জন্মেও বুদ্ধি হবে না ? আমি কবে ও কথা বলেছিলাম ?"

গদাধর। "আমার বুড্ডি নেই, টোমার টো আছে, টা হলেই আমার হবে। কিণ্টু টোমার মনে ঠাকে না, এই একটা ডোষ। সে ডিন টুমি এ কটা বোল্লে, আজ বলো না।" এই সময়ে গদাধরের মা তামাক সাজিয়া গদাধরকে হুঁকা দিলেন। গদাধরচন্দ্র হুঁকা পাইয়া তাহাতেই মনোনিবেশ করিলেন; উপস্থিত কথা ভুলিয়া গেলেন। ক্ষণকাল তামাক টানিয়া মাতাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "মা, একটা ডায় বেঁচে গেলাম, ডিডিড্ডের বাড়ী গেলে আর একটু টামাকের জন্যে টোমার খোসামোড করটে হবে না।"

গদাধরের মা। "গদাধরচন্দ্র, তোমার কি বুদ্ধি একেবারে লোপ পেয়েছে ?"

গদা। "টবু ভাল টুমি বোল্লে আমার বুড্ডি লোপ পেয়েছে। টবে আমার এককালে বুড্ডি ছিল। এটো ডিন টো আমার বুড্ডি নেই বোলে টুমি মোর্‌ছিলে।"

গদাধরের মাতা কহিলেন, "হাঁ তোমার খুব বুদ্ধি আছে, এখন দেখ দেখি জেলেপাড়ায় চাট্টি মাচ পাওয়া যায় কি না। বিপিন এসেছে, একে চারটি ভাত খাওয়াতে হবে তো ?"

গদা। "কেন ডিডি যে ডাল পাঠায়ে ডিয়েছিল টা নেই ?"

গদাধরের মা সক্রোধে গদাধরের মুখের দিকে তাকাইলেন, অর্থাৎ সে সব কথা বলিতে বারণ করিলেন। কিন্তু গদাধব ভয় পাইবার লোক নন। তিনি কহিলেন, অমন চোক গরম করে কাকে ভয় ড্যাকাও ? আমি বুঝি জানি নে। সে ডিন ডাল এসেছিল সে কি মিঠ্‌ঠে কঠা ? সেই ডাল রেঁডো, এখন আমি রাট্রে কোন খানে মাছ আণ্টে যেটে পার্‌বো না।"

গদাধরের মা সক্রোধে ভ্রূকুটি করিয়া কহিলেন "গদাধরচন্দ্র—"

গদা। "কেন, গডাঢরচণ্ড্রকে কেন, এই টো গডাঢরচণ্ড্র আছে। টোমার ভয়ে পালাবে না। গডাঢরচণ্ড পালাবার ছেলে নন, কিণ্টু যদি বিরক্ত কর, টবে সব কঠা বলে ডেবো।"

গদাধরের মা অনুপায় দেখিয়া তথা হইতে চলিয়া গেলেন। গদাধর তামাক খাইতে খাইতে বিপিনের সহিত কথোপকথন আরম্ভ করিলেন, এবং সেই কথোপকথনে আহারের সময় পর্য্যন্ত অতিবাহিত হইল। আহারান্তে গদাধর ও বিপিন শয়ন করিলেন।

গদাধরের জননী ঘরের সমস্ত জিনিস পত্র গোছাইতে লাগিলেন এবং পর দিবস গমনের জন্য বস্ত্রাদি নির্ব্বাচন করিলেন। সমস্ত গোছান হইলে তিনিও নিদ্রিতা হইলেন।

পরদিবস প্রত্যূষে শশিভূষণ শয্যা হইতে উঠিয়াছেন, এমন সময়ে "ডিডি ডিডি" রবে গদাধরচন্দ্র দেখা দিলেন। তাঁর পশ্চাৎ পশ্চাৎ গদাধরচন্দ্রের মাতা, সর্ব্বশেষে বিপিন। একে একে তিন জন গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন। গদাধরকে দেখিয়া শশিভূষণের মনোমধ্যে যে ভাবের উদয় হইল, তাহার বর্ণনা নিষ্প্রয়োজন, সহজেই তাহা অনুভূত হইতে পারে। আপাদমস্তক পর্য্যন্ত তাঁহার কলেবর ঈষৎ কম্পিত হইল। বোধ হয় লঘুপতনক, "দ্বিতীয়-কৃতান্তমিব" ব্যাধকে দেখিয়া যত অনিষ্টের আশঙ্কা না করিয়াছিল, শশিভূষণ সহধর্ম্মিণীর প্রিয়তম ভ্রাতাকে দেখিয়া তদপেক্ষা অধিক ভীত হইলেন।

প্রমদা ব্যস্ত সমস্ত হইয়া গাত্রোত্থান করিয়া জননী ও ভ্রাতাকে সমাদরে বসাইয়া বাটীর সমাচার জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। গদাধরচন্দ্র ক্ষণকাল বসিয়া বাটীর চতুর্দ্দিকে পরিভ্রমণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। গদাধরচন্দ্র যে বাটীতে থাকেন, সেখানে কোন দ্রব্য গোপন করিয়া রাখিবার যো নাই। তাহার চোক তাহাতে পড়িবেই; বিশেষ যদি খাবার জিনিস হয়।

শশিভূষণ মনে মনে যার পর নাই বিরক্ত হইয়া কাছারি চলিয়া গেলেন। প্রমদা, "ষোড়শোপচারে" আহারের বন্দোবস্ত করিতে লাগিলেন। প্রমদার জননী পাক শাক করিয়া নিয়মিত সময়ে আহার করিলেন। বাটীর অন্য অন্য সকলেরও আহার হইয়া গেল।

শশিভূষণ এই অবধি আপনার বাটীতে আপনি পরাধীনের ন্যায় কালযাপন করিতে লাগিলেন। গদাধরচন্দ্রের মাতা বাটীর একমাত্র কর্ত্রী স্বরূপ হইলেন। গদাধরচন্দ্র স্কুলে বিদ্যাভ্যাসের কারণ ভর্ত্তি হইলেন। প্রমদা পরম সমাদরে সকলকে আহারাদি করাইতে লাগিলেন; কি জানি ত্রুটি হইলে পাছে লোকে নিন্দা করে।

———

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

সরলার বিরহ; শ্যামার বিক্রম।

কোন সুবিখ্যাত গ্রন্থকর্ত্তা বলিয়াছেন, "মৃত্যুকালে যে মহাবিরহ ঘটিবে, তাহাই মনে হয় বলিয়া আমাদের সামান্য বিরহে কষ্ট বোধ হয়।" এ কথা সঙ্গত বটে। নচেৎ দুঃখের তো কোন কারণই নাই। জানিতে পারিতেছে, আমার ভাই, বন্ধু আজ বাটী হইতে যাইতেছে, আবার প্রয়োজন সমাপ্ত করিয়াই প্রত্যাগত হইবে। কিন্তু তথাপি যে মন প্রবোধ মানে না, তাহার কারণ সেই মহাবিরহের ভয় ভিন্ন আর কিছুই নহে। যখন কেহ আমাদের নিকট হইতে বিদায় লইয়া যায়, তখনই যে আমরা মৃত্যুচিন্তা করিয়া থাকি, এমন নহে; কিন্তু তাহা না করিলেও বিরহবেদনার যে সেই মূল কারণ, তাহা নিশ্চয়। তুমি কাহাকে পাঁচ টাকা দান করিলে তোমার কোন কষ্ট বোধ হয় না; তোমার দশ টাকা হারাইয়া গেলেও তোমার বিশেষ দুঃখ হয় না, কিন্তু বাজারে যদি চারি পয়সার জিনিস কিনিতে তোমার নিকট হইতে ঠকাইয়া ছ পয়সা লয় তাহাতে তোমার মর্ম্মান্তিক কষ্ট বোধ হয়। কেন? কারণ তোমার মনে হয়, তোমাপেক্ষা দোকানী অধিক চতুর, অধিক বুদ্ধিমান লোকে নিজের ন্যূনতা স্বীকার করিতে চায় না। ঠকিয়া আসিলে স্পষ্টাক্ষরে নিজের ন্যূনতার পরিচয় দেওয়া হয়, এবং সেই জন্যেই এত মনঃকষ্ট হয়। কিন্তু ঠকিয়া আসিলে কি কেহ

এরূপ তর্ক করিয়া থাকে ? ইহা হইতেই জানা যাইতেছে যে, আমাদের মনে অনেক সময় অনেক ভাবের উদয় হয়। আমরা সেই সেই সময় ঐ সমস্ত ভাবের কারণ সম্যক্ বুঝিয়া উঠিতে পারি না, অথবা ঐ কারণের অনুসন্ধানও করিয়া দেখি না।

বিধুভূষণ বাটী হইতে চলিয়া গেলে সরলার যৎপরোনাস্তি কষ্ট হইতে লাগিল। মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, "কেনই বা যাইতে দিলাম। বাটী থাকিয়া যদি দুজনে একত্রে উপবাস করিতাম, তাহাও এ যন্ত্রণা অপেক্ষা সহস্রগুণে ভাল ছিল।" আবার ভাবেন, "আমি কি স্বার্থপর! আমার জন্য তিনি কষ্ট পাইবেন, ইহাও আমার বাঞ্ছনীয় মনে হইতেছে ? বিশেষ তাঁহাকে যদি অনাহারে থাকিতে হইত, তাহাও আমি কখনই দেখিতে পারিতাম না।" কবে বিধুভূষণ কি মিষ্ট কথাটি কহিয়াছেন, কবে অন্যান্য দিন অপেক্ষা একটু বেশী ভালবাসার চিহ্ন দেখাইয়াছেন, সরলার মনে তাহাই উদিত হইতে লাগিল। বিধুভূষণ এক এক দিন রাগ করিতেন বলিয়া, সরলার কত কষ্ট হইত, তিনি কাহারও সহিত বিবাদ করিয়াছেন শুনিলে সরলার কত দুঃখ বোধ হইত, সে সমস্ত কথা এক্ষণে তাঁহার মনে হইল না। তাঁহার কবে কি ব্যামো হইয়াছিল, সরলার তাহাও স্মরণ হইতে লাগিল। বিদেশে যদি সেইরূপ পীড়া হয়, তাহা হইলে কে তাঁহার শুশ্রূষা করিবে ? এই সমস্ত ভাবিয়া সরলা ছাতে বসিয়া অবিরত অশ্রুপাত করিতেছেন।

বিধুভূষণকে বাটীর মধ্য হইতে বিদায় দিয়া সরলা ছাতে গিয়া বসিলেন। যতদূর দৃষ্টি চলে, ততদুর অনিমেষ-নয়নে তাঁহাকে নিরীক্ষণ করিলেন। বিধুভূষণও দু এক পা যান, আর ফিরিয়া

ফিরিয়া ছাতের দিকে দৃষ্টি করেন। ক্ষণকাল এইরূপে গমন করিলে এক অশ্বত্থ বৃক্ষ তাঁহাদিগের দৃষ্টি অবরোধ করিল। বিধুভূষণ দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া চক্ষু মুছিয়া ফেলিলেন। সরলা ঐ ছাতেই বসিয়া রহিলেন। একবার ইচ্ছা করিলেন, "দৌড়িয়া গিয়া এখনও ফিরাইয়া আনি, কিন্তু কি সুখভোগ করিতে আনিব? না, আমি নিজেই অনাহারে মরি তাহাও ভাল, তবু তাঁহাকে কষ্ট দেওয়া হইবে না। দিদির দাসী হইয়া থাকিলে যদি মুক না করিয়া চারটি চারটি খেতে দিতো, আমি তাহাও হইতে পারিতাম।" সরলা এইরূপে ভাবিতেছেন। শ্যামা গৃহকর্ম্ম সমস্ত সমাপন করিয়া পাকশাকের আয়োজন করিয়া দিয়া সরলাকে ডাকিতে গেল। বেলা এক প্রহর হইয়াছে, তথাপি সরলার হুঁস্ নাই। শ্যামা নিকটে গিয়া কহিল, "বলি ও ছোটগিন্নি, আর কারুর কি সোয়ামী নেই? না আর কেউ কখন বিদেশে যায় নাই।"

শ্যামার ডাক শুনিয়া সরলার চৈতন্য হইল। ত্রস্ত হইয়া অঞ্চলে চক্ষু মুছিয়া শ্যামাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "শ্যামা, কি বল্‌ছো?"

শ্যামা। "কি বোল্‌বো? আজ কি আর গৃহস্থদের রান্নাবাড়া হবে না? না, তোমার খিদে নেই বোলে আমরা সকলেই উপস্ কোর্‌বো?"

সরলা। "শ্যামা, আমার যথার্থ ই খিদে নেই, তুমি গিয়া রেঁদে খাও, আমি আজ আর কিছুই খাবনা।"

শ্যামা। "আমি খেলে তো আর গোপালের পেট ভোর্‌বে না, সে যে পাঠশালা থেকে আস্‌ছে, এসে কি খাবে?"

সরলা। "এত বেলা হয়েছে ?"

শ্যামা। "বেলা হবে কেন, তোমার জন্য সূর্য্যিদেব বসে আছে ?"

সরলা সূর্য্যের দিকে তাকাইয়া দেখিলেন, যথার্থই অধিক বেলা হইয়াছে, তখন ব্যস্ত সমস্ত হইয়া ছাত হইতে নামিয়া রান্না চড়াইয়া দিলেন। পাকশাক হইল। গোপাল খাইল, সরলার ভাতের কাছে বসামাত্র। শ্যামা আবার বাসন ঘর মুক্ত করিল। সে দিন গেল, তার পরদিনও গেল। সরলার বিরহানল ক্রমে ক্রমে কম পড়িয়া আসিতে লাগিল। একেবারে যে নির্ব্বাণ হইয়া গেল তা নয়। কিন্তু সে পাবকের শিখা আর রহিল না। সময় কি চমৎকার চিকিৎসক! শোক তাপ যদি চিরকালই সমান থাকিত, তাহা হইলে মানবজীবন কি দুঃসহ দুঃখময় হইয়া পড়িত!

বিধুভূষণ ও শশিভূষণের পৃথক্ হইবার দিনকতক পরেই গদাধরচন্দ্রের দল আসিয়া উপস্থিত হয়। বিধুভূষণ যত দিন বাটীতে ছিলেন, গদাধরচন্দ্র অথবা তাঁহার জননী সরলার সহিত বাক্যালাপ করেন নাই, কিংবা তাঁহার প্রতি কোন অত্যাচার করিতেও সাহস পান নাই। প্রমদা মাঝে মাঝে বাক্যবাণ বর্ষণ করিতেন বটে, কিন্তু সরলা তাহা শুনিয়াও শুনিতেন না। কিন্তু এক্ষণে তিন জন একত্র সাবেক বাকি সুদ সমেত আদায় করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। এক দিবস প্রমদা বারাণ্ডায় দাঁড়াইয়া শ্যামাকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "ও শ্যামা, বলি তোদের বাবুজী মহাশয় কোথায় গেলেন, কাপড় ধার করতে না টাকা ধার করতে ? আজ কাল যে বড় গান বাজনার কথা শুনতে পাইনে।"

শ্যামা কহিল "যদি বেঁচে থাক, আর পরমেশ্বর তোমার চোক কাণ বজায় রাখেন, তা হ'লে শুন্‌তে পাবে।"

প্রমদা। শ্যামার কথায় ক্রোধান্বিত হইয়া কহিলেন, "কি বোল্লি ?"

শ্যামা কহিল, "আজ মাসের কদিন, তাই জিজ্ঞাসা কল্লেম।"

প্রমদা। দেখ্‌লে দেখ্‌লে মাগীর আক্কেলটা ? থাক্‌তো যদি বাড়ী, তা হলে এখনি মুখখান জুতো দিয়ে সোজা করে দিতাম।"

সরলা কহিলেন, "শ্যামা ক্ষান্ত দে, শ্যামা ক্ষান্ত দে। ওঁর মনে যা আসে উনি তাই বলুন না, তোর তো গা ক্ষয়ে যাবে না।"

শ্যামা কহিল, "কেন ক্ষান্ত দেব ? উনি কোথাকার কে ?" উচ্চৈঃস্বরে প্রমদাকে সম্বোধন করিয়া কহিল "কথায় কথায় জুতো মার্‌বো বল এস, মার না ? আমারও হাত আছে।"

প্রমদা রাগে আর অধিক কথা কহিতে পারিলেন না। "থাক্ থাক্, আসুক আগে বাড়ী, তখন তোর কত প্রতাপ দেখাব।"

শ্যামা। "কত লোকে দেখাইয়াছে, এখন বাকি আছ তুমি। এস না, এখনি দেখাও না ? আর তার বাড়ী আসিবার দরকার কি ?"

প্রমদা কথা না কহিয়া গৃহমধ্যে গিয়া বসিলেন। রাগে কর্ণের অগ্র পর্য্যন্ত আরক্তিম হইয়াছে, ফোঁস্ ফোঁস্ করিয়া ঘন ঘন নিশ্বাস বহিতেছে। হস্ত পদ সর্ব্বদা নাড়ার দরুণ অলঙ্কারের শব্দ হইতেছে। প্রমদার মাতা দেখিয়া শুনিয়া একবারে অবাক্ হইয়া রহিলেন। প্রমদার মাতা সম্মুখ সমরে সাহায্য করিতেন। কিন্তু শ্যামার বিক্রম দেখিয়া তাঁহার ভরসা হইল না। তিনি এক্ষণে তনয়ার নিকটে বলিতে লাগিলেন—

"মা স্থির হও, স্থির হও। শিখান না থাকলে কি ছোট লোকের মুখে এ সব কথা বেরোয়? তলে তলে টিপ্‌নি আছে, তাতো তুমি টের পাওনা। আজ বাড়ী এলে সব বোলে দিও; দেখ তিনি কি বলেন। বাপ্‌রে বাপ্—আমার তো আর এ বাড়ী তিলার্দ্ধ থাকতে' ইচ্ছা করে না। কবে আমাকেই কি বলে বসে?"

প্রমদার মাতার কথা শেষ না হইতে হইতেই গদাধরচন্দ্র কোথা হইতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। প্রমদাকে ক্রুদ্ধ দেখিয়া ও জননীর মুখে উল্লিখিত কথা শুনিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "ডিডি, কি হয়েছে?" দিদি কথা কহিলেন না। গদাধর পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "ডিডি, কি হয়েছে?"

প্রমদা উত্তর করিলেন, "যা যা, এখন ঐ দিকে যা, কোথাকার গণ্ডমূর্খটা, তোর যদি বুদ্ধি থাক্‌তো, তা হলে তোর অদেষ্টে এত দুঃখ হবে কেন?"

গদাধরচন্দ্র অজ্ঞান! তার কপালে কি দুঃখ? তার বিশ্বাস, ক্রমেই তার সুখ বৃদ্ধি হচ্ছে। দিদির বাটী এসে পর্য্যন্ত তো আহারাদি ভালই হচ্ছে, তবে আবার অসুখ কি? এই ভাবিয়া গদাধর ব্যাকুবের মত ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া চাহিতে লাগিলেন।

গদাধরের মা সমুদয় কহিলেন। গদাধর শুনিয়া কম্পবান্ হইয়া কহিলেন, "চল্লাম আমি, ডেখি ও মাগীর কট প্রটাপ।"

এই বলিয়া লাঠি হাতে করিয়া গদাধর সরলার ঘরের দিকে অগ্রসর হইলেন; "আয় বেটী আয়, ডেখি টোর কট জোর, আর কার প্রটাপে টুই লড়িস্।"

প্রমদা নিষেধ করিলেন না। গদাধরের মাও না। তাঁহারা ভাবিলেন, যদি দু ঘা এক ঘা দিতে পারে ভালই।

সরলা গদাধরের আস্ফালন শুনিয়া দ্বার রুদ্ধ করিতে গেলেন, শ্যামা কোন মতেই দরজা বন্ধ করিতে দিল না। গৃহের কোণ হইতে তরকারী কোটা একখানা বঁটী হস্তে লইয়া দ্বারে দাঁড়াইয়া কহিল, "কোথায় সে ন্যাজকাটা বামুন? আয়, আজ তোর্ নাক্ কাণ না কেটে যদি আমি জল খাই, তবে আমার নাম শ্যামাই নয়!"

বঁটীর চোকাল ধার দেখিয়া গদাধরের আর ভরসা হইল না। দূর হইতে কহিলেন, "টুই আমাকে কাট্‌বি? এই চল্লাম আমি ঠানায়, ডারগা বক্সি ডেকে আনি।"

শ্যামা। "যা তুই যেখানে ইচ্ছা সেইখানে। গিয়ে যা কর্‌তে পারিস করিস্।"

থানা সেই গ্রামেই। গদাধরের থানার একটা কনষ্টেবলের সহিত আলাপ ছিল। গদাধরের বিশ্বাস ছিল, তিনি গেলেই আর কেউ আসে না আসে, সেই কনষ্টেবল তো আস্‌বেই, তা হইলে শ্যামা জব্দ হবে। দৌড়িয়া থানায় গেলেন। দেখিলেন দারগা কি বলিয়া দিতেছেন, আর তাঁহার আলাপী কনষ্টেবল তাই লিখিয়া লইতেছে। গদাধর গিয়া কহিলেন, "ডারগা মহাশয়, ডারগা মহাশয়, শ্যামা আমার নাক্ কাণ কাট্‌টে চায়?"

দারগা কহিলেন, "তুমিই বা কে, আর শ্যামাই বা কে?"

গদাধর। "আমি শশী বাবুর শালা।"

দারগা। "তোমার বাপের নাম কি?"



["আজ তোর নাক কান না কেটে যদি আমি জল খাই তবে
আমাব নাম শ্যামাই নয়!" স্বর্ণলতা পৃ, ৯৬]

গদাধর। "টা বল্লে চিণ্টে পারবে না। শ্যামা ডাসী আমার সঙ্গে ঝগড়া করে আমার নাক্ কাণ কেটে ডিটে চায়।"

দারগা কনষ্টেবলের দিকে চাহিয়া কহিলেন, "রমেশ একে তুমি চেন ?" কনষ্টেবলের নাম রমেশ।

রমেশ গদাধরের কুল, শীল, বিদ্যা, বুদ্ধির পরিচয় দিল। দারগা শুনিয়া কহিলেন, "ভালো, তোমার মকদ্দমা কচ্ছি। এত বড় অন্যায়, তোমার নাক্ কাণ কাট্‌তে চায়!"

গদাধর। "অন্যায় না, বড় অন্যায়। আপনি এর একটা সুবিচার করুন।"

দারগা কহিলেন, "আচ্ছা তা কর্‌ছি। কিন্তু তোমার নাক কান কেটেছে, না সুদ্ধ বোলেছে কাট্‌বো ?"

গদাধর হঠাৎ কাণে হাত দিলেন। দারগা কহিলেন, "হাঁ, আগে ভালো করে দেখ; দাবি, প্রমাণ করা চাই।"

গদাধর কহিলেন, "কাটে নাই, কিণ্টু বোলেছে কাট্‌বো।"

দারগা। "একটা স্ত্রীলোক বোলেছে তোমার নাক কাণ কাট্‌বে, তাই তুমি দৌড়ে থানায় এসেছ ? তোমার লজ্জা করে না ?"

গদাধর। "সে টেম্‌নি ষ্ট্রীলোক বটে! সেটো ষ্ট্রীলোক নয় সে ষ্ট্রীলোকের বাবা। যে বৌটী টুলেছিল যডি ডেখ্‌টে টবে বাপ্ বাপ্ করে টুমিও পালাটে।"

দারগা। "সত্তি নাকি ? তবে তো তাকে জব্দ করা উচিত। তুমি এক কাজ কর। ফিরে যাও, গিয়ে ঝগড়া কর। তোমার কাণ কেটে দিক আগে, নৈলে তো মকদ্দমা হবে না ?"

গদাধর। "আগে যদি কাণ কেটে ডেবে. টবে আমি কি লয়ে নালিস্ কর্‌বো ?"

দারগা। "কেন এক কাণ নিয়ে ?"

গদাধব বুঝিতে.পারিল, দাবগা ঠাট্টা করিতেছেন। তখন ক্রুদ্ধ হইয়া কহিল, "আচ্ছা টুমি আমার মকড্ডমা না কর. আমি জেলায় যাবো।"

দারগা কহিলেন, "সেই ভালো। এ সব মকদ্দমা এখানে হয় না।"

গদাধর উঠিয়া যাইতেছেন। দারগা কনষ্টেবলকে কহিলেন. "একটা মজা কর্‌বো দেখ্‌বে ?"

কনষ্টেবল কহিল, "কি মজা ?"

দারগা অন্য একজন কনষ্টেবলকে কহিলেন, "হরি সিং, এই লোকটিকে গাবদে দাও তো। ও মিথ্যা এজেহার দিতে এসেছে।"

হরি সিং আজ্ঞা প্রাপ্তি মাত্র গদাধরের হস্ত ধারণ করিয়া লইয়া গেল। গদাধর ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন, "টোমরা টের পাও নাই আমি কে ? ঠাক, টোমাডের মজা ড্যাকাবো ; আমি শশী বাবুর শালা, টা টোমরা জান ? আমাকে গারডে ডেওয়া সোজা কঠা নয়।"

কনষ্টেবল কহিল, "তুমি ঠাকুর যা করতে পারো ক'র। আমার কি ? আমি তো হুকুম মেনেছি। মোদ্দা তুমি আর বেশী কথা কইও না। দারগা বাবু বল্লেন, বেশী কথা কৈলে হাতকড়া লাগাতে হবে।"

শুনিয়া গদাধরের ভয় হইল, না জানি আবার হাতকড়া কি। তখন কনষ্টেবলের পায়ে পড়িতে লাগিল। "হরি সিং, টোমার পায় পাড়ি আমায় ছেড়ে ডেও।"

হরি সিং কহিল, "আমার ছেড়ে দিবার কি ক্ষমতা ?"

গদাধর। "টবে একবার রমেশ বাবুকে ডেকে ডেও।"

কনষ্টেবল ফিরিয়া আসিয়া বলিল, "রমেশ বাবু আস্‌তে পারে না।"

গদাধর। "আমি রমেশ বাবুর এটো কল্লাম, রমেশ বাবু আমার সঙ্গে একবার ডেকা কর্‌লেন না।" গদাধর এই প্রকার ক্রমাগত কখন তোষামোদ, কখন ক্রোধ প্রদর্শন করিয়া পরে সন্ধ্যাবেলা উচ্চৈঃস্বরে রোদন আরম্ভ করিল। তখন দারগা গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেমন, তুমি আর মিথ্যা মকদ্দমা কোর্‌বে ?"

গদাধর। "না।"

"স্ত্রীলোকের সঙ্গে ঝগড়া কোর্‌বে ?"

গদাধর। "না"।

"তিন হাত মেপে নাক খত দাও, তবে যেতে পাবে।"

গদাধর নাক খত দিয়া প্রস্থান করিলেন।

গদাধরচন্দ্র থানায় গেলে ক্ষণকাল পরে শশিভূষণ বাটী আসিলেন। অন্যান্য দিন অপেক্ষা সে দিন সকালে কাছারি বন্ধ হইয়াছিল। বাটী আসিয়া প্রমদাকে ক্রুদ্ধ দেখিয়া কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। প্রমদা আনুপূর্ব্বিক সমুদয় বলিলেন, কেবল প্রথমতঃ তিনিই যে ঠাট্টা করিয়াছিলেন, সেইটুকু বাদ দিলেন। শশিভূষণ শুনিয়া প্রথমতঃ চটিয়া উঠিলেন। সুযোগ বুঝিয়া প্রমদার মাতাও

আবার এই সময়ে দুই একটি টিপ্পনী করিলেন। কিন্তু শশিভূষণ রাগ করিয়া শ্যামার কি করিবেন? তাঁহাকে ধরিয়া মারিতে পারিবেন না, কিংবা এই কথা লইয়া মকদ্দমাও করিতে পারেন না; সাত পাঁচ ভাবিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

হিসাব পাশ।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে শশিভূষণের বুদ্ধি বিলক্ষণ প্রখর ছিল। সেই বুদ্ধিই শশিভূষণের উত্তরোত্তর উন্নতিব মূল। প্রথমতঃ পাঁচ টাকা বেতনে প্রবেশ করেন, কিন্তু এক্ষণে পঁচিশ টাকা হইয়াছে। তাঁহার উপরে একমাত্র দেওয়ানজী আছেন। পরম্পরায় শুনা যাইতেছে দেওয়ানজীও বুঝি বেশী দিন আর না টেঁকেন। শশিভূষণের বুদ্ধি দর্শন করিয়া বাবু যারপরনাই সন্তুষ্ট হইয়াছেন। তাঁহার বিবেচনায় শশিভূষণকে দেওয়ানী কার্য্যের ভার দিলে তাঁহার আর নিজে কিছু না দেখিলেও চলিবে। হিসাব কিতেব দেখা কি ঝঞ্ঝাটের কাজ! বাবু একবিন্দু বিশ্রাম পান না, আমোদ করা তো দূরে থাকুক; ভাবিয়া পান না, তাঁহার পিতা পিতামহ প্রভৃতি কি প্রকারে এ সমস্ত কার্য্য করিবার অবকাশ পাইতেন। বিশেষ তাঁহাদের সময়ে তো দুই তিনটি বৈ আমলা ছিল না। বাবু স্থির করিলেন, "সেকেলে" লোক খুব পরিশ্রম করিতে পারিত, তাঁহাদের বুদ্ধি তাদৃশ সূক্ষ্ম ছিল না। যাহাদের বুদ্ধি অধিক, তাহারা অধিক কায়িক পরিশ্রম করিতে পারে না। পরমেশ্বরের নিয়মই এই।

আশ্চর্য্যের বিষয় এই, লোক পরস্পর ঐশ্বর্য্যেরই হিংসা করে, বুদ্ধি বিদ্যার হিংসা করিতে দেখা যায় না। আমার অপেক্ষা এর

জমী বেশী, ওর টাকা বেশী, অনেকেই বলে। কিন্তু কে কোথায় কাহাকে বলিতে শুনিয়াছে, "আমার অপেক্ষা অমুকের বুদ্ধি বেশী?" বুদ্ধি থাকিলে ধন হয়, জমী হয়, জমীদারী হয়, কিন্তু তথাপি অমুকের মতন আমার বুদ্ধি হউক, এ কথা কেহই বলে না।

বাবুর পিতা পিতামহেরা এক সন্ধ্যা আতপান্ন আহার করিয়া কৃশকায়ে যাহা করিতেন, বাবু তিন বেলা মৎস্য মাংস ও প্রয়োজন মত বলকারক "আরক" সেবন করিয়াও তাহা করিতে পারেন না। তাঁহার বুদ্ধি কম? তা নয়। তবে কি না "সেকেলে" লোকের বরদাস্ত হইত। বাবুর ততদূর সহিষ্ণুতাও নাই, আর ততদূর শারীরিক বলও নাই।

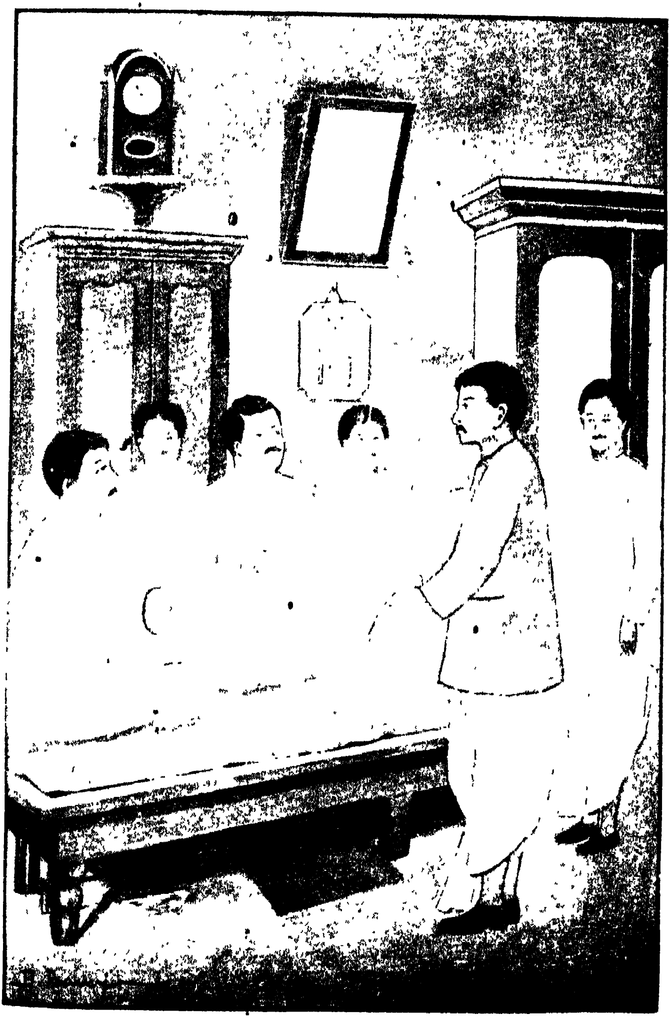
শশিভূষণের বুদ্ধি আছে, বল আছে, সহিষ্ণুতা আছে এবং মিষ্ট কথায় মনের তুষ্টি সম্পাদন করার শক্তিও আছে। তিনি ক্রমে ক্রমে উচ্চপদাভিষিক্ত হইবেন তাহার বিচিত্র কি?

এক্ষণে শশিভূষণের অধীন সাত আট জন আমলা। সকলেই বিশ্বাসী। শশিভূষণ সর্ব্বাপেক্ষা বিশ্বাসী তিনি যাহা দেখিয়া দিবেন, তাহাতে "ভুল চুক" থাকিবার যো নাই। সমস্ত খরচ তাঁহার হাতে।

শশিভূষণ হিসাবের কতক গুলি কাগজ হস্তে লইয়া বাবুর নিকট উপস্থিত হইয়া কহিলেন, "বাবু, শিবমন্দির ও শিবপ্রতিষ্ঠার খরচের হিসাব প্রস্তুত হয়েছে, দেখুন।"

বাবু। (বন্ধুগণ-পরিবেষ্টিত) "তুমি ভাল করে দেখেছ? কোন ভুল চুক নাই তো?"

শশি। "আমি তো কিছু টের পেলাম না। আমার যতদূর



["তুমি ভাল করে দেখেছ ? কোন ভুল চুক নাই তো ?"
স্বর্ণলতা পৃ, ১০২]

বিদ্যা, তার মধ্যে এক পয়সার তফাৎ দেখ্‌তে পাচ্ছি না। আপনি না দেখ্‌লে ভুল চুক আছে কি না, কি প্রকারে বোল্‌বো।"

বাবু মহা সন্তুষ্ট! শশিভূষণের অপেক্ষা এ সব কর্ম্ম তিনি বেশী বোঝেন, শশিভূষণ তাহা নিজেই স্বীকার করেন। বাবু কহিলেন, "তবে আর কি দেখ্‌বো, তুমি দেখেছ তা হলেই হলো।"

শশিভূষণ তাঁহার অধীন এক জন কর্ম্মচারীর সমভিব্যাহারে হিসাব পাশ করিতে গিয়াছেন। বাবুর কথা শুনিয়া পরস্পর একবার চোকোচোকি করিলেন। তাঁবেদার কর্ম্মচারী ঈষৎ হাস্ত করিলেন। কিন্তু সে হাসি শশিভূষণ টের পাইলেন, আর কাহারও টের পাইবার যো নাই; শশিভূষণ ঈষৎ চক্ষু গরম করিলেন, যেন সে স্থানে, সে সময়ে, সে হাসিটুকুও হাসা ভাল হয় নাই। তাঁবেদার মৃত্তিকার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া রহিলেন।

বাবুর একজন বন্ধু ইংরাজিতে কহিলেন, "কাজ হইয়া গেল, এক্ষণে ইহাদিগকে বিদায় করিবার আপত্তি কি?"

বাবু একটু চুপ করিয়া থাকিয়া কহিলেন, "আর কোন কাজ উপস্থিত আছে?"

শশি। "আজ্ঞা না।" আপাততঃ তো কিছুই দেখ্‌ছি না। হস্তস্থিত কাগজগুলাকে একবার নাড়িয়া "এটায় মোট কত খরচ হলো, একবার দেখ্‌লে ভাল হতো না?"

বাবু শশিভূষণের কাগজ নাড়া দেখিয়া ভাবিলেন, একবার আরম্ভ করিলে তো সহজে শেষ হয় তাহার সম্ভব নাই। বিশেষ ছিপী খোলা বোতলটা তক্তপোষের নীচে রহিয়াছে। তাহা হইতে কত উড়িয়া যাইতেছে। গেলাসে যেটুকু ঢালা আছে, সে

তো একেবারেই নষ্ট হইয়া যাইতেছে। প্রকাশ্যে কহিলেন, "কত হয়েছে বল।"

শশি। "চব্বিশ হাজারের এষ্টিমিট্ ছিল, কিন্তু একত্রিশ হাজার তিন শত তের টাকা খরচ হয়েছে।"

কথাগুলি কহিয়া শশিভূষণের ওষ্ঠাধর যেন ঈষৎ কম্পিত হইল।

বাবুও যেন একটু আশ্চর্য্য হইলেন। কিন্তু বয়স্যগণের মধ্যে এই কটি টাকার জন্য সমুদয় হিসাব দেখা অপমানের কথা বিবেচনা করিয়া, কিছু বলিলেন না। এক জন বয়স্য ইংরাজিতে কহিলেন, "ইষ্টিমিটের চাইতে প্রকৃত খরচ তো চিরকাল বেশী হয়ে থাকে।" বাবু কতক অভিমানের ভয়ে, কতক বন্ধুর কথায় শশিভূষণের হস্ত হইতে কাগজগুলি লইয়া ইংরাজিতে নাম সই করিয়া দিলেন। হিসাব পাশ হইল।

হিসাব স্বাক্ষরিত হইলে শশিভূষণ কাগজগুলি লইয়া কাছারি আসিলেন। এ দিকে তক্তপোষের নিম্ন হইতে গেলাস ও বোতল উপরে উঠিলেন। বাবুরা আমোদে আসক্ত হইলেন। শশিভূষণ অধীন কর্ম্মচারিগণের সহিত বাটীতে পৌঁছিয়া লাভ বণ্টন করিতে লাগিলেন।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

শশিভূষণ পুরাতন বাড়ীটা কি করিবেন ?

প্রমদার মাতা ও ভ্রাতার আগমন এবং শশিভূষণের দেওয়ান হওয়া অবধি শশিভূষণের বাটীতে থাকিবার অত্যন্ত অসুবিধা হইল। বাটীতে স্থান অল্প। বৈঠকখানা অর্দ্ধেক হইতে হইতেই বন্ধ রহিয়াছে। শশিভূষণ ভাবিলেন, অল্প অল্প খরচ করিলেই বৈঠকখানা প্রস্তুত হয়। অতএব তাহাই করা উচিত। কিন্তু প্রমদা এবিষয়ে অনুমোদন করিলেন না। ঘরটি প্রস্তুত হইলে বিধুভূষণকে কালে তাহার অংশ দিতে হইবে, ইহা অপেক্ষা অন্যায় কথা আর কি হইতে পারে ? শশিভূষণের প্রমদার কথা লঙ্ঘন করিবার সামর্থ্য হইল না। সুতরাং অন্য একটি স্থান ক্রয় করিয়া শশিভূষণ বৈঠকখানা প্রস্তুত করিতে বাধ্য হইলেন। কিন্তু স্থান ক্রয় করিবার সময় এই এক প্রতিবন্ধক উপস্থিত হইল, "কাহার নামে কেনা যায় ?" শশিভূষণের নিজ নামে তো হইতেই পারে না। কারণ তাহা হইলেই পাছে বিধুভূষণ মোকদ্দমা করিয়া তাহার অংশ লয়। সেই কারণ প্রযুক্ত প্রমদার নামেও হইল না। পরিশেষে সাত পাঁচ ভাবিয়া গদাধরচন্দ্রের নামে স্থান খরিদ করা হইল। গদাধরের ইহাতে আহ্লাদের সীমা রহিল না।

প্রথমতঃ, বৈঠকখানাই প্রস্তুত করিবার কথা, কিন্তু ক্রমে ক্রমে একটি সুন্দর বাটী হইল। শশিভূষণ সপরিবারে সেই নূতন

বাটীতে উঠিয়া গেলেন। সরলা, গোপাল ও শ্যামা সেই পুরাতন বাটীতে রহিলেন। এখন পুরাতন বাটীতে যে অংশ আছে, তাহা কি করিবেন শশিভূষণ চিন্তা করিতে লাগিলেন। পল্লিগ্রামে বাটী ভাড়া হইবার সম্ভাবনা নাই। শূন্য ফেলিয়া রাখিলেও ক্রমে ক্রমে নষ্ট হইয়া যায়। শশিভূষণ প্রমদাকে ডাকিয়া পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিলেন। প্রমদা একটু মিষ্ট হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আগে তুমি কি মনে করেছ বলো, তার পর আমার মনের কথা বোল্‌বো।"

শশি। "না আগে তুমি বলো।"

প্রমদা একবার একটু মন-কেড়ে-লওয়া গোছের হাঁসি হাসিয়া শশিভূষণের নিকট গিয়া বসিলেন এবং সেইরূপ হাসিতে হাসিতে কহিলেন, "তুমি না বোল্লে, আমি বোল্‌বো না।"

শশি। "আমি মনে করেছি ও বাড়ীটা সমুদয়ই বিধুকে দিব।"

এই সময়ে প্রমদার মুখপানে চাহিয়া দেখিলেন, মুখচন্দ্রমা মেঘাচ্ছন্ন। অমনি পুনরায় কহিলেন, "এই মনে করেছি, কিন্তু তোমাকে না জিজ্ঞাসা করে কি আমি কোন কাজ কর্‌তে পারি? এখন তোমার বিবেচনায় কি হয় বলো?"

প্রমদা। "আমার বিবেচনা নিয়ে তুমি কি কর্‌বে? তোমার বাড়ী, তোমার যা খুসি তাই করো।"

শশিভূষণ কথার ভাব বুঝিয়া অত্যন্ত ভীত হইলেন। ব্যস্ত সমস্ত হইয়া কহিলেন, "আচ্ছা, আজ একথা এই পর্য্যন্তই থাক, আর এক দিন হবে। দুদিন থাক্‌লে বাড়াটে আর পচে যাবে না।"

ষোড়শ পরিচ্ছেদ ।

নীলকমল কর্ত্তৃক অদৃষ্টের ফলাফল-বর্ণন ।

পাঠক মহাশয়ের স্মরণ থাকিতে পারে, আমরা বিধুভূষণ ও নীলকমলকে এক মুদীর দোকানে রাখিয়া অন্যান্য বিষয়ের বর্ণনা করিতে গিয়াছিলাম। তাঁহারা সে রাত্রি সেই মুদীর দোকানেই ছিলেন, তাহাও জানেন। পরদিবস প্রত্যূষে গাত্রোত্থান করিয়া মুদীব দোকান হইতে পুনরায় কলিকাতার পথে চলিলেন। ক্ষণকাল গমন করিয়া উভয়ে এক বৃক্ষমূলে শ্রান্তি দূর করিবার মানসে উপবেশন করিলেন। পূর্ব্ব দিবস নীলকমল ক্রমাগতই গান করিয়াছিল। অদ্য নীলকমলের মুখে কথা নাই। যে সর্ব্বদা বকে, তাহাকে চিন্তাকুল দেখিলে তাহার সমভিব্যাহারী লোকের মনে এক প্রকার কষ্ট অনুভূত হয়, বোধ হয় তাহা সকলেই জানেন। বিধুভূষণের মনেও সেই কষ্ট হইতেছিল। কিন্তু কথা কহিতে গেলেই পাছে নীলকমল গান ধরে, এই ভয়ে এতক্ষণ কথা কন্ নাই, বৃক্ষমূলে বসিয়া তামাক খাইতে খাইতে বিধুভূষণ জিজ্ঞাসা করিলেন, "নীলকমল কি ভাব্‌ছ ?"

বিধু ক্ষণকাল চুপ করিয়া পরে আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "নীলকমল কি ভাব্‌ছ ?"

নীলকমল কথার জবাব না দিয়া, একটু পরে জিজ্ঞাসা করিল, "দাদাঠাকুর, (নীলকমল এই অবধি বিধুভূষণকে 'দাদাঠাকুর'

বলিয়া ডাকিতে আরম্ভ করিল) যে সাহেবেরা খ্রীষ্টান করে, তারা যা বলে সব কি সত্যি ?”

বিধুভূষণ কহিলেন, “কি বলে তা না শুন্‌লে কেমন কোরে বোল্‌বো ?”

নীল। এই যে তারা বলে, খ্রীষ্টান হলে মেম দেবে, তা কি যথার্থ ই দেয় ?

বিধু হাসিয়া উত্তর করিলেন, “কেন ? যদি দেয়, তা হলে তুমি খ্রীষ্টান হবে না কি ?”

নীলকমল কহিল, “হতে তো ইচ্ছা করে, কিন্তু জাত যাবে যে ? আচ্ছা বেহ্মজ্ঞানী হলে কি তারা বিয়ে দিয়ে দেয় ?”

বিধু কহিলেন, “তা তো আমি বোল্‌তে পারি নে।”

নীল। বেহ্মজ্ঞানী হলে জাত যায় না, তাই আমার ইচ্ছা করে বেহ্মজ্ঞানী হই। কিন্তু যদি পাদরি সাহেবেরা মেম দেয়, তা হলে খ্রীষ্টানই হই। বাঙ্গালী বে করার চাইতে মেম বে করা ভাল। কেমন দাদাঠাকুর, ভালো নয় ?

বিধু। সে যার যেমন ইচ্ছা। তুমি যে মেম বে কর্‌বে, তাকে খেতে দেবে কি, আর পরাবেই বা কি ?

নীল। সেই তো ভাবনা। আমি তাই ভাব্‌ছিলাম। যাই, বিদেশে তো যাচ্ছি, কিছু না কিছু অদেষ্টে জুটে যাবেই।

বিধু। তার আর সন্দেহ কি।

উভয়ে পুনরায় বৃক্ষমূল হইতে গাত্রোত্থান করিয়া রাস্তায় চলিতে লাগিলেন। নীলকমল তথাপি পূর্ব্ব দিবসের ন্যায় কথা কহে না। ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া পরে কহিল, “দাদাঠাকুর,

যার যা কপালে থাকে, কেউ খণ্ডন কোর্‌তে পারে না। আমি তাব এক গল্প জানি। আমারও যদি কপালে লেখা থাকে, মেমের সঙ্গে বে হবেই হবে।”

বিধুভূষণ জিজ্ঞাসা করিলেন, “কি গল্প বলো দেখি।”

নীলকমল নিম্নলিখিত গল্পটীর বর্ণনা করিল।

এক গ্রামে এক ব্রাহ্মণ বাস করিত। তাহার স্ত্রী ও পুত্র ছিল। এক দিবস রাত্রে ব্রাহ্মণ সপরিবারে শয়ন করিয়া আছে, এমন সময়ে ঘরের আড়কাঠা হইতে একগাছি রজ্জু ঝুলিতেছে দেখিতে পাইল। ব্রাহ্মণ পাশ ফিরিয়া নিদ্রা যাইবার চেষ্টা করিল, কিন্তু নিদ্রা হইল না। পরে হঠাৎ সেই রজ্জুগাছ তাহার দৃষ্টিপথে পতিত হইল। একবার পূর্ব্বাপেক্ষা একটু লম্বা বোধ হইল। ব্রাহ্মণ ভাবিল ইঁদুরে দড়িগাছা ফেলিয়া দিতেছে। ক্ষণকাল মধ্যে দড়িগাছি একটি সাপের ন্যায় হইল। ব্রাহ্মণ স্ত্রীকে ডাকিবে, কিন্তু ইতিপূর্ব্বেই সাপ নামিয়া তাহার স্ত্রীকে ও পুত্রকে দংশন করিল। ব্রাহ্মণ দেখিয়া ভীত ও বিস্মিত হইল। তাহার স্ত্রী ও পুত্র অবিলম্বেই প্রাণত্যাগ করিল। সাপটিও গৃহদ্বারের একটী রন্ধ্র দিয়া বাহির হইয়া গেল। ব্রাহ্মণ সাপের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল। ভোর হইলে সাপ ব্যাঘ্ররূপ ধারণ করিয়া এক কৃষকের প্রাণবধ করিল; এবং একটু পরে এক বৃষ হইয়া একটী বালককে নষ্ট করিল। ব্রাহ্মণ এখনও পশ্চাৎ পশ্চাৎ আছে। ক্ষণকাল পরে সেই বৃষ একটী বৃদ্ধ মানুষের আকার ধারণ করিল। তখন ব্রাহ্মণ তাহার পদতলে পতিত হইয়া তাহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিল। বৃদ্ধ প্রথমতঃ পরিচয় দিতে অস্বীকার করিল; কিন্তু

ব্রাহ্মণের আগ্রহাতিশয় দেখিয়া কহিল, "আমি কর্ম্মসূত্র, অর্থাৎ যাহার যেরূপে মৃত্যু হইবে অদৃষ্টে লেখা থাকে, আমি সেইরূপে তাহার প্রাণ সংহার করি।" ব্রাহ্মণ জিজ্ঞাসা করিল, "আমি কিসে মরিব বলিয়া দিন।" বৃদ্ধ কহিল "পাগল! সে কথা বলিতে নাই।" কিন্তু ব্রাহ্মণ কোন মতেই তাহার পাছাড়িল না। অগত্যা বৃদ্ধ কহিল, "তোমাকে গঙ্গায় কুমীরে মারিবে।"

ব্রাহ্মণ এই কথা শুনিয়া পুনরায় আর বাটী না গিয়া পূর্ব্ব মুখে গমন করিতে আরম্ভ করিল; অর্থাৎ, যে দেশে গঙ্গা নাই। দিনকতক গমনের পর এক রাজার রাজ্য ত্যাগ করিয়া আর এক রাজার রাজ্য মধ্যে প্রবেশ করিল। তথায় এক বাটীতে বাসা করিয়া রহিল।

ব্রাহ্মণ যে রাজ্যে গমন করিল, তথাকার রাজার সন্তানাদি হয় নাই। ব্রাহ্মণ শুনিয়া রাজার নিকটে গিয়া নিবেদন করিল, "মহারাজ, আমি এক স্বস্ত্যয়ন জানি, তাহা করিলে আপনার সন্তান হইবে।" রাজা ব্রাহ্মণকে স্বস্ত্যয়ন করিতে অনুরোধ করিলেন। ব্রাহ্মণ স্বস্ত্যয়ন করিলে মহারাজের এক বৎসরের মধ্যে একটী পুত্র জন্মিল।

রাজা ব্রাহ্মণকে নিজ বাটীতে রাখিলেন; এবং রাজপুত্র বড় হইলে ব্রাহ্মণকে তদীয় শিক্ষাকার্য্যে নিযুক্ত করিলেন। রাজপুত্র ক্রমে ক্রমে সমস্ত অধ্যয়ন করিয়া দেশভ্রমণে যাইবেন। রাজা ব্রাহ্মণকে সমভিব্যাহারে যাইতে কহিলেন। ব্রাহ্মণ কহিল, "আমি সর্ব্বস্থানে যাইতে পারিব, গঙ্গাতীরে যাইব না।" রাজা কারণ জিজ্ঞাসা করায় ব্রাহ্মণ আত্মবৃত্তান্তের বর্ণনা করিল। রাজা

হাসিয়া কহিলেন, "আচ্ছা, তোমাকে গঙ্গাতীরে যাইতে হইবে না।" রাজপুত্র ব্রাহ্মণের সমভিব্যাহারে নানাস্থান পর্য্যটন করিয়া গঙ্গাতীরে যাইবার মানস প্রকাশ করিলেন। ব্রাহ্মণ তাঁহার সহিত যাইতে অস্বীকার করিল। কিন্তু রাজপুত্র কহিলেন, "আপনাকে তো আর রাস্তা হইতে কুমীর লইয়া যাইবে না? তবে যাইতে ভয় কি?" ব্রাহ্মণ অগত্যা সম্মত হইল।

যোগের সময় রাজপুত্র গঙ্গাস্নানে যাইবেন, এজন্য ব্রাহ্মণকে সমভিব্যাহারে লইয়া যাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। কহিলেন, "আপনি তীরে থাকিয়া মন্ত্র পড়াইবেন, তাহাতে ভয় কি?" ব্রাহ্মণকে অনিচ্ছা সত্ত্বেও রাজকুমারের সহিত গমন করিতে হইল। গঙ্গাতীরে সহস্র সহস্র লোক স্নান করিতেছে দেখিয়া তাঁহার সাহস হইল। রাজপুত্র স্নান করিবার জন্য জলে নামিলেন; ব্রাহ্মণ তীরে থাকিয়া মন্ত্র পড়াইতে লাগিলেন। কিন্তু লোকের কোলাহলে রাজপুত্র শুনিতে না পাইয়া কহিলেন, "আমার লোকে চতুষ্পার্শ্ব ঘিরিয়া দাঁড়াইবে, আপনি মধ্যস্থলে থাকিয়া মন্ত্র পড়ান।" বলিবামাত্র রাজপুত্রের লোকে তাঁহাকে বেষ্টন করিল এবং ব্রাহ্মণও সেই বেষ্টিত স্থানের মধ্যে গিয়া মন্ত্র পড়াইতে লাগিলেন। মন্ত্র সমাপন হইলে রাজপুত্র ব্রাহ্মণকে বলিলেন, "মহাশয় আমি সেই কর্ম্মসূত্র।" এই বলিতে বলিতে কুম্ভীরের রূপ ধারণ করিয়া ব্রাহ্মণকে লইয়া সলম্ফে গভীর জলে চলিয়া গেল।

বিধুভূষণ নীলকমলের গল্প শুনিয়া কিঞ্চিৎ বিস্মিত হইলেন, এবং কিঞ্চিৎ চিন্তাকুলও হইলেন। ক্ষণকাল পরে উভয়ে রাস্তার ধারে এক দোকানে গিয়া উপস্থিত হইলেন।

নীলকমল দোকানে প্রবেশ করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "দোকানী ভাই, এখানে দুজন ব্রহ্মজ্ঞানী এসেছিল ?"

নীল। যদি এসে থাকে তবে ঐ রাস্তায় যে কথাটা বোলে ছিলাম, তার মীমাংসা কোরে যেতাম।

মুদী কহিল, "না বাপু, ব্রহ্মজ্ঞানী ট্যানী কেউ এখানে আসে নি।" নীলকমল মুদীর কথা শুনিয়া কিঞ্চিৎ ক্ষুণ্ণ হইল। তার মনে বিশ্বাস ছিল যে, দোকানে আসিয়া পূর্ব্বরাত্রের ব্রাহ্মদ্বয়ের সহিত দেখা হইবে।

অতঃপর উভয়েই সেই দোকানে স্নানাহার করিলেন; এবং পথশ্রান্তিতে অত্যন্ত কাতর থাকায় সে রাত্রিও সেই স্থানে যাপন করিলেন।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

সহরের সুখ।

পরদিবস প্রাতে আবার উভয়েই চলিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহারা যতই কলিকাতার সন্নিহিত হইতে লাগিলেন, নীলকমলের ততই আহ্লাদ হইতে লাগিল। কিন্তু কলিকাতা কেমন স্থান, নীলকমল তাহার কিছুই জানে না; এজন্য বিধুকে জিজ্ঞাসা করিল, "হাঁ দাদাঠাকুর, কলিকাতা কেমন জায়গা?"

বিধু। কেমন জায়গা জিজ্ঞাসা কোল্লে এখন আমি কি বোলবো? কত বড় তাই জিজ্ঞাসা কর্‌ছো, না কেমন জল হাওয়া, এর আমি কোন্‌টার জবাব দেবো?

নীল। আমি সব জিজ্ঞাসা কোর্‌ছি। কলিকাতার কি আমাদের দেশের মত মাটি?

বিধু হাসিয়া উত্তর করিলেন, "আমাদের দেশের মতন না কি আর এক রকম মাটি?"

নীল। আচ্ছা, কলিকাতা যে বড় সহর বলে, তা সহরটা কি আমাকে বল দেখি।

বিধু। সহর এই যে, মস্ত বাজার, অসংখ্য দোকান, অসংখ্য লোক জন।

নীল। আচ্ছা আমাদের হাটে যত লোক হয়, তত লোক?

বিধু। কোথায় তোমাদের হাট ? কলিকাতায় যত লোক, এত লোক এ দেশে আর কোন জায়গায়ই নাই।

নীল। আচ্ছা, সেখানে ক দিন অন্তর হাট হয় ?

বিধু। হাট কি ? সেখানে কি হাট আছে ? রোজই যে জিনিস ইচ্ছা হয়, তাই কিন্‌তে পাওয়া যায়। কত শত দোকান আছে। রোজ কত শত জায়গায় বাজার বসে।

নীল। আচ্ছা, রোজ বাজার বসে, আর এত দোকান আছে, রোজ খদ্দের হয় কোথা থেকে ? আমাদের হাট তো মস্ত হাট, কিন্তু তা তো রোজ হয় না। আর এক দিন জিনিস কিন্‌লে আর তিন দিন কিন্‌তে হয় না।

বিধুভূষণ কহিলেন, "কোথা থেকে খদ্দের হয়, একটু পরে দেখ্‌তে পাবে। আমি আর এখন বকৃতে পারি না।"

উভয়ে ক্ষণকাল মৌনভাবে চলিয়া নীলকমল জিজ্ঞাসা করিল, "এখন বলো দাদাঠাকুর, কোথা থেকে খদ্দের হয় ?"

বিধু কিঞ্চিৎ ক্রুদ্ধ হইয়া কহিলেন, "বোল্লাম এখনকার সময় নয়, তবু জিজ্ঞাসা করবে ? অমন কর তো আমি কিছুই বোল্‌বো না।"

আবার অনেকক্ষণ চুপ করিয়া গেল। কলিকাতার যতই নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল, ততই লোকের সমারোহ বেশী দেখিয়া নীলকমল জিজ্ঞাসা করিল, "আচ্ছা দাদাঠাকুর, এত লোক কোথায় যাচ্ছে ? বোধ হয় কোন জায়গায় যাত্রা হচ্ছে।"

বিধু। হাঁ যাত্রা হচ্ছে, না তোমার মাথা হচ্ছে। দেখ্‌তে পাচ্ছ না প্রায় কলিকাতায় পৌঁছিলাম। এখানে লোক হবে না তো কোথায় হবে ?

নীল। এত লোক কি সকলেই কলিকাতায় যাচ্ছে?

বিধু। হাঁ।

নীলকমল আবার খানিক চুপ করিয়া রহিল। শ্যামবাজারের নিকটবর্ত্তী হইয়াছে। একখানা ঘোড়ার গাড়ী আসিতেছে দেখিয়া নীলকমল বলিয়া উঠিল, "দাদাঠাকুর, হ্যাদে দেখ এ আবার একটা কি?"

বিধুভূষণ হাসিয়া কহিলেন, "নীলকমল, তুমি কখন গাড়ী দেখ নি?"

নীল। দেখ্‌বো না কেন? রহিম ঘরামীর গাড়ী দেখেছি আর আর কত লোকের গাড়ী দেখেছি।

বিধু। সে তো গরুর গাড়ী। কখন ঘোড়ার গাড়ীর নাম শোনো নি?

নীল। এরি নাম ঘোড়ার গাড়ী?

বিধুভূষণ উত্তর করিলেন, "হাঁ। কেন, তুমি কি কৃষ্ণনগর যাও নাই? সেখানে কত ঘোড়ার গাড়ী আছে।"

নীলকমল কহিল, "আমি ভাব্‌তাম ঘোড়গাড়ী আর গরুর গাড়ী এক রকম, এতে গরু যোড়ে, ওতে ঘোড়া যোড়ে। এ দেখি একখান পাল্কীর মতন—তা কেমন করে টের পাবো?"

এই বলিতে বলিতে উভয়ে শ্যামবাজারের পুল পার হইল। নীলকমল পুল পার হইয়া দেখে কতকগুলি গাড়ী যাচ্ছে। অত্যন্ত আহ্লাদিত হইয়া কহিল, "দাদাঠাকুর হ্যাদে ডানদিকে দেখ কত ঘোড়গাড়ী। বাপ্‌রে!"

নীলকমলের চোক আর রাস্তার দিকে নাই; ক্রমাগত

এদিক্ ওদিক্ দেখিতেছে, এমন সময় একখান গাড়ী আসিয়া তাহার গায়ে পড়িবার যো হইল। গাড়োয়ান "হট্ যাও" বলিয়া হাতের চাবুক্ দ্বারা নীলকমলকে প্রহার করিল। নীলকমল হঠাৎ সম্মুখে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিল, গাড়ী তাহার উপর চড়িবার উপক্রম করিয়াছে। অমনি 'বাবা রে' বলিয়া রাস্তার ডানদিকে চলিয়া গেল।

বিধুভূষণ কহিলেন, "নীলকমল, এ তোমার গাঁ নয়, তোমার গাঁয়ের হাটও নয়, এখানে রাস্তা দেখে না চল্লে মারা পড়্বে। এখনি গিয়াছিলে আর কি !"

নীল। দাদাঠাকুর, এখন অবধি আমি তোমার গা ধরে চল্‌বো। এই বলিয়া বিধুভূষণের হস্তধারণ করিলে, বিধু কহিলেন "আমাকে ধর্‌লে লাভের মধ্যে এই যে তুমিও মারা যাবে, আমিও মারা যাবো। তা না করে তুমি আমার পিচু পিচু এস, আর মাঝে মাঝে চারিদিকে চেয়ে দেখ। পাগলের মত এক জিনিসের দিকে ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে চেয়ে থেকো না।"

বিধুভূষণ যদিও কখন কলিকাতায় আসেন নাই, কিন্তু কৃষ্ণনগরে সর্ব্বদা তাঁহার যাতায়াত ছিল এবং তিনি নীলকমলের মত ব্যাকুব নন। সুতরাং তাঁহার পক্ষে কলিকাতা তত নূতন বোধ হইল না। নীলকমলকে ডাকিয়া কহিলেন, "নীলকমল, কলিকাতার মধ্যে থাকা তো বড় কষ্ট, চল আমরা কালীঘাট যাই, গঙ্গাস্নান করা হবে; কালীদর্শন হবে, আর সেখানে একটু এর চাইতে কম গোলযোগ শুনিছি।"

নীলকমলের কলিকাতা দেখিবার বড় স্পৃহা ছিল, কিন্তু

দেখিয়া তাদৃশ শ্রদ্ধার উদ্রেক হইল না। চটিয়া উঠিয়া কহিল, এখনও জ্বলিতেছে, সুতরাং কালীঘাটে কম গোলযোগের নাতি, যা সেখানে যাইতে প্রস্তুত হইল। কিন্তু জিজ্ঞাসা করিল, "দাদাঠাকুর, এখানে লোক কি সুখে থাকে? চারিদিক থেকে যে গন্ধ বেরিয়েছে, আর রাস্তায় বেরুলে হয় তো চাবুক খেতে হয়, নয় গাড়ীচাপা পড়্‌তে হয়।"

বিধুভূষণ হাসিয়া কহিলেন, "কলিকাতায় থাক্‌বার ঐ সুখ।"

নীল। আমি এমন সুখ চাইনে। চল, এখন কালীঘাটে যাই। কিন্তু সেখানে গিয়া পৌঁছিতে পার্‌লে হয়। ঘোড়গাড়ীর যে হ্যাংগাম।

বিধু। কালীঘাটে তো যাবে, কিন্তু রাস্তা চিনিনে তো, শুনেছি কালীঘাট এর দক্ষিণ, চল দক্ষিণমুখে যাই।

এদিক্ ওদিক্ দেখিতে
তাহার গায়ে
হাতের

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

সুহৃদ্ভেদ।

কালীঘাটে যাইবেন কৃতসঙ্কল্প হইয়া বিধুভূষণ ও নীলকমল দক্ষিণমুখে চলিতে আরম্ভ করিলেন। ভবানীপুরের বাজারে আসিয়া বিধুভূষণ বলিলেন, "নীলকমল্, এই তো কালীঘাট বোধ হচ্ছে। কাহাকেও জিজ্ঞাসা করো দেখি কালীবাড়ী কোথায়?"

নীলকমল রাস্তার এক জন লোককে জিজ্ঞাসা করিল, "কালীবাড়ী কোথায়?"

যাহাকে জিজ্ঞাসা করিল সে এক জন ঢাকাই চালওয়ালা মহাজন। পূর্ব্বদেশে কখনও কথার সোজা জবাব দেয় না। একটা প্রশ্ন করিলে তৎপরিবর্ত্তে পাঁচটা জিজ্ঞাসা করাই সে দেশের নিয়ম। নীলকমলের কথা শুনিয়া মহাজন জিজ্ঞাসা করিল, "আস্ছো কোয়াহে হে?"

নীলকমল কহিল, "কেষ্টনগর থেকে।"

মহাজন। আর কহন কি কল্কতায় আস নাই?

নীলকমল। তা হলে আর তোমাকে জিজ্ঞাসা কোর্বো কেন?

মহাজন। যাবা কোয়ানে?

বিধুভূষণের বিরক্তি বোধ হইল্। রৌদ্রে চলিয়া চলিয়া মাথা ধরিয়াছে। ক্ষুধায় গা ঘুরিতেছে। ঢাকাই মহাজনের কথা শুনিয়া বলিলেন, "আমরা যাব চুলোয়।"

মহাজন বিধুভূষণের কথা শুনিবামাত্র চটিয়া উঠিয়া কহিল, "এ যে বারি বর মানুষ দেহি, যেন রাজা রাজবল্লভের নাতি, যা তোরা দেহে নেগে কালীবাড়ী, আমি তো বোলমু না।"

বিধু। না বোল্লে তো বোয়েই গেল। চল নীলকমল, আমরা খুঁজে নিতে পার্‌বো।

আবার খানিকদূর গিয়া বিধুভূষণ মনে করিলেন, রাস্তার লোকের উপর বিরক্ত হইয়া নিজে কষ্ট পাওয়া অতি নির্ব্বোধের কাজ। এমন সময় এক ব্রাহ্মণ গলায় একখান গামছা, কপালে সিন্দুরের ফোঁটা, হাতে এক ছড়া ফুলের মালা, তাঁহাদের দিকে আসিতেছে। বিধুভূষণ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহাশয়, কালীঘাটে কোন্ দিক্ দিয়ে যাবো ?"

জিজ্ঞাসা করিবামাত্র ব্রাহ্মণ চিরপরিচিতের ন্যায় বিধুভূষণের হস্ত ধরিয়া কহিল, "তার জন্যে ভাবনা কি ? আমার সঙ্গে এস, আমি সেইখানে যাচ্ছি।" নীলকমল ও বিধুভূষণ তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন।

ব্রাহ্মণটি মা কালীর পাণ্ডা। সে যে শিকারে বাহির হইয়া ছিল, তাহাই পাইয়াছে। রাস্তায় নানাবিধ মিষ্টালাপ করিয়া বিধুকে ও নীলকমলকে কালীঘাটে লইয়া গেল।

বিধুভূষণ ও নীলকমল প্রায় অপরাহ্নে কালীঘাটে গিয়া পৌঁছিলেন। পৌঁছিয়া গঙ্গাস্নান করিতে গেলেন। নীলকমলের গঙ্গা দর্শনে অভক্তি হইল। বিধুভূষণকে কহিল, "দাদাঠাকুর, এই কালীঘাটের গঙ্গা ? এরই এত নাম ? এর চেয়ে আমাদের হাঁসখালির নদী ঢের ভালো, সেখানে কাদাও কম।" বিধুভূষণ

বলিলেন, "এই গঙ্গায় এত লোকের উদ্ধার হলো, তুমি আর আমি কি হতে পার্‌বো না?" এইরূপ গল্পে স্নান সমাপন করিয়া উভয়ে কালীর মন্দিরে গেলেন। পাণ্ডাজী সঙ্গে সঙ্গেই আছেন। পথ প্রদর্শন করিয়া লইয়া যাইতেছেন। মন্দির দেখিয়াও নীলকমলের বড় ভক্তি হইল না, কিন্তু কালী দর্শন করিয়া একবারে অভক্তির পরাকাষ্ঠা হইল। "দাদাঠাকুর, দূরে থেকে সব জিনিষের বড় বড় কথা শুনা যায়। তুমি বোল্লে বিশ্বাস কোর্‌বে না, কিন্তু যে দিব্বি বলো, আমি কর্‌তে পারি, এর চেয়ে আমাদের গাঁয়ে রামা কুমোর ভালো ঠাকুর গড়্‌তে পারে।" বিধুভূষণ কহিলেন, "আচ্ছা, পারে ভালই, এখন যা কোর্‌তে এসেছ কোরে যাও।"

উভয়ের কালীদর্শন করা হইল। মন্দিরের দ্বারে এক জন কালীর পরিচারক ছিল। বিধু ও নীলকমল প্রণাম করিয়া উঠিবামাত্রেই সে দর্শনী ও প্রণামী পয়সা চাহিল। বিধুভূষণ জিজ্ঞাসা করিলেন, "কত দিতে হবে?"

পরিচারক কহিল, "তাহার নিয়ম নাই, কিন্তু আট আনার কম নয়, অধিক যত দিতে পারো, তত তোমাদেরই ভালো।"

বিধুভূষণ কোমরস্থিত থলি হইতে চারি আনা দিলেন। নীলকমল না দিয়া চলিয়া আসিতেছে। পরিচারক জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি দিলে না?"

নীলকমল কহিল, "আমি বাবুর চাকর, আমি আর কি দেবো?"

উভয়ে মন্দির হইতে বাহিরে আসিলে পাণ্ডা হস্তপ্রসারণ করিয়া কহিল, "আমাকে কি দেবে দাও?"

বিধুষভূণ কহিলেন, "তোমাকে আর কি দেবো? একবার তো দিয়ে এলাম।"

পাণ্ডা কহিল, "ও তো প্রণামী দিলে। তুমি প্রণামী কেন লাক টাকা দাও না? তাতে আমার কোন লাভ নাই। আমি যে তোমাদের সঙ্গে করে এনে কালী দর্শন করালাম, তার বক্‌সিস্ কই? আর ফুল দিলাম, সিন্দুর দিলাম, এর দক্ষিণা কৈ?"

বিধুভূষণ ট্যাকে থেকে আর চারি আনা পাণ্ডাকে দিয়া যাইতেছেন, কিন্তু কালীঘাটের লোক যদি একবার টের পায় কাহারও কাছে পয়সা আছে, তাহা হইলে তাহাকে সহজে ছাড়ে না। বিধুভূষণের হাতে পয়সা দেখিয়া অন্ততঃ পঁচিশ জন স্ত্রীপুরুষ আসিয়া মালা হাতে করিয়া তাঁহাকে ও নীলকমলকে ঘিরিয়া ফেলিল। আর যাইবার উপায় নাই। সম্মুখে যাইতে গেলে পশ্চাৎ দিক হইতে কাপড় ধরিয়া টানে পশ্চাতে আসিতে গেলে সম্মুখে টানে, যে দিকে যান, অপর দিক হইতে তিন চারি জন টানাটানি করে। আর এত আশীর্ব্বাদ ও গোলমাল করিতে লাগিল যে, সেখানে যে না গিয়াছে সে কখন তাহা অনুমান করিতেও সমর্থ হয় না, বলিলেও বিশ্বাস করে না। বিধুভূষণ বিরক্ত হইয়া কোমর হইতে পয়সা সকলকে কিছু কিছু দিতে গেলেন। কিন্তু দুঃখ ও আশ্চর্য্যের বিষয় কোমরে থলি নাই! উচ্চৈঃস্বরে নীলকমলকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "নীলকমল, আমার থলি কি হল?"

নীলকমল কহিল, "আমি আপনার মাথা বাঁচাতে পারি নে তা তোমার থলি কোথায় কেমন করে বোল্‌বো?"

বস্তুতঃ, নীলকমলের মাথা বাঁচান দায় হইয়া উঠিয়াছিল। যে যেদিক হইতে পারিতেছে, তার কপালে সিন্দুর দিতেছে। সকলেরই যে কপালে পড়িতেছে তা নয়। কেহ গালে দিতেছে, কেউ কাণে, কেউ নাকে, একজন খানিক তার চক্ষুর মধ্যে দিল। মালা এতই দিয়াছে যে, নীলকমলের এক প্রকার বোঝা হইয়া উঠিল। নীলকমল ক্রমাগতই উচ্চৈঃস্বরে বলিতেছে, "ওগো আমার কাছে কিছুই নেই, আমাকে কেন মিছে কষ্ট দাও!"

অতি কষ্টে বিধু ও নীলকমল গোলের মধ্য হইতে বাহিরে আসিলেন। বাহিরে আসিয়া দেখিলেন যে, একজন খোট্টাকে তাঁদের মতন আক্রমণ করিয়াছে। নীলকমল আর তথায় এক মুহূর্ত্তও দাঁড়াইল না। "দাদাঠাকুর, ওই আবার আস্‌ছে। আমি চল্লাম। আর কোন্ শালা এখানে থাক্‌বে" এই বলিয়া দৌড়িয়া পলাইল। বিধুভূষণ আস্তে আস্তে আসিতেছেন। দৌড়িয়া পলায়ন কলিকাতায় সহজ ব্যাপার নহে। নীলকমলের পিছু পিছু অমনি "ধর ধর" বলিয়া লোক দৌড়িতে লাগিল। নীলকমল যতই যায় লোকের সংখ্যা ততই বৃদ্ধি হইতে লাগিল। খানিক দৌড়িয়া নীলকমল আর পারিল না। তিন দিন রাস্তায় চলিয়াছে, বিশেষ সে দিন কিছুই আহার করে নাই; একটা মোড় ঘুরিবার সময় নীলকমল পড়িয়া গেল। অমনি সকলে আসিয়া নীলকমলের চতুষ্পার্শ্বে দাঁড়াইল, কিন্তু কি জন্য তার পশ্চাৎ পশ্চাৎ দৌড়িয়া আসিয়াছে কেহই জানে না। লোকে আসন্নকালে যেমন সংসারের দয়া মায়া পরিত্যাগ করে, নীলকমল সেইরূপচিত্ত হইয়া কহিল, "দাও দাও, কত মালা আছে, আর



["দাদাঠাকুর, ওই আবার আসছে। আমি চল্লাম।"
স্বর্ণলতা পৃ ১২২]

কত সিন্দুর আছে দাও। একটা চোক গিয়াছে, নয় বাকি যেটা আছে সেটাও যাবে।" নীলকমলের কথায় লোকে মনে করিল এটা পাগল, তাই ভাবিয়া একটু পরে সকলে হাসিয়া চলিয়া গেল। নীলকমলের বেদনায় চক্ষে জল পড়িল, একটু রাস্তার ধারে বসিয়া থাকিয়া গায়ের ধূলা ঝাড়িয়া, ফিরিয়া বিধুভূষণের নিকট আসিতে লাগিল। কিন্তু নীলকমল আর পথ চিনিতে পারিল না। ঘুরিয়া ঘুরিয়া প্রায় সন্ধ্যা হইল, তথাপি মন্দির খুঁজিয়া পাইল না। ক্ষুধায় শরীরে আর সামর্থ্য নাই। ইটের রাস্তায় পড়িয়া গিয়া শরীরে স্থানে স্থানে চর্ম্ম উঠিয়া গিয়াছে। এই অবস্থায় নীলকমল এক বাটীর দরজায় বসিল। একাকী বিদেশে কোথায় যাইবে, কাহার বাড়ীতে থাকিবে, ভাবিয়া নীলকমল কাঁদিতে লাগিল।

যে বাটীর দ্বারে বসিয়া নীলকমল রোদন করিতেছিল, সন্ধ্যার সময় সে বাটীর বাবু কাছারি হইতে বাটী আসিয়া নীলকমলকে তদবস্থ দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কে?"

নীলকমল কাঁদিতে কাঁদিতে উত্তর করিল, "আমি নীলকমল।"

বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "এখানে বসে কাঁদ্‌ছো কেন?"

নীলকমল কহিল, "আমি হারায়ে গিয়েছি।"

বাবু। সে কিরে? তুই হারায়ে গিয়াছিস্ কেমন করে?

নীলকমল আদ্যোপান্ত সমুদায় বর্ণনা করিল। শুনিয়া বাবুর অত্যন্ত দুঃখ হইল। বাটীর মধ্যে গিয়া কাপড় ছাড়িয়া তিনি নীলকমলকে জলখাবার দিলেন। আহার করিয়া নীলকমলের শরীর প্রায় পূর্ব্ববৎ হইল। তখন নীলকমল মনে করিল, এই সময় একবার গুণের পরিচয়টা দেওয়া যাউক। এই ভাবিয়া বাবুকে

কহিল, "আমি যাত্রার দলে থাক্‌বো বলে এসেছি, ভালো বেহালা বাজাতে পারি।"

বাবু কহিলেন, "একবার বাজাও দেখি।"

নীলকমল বেহালাটি বাহির করিয়া দেখিল, চার পাঁচ জায়গায় ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। নীলকমলের সর্ব্বস্ব ধন বেহালাটি। সেটির এমন দুর্দ্দশা দেখিয়া নীলকমলের চক্ষু হইতে ঝর্ ঝর্ করিয়া জল পড়িতে লাগিল।

বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি ?"

নীলকমল কথা না কহিয়া বেহালাটি বাবুর সম্মুখে রাখিল, তদ্দর্শনে বাবুর অত্যন্ত দুঃখ হইল। বাবু কহিলেন, "তুমি কেঁদো না, আমি তোমাকে একটা বেহালা কিনে দিব।" নীলকমল কহিল, "দেবেন বটে কিন্তু অমনটি আর হবে না।"

বাবু কহিলেন, "তুমি আমার সঙ্গে দোকানে যেও। দোকান থেকে তোমার যেটি পছন্দ হয় সেটি নিও।"

নীলকমল আশ্বস্ত হইল এবং চক্ষের জল মুছিয়া ফেলিল। পরে রাত্রে আহারাদি করিয়া সেই বাটীতে শয়ন করিয়া রহিল।

বিধুভূষণের যথাসর্ব্বস্ব এক থলির মধ্যে—সেই থলি চুরি হওয়ায় তাঁহার যে কি পর্য্যন্ত দুঃখ হইল, তাহা অনির্ব্বচনীয়। নীলকমলকে সকলে তাড়াইয়া লইয়া গেল, তাহা দর্শন করিয়া তিনি আরও বিস্ময়ান্বিত হইলেন। মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন "একাকী এখানে আসিয়া কি কুকর্ম্মই করা হইয়াছে।" পথশ্রান্তিতে, মনোদুঃখে ও জঠরানল প্রজ্বলিত হওয়ায় বিধুভূষণের চক্ষু হইতে দর দর করিয়া অশ্রু নিপতিত হইতে লাগিল।

মনোদুঃখে একাকী গঙ্গাতীরে বসিয়া চিন্তা করিতেছেন, এমন সময়ে তাঁহার পূর্ব্বপরিচিত পাণ্ডার সহিত সাক্ষাৎ হইল। পাণ্ডাজী পুনর্ব্বার শিকারে বহির্গত হইয়াছেন। বিধুভূষণ পাণ্ডাকে জিজ্ঞাসা করিলেন কোথায় গেলে তিনি চারিটি অন্ন পান। পাণ্ডা কহিল, "সে জন্য ভয় কি ? তুমি আমার সঙ্গে এস, আমি তোমাকে প্রসাদ দেবো এখন।" বিধুভূষণ পাণ্ডার সমভিব্যাহারে আসিয়া কালীর ভোগ হইয়া গেলে প্রসাদ পাইলেন এবং সন্ধ্যার পর নাটমন্দিরে এক কোণে শয়ন করিয়া রজনী অতিবাহিত করিলেন।

পরদিন প্রত্যূষে গাত্রোত্থান করিয়া গঙ্গাস্নান করিলেন, পরে নাটমন্দিরের এক কোণে বসিয়া রহিলেন। অবাক—তিনিও কাহারও সহিত কথা কহেন না, অন্য কেহও তাঁহার সহিত বাক্যালাপ করিতে আইসে না। যখন বড় সমারোহ হইল, একটু এদিক ওদিক চলিয়া বেড়াইলেন। ভোগ হইয়া গেলে প্রসাদ পাইলেন এবং পূর্ব্ব দিবসের মত নিদ্রায় রজনী যাপন করিলেন। এইরূপে বিধুভূষণ কালাতিপাত করিতে লাগিলেন।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ।

বিপ্রদাসের উইল।

হেম স্বর্ণলতার লেখা পড়া সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাহাই যথার্থ হইল। কাহারও কাছে সাহায্য না লইয়া স্বর্ণলতা অতি সত্বরেই পুস্তকাদি পাঠ করিতে শিখিলেন এবং হেমকে প্রতিশ্রুত পত্রখানি লিখিলেন। পত্র পাঠ করিয়া হেমের যারপরনাই আহ্লাদ হইল। বাটী আসিবার সময় তিনি একটি খোঁপার ফুল খরিদ করিয়া আনিলেন এবং বাটিতে প্রবেশ করিবামাত্রই স্বর্ণকে ডাকিয়া কহিলেন, "স্বর্ণ, এই তোমার পত্রের জবাব এনেছি।" স্বর্ণ হেমের স্বর শুনিয়া দৌড়িয়া গৃহমধ্য হইতে আসিয়া হেমের হাত ধরিয়া লইয়া গেলেন। হেম ফুলটি স্বর্ণের হাতে দিয়া কহিলেন, "স্বর্ণ, এই নেও তোমার ফুল। দেখ আমি যা বলেছিলাম, তাই করেছি কি না?" স্বর্ণ হেমের হস্ত হইতে হাসিতে হাসিতে ফুলটি লইয়া আপনার খোঁপায় পরিলেন।

হেম যখন বাটী আসিয়া পৌঁছিলেন, তখন বিপ্রদাস অনুপস্থিত ছিলেন, কিন্তু ক্ষণকাল পরেই প্রত্যাগত হইলেন। হেম বাটী আসিতেছেন শুনিয়া তিনি প্রায় কোন স্থানে যাইতেন না। গেলেও অধিক দেরী করিতেন না। বাহির হইতে হেমের স্বর শুনিয়া তিনি হর্ষোৎফুল্ল নেত্রে গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন। স্বর্ণ পিতাকে দেখিতে পাইয়া হস্ত প্রসারণ পূর্ব্বক তাঁহার কাছে গেল।

বিপ্রদাস অমনি স্বর্ণকে কোলে লইলেন। স্বর্ণ কহিল "এই দেখ বাবা, দাদা আমার জন্যে ফুল এনেছে।"

বিপ্রদাস গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া এ পর্য্যন্ত কথা কহিতে পারেন নাই। স্বর্ণের ফুল দেখিয়া কিছু বলিলেন না। কিন্তু তাঁহার নেত্রযুগলে দুইটি মুক্তাফল দেখা দিল। বিপ্রদাস অশ্রুপাত করিলেন। তদ্দর্শনে স্বর্ণের চক্ষে সেইরূপ মুক্তাফল ফলিল। হেম মাটির দিকে মাথা নামাইলেন। যে গৃহে মধ্যে মধ্যে এরূপ মুক্তাফল ফলে না, সে গৃহের গৃহস্থেরা যথার্থ দীন, তাহার সন্দেহ নাই।

বিপ্রদাস ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া হেমকে নানাবিধ প্রশ্ন করিতে লাগিলেন। অতঃপর স্নানের বেলা হইলে সকলে স্নানাহার করিলেন।

স্বর্ণলতা পূর্ব্ববৎ হেমের নিকট পাঠাভ্যাস করিতে লাগিলেন। তাঁহার দিন দিন উন্নতি দেখিয়া হেম বিস্মিত হইলেন। মাঝে মাঝে বিপ্রদাস খাটে শয়ন করিয়া থাকেন এবং স্বর্ণ ও হেম নীচে বসিয়া কি পাঠ করে শ্রবণ করেন। সে সময় বিপ্রদাসের চক্ষে জল ধরে না।

দেখিতে দেখিতে হেমের ছুটী ফুরাইয়া গেল। ছুটী চিরকালই দেখিতে দেখিতে যায়। হেম পুনরায় বাটী হইতে কলিকাতায় যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। বিপ্রদাস এক দিবস কহিলেন, "হেম, এবার আমি তোমার সঙ্গে যাব।"

হেম জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন?"

বিপ্রদাস উত্তর করিলেন, "আমার ক্রমে ক্রমে বয়স বাড়্‌ছে ছাড়া তো কম্‌ছে না? এই বেলা একটু লেখা পড়া কিছু কোরে

যাই। তা না করে যদি মরি, তা হলে যা কিছু আছে, কবে কে তোমাদের কাছ থেকে ফাঁকি দিয়ে নেবে।"

হেম বিপ্রদাসের কলিকাতায় যাইবার কথা শুনিয়া আহ্লাদিত হইয়াছিলেন; কিন্তু কি জন্য যাইবেন শুনিয়া মুহূর্ত্ত মধ্যে তাঁহার মুখ ম্লান হইল। বিপ্রদাস হেমের মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন, "উইল কর্‌বো তাতে ভয় কি? লোকে কি উইল কর্‌লেই মরে?"

হেমের চক্ষু দিয়া দর দর অশ্রুধারা বহিতে লাগিল। বিপ্রদাস হেমের চক্ষু মুছাইয়া কহিলেন, "ছি কাঁদ্‌তে নাই। কত লোকে ছেলেবেলাই উইল করে। একবার উইল কোরে আবার কতবার বদলায়।"

হেম ক্রন্দন সংবরণ করিলেন। নির্দ্ধারিত দিবসে তাঁহারা কলিকাতায় যাইবার জন্য যাত্রা করিলেন।

বিপ্রদাসের যে গ্রামে বাটী, সে গ্রামে বিনয়কৃষ্ণ ঘোষ হাই-কোর্টের উকিল। বিপ্রদাস হেমের বাসায় দুই এক দিবস অবস্থিতি করিয়া ভবানীপুরে বিনয়বাবুর বাসায় উপস্থিত হইলেন।

বিনয়বাবু বিপ্রদাসকে দেখিয়া যত্ন ও ভক্তি করিয়া বসাইলেন। অন্যান্য গল্পের পর বিনয়বাবু বিপ্রদাসের আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। বিপ্রদাস কহিলেন, "বাপু, আমরা তো বুড়ো হয়ে পড়্‌লাম, এখন কবে মরি তার ঠিক নাই। তাই ভাব্‌লাম, এই বেলা একটা উইল না করে গেলে পাছে পরে ফাঁকি দিয়ে নেয়।"

বিনয়বাবু উত্তর করিলেন, "সে ভাল বিবেচনা করিয়াছেন।

উইলের ভাবনা কি? যখন বল্‌বেন কোরে দেবো; কিন্তু কাকে কি দেবেন মনে করেছেন?"

বিপ্র। যা কিছু আছে মনে করেছি সমান ভাগে স্বর্ণকে আর হেমকে দিয়ে যাব। ওর আর চুল চিরে ভাগ করায় কাজ কি?

বিনয়বাবু কহিলেন, "তা হলে হেমের প্রতি অন্যায় হয়। মনে করুন স্বর্ণের বিবাহ হলে তো হেম তার বিষয়ের অংশ নিতে যাবে না।"

বিপ্র। বিনয়বাবু যা বল্‌ছ সত্য বটে, কিন্তু মেয়েটি যে সংপাত্রে পড়্‌বে তার নিশ্চয় কি? বিশেষ হেম ব্যাটা ছেলে; বেচে থাক্‌লে কত বিষয় কর্‌তে পার্‌বে। আমার বাপ তো আমাকে কিছু দিয়ে যান নাই।

বিনয়। সর্ব্বসমেত কত টাকা রেখে যাচ্ছেন?

"সেকেলে" লোক সর্ব্ব বিষয়ে খোলা বটে, কিন্তু সঞ্চিত বিষয় কত কাহাকেও বলে না। বিপ্রদাস একটু হাসিয়া কহিলেন, "আমার যৎকিঞ্চিৎ আছে। তা তুমি যেখানে উইল কর্‌বে, তোমার কাছে আর গোপন কর্‌লে কি হবে? উইল লেখার দিনে টের পাবে।"

বিপ্রদাস এই বলিয়া সে দিবস বাসায় ফিরিয়া আসিলেন। দিনকতক পরে উপযুক্ত ষ্ট্যাম্পে উইল লেখা হইল। বিপ্রদাসের ত্রিশ হাজার টাকার কোম্পানীর কাগজ ছিল। হেমকে তাহার পনর হাজার দিলেন ও স্বর্ণকে পনর হাজার দিলেন। হেম প্রাপ্তবয়স্ক হইলে ও স্বর্ণলতার বিবাহ হইলে উইলের সর্ত্ত আমলে আসিবে।

বিংশ পরিচ্ছেদ।

গদাধর ও শ্যামা।

গদাধর থানায় কি হইয়াছিল, তাহা কাহারও নিকট প্রকাশ করেন নাই বটে, কিন্তু মনে মনে কিরূপে শ্যামা ও সরলাকে জব্দ করিবেন, এই চিন্তাই সর্ব্বদা করিতে লাগিলেন। প্রমদাও তাহাই প্রতিজ্ঞা করিলেন। তিনি মনে করিয়াছিলেন, তাঁহার স্বামী বাটী আসিয়া শ্যামার বিধিমত লাঞ্ছনা করিবেন, কিন্তু যখন দেখিলেন তিনি কিছুই করিলেন না, তখন মনে করিলেন, আর কাহাকে কিছু না বলিয়া নিজেই শ্যামাকে শাসন করিবেন। কিন্তু শ্যামাকে কিছু বলিতে কাহারও সাহস হয় না।

এক দিবস রাত্রে আহারাদি করিয়া শ্যামা ও সরলা শুইয়া আছেন, ঘরের দরজা খোলা রহিয়াছে। প্রমদা নিঃশব্দ পদসঞ্চারে পুরাতন বাটীতে গিয়া সরলার শয়ন-ঘরের দ্বারে দাঁড়াইলেন। শুনিলেন সরলা ও শ্যামা উভয়ে কথোপকথন করিতেছে। সরলা কহিলেন, "শ্যামা, প্রায় তিন মাস হইল, তবু একখান পত্রও পাওয়া গেল না! তিনি কোথায় গেলেন, কি হলো, তার কিছুই টের পেলেম না। আমার ভাবনায় শরীর শুকিয়ে যাচ্ছে।"

শ্যামা উত্তর করিল, "তার ভাবনা কি? এই পত্র এলো। মনে কর, তিনি এক্কে বিদেশে গিয়াছেন, সেখানে দেখে শুনে

নিতেই কত দিন গিয়াছে, একটু স্থির হয়ে না বোস্‌লে তো আর কেউ পত্র টত্র লিখ্‌তে পারে না।"

সরলা। তা সত্য বটে, কিন্তু তিন মাসও তো অল্প সময় নয়?

শ্যামা। তিনি যে তিন মাস এক জায়গায় আছেন, তারই বা ঠিক কি? যাত্রার দল তো কখন এক জায়গায় বোসে থাকে না। হয় ত আজ এখানে কাল ওখানে ফিরে বেড়াচ্ছেন, তাই পত্র লিখিবার কোন সুবিধা পান নাই।

সরলা। আমাদের খরচ পত্রও বুঝি প্রায় শেষ হয়ে এলো, এর পর কি হবে আমি তাই ভাব্‌ছি।

শ্যামা। তার ভয় কি? এখনও যা আছে, তাতে ছয় মাস অনায়াসে চল্‌বে।

সরলা। শ্যামা, তুমি যে ঐ ভাঙ্গা সিন্দুকে টাকা রাখ এ কিন্তু ভালো না। কবে কে টের পেয়ে এক দিন সব নিয়ে যাবে।

শ্যামা। কেই বা টের পাবে যে সিন্দুক ভাঙ্গা? যদি তুমি চুরি কর তা হলে যাবে আর আমি চুরি কোর্‌লে যাবে। এ ছাড়া আর কর্‌তে আস্‌বে কে?

প্রমদা এতদূর পর্য্যন্ত শুনিয়া দ্বারের নিকট হইতে চলিয়া গেলেন। তাঁহার বড়ই অহ্লাদ হইল। একবার মনে করিলেন, সেই রাত্রেই টাকাগুলি চুরি করিবেন। কিন্তু নিজে গেলে পাছে ধরা পড়েন, এই ভাবিয়া রাত্রে চুপ করিয়া রহিলেন। পরদিবস প্রাতঃকালে শশিভূষণ কাছারি চলিয়া গেলে গদাধর ও জননীকে ডাকিয়া পরামর্শ করিলেন। গদাধরচন্দ্র আহ্লাদে

আটখানা হইয়া কহিল, "ডিডি, টোমার আর কিছু কোর্‌টে হবে না। আমি একলাই পার্‌বো, কিণ্টু ডুয়ার খোলা পেলে হয়।"

গদাধরের মাতা কহিলেন, "সে জন্যে ভয় নাই। আমি আজ পাঁচ দিন দেখ্‌ছি ওরা দোর খুলে রাখে। কিন্তু গদাধরচন্দ্র সাবধান, শ্যামা যদি জেগে থাকে, তবে তুমি এমন কাজে যেও না।"

গদাধর উত্তর করিল, "ভয় কি মা, আমি গায়ে টেল্‌ মেখে যাব, যডিও ঢরে টরে, এক টান্‌ মেরে পালাবো।"

প্রমদা দ্বারে দাঁড়াইয়াছিলেন, দূরে শ্যামাকে আসিতে দেখিয়া মৃদুস্বরে কহিলেন, "গদাধর চুপ্‌ চুপ্‌।" গদাধর চুপ্‌ করিল। পরে প্রমদা উচ্চৈঃস্বরে কহিলেন, "গদাধরচন্দ্র আজ না তুমি বাড়ী যেতে চেঁয়েছিলে, যাও না কেন?"

গদাধরও উচ্চৈঃস্বরে কহিল, "এখন তো রোড্র হয়ে উঠলো ওবেলা যাব।" সন্ধ্যার কিঞ্চিৎ অগ্রে গদাধর কাপড় চোপড় পরিয়া বাটী যাইবার জন্য বাহির হইলেন। কিন্তু রাত্রি ১০টা ১১টার সময় পুনরায় ফিরিয়া আসিলেন। প্রমদা দরজা খুলিয়া রাখিয়াছিলেন, সুতরাং গদাধর নিঃশব্দেই বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিলেন। গ্রীষ্মকাল, সরলা ও শ্যামা দরজা খুলিয়া শুইয়া আছেন, তুজনের মধ্যে শুইয়া গোপাল নিদ্রা যাইতেছে, শব্দটী মাত্র শুনা যাইতেছে না। গদাধর সুযোগ বুঝিয়া সরলার গৃহমধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক টাকাগুলি লইয়া সেই রাত্রেই বাটী চলিয়া গেলেন। পরদিন ৭টার সময় গদাধর ফিরিয়া আসিলেন।

রাস্তায় আসিবার সময় মনে মনে নানাবিধ চিন্তা করিয়া আসিতেছিলেন। কিন্তু বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া কোন গোলযোগের কথা শুনিতে পাইলেন না। পাড়াগাঁয়ে সহরের মত প্রত্যহ টাকার প্রয়োজন হয় না। সরলার কোন খরচপত্রের প্রয়োজন হয় নাই। শ্যামাও সে দিবস সিন্দুক খোলে নাই, সুতরাং সে দিবস কোন গোলযোগও হইল না।

পরদিবস আহার করিয়া গোপাল পাঠশালায় যাইবার সময় কহিল, "মা আজ মাইনে দিতে হবে, গুরুমহাশয় কালই নিয়ে যেতে বোলেছিলেন, তা আমার মনে ছিল না। আজ না দিলে হবে না।" সরলার তখন অবসর ছিল না। শ্যামাকে ডাকিয়া কহিলেন, "শ্যামা, গোপালের পাঠশালার মাইনে দাও।"

শ্যামা সিন্দুক খুলিয়া যেস্থলে টাকা থাকে খুঁজিয়া পাইল না। মনে করিল সরলা টাকা স্থানান্তরে রাখিয়া ঠাট্টা করিতেছেন। এজন্য সরলাকে কহিল, "খুড়িমা, আমার সঙ্গে চালাকি ?"

সরলা কহিলেন, "সে কি শ্যামা ?"

শ্যামা। ইঃ—উনি কিছু জানেন না আর কি ?

সরলা কহিল, "শ্যামা যথার্থ ই আমি জানি নে।"

শ্যামা সরলার মুখ দেখিয়া বুঝিতে পারিল সরলা যাহা বলিয়াছেন যথার্থ। তখন কহিল, "তুমি তো টাকা কোন জায়গায় রাখ নাই ?"

সরলা কহিলেন, "আমি তো দু তিন দিন হলো সিন্দুকের কাছেও যাই নি।"

শ্যামা কহিল, "তবে যথার্থ ই টাকা চোরে নিয়েছে। উভয়ে

ব্যস্ত সমস্ত হইয়া সিন্দুকের মধ্যে অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। টাকা কোথাও নাই। সরলার মুখ শুকাইয়া গেল। কপালে ঘর্ম্ম বহিতে লাগিল। কাতরস্বরে কহিলেন, "শ্যামা উপায় ?"

শ্যামা কহিল, "আর কিছু না, ঐ বিট্‌লে বামুন নিয়েছে। এ গদার কর্ম্ম। এত দিন না, ওত দিন না, হঠাৎ ও পরশু বাড়ী গেল কেন? ঐ টাকা চুরি করে নিয়ে রেখে আস্‌তে গিয়েছিল। এখন আমার মনে হলো, ওরা সে দিন সকলে ফিস্‌ ফিস্‌ করে পরামর্শ কোরছিল, আমি ওদের বাড়ীর দিকে গেলাম, তখন চেঁচিয়ে কথা কহিতে আরম্ভ কর্‌লে। চল্লাম আমি থানায়, ও কেমন বামুন আমি দেখ্‌বো।"

এই বলিয়া শ্যামা গৃহমধ্য হইতে বাহির হইল। প্রমদা, গদাধর ও গদাধরের জননী এ দু দিবস ক্রমাগত চৌকি দিতেছিলেন কখন টের পায়। আপাততঃ সরলার গৃহে উচ্চ কথা শুনিয়া পরস্পর তিন জনে হাসিতে লাগিলেন।

শ্যামা বাহির হইয়া কহিল, "আমি টের পেয়েছি, যে টাকা চুরি কোরেছে! এ সব গদাধরের কর্ম্ম। সে দিন বাড়ী গেল, যেন কেউ টের পেলে না আর কি? এখন আমি বোল্‌ছি, ভালো চাও তো টাকাগুলি দেও, না দিলে আমি থানায় খবর দেবো। আমি কাউকে ছেড়ে কথা কবো না। ধাড়ি বাচ্ছা সকলেরই নাম করে দেবো।"

গদাধর বাহির হইয়া কহিল, "কি টুই বক্‌ বক্‌ কোর্‌ছিস? কে টোর টাকা নিয়েছে? ফের যদি টুই চোর বলিস্‌, টবে আমিই টোকে ঠানায় নিয়ে যাব।"

শ্যামা। তোর আর আমাকে থানায় নিয়ে যেতে হবে না। সে দিন গিয়েছিলি না থানায়? কি কোল্লি গিয়ে?

গদাধর মনে করিল, শ্যামা তাহার বিদ্যা টের পাইয়াছে, পাছে বেশী কথা কহিলে সমুদয় প্রকাশ করিয়া দেয়, এই ভয়ে ঝগড়া ত্যাগ করিয়া ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল। শ্যামা বলিতে লাগিল, "এই আমি চল্লাম। আমি কাহারো উপরোধ করবো না। ঘরে পুলিস এনে খানাতল্লাসি কোরে তবে ছাড়্‌ব।" শ্যামা এইরূপ বলিয়া বাটীর বাহির হইতেছে, এমন সময় শশিভূষণ কাছারি হইতে বাটী আসিলেন। পুলিস খানাতল্লাসির কথা শুনিয়া তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "আজ আবার কি হয়েছে?"

শ্যামা কহিল, "গদাধর আমাদের টাকা চুরি করেছে, যদি ভালো চায়, এখনই দিক্, নইলে আমি চল্লাম, এই পুলিস ডেকে আনি গিয়ে।"

শশিভূষণ কহিলেন, "শ্যামা, আমার সঙ্গে এস। আমি অনুসন্ধান করে দেখি, পরে তুমি থানায় যেও।" শ্যামা শশিভূষণের কথায় ফিরিয়া আসিল।

শশী কাপড় চোপড় ছাড়িলেন। শ্যামা গদাধরের বাটী যাওয়া ও তাহার পূর্ব্বে তাহাদিগের পরামর্শ ও পরে টাকা হারানর বিবরণ বর্ণনা করিল। শশিভূষণ শুনিয়া ভালো মন্দ কিছুই না বলিয়া শ্যামাকে কহিলেন, "শ্যামা, এখন এই টাকাটি দিয়া গোপালকে পাঠশালায় পাঠিয়ে দাও। আমি আহারাদি কোরে ইহার বিচার করবো।"

শ্যামা তাহাই করিল।

শশিভূষণ আহারাদি করিয়া সমুদয় পুনরায় প্রমদার নিকট শুনিলেন। শুনিয়া তাঁহার অত্যন্ত সন্দেহ হইল। প্রমদাকে কিছু না বলিয়া পুনরায় কাছারি যাইবার সময় শ্যামাকে ডাকিয়া কহিয়া গেলেন, "শ্যামা, কে টাকা নিয়েছে ঠিক হলো না। কিন্তু পুলিস আনিয়া গোলের প্রয়োজন কি, তোমার যত টাকা গিয়াছে আমিই দেবো।"

কাছারি হইতে আসিয়া শশিভূষণ শ্যামাকে পুনরায় ডাকিয়া টাকাগুলি গণিয়া দিলেন।

একবিংশ পরিচ্ছেদ।

গোপালের দুই মা।

শশিভূষণের বাটীর কিঞ্চিৎ দূরে রামচন্দ্রঘোষের বাটীতে পাঠশালায় গোপাল লিখিতে যায়। রামচন্দ্র ঘোষের বাটীতে পাঠশালা বসে। পাঠশালায় ষাট সত্তর জন বালক লেখে। বালকেরা সকলে সারি সারি বসিয়া আছে। তন্মধ্যে গুরুমহাশয় হুঁকা কলিকা বেত্র পরিবেষ্টিত হইয়া অপূর্ব্ব শোভা সম্পাদন করিতেছেন এবং মধ্যে মধ্যে চণ্ডীমণ্ডপের মেজের উপর বেত্রাঘাত পূর্ব্বক "পোড়ে লেখ্, পোড়ে লেখ্" বলিয়া সিংহনাদ করিতেছেন।

বালকেরা, যাহার যতদূর গলা, উচ্চৈঃস্বরে পড়িয়া লিখিতেছে। কেহ কেহ পঞ্চমে তুলিয়া "ক লেখ খ লেখ" করিতেছে। কেহ কেহ উচ্চৈঃস্বরে "রামকৃষ্ণ পরামাণিক", "জন্মেজয় মিত্র" ইত্যাদি যুক্তাক্ষরে নাম লিখিতেছে। অসংযুক্ত বর্ণের নাম গুরুমহাশয়ের গ্রাহ্য হয় না। কলার পাতায় কেহ হেঁকে হেঁকে "সেবক শ্রীউত্তমচন্দ্র দেবশর্ম্মণঃ" পাঠ লিখিতেছে। কাগজলেখক ছাত্রেরা যেন মস্ত মস্ত জমিদার মহাজন হইয়া পড়িয়াছে। অর্থের প্রতি দৃকপাতই নাই। যেমন তেমন বাঙ্গালা কাগজে মহামহিম পাঠ লিখিয়া দুলাক পাঁচলাক টাকাই কর্জ্জ দিতেছে। কেহ গ্রামকে গ্রামই পত্তনি পাট্টা ইজারা দিতেছে। টাকার সুদ কি জমির

নিরিক লইয়া কোনই গোলযোগ হইতেছে না। এতেও গবর্ণমেণ্ট জমিদারদিগকে নিন্দা করেন।

নিধিরাম পাততাড়ি কক্ষে করিয়া ডানহাতে দোয়াত ঝুলাইয়া পাঠশালায় দেখা দিল। গুরুমহাশয় নিধিরামের দেরী হইয়াছে বলিয়া তেলে আগুনে জ্বলিয়া উঠিলেন। নিধিরাম উপস্থিত হইবামাত্রেই গুরুমহাশয় সমাদরে নিধিরামকে ডাকিলেন "নিধে, এ দিকে আয় তো।" হুকুম পাস করিয়াই গুরুমহাশয় বেত্র আস্ফালন করিতে লাগিলেন।

তদ্দর্শনে নিধিরামের ওষ্ঠ তালু শুষ্ক হইতে আরম্ভ হইল। কিন্তু গুরুমহাশয়ের আদেশ লঙ্ঘন করিবার যো নাই। নিধিরাম আস্তে ব্যস্তে এজলাসের নিকটে অগ্রসর হইল।

গুরুমহাশয় দক্ষিণ হস্তে বেত্রাস্ফালন করিতে করিতে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন রে নিধে, আজ তোর দেরী হলো ?"

নিধিরামের চক্ষের তারাদ্বয় মস্তকে উঠিয়াছে। যেন নিধি রামের অন্তিমকাল উপস্থিত। ঢোক গিলিয়া নিধিরাম উত্তর করিল, "সকাল বেলা তামাক ছিল না, তাই তামাক মেখে আনতে দেরি হয়ে গিয়াছে।"

এক কথাতেই গুরুমহাশয়ের রাগ কমিয়া গেল। কলিকাটি নিধিরামের হাতে দিয়া কহিলেন, "আচ্ছা, সাজ, তোর এক কলিকা তামাক; যদি ভাল হয় তবে কিছু বোলবো না, মন্দ হলে তোর হাড় এক জায়গায়, মাস এক জায়গায় কোর্‌বো।"

নিধিরাম বাঁচিয়া গেল। দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া পাততাড়ি ফেলিয়া কলিকা হস্তে তামাক সাজিতে গেল।

আড়ালে আসিয়া নিধিরাম তামাক সাজিল এবং নিজে দুই এক টান দিয়া গুরুমহাশয়ের কাছে লইয়া গেল। নিধিরাম হালে তামাকে দীক্ষিত, সুতরাং যা ইচ্ছা সেই তামাক তার কাছে ভালো লাগে। তাহার মুখে ভালো লাগিলে গুরুমহাশয়ের মুখে ভাল লাগিবে এই ভাবিয়া, হৃষ্টচিত্তে গুরুমহাশয়কে কলিকাটি দিয়া নিজের জায়গায় বসিতে যাইতেছে।

গুরুমহাশয় দুই চারি টান টানিয়াই নিধিকে ডাকিলেন। আজি নিধের অদৃষ্ট নিতান্ত মন্দ। নিধে মনে করিতে লাগিল "হায় আমি সকাল বেলা উঠে কার মুখ দেখেছিলাম? অদৃষ্টে যে কি আছে বলা যায় না।"

কিন্তু ভাবিলে আর কি হইবে? এক পা দু পা করিয়া কম্পিত কলেবরে নিধিরামকে হুজুরে হাজির হইতে হইল।

গুরুমহাশয় কহিলেন, "তবে রে পাজি, তুই কি এই তামাক আমার জন্যে এনেছিস্?"

নিধি। আমার দোষ কি গুরুমহাশয়? বাবা কাল হাট থেকে যে তামাক এনেছেন, আমি তাই এনেছি।

গুরু। তোর বাবা কেমন তামাক আনে, আমি দেখাচ্ছি। বোল্‌তে না বোল্‌তে অমনি গুরুমহাশয় সপাং সপাং করে নিধিরামের পৃষ্ঠে ঘা কতক বসাইয়া দিলেন।

গুরুমহাশয় নিধিকে প্রহার করিয়া, বীরভাব ধারণ করিলেন। উচ্চৈঃস্বরে কহিলেন, "ঢোলের পার্ব্বণি যার যার বাকি আছে দাও।"

পাঁজিতে যত পার্ব্বণ আছে, গুরুমহাশয় তার প্রতি পার্ব্বণে

পয়সা আদায় করেন। যদি বাপ মা না দিতে চান, গুরুমহাশয় বালকদিগকে চুরি করিয়া আনিতে শিখাইয়া দেন। ছেলেরা যদি সুবিধা মতে বাহিরে পয়সা না পায়, তবে বাড়ীর কোন জিনিসপত্র চুরি করিয়া বেচিয়া গুরুমহাশয়কে পয়সা দেয়। গুরুমহাশয়কে সন্তুষ্ট করা আর দেবতা সন্তুষ্ট করা বালকদের কাঁছে উভয়ই তুল্য।

দোলের পার্ব্বণি পয়সা যাহারা যাহারা আনিয়াছিল, গুরু-মহাশয়কে দিল। গোপাল দিতে পারিল না।

গুরুমহাশয় গোপালকে ডাকিয়া কহিলেন, "গোপাল, তোমার পয়সা কোথায়?"

গোপাল সকাতরে উত্তর করিল, "গুরুমহাশয়, আমি কাল দেবো।" প্রহারের ভয়ে গোপাল বলিল, কাল দেবো, কিন্তু কোথায় পাইবে তাহার ঠিক নাই। গুরুমহাশয় বলিলেন, "তুমি আজ তিন দিন দেবো বলে দিতে পার্‌লে না; কাল যদি না পাই তবে তোমাকে নিধের মতন কর্‌বো।"

গোপাল দাঁড়াইয়া কহিল, "কাল আমি অবশ্যই আন্‌বো।"

পাঠশালার ছুটি হইলে গোপাল বাটী যাইবার সময় ভুবন নামে আর একটি বালককে বলিল, "ভুবন, আমাকে যদি একটা পয়সা ধার দাও, তা হলে আমি বাঁচি, তা নইলে কাল আর আমার পিঠের চামড়া থাক্‌বে না।

ভুবন কহিল, "তোমার মায়ের কাছ থেকে এনে দাও না কেন?"

গোপাল। মায়ের কাছে পয়সা নেই, থাক্‌লে কি আমি তোমার কাছে ধার চাই?

ভুবন। তবে তোমার জলখাবার পয়সা থেকে দাও না কেন ?

গোপাল আমি জলখাবার পয়সা পাইনে। তা যদি পেতাম, তা হলে আমি তোমার কাছে ধার চাইতাম না।

ভুবন। তুমি জলখাবার পয়সা পাও না, তবে জল খাও কি ? আজ বাড়ী গিয়ে কি খাবে ?

গোপাল। তা তো আমি বল্‌তে পারি নে। যদি কিছু থাকে, তবে মা দেবেন। যদি না থাকে, তবে খাবো না।

ভুবন। তুমি বাড়ী গিয়ে খাবার চাও না ?

গোপাল। না।

ভুবন। কেন ?

গোপাল। যদি চাই, আর যদি ঘরে না থাকে, তবে মা বড় কাঁদেন। মার কান্না দেখ্‌লে আমি থাক্‌তে পারি না। আমারও বড় কান্না পায়। এই জন্য আমি কিছু চাই নে। এক দিন আমি আর বিপিন একত্তর বাড়ী এলাম, বিপিন খাবার খেতে লাগ্‌লো, মা আমাকে কিছু দিতে পারিলেন না বোলে কত কান্দ্‌তে লাগ্‌লেন। সে অবধি আমি আর একত্তর বাড়ী যাইনে। যখন বুঝি বিপিন বাড়ী গিয়া খাবার টাবার খেয়ে খেলা কোর্‌ছে, আমি তখন বাড়ী গিয়াই বিপিনের সঙ্গে খেলা করি। যদি ঘরে কিছু থাকে, মা ডেকে দেন। যদি না থাকে, তা হলে আর কিছুই খেতে পাই নে। "এই কথা বলিতে বলিতে গোপালের চক্ষু হইতে অশ্রুবর্ষণ হইতে লাগিল।"

গোপালের অশ্রুপাত দর্শন করিয়া ভুবনের সরলচিত্ত দ্রব হইয়া

গেল। ভুবন জিজ্ঞাসা করিল "বিপিন যাহা খেতে পায়, তার কিছু তোমাকে দেয় না ?"

গোপাল কহিল, "বিপিনের দেবার ইচ্ছা আছে, কিন্তু জেঠাইমা দিতে দেন না। বিপিনকে খাবার দিয়ে তিনি নিজে সুমুখে বোসে থাকেন, পাছে বিপিন আমাকে দেয়।"

ভুবন। চল, তুমি আমাদের বাড়ী চল। আমার যে খাবার আছে দুজনে ভাগ করে খাব এখন ; আর তোমাকে মার কাছ থেকে একটা পয়সা চেয়ে দেবো।

গোপাল। তোমার মার কাছে চাইলে দেবেন না, তুমি যদি দাও তবে চল যাই।

ভুবন। আচ্ছা চল যাই, আমিই দেবো এখন।

উভয়ে অত্যন্ত বিমর্ষচিত্তে বাটী গেল। বাটী গিয়া গোপাল বাহিরে বসিল। ভুবন মায়ের কাছে গিয়া গোপালের কাছে যাহা শুনিয়াছিল, আনুপূর্ব্বিক বর্ণনা করিল। তিনি শুনিয়া গোপালকে ডাকিয়া আনিতে কহিলেন। ভুবন-মাতার আজ্ঞা পাইবামাত্র দৌড়িয়া দ্বারে আসিয়া গোপালকে লইয়া গেল।

ভুবনের মাতা গোপালের ম্লান মুখ ও ছল ছল নেত্র দেখিয়া যারপর নাই দুঃখিত হইলেন। দুটি হাত ধরিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "গোপাল, তোমরা দুজনে একত্তর হয়ে পাঠশালা থেকে এলে, তা তুমি বাইরে বোসেছিলে কেন ?"

গোপাল কিছু উত্তর করিল না।

তখন ভুবনের মাতা উভয়কে খাবার দিলেন এবং দুটি ছোট ছোট গেলাসে জল দিলেন। গোপাল ও ভুবন খাবার খাইয়া

জল খাইতেছে, গোপাল এক গেলাস জল খাইয়া শূন্য গেলাসটি হাতে ধরিয়া কহিল, আমাকে আর একটু জল দিন।”

ভুবনের মাতা হাসিতে হাসিতে কহিলেন, “কার কাছে জল চাচ্ছ।”

গোপাল একটু লজ্জিত হইয়া হেঁটমুখে কহিল, “আপনার কাছে।” ভুবনের মাতা কহিলেন, “আমি কে তা না বোল্লে জল দেবো না।” গোপাল আরও লজ্জিত হইল এবং আরক্তিম মুখ হেঁট করিয়া রহিল। ভুবনের মা পূর্ব্বের মতন অল্প হাসিতে হাসিতে কহিলেন, “আমাকে যদি বলো, ‘মা একটু জল দাও’, তা হলে দেবো, নৈলে দেবো না।”

গোপাল গাঢ়স্বরে কহিল, “মা একটু জল দাও।”

ভুবনের মা গোপালকে অবিলম্বে কোলে লইলেন এবং শিরশ্চুম্বন করিয়া আর এক গেলাস জল দিলেন।

গোপাল ক্ষণকাল চক্ষের জলে কিছুই দেখিতে পাইল না। ভুবনের মায়ের স্কন্ধে নিজ মস্তক রাখিয়া চক্ষু মুদ্রিত করিয়া রহিল। ভুবনের মাতার চক্ষু হইতে ঝর্ ঝর্ করিয়া জল গোপালের বাহুমূলে পড়িতে লাগিল।

গদাধর, তোমারও মা আছে! প্রমদা, তোমারও সন্তান আছে!

অনেকক্ষণ কোলে রাখিয়া ভুবনের মাতা গোপালকে নামাইয়া দিয়া পূর্ব্ববৎ গোপালের হাত ধরিয়া কহিলেন, “গোপাল, আগে বলো যে তুমি পাঠশালা থেকে বাড়ী যাইবার সময় রোজ এখানে আস্‌বে, তা নৈলে তোমাকে যেতে দেব না।”

গোপাল কহিল "আমি রোজই আস্‌বো।"

ভুবনের মাতা তখন গোপালের হাতে একটি টাকা দিয়া কহিলেন, "যাও এখন দুজনে গিয়ে খেলা করো। বাড়ী যাবার সময় আমাকে না বোলে যেও না।"

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ।

নীলকমল যাত্রার দলে।

নীলকমল কালীঘাটে বাবুর বাড়ী খায় দায় থাকে, কাজ কর্ম্ম করে। বাবু একটি ভাল বেহালা খরিদ করিয়া দিয়াছেন। সকলে কুঠি কাছারি চলিয়া গেলে সেইটি বাজায়। তাহাকে দেখিয়া যদি কেহ বাবুকে জিজ্ঞাসা করিত "এটি কে?" বাবুর উত্তর করিবার অগ্রে নীলকমল কহিত, "আমি এক জন কালওয়াৎ; বাবুকে গান বাজনা শোনাই, আর বাবুর বাড়ীতে বাসা করিয়া থাকি।" বস্তুতঃ, নীলকমলের দ্বারা বাবুর একটি চাকরের কাজ চলিত। এজন্য নীলকমলের কথায় একটু হাসিয়া ক্ষান্ত হইতেন, আর কিছু বলিতেন না।

রাস্তা দিয়া ফিরিওয়ালারা যখনই হাঁকিয়া যাইত, নীলকমল তখনই তাহাকে ডাকিত। নিকটে আসিলে নীলকমল জিজ্ঞাসা করিত, "আজ কোন জায়গায় কারুর যাত্রা হবে বোল্‌তে পারো?" যে ফিরিওয়ালা একবার নীলকমলের ডাকে আসিয়াছে, সে আর দ্বিতীয় বার আসিত না। নীলকমল আর কাহারও কাছে জিজ্ঞাসা করিত না। তার বিশ্বাস ছিল, ফিরিওয়ালারা সকল বাটীতে যায়, সুতরাং সব জায়গার খবর্ জানে।

ক্রমে এক মাস দুমাস যায় নীলকমল আর যাত্রার খবর পায় না। নীলকমলের রাত্রে ঘুম হয় না। দিনে দুদণ্ড স্থির হইয়া

এক স্থানে বসে না। কিন্তু কোন থানে গিয়া অনুসন্ধান করিতেও ভরসা হয় না; ঘরের বাহিরে গেলেই হারাইয়া যাইবে, এই চিন্তা নিয়তই নীলকমলের অন্তঃকরণে জাগরূক। অথচ কোথায় যাত্রা হইবে, কেমন করিয়া সেখানে যাইবে, তাহার উপায়ও না করিলে নয়।

নীলকমল এক দিবস প্রত্যূষে গাত্রোত্থান করিয়া তামাক খাইতেছে, এবং কোথায় যাত্রা হইবে এই চিন্তা করিতেছে, এমন সময় বাবু বাহিরে আসিয়া ডাকিলেন, "নীলকমল," "নীলকমল।"

নীলকমল অনন্যমনা হইয়া ভাবিতেছিল, সুতরাং বাবুর ডাক তাহার কর্ণকুহরে প্রবেশ করিল না। বাবু নিকটে আসিয়া ডাকিলেন। নীলকমল ফিরিয়া বাবুকে দেখিতে পাইল; বাবুর পোষাকি ধুতি, চাদর ও ছড়ি হাতে দেখিয়া নীলকমল জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি কোথায় যাবেন? আমারে ডাক্‌ছেন না কি?"

বাবু কহিলেন, "হাঁ। চল যাত্রা শুনে আসি। তুমি নাকি যাত্রা শুন্‌বার জন্যে বড় ব্যস্ত হয়েছো?"

নীলকমল উত্তর করিল, "আজ্ঞা হাঁ। আমারে যদি নিয়ে যান, তবে বড়ই ভাল হয়।"

বাবু কহিলেন, "সেই জন্যই তো তোমাকে ডাকৃছি। শীঘ্র চল, আবার বাড়ী ফিরে এসে কাছারি যেতে হবে।"

নীলকমলের আর দেরি নাই। অবিলম্বে হুঁকাটি রাখিয়া স্কন্ধে চাদর ফেলিয়া বাবুর পশ্চাৎ পশ্চাৎ বাটীর বাহির হইল। বাবু কালীঘাটের কালীবাড়ীর রাস্তা ধরিলেন। নীলকমল তদ্দর্শনে জিজ্ঞাসা করিল, "যাত্রা হচ্ছে কোথায়?"

বাবু। কালীঘাটের কাছে।

নীল। কালীবাড়ীর বড় কাছে?

বাবু। হাঁ।

নীলকমল বাবুর উত্তর শুনিয়া কহিল, "তবে আপনি যান—আমার যাওয়া হবে না।"

বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন যাওয়া হবে না?"

নীল। যার পাথরের চোক থাকে, সে যেন কালীবাড়ী দুবার যায়। আমার মাংসের চোক, আমি আর সেখানে যাবো না।

বাবু। কেন বল দেখি?

নীলকমল কহিল, "মহাশয়, আমি যখন প্রথম দিন এলাম, তখন এক হাটের লোক "ধর্ ধর্" কোরে পিছু পিছু এসে এক থানার কাছে আমাকে পেড়ে ফেল্লে। কেবল সিন্দুর দেবার জন্য। আমি আর সেখানে যাই নে। আমার চোকটি যাবার যো হয়েছিল। আর খানিক থাক্‌লেই যেতো।"

বাবু হাসিয়া কহিলেন, "আমার সঙ্গে এস, তোমার ভয় নাই।"

নীল। অমন দাদাঠাকুরও বোলেছিলেন, কিন্তু বিপদের সময় তো ঠ্যাকাতে পার্‌লেন না। তখন যে রামা মাঝির মতন হাল ছেড়ে বোসে র'লো। হ'তো যদি আমার দেশ, তা হলে এক ঝাঁকের বাড়ীতে মাথা ভেঙ্গে দিতাম।

বাবু। তোমার দাদাঠাকুরও তো তোমার মতন সহুরে লোক, তা তোমাকে বাঁচাবে কি? তুমি আমার সঙ্গে এস, কোন ভয় নাই।

নীল। দাদাঠাকুর সহুরে লোক মন্দকি? সে কেষ্টনগরে থাক্‌তেই কত গাড়ী দেখেছিল।

বাবু। গাড়ী দেখ্‌লেই সহুরে হলো? এখন তুমি যেতে হয় তো চল। না যাও, বলো আমি যাই।

নীলকমলের যাবার খুব ইচ্ছা, অথচ কালীবাড়ীর কাছে, ভয়ে সহজে স্বীকার হয় না। ক্ষণকাল এক স্থলে দাঁড়াইয়া চিন্তা করিয়া কহিল, "কোন ভয় নেই তো, এই বেলা ঠিক কোরে বলুন।"

বাবু উত্তর করিলেন, "আর কতবার বোল্‌বো?"

নীলকমল বাবুর কথায় সাহসে বুক বাঁধিয়া তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিল। যাত্রার স্থলে গিয়া নীলকমল একবার ঝাড় লণ্ঠনের দিকে চায়, একবার যাত্রাওয়ালাদের দিকে চায়, মাঝে মাঝে উপস্থিত লোকজনের দিকে চায় এবং যা দেখে তাহারই সম্বন্ধে বাবুকে প্রশ্ন করিতে লাগিল। বাবু ক্ষণকাল পরে বিরক্ত হইয়া গেলেন। বেলাও বেশী হইতে লাগিল, কাছারি যাইতে হইবে, এজন্য বাবু নীলকমলকে কহিলেন "চল তবে এখন যাই।"

নীলকমল কহিল, "আমি যখন একবার এসেছি যাত্রা শেষ না হলে আর যাব না।"

বাবু নীলকমলের কথা শুনিয়া প্রস্থান করিলেন। যাইবার সময় জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেমন নীলকমল, পথ চিন্তে পার্‌বে তো?"

নীলকমল উত্তর করিল, "না চিনি এত লোক আছে, জিজ্ঞাসা কর্‌লেও বলে দেবে না?"

"কি জিজ্ঞাসা কর্‌বে বলো দেখি?"

"কেন, বাবুর কথা।"

"কোন্ বাবু?"

"যে বাবু কাছারি কাজ করে।"

বাবু হাসিয়া কহিলেন, "তা হ'লেই তুমি আমার বাড়ী পৌঁছাবে আর কে?"

নীলকমল কহিল, "কেন, হাস্‌লেন যে? আর কি কেউ কাছারি কর্ম্ম করে না কি? এখানে কটা কাছারি? আমাদের গাঁয় তো একটা বৈ নেই।"

বাবু কহিলেন, "তার হিসাব তো এখন দিতে পারি নে। বাপ্পা যদি আমার বাড়ী যেতে চাও, তবে রামেশ্বর বাবুর বাড়ী কোথায় বোলে জিজ্ঞাসা কোরো।"

নীলকমল রামেশ্বর বাবু রামেশ্বর বাবু মুখস্থ করিতে আরম্ভ করিল। রামেশ্বর বাবুর নাম মুখস্থ করিয়া নীলকমল কার যাত্রা হইতেছে এটি জানিতে উদ্যত হইল। নিকটস্থ একজন লোককে দুবার জিজ্ঞাসা করিল, কিন্তু উত্তর না পাইয়া তার গা টিপিল। টিপটি বড় সহজ টিপ্ নয়। টিপ্ খাইয়া সেই লোকটি "উঃ! কেবে" বলিয়া নীলকমলের মুখের দিকে চাহিল।

নীলকমল তাহার কাণের কাছে মুখ লইয়া গিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কার যাত্রা হচ্ছে?" সে কহিল, "তা কি লোকের গা না টিপে জিজ্ঞাসা কোর্‌লে হয় না?"

নীলকমল কহিল "এত চটো কেন ভাই! যদি তোমার ব্যাথা লেগে থাকে, তুমি আমাকে নয় একটা টিপ্ দাও।"

"গোল মৎ করো—গোল মৎ করো" একজন খোট্টা দাঁড়াইয়া কহিল।

নীলকমলের আর কাহারও কাছে জিজ্ঞাসা করিতে সাহস হয়

না। এমন সময় দুজন লোক গান শুনিয়া উঠিয়া যাইতেছে। নীলকমলের নিকটবর্ত্তী হইয়া একজন অপর জনকে কহিল, "আর গোবিন্দ অধিকারীর সেকাল নাই।" নীলকমল যেন আকাশের চাঁদ হাতে পাইল। তখন ভাবিতে লাগিল, "গোবিন্দ অধিকারীর সঙ্গে তো আমার আলাপ আছে। একবার চোকোচোকি হলে হয়। তা হলেই আমাকে ডাকবে, আর আমি আসরে গিয়ে বোস্‌বো। এ ব্যাটার গায়ে হাত দিয়ে ডেকেছি বলে চটে গেল, আসরে গিয়ে বোস্‌লে ব্যাটা টের পাবে আমি একজন যে সে নই।" এইরূপ চিন্তা করিয়া নীলকমল একবার ডান দিকে চেয়ে থাকে, একবার বাঁ দিকে বেঁকে চেয়ে থাকে, কিন্তু চোকাচোকি আর হয় না। অগ্রে যাইবারও আর যো নাই। নীলকমল একস্থানে দাঁড়াইয়া ক্ষণেক এদিক, ক্ষণেক ওদিক বেঁকিতেছে, এমন সময় যাত্রা ভাঙ্গিয়া গেল। সকলে বাহিরে যাইতে লাগিল, গোল অনেক চুকিয়া গেল। নীলকমলের অভীষ্ট সিদ্ধ হইল, নীলকমল আসরে গিয়া বসিল।

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ।

আশা মরীচিকা।

বিধুভূষণ কিয়ৎকাল কালীঘাটে থাকিয়া তিনিও যাত্রার দলের অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। কিন্তু যেখানে যান সেই খানেই শুনেন, হয় তো তাহাদের বস্তাকরের দরকার নাই, অথবা ভালো বাস্তুকরের বেতন দিবার ক্ষমতা নাই। কালীঘাটে যদিও আহারের ভাবনা নাই বটে, কিন্তু বিধুভূষণের বস্ত্রাদি এরূপ মলিন হইয়া গেল যে, তাঁহার আর কোন স্থানে যাইবার যো রহিল না, তাহার পাণ্ডা বন্ধু তাঁহাকে তাহার নিজের ব্যবসা গ্রহণ করিতে উপদেশ দিল। কিন্তু বিধুভূষণ নূতন লোক, সকল স্থান ভাল করিয়া চিনেন না। অধিকন্তু কালীঘাটে থাকিয়া মিথ্যা কথা বলা ও প্রবঞ্চনা করা অপেক্ষা অধিক পাপ আর নাই, এই সমস্ত ভাবিয়া পাণ্ডার উপদেশ গ্রহণ করিলেন না।

এক দিবস একাকী বসিয়া বিধুভূষণ নিজের অবস্থার পর্য্যালোচনা করিতেছেন। "পূর্ব্বেই বা কি ছিলাম, এখনই বা কি হইয়াছি; শরীরে সামর্থ মাত্র নাই। যেখানে বসিয়া থাকি সেইখানেই থাকিতে ইচ্ছা করে, মনে উৎসাহের চিহ্নও নাই, বস্ত্রাদি দেখিলে আর ব্রাহ্মণ কেহই কহিবে না, বাড়ীর খবর পাইলাম না, পত্র লিখি তাহারও জবাব পাই না। পথে একজন লোকের সঙ্গে দেখা হলো সেই বা কোথায়? আমার অদৃষ্টই

বুঝি এমনি যে, যাহার সহিত আমার সংস্পর্শ হইবে তাহার আর সুখ হইবে না। আহা! সরলার যদি অন্য কাহারও সহিত বিবাহ হইত, তাহা হইলে আর কোন সুখ হউক বা না হউক অনাহারে থাকিতে হইত না।" সরলার কথা মনে হইয়া বিধুভূষণের চক্ষু হইতে ঝর্ ঝর্ করিয়া অশ্রুপাত হইতে লাগিল। কিয়ৎক্ষণ পরে শশিভূষণ ও প্রমদার কথা মনে হইয়া তাহার চেহারা আর এক প্রকার ভাবান্তর হইল। চক্ষু লাল হইল। মুখভঙ্গি ভীষণাকার হইল, এবং দক্ষিণ হস্ত দৃঢ় মুষ্টিবদ্ধ হইল। পুনরায় গদাধরচন্দ্র ও তদীয় জননীর কথা মনে হইয়া মুখে ঈষৎ হাস্য উপস্থিত হইল।

মুখমণ্ডল হৃদয়ের দর্পণস্বরূপ। অন্তঃকরণে যখন যে ভাবের উদয় হয়, মুখে অবিলম্বে তাহা প্রতিফলিত হইয়া থাকে; অন্তঃকরণে দুঃখ উপস্থিত হইলে মুখ ম্লান হয়; সুখ উপস্থিত হইলে মুখ প্রফুল্ল হয়। অন্তঃকরণে রাগের কারণ সঞ্চার হইলে চক্ষু রক্তবর্ণ হয়, ওষ্ঠাধর কাঁপিতে থাকে ও দন্তে দন্তে নিষ্পেষিত হয়। ফলতঃ, চিত্তে যখন যে ভাবের বিকাশ হইতে থাকে, মুখমণ্ডলে তখনই তাহার প্রতিবিম্ব পতিত হয়। সুতরাং মনুষ্যের মুখ জীবদ্দশায় নিয়তই বিকৃতভাবে থাকে। স্বভাবতঃ কাহার মুখ কিরূপ তাহা তাহার মৃত্যু না হইলে জানা যায় না।

অতি অল্পক্ষণের মধ্যেই বিধুভূষণের মুখে দুঃখ, রাগ ও কৌতুকের চিহ্ন দর্শন করিয়া তাহার পাণ্ডা বন্ধু কহিল, "কি হে, পাগল হইবার উদ্যোগ করিতেছ না কি?"

বিধুভূষণ চিন্তায় মগ্ন ছিলেন, সুতরাং পাণ্ডা বন্ধু নিকটে

আসিয়াছে, তাহা টের পান নাই। এজন্য তাহার কথা শুনিয়া চমকিয়া উঠিয়া কহিলেন, "হাঁ, কি বোল্‌ছো ?"

পাণ্ডা। এমন কিছু না, পাঁচালি শুন্‌বে ? আমাদের দেশের এক-দল পাঁচালিওয়ালা এসেছে। চল, আজ পাঁচালি হবে, শুনে আসি।

বিধুভূষণ সর্ব্বক্ষণই প্রস্তুত। বলিবামাত্রই তাহার সঙ্গে চলিলেন। কিয়দ্দূর গমন করিয়া পাণ্ডা কহিল, "তুমি যে বোলেছিলে কোন যাত্রার দলে চাকরি কোর্‌বে। এই তো উপস্থিত আছে, করো না কেন ?"

বিধুভূষণ আগ্রহ সহকারে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কৈ, কৈ ?" পাণ্ডা কহিল, "যেখানে আমরা পাঁচালি শুন্‌তে যাচ্ছি, সেই খানেই আছে। আমার সঙ্গে দলের অধিকারীর দেখা হয়েছিল। তাহার বাড়ী আমাদের গ্রামে। তাদের যে এক জন বাদ্যকর আছে, সে তো একে ভালো বাজাইতে পারে না, আবার তার উপর মদ খায়। নূতন দল, এ সময়ে একজন ভালো লোক না রাখ্‌লে নাম হবে না। এই জন্য আমাকে বোলেছিল "যদি তোমার কোনও আলাপী লোক থাকে, সঙ্গে করে নিয়ে এস।" কিন্তু এক বন্দোবস্ত কোর্‌তে হবে। তারা এখন মাইনে দিতে পার্‌বে না। যা পায়, তার বখ্‌রা দিতে প্রস্তুত আছে।"

বিধুভূষণ ভাবিলেন, এখন হলেই হয়, বখরাই দিক—আর মাইনেই দিক। এই কথা শেষ না হইতে হইতে তাহারা পাঁচালির দলে গিয়া উপস্থিত হইল। আর দুই ঘণ্টা বাদ পাঁচালি আরম্ভ হইবে। পাণ্ডা দলের কর্ত্তাকে কহিল, "এই তোমার লোক এনেছি।"

বিধুভূষণের বেশ ভূষা দেখিয়া দলের কর্ত্তার কিছু অভক্তি হইল, কিন্তু সে ভাব গোপন করিয়া বিধুকে কহিল, "আপনি একবার বাজান দেখি?" এই বলিয়া এক জোড়া তবলা তাহার কাছে দিল। বিধুভূষণ বাজাইলেন। পাঁচালিওয়ালা বড় ধূর্ত্ত, মনে মনে পছন্দ হইয়াছে, কিন্তু প্রকাশ্যে বলিলে পাছে বেশী দর হইয়া যায়, এজন্য মুখ বাঁকাইয়া কহিল, "হাঁ চল্‌তে পারে।" পরে পাণ্ডার দিকে মুখ ফিরাইয়া "বন্দোবস্তের কথা বলেছো।"

পাণ্ডা কহিল, "হাঁ।"

অধিকারী। তাতেই স্বীকার?

পাণ্ডা। তাতেই।

অধিকারী। তবে কবে থেকে মিশ্‌বেন?

বিধু। যবে থেকে বলেন।

অধিকারী। তবে আজ।

বিধু। আচ্ছা তাই।

বিধুভূষণের পাঁচালির দলে যাওয়া অবধি যেন দলের অদৃষ্ট ফিরিয়া গেল। অল্পদিবসের মধ্যেই দলের নাম প্রকাশ হইয়া পড়িল, এবং দেশ বিদেশ হইতে বায়নাপত্র আসিতে লাগিল। "টাকা হইলে লোকের চেহারা ফেরে" এ কথা সকলেই বলিয়া থাকে, বস্তুতঃ সে কথা যথার্থ, বিধুর এক্ষণে বিলক্ষণ আয় হইল। তাঁহার মলিন বসন দূর হইল, মুখভঙ্গী ভাল হইয়া আসিল, কিন্তু পূর্ব্বের ন্যায় আর চিন্তাশূন্য হইল না। পৃথিবীতে অতি অল্প লোকেই ক্রমে ক্রমে প্রাচীন হয়। এমন সর্ব্বদাই দেখা

গিয়া থাকে যে অধিকাংশই হঠাৎ বিজ্ঞ হইয়া বসে, আজি দিব্য যুবা পুরুষ, অনবরত আমোদ প্রমোদ করিতেছে, কোন ভাবনা চিন্তা নাই, দুঃখ ক্লেশ কাহাকে বলে জানে না, দেখিলে বোধ হয় যেন চিরকালই তার এই ভাবেই কাটিয়া যাইবে, এমন সময় তাহার পিতা, কিঁ মাতা কিম্বা জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার কাল হইল। আর সে প্রফুল্ল মুখে হাসি নাই, সে ক্রীড়া কৌতুকে আসক্তি নাই। একেবারে সমুদয়ই পরিবর্ত্তন হইয়াছে। এক রাত্রিতে বৃদ্ধ হইয়াছে। বিধুভূষণ পৃথক্ হইবার দিন অবধিই বিজ্ঞ হইয়াছেন।

টাকা হাতে পাইবামাত্রই বিধুভূষণ সরলাকে পত্র লিখিলেন এবং কিছু খরচ পাঠাইয়া দিলেন। লেখাপড়ায় তাদৃশ পারদর্শিতা না থাকা প্রযুক্ত একখানা পত্র লিখিতে কত কাগজই নষ্ট করিলেন। একবার অক্ষর মনোমত হইল না, সেখান ফেলিয়া দিলেন। আর একবার কথা ভাল লাগিল না, সেখানাও ফেলিয়া দিলেন। একবার খানিক কালী পড়িয়া গেল, সেখানিও নষ্ট হইল। শেষের খানি ভাল হইল। প্রফুল্লচিত্তে আদ্যোপান্ত পাঠ করিলেন। সরলা পাইয়া যে কত আহ্লাদিত হইবে, সেই ভাবিয়া বিধুর আহ্লাদের সীমা নাই। চক্ষু হইতে দুটি মুক্তাফল বর্ষণ হইল। বিধু আহ্লাদে অশ্রুপাত না করিয়া আর থাকিতে পারিলেন না।

চিঠিখানি ডাকঘরে রেজেষ্টারি করিয়া পাঠাইয়া দিলেন।

ঐ ডাকঘরে চিঠির জবাব আসিবে। বিধুভূষণের নিকট ডাকঘর তীর্থস্থান হইয়া উঠিল। রোজই এক একবার যান। কিন্তু সরলা তো লিখিতে জানে না! বিধুর ভাবনা হইল, "কে

চিঠি লিখিয়া দিবে? গোপাল এত দিন চিঠি লিখিতে শিখিয়াছে, গোপাল লিখিবে।"

প্রত্যহই ভাবিয়া যান আজ চিঠি আসিবে, কিন্তু আইসে না।

আশা! ধন্য তোমার ছলনা, ধন্য তোমার কুহকিনী শক্তি! তুমি কি না করিতে পার? তোমার ন্যায় আর কে প্রবোধ দিতে পারে? তুমি মুমূর্ষুকে বলবান করিতে পার, অন্ধকে দর্শন করাইতে পার, পঙ্গু দ্বারা গিরিলঙ্ঘন করাইতে পার, তুমি অসম্ভবকে সম্ভব করিতে পার। কিন্তু তোমার ন্যায় বিশ্বাসঘাতিনীও আর কেহ নাই। তোমার রূপ দেখিয়াই লোকে ভুলিয়া যায়। তোমার চরিত্র অনুসন্ধান করে না। যাহাকে তুমি বারংবার প্রবঞ্চনা করিয়াছ, সেও তোমার মায়াজাল হইতে মুক্ত হইতে পারে না।

বিধুভূষণও ডাকঘরে যাইতে ক্ষান্ত হন না, কিন্তু চিঠিও আইসে না। প্রত্যহই আশা করিয়া যান, প্রত্যহই নিরাশ হইয়া ফিরিয়া আসেন। এক দিবস পোষ্টমাষ্টার কহিলেন, "আপনার চিঠি পৌঁছিয়াছে, রসিদ আসিয়াছে।"

বিধুভূষণ আগ্রহ সহকারে কহিলেন, "কৈ কৈ দেখি?" পোষ্টমাষ্টার পুস্তক খুলিয়া দেখাইয়া দিলেন। লেখা রহিয়াছে "গোপালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।"

বিধু হর্ষোৎফুল্ল নেত্রে অনেকক্ষণ একদৃষ্টে নামটির দিকে চাহিয়া রহিলেন।

ক্ষণকাল পরে পোষ্টমাষ্টারকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি এ কাগজখানা আমাকে দিতে পারেন?"

পোষ্টমাষ্টার কহিলেন, "এখানা আমার রসিদ। এখানা হস্তান্তর করিবার হুকুম নাই।"

বিধুভূষণ সতৃষ্ণনয়নে আরও ক্ষণকাল নামটি নিরীক্ষণ করিয়া আর্দ্রচক্ষু বস্ত্র দ্বারা মার্জ্জন করিয়া ডাকঘর হইতে চলিয়া আসিলেন।

বিধুভূষণের মন অপেক্ষাকৃত আশ্বস্ত হইল। বিধুভূষণ পূর্ব্বের কয়েক দিন অপেক্ষা সুস্থচিত্তে কালাতিবাহিত করিলেন।

চতুর্ব্বিংশ পরিচ্ছেদ।

নীলকমলের সহিত বিধুভূষণের পুনর্ম্মিলন।

হুগলি জেলার অন্তর্গত দেবীপুরে বারোয়ারি পূজায় যাত্রা, পাঁচালি, কবি ইত্যাদি বায়না হইয়াছে। বৈকাল হইতে রাত্রি ১০টা পর্য্যন্ত পাঁচালি হইয়া গেল। সকলেই পাঁচালি শুনিয়া প্রশংসা করিল। কিন্তু তাহারা গানে যত মোহিত না হইল, বাজনা শুনিয়া তদপেক্ষা অধিক প্রীতিলাভ করিল। এ দলে বিধুভূষণ বাদ্যকর।

শেষরাত্রে যাত্রা আরম্ভ হইয়াছে। সকলেই যাত্রা শুনিতে বসিয়াছে। বিধুভূষণের দলের সকলে প্রাতঃকালে গান শুনিতে গেল। বিধুভূষণও সেই সঙ্গে গেলেন। তাঁহারাও উপস্থিত হইলেন, আর সঙের বাজনা বাজিয়া উঠিল এবং যাত্রার দল হইতে একটি কচি, কৃশকায় ছিটের ইজের চাপকান পরা, রাম উঠিয়া ডাকিতে আরম্ভ করিল, "বাছা হনুমান"—"বাছা হনুমান।" দুই চারিবার ডাকিয়া চুপ করিল। পুনরায় "বাছা হনুমান", "বাছা হনুমান।" রামটী এমনি কৃশ ও দুর্ব্বল যে, এক একবার "বাছা হনুমান" বলিয়া ডাকিতে তাহার আপাদমস্তক পর্য্যন্ত কম্পিত হইতেছে, গলায় শির উঠিতেছে এবং মুখ কালীর বর্ণ হইয়া যাইতেছে। কিন্তু তথাপি হনুমানের দয়া হয় না। হনুমান এসেও আসে না। রামের এদিকে চক্ষু ভাঙ্গিয়া আসিতেছে।

লক্ষ্মণ, ভরত, শত্রুঘ্ন এঁরা মরে আসরে পড়ে ঘুম দিচ্ছেন। রাম বেচারার হিংসা হচ্ছে। মরিতে পারিলেই একটু ঘুমাইয়া বাঁচে। কিন্তু হনুমান না এলে তো যুদ্ধ আরম্ভ হইতে পারে'না। হনুমান আইসে না। দল হইতে এক জন তানপুরা ফেলিয়া দৌড়িয়া হনুমান কে আনিতে গেল।

পাঠকবর্গ, চলুন দেখি সাজঘরে হনুমান কি করিতেছে?

নীলকমল গোবিন্দ অধিকারীর দলে গিয়াছিল, পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। কিন্তু নীলকমলের বিদ্যা বুদ্ধি দেখিয়া গোবিন্দ অধিকারী তাহাকে নিজে না রাখিয়া আর এক রামযাত্রার দলে সুপারিস করিয়া দিয়াছিল। নীলকমল চারিটাকা বেতন পায়, আর তামাক সাজে, মন্দিরে বাজায়, দু একবার বা বেহালারও কাণ মোড়া দেয়। কি করে? বিদেশে চাকরি মেলে না। যা পেয়েছে তাই করিতেছে। কিন্তু এতদিন তাহাকে কেহ সঙ সাজিতে বলে নাই। আজ আর অন্য লোক নাই সুতরাং অধিকারী নীলকমলকে হনুমান সাজিতে বলিয়াছে। নীলকমল ইহাতে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়াছে। চক্ষু লাল করিয়া কহিল "আমার সঙ্গে এমন কোন বন্দোবস্ত ছিল না যে আমি সঙ সাজ্‌বো। আর যদিও সাজি, তবে রাজা সাজ্‌বো কিংবা আর কিছু সজ্‌বো, আমি হনুমান সাজ্‌তে পার্‌বো না।"

অধিকারী কহিল, "এতে দোষ কি? যাত্রার দলে সঙ তো সকলেই সেজে থাকে আর যদি সঙ সাজ্‌তেই হয়, তবে হনুমানই বা কি আর রাজাই বা কি?"

নীলকমল। না, আমি হনুমান হয়ে মুখে চুণ কালী দিয়ে

কলা খেতে খেতে অত লোকের মধ্যে যেতে পার্‌বো না। আমাকে এতে চাই রাখো বা নাই রাখো।

অধিকারী মহাবিপদে পড়িল। এদিকে "বাছা হনুমান", "বাছা হনুমান" করিয়া রামের স্বরভঙ্গ হইবার যো হইয়াছে। এজন্য অধিকারী কহিল, "তোমাকে এখন অবধি ৫৲ টাকা করিয়া বেতন দেওয়া যাইবে, যদি হনুমান সাজো।"

নীলকমল সম্মত হইল, তথাপি লজ্জায় আসরে আসিতে পারিতেছে না। দু এক জন লোক গিয়া হনুমানরূপী নীলকমলকে বলপূর্ব্বক ধরিয়া আনিল।

রাম কহিল, "কি বাছা হনুমান, এতক্ষণে এলে?"

নীলকমল "হাঁ প্রভু, এলাম" বলিয়া উত্তর করিবে এমন সময়ে বিধুভূষণকে দেখিতে পাইল। রাস্তায় সর্প দেখিলে পথিক যেমন চমকিয়া উঠে, নীলকমল তেমনি চমকিয়া উঠিল। নীলকমল ভাবিল যে, বিধুভূষণ সকলই টের পাইয়াছেন। গোবিন্দ অধিকারীর দলে মিশিতে পারে নাই, তাহাও জানিতে পারিয়াছেন, এখন যে কি অবস্থায় কি বেতনে আছে সকলই অবগত হইয়াছেন।

নীলকমল এই সমস্ত মুহূর্ত্ত মধ্যে ভাবিয়া রামের কথায় আর জবাব না দিয়া সভাস্থ লোকের নিকট যোড়হাতে উচ্চৈস্বরে কহিল "মহাশয়, আমাকে জোর করে হনুমান সাজায়াছে।"

হনুমানের কথা শুনিয়া সভাস্থ সমুদয় লোক হাসিয়া উঠিল। নীলকমল পূর্ব্ববৎ উচ্চৈঃস্বরে কহিল, "আপনারা আমার কথায় কি বিশ্বেস কর্‌লেন না? আমি দিব্বি কোরে বোল্‌তে পারি,

আমি হনুমান না, আমার নাম নীলকমল, বাড়ী রামনগর, আমারে জোর করে হনুমান সাজিয়েছে।”

সভাস্থ লোক আরও বেশী হাসিয়া উঠিল। নীলকমল লজ্জিত হইয়া বসিল।

রাম ডাকিলেন, “বাছা হনুমান!”

নীল। কে তোর হনুমান? আমাকে অমন হনুমান হনুমান কোর্‌লে তোর ভাল হবে না।

রাম। (অধিকারীর পরামর্শে) “হনুমান এ যুদ্ধ বিপদ হইতে রক্ষা কর।”

নীল। ফের তুই হনুমান হনুমান কোর্‌ছিস্? তোর যুদ্ধ হলো না হলো তাতে আমার কি?

অনেক খোসামোদের পর নীলকমল যুদ্ধে কিঞ্চিৎ সাহায্য করিল। কিন্তু সে সাহায্য নাম মাত্র। রাম ধনুকবাণ যেই ধরিল, আর অমনি পঞ্চত্ব পাইল। একটু পরে গান ভাঙ্গিয়া গেল। নীলকমল মুখস ফেলিয়া দিয়া অধোবদনে বসিয়া আছে। বিধুভূষণ নিকটে গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “নীলকমল, কোথা থেকে এখানে জুট্‌লে?”

নীল। আর যাও ঠাকুর তোমার কথায় কাজ নাই। ওরাই নয় হেসে উঠলো, আমাকে চিন্তে পারে না। কিন্তু তুমি কেমন কোরে হাস্‌লে? তুমি তো আমাকে চিন্তে, তুমি কেন দুটো কথা বলে দিলে না।

বিধুভূষণ কহিলেন, “নীলকমল, আমি তো—তুমি নীলকমল নও, ভেবে হাসি নি? তোমার কথায় হাসি এলো।”

নীল। আমার কথায় হাসি এলো কেন? আমি কি পাগল?

বিধু। আমি তো বলছি না যে তুমি পাগল।

নীল। আমি আর এ দলে থাকবো না।

বিধুভূষণ কহিলেন, "নীলকমল, তুমি আমাদের সঙ্গে চল। আমাদের পাঁচালির দল, সেখানে সঙ সাজা নেই, সেই বেশ হবে। তুমি এখানে কত বেতন পাও?"

নীলকমল ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল, "৬৲ টাকা।" নীলকমল দুটাকা বেশী করিয়া বলিল। এ রোগ অনেকেরই আছে, কেবল নীলকমলের নয়।

বিধুভূষণ এক্ষণে দলের প্রধান হইয়াছেন বলিলে হয়। এজন্য তিনি কহিলেন, "তবে তোমার কাপড় চোপড় নিয়ে এস। আর যা পাওনা থাকে তাও নিয়ে এস। আমরাও তোমাকে ৬৲ টাকা মাইনে দেবো।" এই বলিয়া বিধুভূষণ চলিয়া গেলেন।

নীলকমল মনে করিল, "যদি আর দুটাকা বেশী কোরে বলিতাম, তা হলেও তো পেতাম। আহা হা! আমি কি বোকামি কোরেছি!"

নীলকমল মনস্তাপে বাসায় ফিরিয়া গেল। দলের কর্ত্তার নিকট কহিল, "আমার মাহিনা হিসাব কোরে দাও, আমি আর তোমার সঙ্গে থাকবো না।"

দলের কর্ত্তাও নীলকমলের উপর বড় চটিয়াছিল। সুতরাং মাহিনা হিসাব করিয়া দিতে আর কোন আপত্তি করিল না। নীলকমল মাহিনা ও বেহালাটি লইয়া পাঁচালির দলে আসিল।

নীলকমল পাঁচালির দলে আসিয়া বিধুভূষণকে ডাকিয়া কহিল, "দাদাঠাকুর, আমি চল্লাম।"

বিধুভূষণ কহিলেন, "কোথায় ?"

নীল। যেদিকে পা চলে।

বিধু। তার মানে কি নীলকমল ?

নীলকমল মুখ আঁধার করিয়া উত্তর করিল, "আর আমার এ জীবনে কাজ কি ? দেশে থাকতে পারলাম না। বিদেশে এলাম, এখানেও সুখ হলো না। এখন চল্লাম, যে দেশে আলাপী লোকের মুখ দেখতে না পাই, সেই দেশে যাই।"

বিধু। কেন, কেন ? এই তো তুমি বোল্লে আমাদের দলে থাকবে ; আমি সকলকে বোলে ঠিক্ ঠাক্ করলাম। এখন আবার এমন কথা বোল্‌ছো কেন ?

নীল। এখানে যদি থাকি তোমরা আমাকে নিয়ে কত হাসি ঠাট্টা কোরবে ; আমার তা বরদাস্ত হবে না। হয় তো আমায় হনুমান ছাড়া আর কিছুই বোলবে না। রাস্তায় আসতে কতকগুলা ছেলে আমার পাছে লেগে গেল। সদু মিস্ত্রী যেমন বলতো "কাকের পাছে ফিঙ্গে লাগে" তেমনি সকলেই আমাকে হনুমান বোলে ডাকে। আমি তো আসছিলাম তোমাদের দলে থাকবার জন্য কিন্তু এমন কোরলে তো আর থাকা হবে না।

বিধুভূষণ কহিলেন, "নীলকমল, এখানে তোমাকে হনুমান বোলে কেউ ডাকবে না।" এই কথা বলিবার সময় বিধুভূষণের মুখে একটু ঈষৎ হাসি দেখা দিল।

নীলকমল তাহাতেই ক্রুদ্ধ হইয়া কহিল, "ঐ ঠাকুর, তুমিই বোল্‌ছো তার আর অন্যে কি ছাড়বে?"

বিধুভূষণ কহিলেন, "কৈ, আমি তো তোমাকে তা বলি নাই?"

নীলকমল কহিল, "তবে দিব্বি কোরে বলো, আর ও কথা মুখে আন্‌বে না।"

বিধুভূষণ। আচ্ছা দিব্বি কোরেই বল্লাম। এখন হলো তো?

নীল। হলো বটে, কিন্তু তুমি যেন না বল্লে আর সকলে ছাড়্‌বে কেন? তারা তো "বেঁধে মারে সয় বড়" তা তো বুঝ্‌বে না। আমার যে কত দুঃখ হয়, তারা তো টের পাবে না। দাদাঠাকুর, আমি যদি এ জান্‌তাম, তা হলে কি আমি কখন রামযাত্রার দলে যেতাম?

বিধুভূষণ কহিলেন, "আচ্ছা তুমি এই খানে বোসো, আমি গিয়ে সকলকে প্রতিজ্ঞা করিয়ে আসি, তারপর তোমাকে নিয়ে যাবো।" বিধুভূষণ এই কথা বলিয়া ঘরের মধ্যে গেলেন। নীলকমল বিধুভূষণের কথায় অনেক আশ্বস্ত হইয়া অপেক্ষাকৃত প্রফুল্লিত হইল এবং গুন্‌ গুন্‌ করিয়া "পদ্ম-আঁখি আজ্ঞা দিলে পদ্মবনে আমি যাব" ইত্যাদি গাইতে লাগিল।

নীলকমল তিন চারি ফের্‌তা "পদ্ম-আঁখি" গাইল। এমন সময় বিধুভূষণ ফিরিয়া আসিলেন।

নীলকমল গুন্‌ গুন্‌ না ছাড়িয়া ইসারার দ্বারা জিজ্ঞাসা করিল "খবর কি?"

বিধুভূষণ অনেক দিবসের পর পদ্ম-আঁখির গান শুনিয়া ঈষৎ

হাস্য করিয়া নীলকমলের দিকে অগ্রসর হইলেন! বিধুর হাসি দেখিয়া নীলকমলের চেহারা গরম হইল। বিধু কহিলেন· "নীলকমল, এবার আমার দোষ নাই, তুমি যদি নিজেই হনুমান স্বীকার করো, তবে লোকের আর অপরাধ কি?"

নীলকমল কহিল, "কৈ আমি স্বীকার কোর্‌লাম?"

বিধুভূষণ কহিলেন, "ঐ গানই তো সকল দোষের মূল। ও গানটার মানে জান?"

নীলকমল কহিল, "আমি জানি, না জানি, তোমার কি? তোমার কাছে যখন জিজ্ঞাসা কোর্‌বো তখন বোলে দিও।"

বিধুভূষণ কহিলেন, "নীলকমল, রাগ করো না। রামচন্দ্র যখন রাবণ বধ করিবার জন্য দুর্গোৎসব করেন, তখন নীল-পদ্ম কে আন্‌বে এই কথা ওঠায় হনুমান স্বীকার হলো, তাই ঐ গানটা হয়েছে। 'পদ্ম-আঁখি আজ্ঞা দিলে পদ্মবনে আমি যাবো, আনিয়া নীল-পদ্ম চরণ পদ্মে দিব।' "

নীলকমল বিস্মিত হইয়া কহিল, "বটে?"

বিধুভূষণ কহিলেন, "আমি তো ঠিক করে এলাম, তোমাকে কেউ কিছু বোল্‌বে না। কিন্তু তোমাকে একটা কথা বোলে দি, তুমি আর কখন পদ্ম-আঁখির গান গেও না। ওটা শুনলেই লোকের মনে হবে।"

নীলকমল কহিল, "আচ্ছা, আজ অবধি ত্যাগ কোর্‌লাম।"

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ।

"শ্যামা কার কি করেছে।"

বিধুভূষণের বিদেশে গমন অবধি চারি বৎসর অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে।

যতই দিন যায়, সরলা ততই উৎকণ্ঠিতা হয়। এক মাস, দুই মাস, তিন মাস এই প্রকারে চারি বৎসর অতিবাহিত হইল, তথাপি বিধুভূষণের কোন পত্রাদি পান না। সরলা এমন দেবতা নাই, যাঁহার উপাসনা করেন নাই, এমন উচ্চ স্থান নাই, যেখানে মাথা খোঁড়েন নাই। ভাবনায় সরলার শরীর শীর্ণ হইয়া গেল। সরলা এক স্থানে বসিলে আর উঠেন না, কেহ পূর্ব্বে কথা না কহিলে কাহারও সহিত কথা কন না। তাঁহার অন্নে রুচি নাই, রাত্রিতে নিদ্রা নাই। শীতকালে শরীরের ঘর্ম্মে শয্যা ভিজিয়া যায় তাঁহার শরীর যতই শীর্ণ হইতে লাগিল, মুখের শ্রী ততই বাড়িতে লাগিল। বৈকাল হইলে চক্ষু ঈষৎ রক্তবর্ণ হয় ও মুখ আরও ঢল্‌ঢলে দেখায়, সরলার শরীরে যক্ষ্মার সূত্রপাত হইয়াছে।

এতকাল পর্য্যন্ত শ্যামার যে টাকা ছিল, তাহাতেই এক রকমে চলিয়া গেল। ক্রমে ক্রমে সে বল ফুরাইয়া আসিল। সরলার ভাবনারও বৃদ্ধি হইল। পতি বিদেশে, তাঁহার কোন খবর নাই, ঘরে অন্ন নাই। সরলার পীড়াও বৃদ্ধি হইতে লাগিল। এমন ক্ষীণ হইলেন যে, বসিলে আর সহজে উঠিতে পারেন না। শ্যামা

তখন উভয়ের মাতা স্বরূপ হইল। প্রাতঃকালে উঠিয়া গোপাল ও সরলার সেবা শুশ্রূষা করিয়া পাড়ায় বাহির হয়। কোন বাড়ীতে কাজকর্ম্ম করিয়া দিয়া আপনার আহারের জন্যে যাহা পায়, আনিয়া গোপালকে ও সরলাকে খাওয়ায়; পরে নিজে আর এক বাড়ী হইতে খাইয়া আইসে। ঘরে আর এমন জিনিসপত্র কিছুই নাই যে বিক্রয় করিলে দুদিন চলিতে পারে। শ্যামা এক্ষণে পরিবারের জীবন স্বরূপ।

শশিভূষণ সপরিবারে এক্ষণে নূতন বাটীতে গিয়াছেন। গোপাল কোন্ স্থানে গেলে সরলাকে একাকিনী বাটীর মধ্যে থাকিতে হইত। প্রথম প্রথম একাকিনী থাকিতে সরলা কোন ভয় পাইতেন না কিন্তু যত কৃশ হইতে লাগিলেন, সরলার ততই ভয় হইতে লাগিল। কে যেন কোথা হইতে আইসে; সরলা টের পান, কিন্তু আর কেহ টের পায় না। শয্যায় শুইয়া মধ্যে মধ্যে চমকিয়া উঠেন। গোপালের এক্ষণে জ্ঞান বুদ্ধি হইয়াছে। দুঃখে পড়িলে অল্পবয়সেই বুদ্ধি পরিপক্ক হয়। গোপাল চুপ করিয়া সরলার শিয়রে বসিয়া থাকে।

সরলা চমকিয়া উঠিলেন। গোপাল জিজ্ঞাসা করিল, "কি মা! অমন কোর্‌লে কেন?"

সরলা কহিলেন, "না বাবা, কিছুই না। গোপাল, বাবা তুমি এইখানেই বোসে আছ?"

গোপাল। হাঁ মা, তোমাকে একা রেখে কোথায় যাবো?

সরলা। কতক্ষণ বোসে আছ? আজ খেলা কোর্‌তে গেলে না?

গোপাল। এখন তো মা আমি খেলা কোর্‌তে যাই না।

সরলা ক্ষণেক ক্ষণেক পূর্ব্বের কথা ভুলিয়া যাইতে আরম্ভ করিলেন। গোপালের সঙ্গে শেষ কথোপকথনের পর আবার ক্ষণকাল চক্ষু মুদ্রিত করিয়া থাকিয়া একবার জাগিয়া উঠিলেন, এবং ব্যস্ত সমস্ত হইয়া চারিদিকে চাহিয়া দেখিলেন। গোপাল জিজ্ঞাসা করিল, "মা, কি দেখ্‌ছো?"

সরলা। না বাবা, কিছু দেখ্‌ছি না। তুমি এইখানেই বোসে আছ?

গোপাল। হাঁ মা, আমি তো তোমার বিছানা ছেড়ে কোন খানে যাই নাই।

সরলা। হাঁ হাঁ, আমি ভুলে গিয়াছিলাম। গোপাল, বাবা আজ কিছু খেলে না?

গোপাল। দিদি পাড়া থেকে ফিরে এলেই খাবো।

সরলা। শ্যামা এখনও ফিরে আসে নি? আহা, বাছা আমার কি ক্লেশই পাচ্ছে! সকাল বেলা যায়, আর দুপর বেলা আসে; আবার খেয়ে বেরোয়, আর সন্ধ্যাকালে আসে। গোপাল, তুমি আমার কাছে একটী দিব্বি করো দেখি?

গোপাল। কি দিব্বি কর্‌বো মা?

সরলা। দিব্বি কর যে আমি মোলে তুমি শ্যামাকে কখন অভক্তি কোর্‌বে না। তুমি আমারে যেমন ভক্তি কর, অমনি চিরকাল শ্যামাকে কোর্‌বে?

গোপাল। মা, এর জন্যে দিব্বি কর্‌তে হবে কেন? আমি কি জানিনে যে, তুমি আমার যেমন মা, শ্যামাও তেমনি?

সরলার চক্ষে মুক্তার ন্যায় অশ্রুবিন্দু দেখা দিল। সরলা চক্ষু মুদ্রিত করিলেন। গোপাল নিজের বস্ত্র দ্বারা সরলার চক্ষের জল মুছিয়া দিল। সরলা এক মুহূর্ত্ত পরে কহিলেন, "গোপাল বাবা বালিস কটা উপরে উপরে রাখ দেখি, আমি একবার বসি।"

গোপাল আস্তে আস্তে বিছানায় বালিসগুলি উপর্য্যুপরি রাখিল। সরলা বিছানায় বাহুর ভর দিয়া উঠিয়া বালিস ঠেস দিয়া বসিলেন। এই পরিশ্রমে চারি পাঁচ বার ঘন ঘন নিশ্বাস বহিল। শ্রান্তি দূর হইলে সরলা কহিলেন, "বাবা গোপাল, একবার এসে আমার কোল্লে বসো দেখি। এখনও শক্তি আছে, একবার কোলে কোরে নি, আর দিন কতক পরে তাও পারবো না।"

গোপাল সরলার দিক হইতে মুখ ফিরাইয়া অন্য দিকে চাহিয়া চুপ করিয়া রহিল। গোপালের কথা কহিবার যো নাই। তাহার চক্ষু দিয়া ঝর্ ঝর্ করিয়া অশ্রুপাত হইতেছে।

সরলা বুঝিতে পারিয়া গোপালের হাত ধরিয়া টানিয়া আপনার বামদিকে বসাইলেন। গোপাল সরলার বক্ষোপরি শিরস্থাপন করিয়া নীরবে রোদন করিতে লাগিল।

সরলা হস্ত দ্বারা গোপালের মুখ ফিরাইয়া অঞ্চলে চক্ষু মুছাইয়া দিয়া, হাসিয়া কহিলেন, "ভয় কি গোপাল, আমি কি তোমাকে ফেলে কোনখানে যেতে পারি? আমি শীঘ্রই ভালো হব।"

গোপাল পূর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর বেগে অশ্রুপাত করিতে লাগিল। সরলা দুই হাত দিয়া গোপালের মস্তক ধারণ করিয়া সস্নেহে বারংবার শিরশ্চুম্বন করিলেন।

একটু পরে শ্যামা আসিল। বহুকাল পরে সরলার মুখে হাসি

দেখিয়া শ্যামার আর আনন্দের সীমা রহিল না। শ্যামা বিছানার কাছে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "খুড়িমা, আজ একটু ভাল আছেন না? রোজ যদি এমন কোরে একটু একটু গোপালকে কোলে নেও, আর গোপালের সঙ্গে কথা কও, তা হলে পনর দিনের মধ্যেই আবার তুমি যেমন মানুষ তেমনি হ'তে পারো।"

সরলা কহিলেন, "শ্যামা, আজ আমি ভালো আছি। তোমার মত মেয়ে আর গোপালের মত ছেলে কাছে থাক্‌লে যে হতভাগিনী ভাল না থাকে, সে স্বর্গেও ভাল থাকবে না।"

শ্যামার চক্ষে জল টল্ টল্ করিতেছে। ঈষৎ মুখ বাঁকাইয়া কহিল, "আবার শ্যামার মতন মেয়ে, শ্যামার মতন মেয়ে, কোর্‌তে লাগ্‌লে কেন? শ্যামা কার কি করেছে?"

সরলা সজল নেত্রে হাসিয়া কহিলেন, "আমার আপনার মা যা না কোরেছে, শ্যামা তার বেশী করেছে। এর চাইতে পৃথিবীতে কি আর কেহ কারু বেশী কোরতে পারে?"

শ্যামা সরলার কথা শেষ না হইতে হইতেই সে ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিয়া রান্নাঘরে প্রবেশ করিল। শ্যামা নিজের প্রশংসা শুনিতে পারে না। সমাজের খবরের কাগজের মত একটা ভালো কাজ করিয়া বলিয়া বেড়াইতে পারে না। শ্যামার দান কেহ দেখিতে পায় না, জানিতেও পারে না। কোন কাগজেও ছাপা হয় না, কোন সভাতেও সে বিষয়ে বক্তৃতা হয় না। কাগজে ছাপান সৎকর্ম্ম সেই কাগজের সঙ্গেই মৃত্তিকাসাৎ হইবে। শ্যামা, তোমার কীর্ত্তি সেই অক্ষয়পুরুষ অক্ষয় কাগজে, অক্ষয় অক্ষরে লিখিয়া রাখিতেছেন।

স্বর্ণলতা।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

উপক্রমণিকা।

[illegible] অনতিদূরে কোন গ্রামে চন্দ্রশেখর চট্টোপাধ্যায় [illegible] বাস করিতেন। তাঁহার দুই পুত্র ছিল। [illegible] শশিভূষণ, ও কনিষ্ঠের নাম বিধুভূষণ।

[illegible] বয়ঃক্রম যখন দশ বৎসর, তখন তাঁহার পিতার [illegible] এজন্য তিনি তাঁহার মাতার বড় স্নেহের পাত্র ছিলেন। [illegible] জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা তাঁহার অপেক্ষা সাত আট বৎসরের বড় [illegible] সুতরাং শশিভূষণ যৎকালে বিদ্যাভ্যাস করিতেন, তখন [illegible] কেবল খেলা করিয়া কাল কাটাইতেন।

[illegible] যেমন বয়সে বড়, তেমনি বুদ্ধিতেও তাঁহার ভ্রাতা [illegible] শ্রেষ্ঠ ছিলেন। ১৬।১৭ বৎসর বয়ঃক্রম কালেই তিনি [illegible] লেখা পড়া সমাপ্ত করিয়া ঐ গ্রামের জমিদারের [illegible] মাসিক পাঁচ টাকা বেতনের একটি কর্ম্ম পাইয়াছিলেন। [illegible] সরকারে চাকরির বেতন নামমাত্র। বোধ হয়, [illegible] থাকিলেও অনেকে জমীদারের সরকারে কর্ম্ম করিতে না। ফলতঃ শশিভূষণের বিলক্ষণ প্রাপ্তি ছিল।

সুতরাং অ ক্লি ... নে ... ন ...ই তিনি সঙ্গী ... পন্ন ...
উঠিলেন।

শশিভূষণের চাকরি ও বিধুভূষণের বিদ্যারম্ভ এক সময় হইয়াছিল। ভালবাসা কখনই অপ্রতিশোধিত থাকে না। যে তোমাকে ভা... বাসে তুমি তাহাকে ভালবাসিবে, নতুবা ... ঘৃণা করিবে। অন্যান্য বিষয়ে নানাবিধ প্রতিশোধ আছে, ... ভালবাসার প্রতিশোধ এই দুইটি মাত্র। এ দুয়ের মাঝা... আর কিছুই নাই। বিধুর প্রতি তাঁহার মাতার যৎপরোনাস্তি ছিল; মা সরস্বতীও যে, তাঁহার উপর কুপিত ছিলেন, এ ... যায় না। কারণ, প্রথম প্রথম অনেকেই বলিয়া... লেখা পড়া শিখিবে, কিন্তু শিখিতে কিঞ্চিৎ বিলম্ব ... পার্থিব মাতার ভালবাসা ভালবাসার দ্বারা ... কিন্তু মা সরস্বতীর যে কিঞ্চিৎ ভালবাসা ছিল, ... পরিশোধ করিতে লাগিলেন। ক্রমে মা সরস্ব... সাক্ষাৎ সময় উপস্থিত হইল। তদ্দর্শনে প্রথমত ... প্রতিবাসিবর্গ একে একে সকলেই বিধুভূষণের ...হিত মা... সদ্ভাব সংস্থাপনের চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু কোন ক্রমেই ... হইতে পারেন নাই। তাঁহারা বিধুভূষণকে যতই তাড়না আরম্ভ করিলেন, বিধুর ততই আমোদ প্রমোদে অনু... বিদ্যাভ্যাসে বিরক্তি জন্মিতে লাগিল। কিন্তু মূর্খতাবশতঃ কুলীনের বিবাহ বন্ধ থাকে না। এজন্য ১৫ বৎসর বয়সে তাঁহার বিবাহ হইয়াছিল। বিবাহের পর বউও ঘরে, এদিকে মা সরস্বতীও চিরকালের জন্য বিদায় লইলেন।

ধুর বিবাহের পর তাঁহার মাতা পাঁচ বৎসর বাঁচিয়াছিলেন। বৎসরের মধ্যে শশিভূষণের একটি ছেলে ও একটি মেয়ে, ভূষণের একটি ছেলের জন্ম ভিন্ন, এস্থানে উল্লেখের যোগ্য কোন ঘটনাই উপস্থিত হয় নাই। এজন্য আমরা এই স্থানেই ায়ের শেষ করিলাম।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

মনোহারীর দোকান।

গ্রন্থকারেরা লোকের মনের কথা টের পান এবং ইচ্ছা হইলে সকল স্থানেই গমনাগমন করিতে পারেন। নচিলে সুন্দর বৃক্ষতলায় বসিয়া কি ভাবিতেছিলেন, ভারতচন্দ্র রায় তাহা কি প্রকারে জানিতে পারিলেন; মাইকেলই বা কিরূপে পরলোকের বৃত্তান্ত অবগত হইলেন? তদপেক্ষাও দুর্গম যে মুসলমানের অন্তঃপুর বঙ্কিম বাবুই বা কিরূপে তথায় উপস্থিত হইয়া ওসমান ও আয়েসার কথোপকথন শুনিতে পাইলেন? ইহা ভিন্ন গ্রন্থকারদিগের আরও একটি শক্তি আছে, অর্থাৎ ইচ্ছা হইলেই তাহারা অসম্ভবকে সম্ভব করিতে পারেন। এটি বড় সাধারণ শক্তি নহে। এ শক্তি না থাকিলে অনেক গ্রন্থকার মারা যাইতেন; বিষ্ণুশর্ম্মা তো একেবারে বোবা হইতেন। কিন্তু এই শক্তিটি ছিল বলিয়াই, লঘুপতনক ন্যায়শাস্ত্রের বিচার করিতেছে এবং চিত্রগ্রীব অবোধ কপোতদিগকে উপদেশ দিতেছে। এই শক্তির প্রভাবেই বঙ্কিম বাবু আড়াই শত বৎসর পূর্ব্বে এক যবনতনয়ার মুখ হইতে অধুনাতন ইউরোপীয় সুসভ্য জাতীয় কামিনীগণের ভাষা অবলীলাক্রমে নির্গত করাইয়াছেন। এ কথা আমাদিগের বলিবার প্রয়োজন এই যে, এই গ্রন্থে উত্তরোত্তর যে সকল বিষয়ের বর্ণনা করিব তাহা, হে পাঠকবর্গ! আপনাদিগের পার্থিব কর্ণ ও চর্ম্মচক্ষুর অগোচর

মমূলক নহে। আমরা আপনাদিগের অপেক্ষা সহস্র সহস্র থক দেখিতে ও শুনিতে পাই। অতএব সে সমুদয়ে ; করিবেন না।

এ অধ্যায়টী পাঠ করিবার সময় পাঠকবর্গকে বুঝিয়া লইতে হইবে যে, শশী ও বিধুভূষণের মাতার কাল হওয়া চারি পাঁচ বৎসর অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে। এবং বালক বালিকাগুলিও পাঁচ সাত বৎসরের হইয়াছে। এক্ষণে তাহারা দৌড়াদৌড়ি করিয়া বেড়ায় এবং ইচ্ছামত নানা গড়াইয়া খেলা করে। দাস দাসীর সঙ্গে হাট বাজারে যায়; আর প্রয়োজন মত পাড়ার অন্যান্য বালক বালিকাদিগের সহিত দ্বন্দ্ব বিবাদাদিও করিয়া থাকে।

যতদিন শশী ও বিধুভূষণের মাতা জীবিত ছিলেন, তত দিন দুটি ভাইতে যৎপরোনাস্তি সদ্ভাব ছিল। ছোটটির, বড়টির প্রতি হিংসা ছিল না, বড়টিও ছোটটির প্রতি কর্কশ ব্যবহার করিতেন না। কিন্তু তাঁহাদিগের মাতার পরলোকগমনের পর শশিভূষণের স্ত্রী স্বামীকে স্পষ্টরূপে বুঝাইয়া দিলেন যে, এক সংসারে আর অধিক-কাল থাকা আয় ব্যয় সম্বন্ধে সুবিধার বিষয় নহে। শশিভূষণ তথাচ হঠাৎ কোন অসদ্ভাব প্রকাশ করেন নাই। হাজার হউক বু দুই ভাই। উভয়েই এক মায়ের গর্ভে জন্মিয়াছেন, এক মায়ের ন্য পান করিয়াছেন, এক মায়ের ক্রোড়ে পরিবর্দ্ধিত হইয়াছেন। স্র বিবাদ হইলেও একজন আর একজনের প্রতি একবারে হশূন্য হয় না। কিন্তু তাঁহাদের স্ত্রীদিগের মধ্যে তো আর সে কর টান নাই। মাঝে মাঝে তাঁহাদিগের মধ্যে কলহ বিবাদ

হইতে আরম্ভ হইল, কিন্তু স্বামীর পোষকতা কেহই ন
এজন্য এ পর্য্যন্ত গৃহবিচ্ছেদ ঘটে নাই।

সকলে এই ভাবে অবস্থিত, এমন সময়ে এক দিবস ন না বিধ দ্রব্যপূর্ণ দোকান লইয়া একজন মনোহারী ঐ পা উপস্থিত হইল। তদ্দর্শনে পাড়ার যাবতীয় ছেলে পিলে, ও বড় ঝি ও বউ একত্র হইল। কেহ কেহ কিনিতে লাগিল, কেহ কেহ (অর্থাৎ যাহাদের পয়সার অপ্রতুল তাহারা) জিনিসের দর করিয়া যাইতে লাগিল। যে সকল ছেলে পিলে খেলনা পাইল, তাহারা আহ্লাদে নৃত্য করিতে লাগিল। যাহারা কিছু পাইল না, তাহারা কান্না ধরিল। প্রমদা (শশীর স্ত্রী) নিজে মেয়েকে ও ছেলেটিকে এক একটি বাঁশী কিনিয়া দিলেন কি বিধুর ছেলের জন্য কিছু কিনিলেন না। সরলাও (বিধুর স্ত্রী সেইখানে ছিলেন, কিন্তু তাঁহার নিকট পয়সা ছিল না বলিয়া পুত্রের জন্য কিছুই কিনিতে পারিলেন না। তাঁহার পুত্রও তৎকালে সে স্থানে ছিল না। এজন্য সরলা ফিরিয়া আসিতেছেন এমন সময় দূর হইতে 'মা, মা' করিয়া গোপাল আসিয়া কহিতে লাগিল "মা ওখানে কি, চল আমরা গিয়ে দেখি।"

সরলা কহিলেন, "ওখানে সব ঝগড়া করছে। আমরা ওখানে যাব না, গেলে আমাদের মারবে।"

"কেমন করে ঝগড়া কচ্ছে, কে মারবে আমি দেখবো।"

"না, ও দেখতে নাই; চল আমরা শীগ্গীর পালাই।"

"না আমি যাবো।"

প্রমদা, সরলা ও তদীয় পুত্রকে তদবস্থ দেখিয়া, তাঁহার ক্রো

কন্যাকে বলিলেন, "যা না বিপিন, এখানে কি করিস, যা গোপালকে তোর কেমন বাঁশী হয়েছে দেখাগে। যা কামিনী, তুইও যা।"

মাতার আজ্ঞা প্রাপ্তিমাত্র উভয়ে বাঁশী বাজাইতে বাজাইতে গোপালের কাছে আসিয়া উপস্থিত হইল। গোপাল তদ্দর্শনে "আনার একটা" বলিয়া কাঁদিয়া উঠিল।

সরলা বলিলেন, "আজ আর নেই, কাল যখন নিয়ে আসব তখন তোকে একটা দেব।"

গোপাল "না, আমার আজই দিতে হবে" বলিয়া ক্রন্দন ও মাতার অঞ্চল আকর্ষণ করিতে লাগিল।

সরলা কি করেন, অগত্যা মনোহারীর দোকানের নিকট গমন করিলেন।

গোপাল দোকান দেখিবামাত্রেই একটী বাঁশী লইয়া যেখানে বিপিন ও কামিনী খেলিতেছিল, সেইখানে চলিয়া গেল। সরলার নিকট একটিও পয়সা ছিল না, এজন্য তিনি প্রমদাকে কহিলেন---

"দিদি একটা পয়সা ধার দেবে?"

দিদি অন্য সময়ে তিন ক্রোশের কথা শুনিতে পান, ঘরের দেয়ালে কর্ণ সংলগ্ন করিয়া অভ্যন্তরস্থ শিশুর স্বপ্নের কথা শুনিতে পারেন, কিন্তু এক্ষণে তাঁহার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া সরলা যাহা বলিলেন, তাহা শুনিতে পাইলেন না। সরলা এজন্য পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "দিদি একটা পয়সা ধার দেবে?"

দিদি যেন সে দেশেও নাই।

সরলা আবার জিজ্ঞাসা করিলেন। এবার কাছে একজন দাঁড়াইয়াছিল; সে কহিল, "শুন্‌তে পাওনা, ছোট বউ কি বল্‌ছে, উত্তর দাওনা?"

অনেকক্ষণ নিদ্রার পর জাগ্রত হইলে যেমন চেহারা হয়, প্রমদা তেমন মুখভঙ্গী করিয়া, এক চক্ষু দ্বারা সরলার পানে তাকাইয়া কহিলেন, "কি, কি বোল্‌ছো?"

সরলা কহিলেন, "একটা পয়সা ধার দিতে পার দিদি?"

প্রমদা। "দিদি তো মহাজন নয় যে ধার দেবে?"

"যদি ধার না দাও তো গোপালকে এই বাঁশীটা কিনে দাও।"

প্রমদা। "আমি তো আর কল্পতরু হয়ে বসিনি যে, যে যা চাবে তাই দেব।"

সরলা কহিলেন, "এ তো তোমার দান করা হচ্চে না। গোপাল তোমার পর নয়। যেমন বিপিন কামিনী, তেমনি গোপালও তোমার একটি মনে কর না কেন?"

"লোকে যা মনে করে, তাই যদি হতো, তবে কি আর দুঃখ থাকৃতো? আমি যদি মনে কল্লেই রাজরাণী হ'তে পারি, তা হলে কি আর আমি এমন করে বেড়াই?"

সরলা, প্রমদার এই সুমধুর বাক্য শ্রবণ করিয়া অধোবদন হইয়া রহিলেন।

প্রমদা বলিতে লাগিলেন, "কেমনই পৃথিবীর লোক এদের যত দাও, ততই এদের আশা বৃদ্ধি হয়। আমার মাসে মাসে আসে, যদি তা রেখে চল্‌তে পার্‌তাম, তবে ভাবনা কি? কিন্তু তা তো হবার যো নাই। একজন মোট

করে আনবে, আর পাঁচজন তাই ঘরে বসে উড়াবে। ওরা যে বোকা, কিছু বুঝে না। ওদের বুদ্ধি যদি থাকতো তা হলে কি আজও ওর খেটে খেটে মাথার ঘাম পায়ে পড়তো। এতদিন টাকার বস্তার উপর বসে থাকে না কেন?" প্রমদা আরও বলিতেন, কিন্তু তাঁর স্বামী বোকা এই দুঃখে সে কথা শেষ না করিয়া অশ্রুপাত করিতে লাগিলেন।

পাড়ার কোন কোন গিন্নী যাঁরা সময়ে সময়ে "প্রমদা বড় ঘরের মেয়ে, কেমন শান্ত, কেমন সুন্দর মুখখানি, কেমন সুন্দর পটল-চেরা চক্ষু দুটি, কেমন বাঁশীর মত নাকটা," ইত্যাদি সত্য কথা অপক্ষপাতে বলিয়া দরকার মত নুনটুকু তেলটুকু লইয়া যান, তাঁহারা প্রমদার রোদনে একবারে গলিয়া গেলেন। কেহ কাঁদিতে লাগিলেন, দুই এক জন সরলাকে তিরস্কার করিতেও ত্রুটি করিলেন না। একজন বেঁটে স্থূলকায় বিধবা ছিলেন। তাঁহার বিশেষ বাজিয়া উঠিল, তিনি কহিলেন, "ঠিক কথা বল্‌বো তার আর ভয় কি? সরলার বড় লম্বা কথা, ওর সোয়ামী রোজগার করে, তবু প্রমদার মুখে একটু উঁচু কথা কেহ শুন্তে পায় না।"

একটা শৃগাল ডাকিয়া উঠিলে জঙ্গলের সব শৃগাল যেমন ডাকিয়া উঠে, তেমন তথায় যত বিধবা উপস্থিত ছিলেন, সকলেই দিগম্বরীর মতে মত দিয়া সরলার নিন্দা করিতে লাগিলেন। কথার প্রসঙ্গে কথা উঠে। সরলার কথা কহিতে আরম্ভ করিয়া ক্রমে ক্রমে সমুদয় স্ত্রীলোকের চরিত্র সমালোচনা করিলেন। পরিশেষে স্থির হইল যে, একেলে মেয়ে একটিও ভাল নয় (প্রমদা ছাড়া)। মানবপ্রকৃতি পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে

পাঠকবর্গ বুঝিতে পারিবেন, বৃদ্ধেরা যদিও যুবকদিগকে 'ছেলে মানুষ' বলিয়া তুচ্ছ করেন, তথাপি তাঁহারা পুনরায় যুবা হইতে পারিলে তিলার্দ্ধও গৌণ করিতেন না। ফলতঃ যৌবনকালের তুল্য কাল নাই। সকলেই যুবক হইবার নিমিত্ত শশব্যস্ত। বালকেরা গোঁফ তোলে, বৃদ্ধেরা কলপ দিয়া কাল করে। তবে যে প্রাচীনেরা 'ছেলে মানুষ' এই কথাটি গালি-স্বরূপ প্রয়োগ করেন, সেটি বস্তুতঃ তাঁহাদের প্রকৃত ভাব নয়।

সবল জল নয়নে কিয়ৎক্ষণ অবাক্ হইয়া রহিলেন। মনোহারা আর তথায় অপেক্ষা করা বৃথা মনে করিয়া দোকান বাঁধিতে আরম্ভ করিল। তদ্দর্শনে সরলা অধিকতর ভীতা হইলেন। এদিকে গোপাল কাছে নাই যে বাঁশীটি ফিরাইয়া দেন, অথচ মূল্যদানেরও শক্তি নাই। কি করিবেন ভাবিতেছেন, এমন সময়ে মনোহারা গমনোন্মুখ হইল। দিগম্বরী, সেই বেটে স্থূলকায় বিধবাটি কহিলেন, "তোমার পয়সা নে গেলে না?" মনোহারা উত্তর করিল, "আমি ও বাঁশীটির দাম চাই না, অনেক ব্যাপার ক'রে থাকি, ভাল, একটা নয় অমনি দিলাম।" সরলা এই কথা শুনিয়া পূর্ব্বাপেক্ষাও অধিকতর দুঃখিতা হইলেন। সুবুদ্ধি মনোহারা তাঁহার মুখপানে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বুঝিতে পারিল বিনা মূল্যে দানের কথা বলা ভাল হয় নাই। এজন্য পুনরায় কহিল, "আমি তো প্রায়ই এ পাড়ায় আসি, এবার যে দিন আসব সেই দিন পয়সা নিয়ে যাব।" সরলা এই কথা শুনিয়া যারপরনাই শান্তি লাভ করিলেন। প্রমদা যারপরনাই দুঃখিতা হইলেন। আর উপস্থিত গিন্নীরা পরস্পরের মুখাবলোকন করিতে লাগিলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

সোণার গাছে মুক্তার ফল।

সরলা মনোদুঃখে বাটী আসিলেন এবং নিয়মিত গৃহকর্ম্ম সমাপন করিয়া বিরলে বসিয়া মনে মনে বৈকালের ঘটনার পর্য্যালোচনা করিতে লাগিলেন। স্ত্রীলোকের বল বুদ্ধি সমুদয়ই স্বামী, কিন্তু সরলার সে বল বুদ্ধি না থাকার মধ্যে। বিধুভূষণ সমস্ত দিনই পাড়ায় থাকিতেন। আহারের সময় কেবল বাটীতে পদার্পণ করিতেন। গৃহকার্য্য দেখিতেন না; এক পয়সা উপার্জ্জনের ক্ষমতা ছিল না। গীত বাদ্য, এবং তাস পাশাতেই তাঁহার সময় অতিবাহিত হইত। কিন্তু তিনি যৎপরোনাস্তি ভ্রাতৃবৎসল ছিলেন। দাদার সহিত বিবাদ করা আর পিতার সহিত বিবাদ করা, তিনি এক কথাই মনে করিতেন। লেখা পড়া দ্বারা যাহাদের স্বভাব পরিমার্জ্জিত হয় নাই, তাহারা অত্যন্ত রাগী হইয়া উঠে। বিধুরও এ দোষটি ছিল। তিনি সামান্য কারণে রাগ করিতেন না বটে, কিন্তু একবার করিলে আর সে রাগ সহজে দূর হইত না।

সরলা ভাবিতে লাগিলেন, বৈকালের ঘটনা তাঁহাকে বলা কর্ত্তব্য কি না। বলিলে যে কোন বিশেষ উপকার হইবে, তাহার কোনই সম্ভাবনা ছিল না। কিন্তু আবার মনের দুঃখ ব্যক্ত না করিলেও চিত্তের স্বচ্ছন্দতা জন্মে না। এই চিন্তা করিতেছেন, এমন সময়ে গোপাল আসিয়া উপস্থিত হইল।

তাহাকে দেখিবা মাত্র সরলা অঞ্চল দ্বারা চক্ষু মুছিয়া ফেলিলেন। গোপাল জিজ্ঞাসা করিল "মা তুই কাঁদছিস্ কেন?"

সরলা কহিলেন "কৈ কাঁদচি?"

"ঐ যে তোর চোক দিয়ে জল পড়ছে?"

সরলা কহিলেন, "আমার পেট ব্যথা কচ্ছে।"

গোপাল উত্তর করিল, "আমার পেট কামড়ালে শ্যামা যে ওষুদ দেয়, তবে সেই ওষুদ খাস্ না কেন? যাই আমি শ্যামাকে ডেকে দি, তার ওষুদ খেলে সেরে যাবে।"

সরলা কহিলেন, "না, না, শ্যামাকে ডাক্‌তে হবে না; আমার পেট ব্যথা কচ্ছে না; আমার চোকে কি পড়েছে, তাই চোক দিয়ে জল বেরুচ্ছে।"

"তবে আয় তোর চোকে ফুঁ দিয়ে দি, তা হলে বেরিয়ে যাবে এখন।" এই বলিয়া গোপাল নিকটে আসিল। সরলা তাহাকে ক্রোড়ে লইয়া সতৃষ্ণনয়নে তাহার মুখাবলোকন করিতে লাগিলেন।

স্নেহের কি অনির্ব্বচনীয় গুণ! সরলা কাঁদিতেছিলেন কেন; গোপাল তাহার কিছুমাত্র অবগত ছিল না, কিন্তু মাতাকে কাঁদিতে দেখিয়া তাহার চক্ষু দুটিও অশ্রুপূর্ণ হইয়া আসিল। সরলা গোপালের ছল ছল নেত্র নিরীক্ষণ করিয়া সমুদয় দুঃখ বিস্মৃত হইলেন, এবং তাহাকে কোলে লইয়া বাহিরে বেড়াইতে লাগিলেন। গোপাল মাতার স্কন্ধে শিরঃস্থাপন করিয়া চুপ করিয়া রহিল। তদ্দর্শনে সরলা তাহাকে কথা কহাইবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন এবং তাহাকে হাসাইবার জন্য নিজেও হাসিতে লাগিলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

সোণার চন্দ্রহার।

পিতা মাতার সদ্‌গুণ সন্তানে সর্ব্বদা বর্ত্তে না বটে, কিন্তু তাহারা দোষের ভাগ সচরাচর সুদ সমেত প্রাপ্ত হয়। পিতা পুত্র উভয়েই পণ্ডিত অতি বিরল, কিন্তু উভয়েই চোর এরূপ প্রায়শঃ দেখা গিয়া থাকে। প্রমদা তাহার এক উদাহরণস্থল। তাঁহার পিতার নাম রামদেব চক্রবর্ত্তী। বাটী শশীভূষণের বাটীর অতি নিকটে। দ্বেষ, হিংসা, কলহপ্রিয়তা ইত্যাদি কতকগুলি দোষ রামদেব চক্রবর্ত্তীর বংশানুক্রমিক; তাহার বংশের কন্যা যে পরিবারে গিয়াছে, সেই পরিবারই দ্বন্দ্ব কলহের ভদ্রাসন হইয়াছে। প্রমদা এই পৈত্রিক সম্পত্তির সম্পূর্ণ অংশই প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার পিতার যে সরলতা একটি গুণ ছিল, তাহার লেশমাত্রও পান নাই। তাঁহার পিতার অবস্থা ভাল ছিল না। বিবাহ হওয়া অবধি প্রমদা দুটি একটি টাকার মুখ দেখিতে আরম্ভ করিলেন। শেষে যখন শাশুড়ীর মৃত্যুর পর গৃহের একমাত্র কর্ত্রী হইলেন, তখন তিনি আর পৃথিবীকে তৃণজ্ঞানও করিতেন না।

পূর্ব্বে বলা গিয়াছে, বিধুভূষণ কোন কাজ কর্ম্ম করিতেন না। কিন্তু সরলার নিকট হইতে প্রমদা তাহার বিলক্ষণরূপে ক্ষতিপূরণ করিয়া লইতেন। প্রমদা নিজ গৃহ হইতে কখন বাহির হইতেন না। রন্ধনাদি এবং গৃহকার্য্য, সমুদয়ই সরলাকে করিতে হইত।

যদি কেহ কখন এ বিষয় লইয়া প্রমদাকে কিছু বলিত, প্রমদা অমনি বলিতেন, "কিই বা কাজ, যে তা নিয়ে এত কথা হয়, আমার যদি ব্যামো না থাক্‌তো, তা হলে এ কাজ দেখ্‌তে দেখ্‌তে করে ফেল্‌তে পারতাম্।" প্রমদা যখন তখন এই পীড়ার কথা কহিতেন; পীড়া কি, তাহা বলা দুঃসাধ্য। কারণ সে পীড়াবশতঃ প্রমদাকে এক দিনও উপবাস করিতে দেখা যায় নাই, শরীর কখন ক্ষীণ হয় নাই, বরঞ্চ উত্তরোত্তর পুষ্টি দেখা যাইত। পীড়াটির এই এক লক্ষণমাত্র জানা আছে যে, সকালে সকালে আহার না হইলে অত্যন্ত বৃদ্ধি হইত। পাঠকবর্গ এখন বুঝুন, এ কোন্ পীড়া।

বৈকালে মনোহারীর দ্রব্যাদি লইয়া প্রমদা ও সরলার যে কথোপকথন হয়, তাহা পাঠকবর্গ অবগত আছেন। সরলা বাটী আসিয়া যাহা করিয়াছিলেন, তাহাও জানিতে পারিয়াছেন। অতঃপর প্রমদা কি করিলেন, শ্রবণ করুন।

স্বভাবতঃ যেরূপ পদধ্বনি করিয়া থাকেন, তদপেক্ষা দশগুণ অধিক শব্দ করিয়া প্রমদা নিজগৃহে প্রবেশ পূর্ব্বক দ্বার রুদ্ধ করিয়া শয়ন করিলেন। বাটীর লোকে সেই শব্দ শুনিয়া স্থির করিল, আজ একটা বিভ্রাট ঘটিবে।

প্রমদার বাক্যগুলি এমন মিষ্ট ছিল যে, একবার শুনিলে আর কেহ তাহা দুইবার শুনিতে ইচ্ছা করিত না। সুতরাং কারণ জিজ্ঞাসা করিতে কেহ অগ্রসর হইল না।

বিপিন পাঠশালা হইতে বাটী আসিয়া মাতার নিকট যাইতেছিল, কিন্তু দরজা বন্ধ দেখিয়া ফিরিয়া গেল। কামিনী 'মা, মা' করিয়া কাঁদিতে লাগিল। প্রমদা তথাপি উত্তর দিলেন না।

বাটীর দাস, দাসী, কর্ত্তা ও গৃহিণীরই বশীভূত হইয়া থাকে, কিন্তু শশিভূষণের বাটীতে এ নিয়ম প্রচলিত ছিল না। শ্যামা প্রমদাকে যত ভক্তি না করিত, সরলাকে তদপেক্ষা অধিক ভক্তি করিত, তাহার কারণ উভয়কেই সমান তিরস্কার খাইতে হইত। এজন্য উভয়ের মধ্যে মিত্রতা হইয়াছিল। সরলাকে তিরস্কার করিলে শ্যামার চক্ষে জল আসিত। শ্যামাকে তিরস্কার করিলে সরলা অশ্রুসংবরণ করিতে পারিতেন না। শ্যামার এক বিশেষ গুণ ছিল যে, যে যেখানে পরামর্শ করুক না কেন, শ্যামা তাহা শুনিতে পাইত। এমন নিঃশব্দ পদসঞ্চারে সর্ব্বস্থানে যাইত যে, কেহই তাহা জানিতে পারিত না। কথাটি সমাপ্ত হইলেই তথা হইতে প্রস্থান করিয়া সরলার নিকট আসিয়া আনুপূর্ব্বিক সমুদয় বর্ণনা করিত। সরলাও শ্যামার নিকট কোন কথা গোপন করিতেন না।

সরলা শ্যামাকে মনোহারীর দোকান সম্বন্ধীয় সমুদয় বিবরণ কহিলেন। শ্যামা শুনিয়া ক্ষণকাল স্তব্ধ হইয়া রহিল। পরে ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিল, "আজ্ আর একখানা গহনা হবে।"

ক্রমে দিবা অবসান হইল। শশিভূষণের বাটী আসিবার সময় উপস্থিত দেখিয়া, শ্যামা নিয়মিতরূপে জলগাড়ুটি, গামছাখান, ও খড়ম জোড়া বারান্দায় রাখিল, এবং ঠাকুরঘরে আহ্নিকের জায়গা করিয়া দিল। সরলার চিত্তে নানাবিধ আশঙ্কা উপস্থিত হইতে লাগিল। প্রমদা শয্যাপরি শয়ন করিয়া ফোঁস্ ফোঁস্ করিয়া নিশ্বাস ছাড়িতে আরম্ভ করিলেন। নেত্রাসার বর্ষণ হইতে লাগিল। পাড়া হইতে খেলা করিয়া বিপিন আসিয়া 'মা, মা' করিতে লাগিল। কামিনী কান্না ধরিল। এমন সময় শশিভূষণ বাটীতে উপস্থিত হইলেন।

স্বর্ণলতা

শশিভূষণ প্রত্যহ আফিস হইতে আসিয়া, প্রথমতঃ নিজগৃহে যাইতেন, অদ্যও সেইরূপ গৃহদ্বারে উপস্থিত হইলেন। দ্বার রুদ্ধ দেখিয়া দ্বারে আঘাত করিলেন। কিন্তু কোন উত্তর না পাইয়া "ঘরে কে আছে" বলিয়া বারংবার ডাকিতে লাগিলেন, তথাপি কোন উত্তর পাইলেন না। পরিশেষে 'শ্যামাকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসিলেন, "শ্যামা, এরা কোথায় গিয়েছে ?"

শ্যামা উত্তর করিল, "ঐ ঘরের মধ্যেই আছেন।" এই বলিয়া একটি কলসী লইয়া জল আনিবার ছলে তথা হইতে প্রস্থান করিল।

শশিভূষণ এবার কিঞ্চিৎ রাগত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "বলি দোর খুলে দেবে, না আমি চলে যাব ?"

প্রমদা বুঝিতে পারিলেন যে আর অধিক কস্‌টাইলে নেবু তিক্ত হইবে ; এজন্য আস্তে আস্তে উঠিয়া দরজা খুলিয়া দিয়া পুনর্ব্বার শয়ন করিলেন। শশিভূষণ তাঁহার আরক্ত নয়ন, মলিন বদন ও ঘন ঘন নিশ্বাস দেখিয়া বুঝিতে পারিলেন, কাণ্ডটা কি। কারণ প্রমদার পক্ষে এরূপ রাগ করা নূতন ব্যাপার নহে। মধ্যে মধ্যে প্রয়োজন হইলেই রাগ হইত। একখান নূতন গহনা, কিংবা একখান ভাল কাপড় লইতে হইলেই প্রমদা রাগ করিতেন। শশিভূষণও প্রার্থিত দ্রব্যাদি দিয়া রাগ ভঙ্গ করিতে ত্রুটি করিতেন না। এজন্য শশিভূষণ নিকটে গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন ;—

"আজ আবার কি ?"

কোন উত্তর নাই।

"বলি, আজ আবার কি হলো ?"

নিরুত্তর। যেন দেওয়ালের সহিত অথোপকথন হইতেছে।

তৃতীয় বার জিজ্ঞাসায় কোন উত্তর না পাইয়া, শশিভূষণ মনে করিলেন, আজকার ব্যাপারটি বড় লঘু নহে, শ্যামাকে ডাকিয়া বৃত্তান্ত অবগত হওয়া যাউক। এজন্য শ্যামা, শ্যামা করিয়া ডাকিতে লাগিলেন। কিন্তু তাহারও উত্তর না পাইয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া উঠিলেন, "কি বিপদ, কেউ কি আমার কথার জবাব দেবে না ?"

এই কথা শুনিয়া প্রমদা সকরুণ বচনে কহিলেন, "কি, কি বল্‌ছো ?"

শ। এতক্ষণ পরে হুঁস্ হলো না কি ? তুমি কি এখানে ছিলে না ? না কালা হয়েছ যে, আমার কথা এতক্ষণ শুন্‌তে পাওনি ?

প্র। আমি কালাই হই, আর কানাই হই, লোকের তাতে কি ক্ষেতি ? আমাকে যদি কেউ দেখ্‌তে না পারে, তবে আমাকে বলে না কেন ? তা হ'লে আমি চলে যাই, তাদের উৎপাত যায়।

শশিভূষণ সমস্ত দিবস পরিশ্রমের পর বিরক্ত হইয়া বাটী আসিয়াছেন। এই কথা শুনিয়া ক্রুদ্ধ হইয়া কহিলেন, "রোজই বল 'চলে যাব'। কৈ যাও দেখি কোথায় যাবে ?"

প্র। কেন আমার কি আর যাবার যায়গা নেই ? বাপের বাড়ী গিয়ে পড়ে থাক্‌লে তারা চারটি না দিয়ে খেতে পার্‌বে না।

বিষের সঙ্গে খোঁজ নাই, কুলোপনা চক্র। প্রমদার বাপের বাড়ীর অবস্থা তো অন্ত ভক্ষ্যো ধনুর্গুণঃ। নিকটে বলিয়া প্রমদা মাঝে মাঝে চালটে ডালটে, কখন টাকাটা সিকেটা চুরি করিয়া পাঠাইয়া দিতেন; এবং তার জোরেই রামদেবের প্রত্যহ আহার চলিত।

শশিভূষণ টের পাইয়াও সে সকল দেখিতেন না। এজ
প্রমদার বাপের বাড়ী যাইবার কথা শুনিয়া তাঁহার হাসি আসিব
বলিলেন, "যাও, এক্ষণেই যাও, কিন্তু আমি চাল ডাল পাঠা
পার্‌ব না।"

বাপের বাড়ীর নিন্দা কখনই স্ত্রীলোকের সহ্য হয় না। বিশেষতঃ প্রমদা রাগ করিয়াছিলেন, এজন্য শশিভূষণের ব্যঙ্গোক্তি শুনিয়া মর্ম্ম বেদনা পাইলেন এবং অধোবদনে অশ্রুপাত করিতে লাগিলেন। শশিভূষণ বুঝিতে পারিলেন, প্রমদাকে গুরুতর বেদনা দেওয়া হইয়াছে, কিন্তু তখনই কোন সান্ত্বনার কথা কহিলে বেদনার হ্রাস না হইয়া বরং বৃদ্ধি হইবে, এই ভাবিয়া তথা হইতে চলিয়া গেলেন। কিন্তু স্থানান্তরে গিয়াও অধিক্ষণ থাকিতে পারিলেন না। এজন্য অর্দ্ধ ঘণ্টা আন্দাজ পরে আবার গৃহে প্রত্যাগমন করিয়া দেখিলেন, প্রমদা শয়ন করিয়াই আছে। কাছে বসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি ? কি হয়েছে ?" প্রমদা উত্তর দিলেন না। পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, তথাপি কোনও উত্তর পাইলেন না।

ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া শশিভূষণ আরম্ভ করিলেন, "অদৃষ্টে যার যা লেখা থাকে, কার সাধ্য তাহার খণ্ডন করে। মনে করে আস্‌তেছিলাম, যে চন্দ্রহারের জন্য এক বৎসরের দরবার হচ্ছে, আজ তার বায়না দিলাম; আজ বাড়ী গিয়ে বড় আদর পাব। কিন্তু অদৃষ্টে তা তো নেই, সুতরাং কি প্রকারে তা ঘট্‌বে ? আদর পোড়ে মরুক, আজ কথাটিও শুন্‌তে পাই না।"

শশিভূষণ পূর্ব্ববৎ বলিতে লাগিলেন, "বিধু কহিত, এখন চন্দ্রহার স্থগিত রেখে বরঞ্চ বৈঠকখানা ঘরটি সম্পূর্ণ করুন।" আমি মনে

করলাম বৈঠকখানা তো হবেই, যেখানে অর্দ্ধেক হয়েছে, আর অর্দ্ধেক বাকি থাকবে না।

প্রমদা আর থাকিতে পারিলেন না। প্রথমতঃ, সোণার চন্দ্রহারের কথা; দ্বিতীয়তঃ, তদ্বিষয়ে বিধুভূষণের প্রতিবন্ধক হওয়া, ইহা শুনিলে মৃত হইলেও প্রমদার চৈতন্য হইত। তিনি কহিলেন, "ওদের দুজনের জ্বালাতেই তো চিরকালটা জ্বালাতন হলাম। আমাদের এত অনিষ্ট করেও কি ওদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হলো না?"

শশিভূষণ ব্যগ্র হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "ওরা কারা, আর তোমাকেই বা কি জ্বালাতন কল্লে?"

প্র। কি জ্বালাতন কল্লে আবার জিজ্ঞাসা করছো? কেন, বাকি রয়েছে কি?

শ। স্পষ্ট করে না বল্লে তো আমি বুঝতে পারি না। আমি তো জান্ নই যে, এক কথার অর্দ্ধেক না শুনিয়াই সম্পূর্ণ বুঝতে পারব? তুমি তো একা বিধুর নাম কর নাই, 'ওরা' বল্লে, সে কে কে, তা কি প্রকারে জানব?

প্র। কে কে? আবার কে হতে পারে? কর্ত্তা আর গিন্নী। কর্ত্তাটি আমার পাছে লেগেছেন; আমার কিছু হলেই যেন তাঁর সর্ব্বনাশ হয়। তিনি যেন নিজের টাকা ভেঙ্গে দিচ্ছেন। আর গিন্নীটি, যাতে পাঁচ জনের কাছে অপদস্থ হই, তারই চেষ্টায় থাকেন।

শ। কেন, বিধু তোমাকে তো না দেবার কথা বলে নি, সে বলেছিল লোক জনটা এলে স্থানাভাবে কষ্ট হয়, এজন্য বৈঠকখানা আগে হল্লেই ভাল হয়।

প্র। ইচ্ছায় বলি কি তোমার বুদ্ধি কম? তুমি ভাল মানুষ,

ও সব তো বুঝ্‌তে পার না। বিধুটিকে বড় সহজ লোক জ্ঞান ক'রো না। বৈঠকখানার উপর এত যত্ন কেন, তা তো জান না। ও কি বৈঠকখানা হলে, তোমার যে ভাল হবে, তার জন্য বলে? তা নয়। ও তো এখনও পাড়ায় থাকে, তখনও পাড়ায় থাক্‌বে। তবে কি না বৈঠকখানা হলে তার ভাগ পাবে; আমার গয়না হলে তো পৃথক্ হবার সময় তার অংশ পাবে না।

প্রমদা যে শশিভূষণকে বোকা বলিতেন, সেটি বড় মিথ্যা কথা নয়; বস্তুতঃ এ সব বিষয়ে তাঁহার বুদ্ধি তাদৃশ খেলিত না। কি প্রকারে প্রজাদিগকে কষ্ট দিয়া পয়সা আদায় করিতে হয়, এবং উহার জমা খরচ করিতে হয় তাহাই বুঝিতেন। এক্ষণে প্রমদা যাহা বলিলেন, তাহা ইষ্টমন্ত্রের ন্যায় সত্য জ্ঞান করিলেন। মনে করিলেন, হাঁ, এত দিনের পর বুঝ্‌তে পারলাম। এই জন্যই ভায়া আমাদের যখন তখন সর্ব্বকার্য্যের আগে বাড়ীটি সম্পূর্ণ করা ও বিষয় আশয় করার পরামর্শ দেন; আর স্ত্রীর গয়না দেওয়া আর টাকা জলে ফেলে দেওয়া সমান বলে থাকেন।

এতদূর পর্য্যন্ত মনে মনে করিয়া প্রকাশ্যে কহিলেন, "তুমি ঠিক্ কথা বলেছ। আমি যদি আগে জান্‌তে পার্‌তাম, তবে একখানিও ইট প্রস্তুত কর্‌তাম না।"

প্র। তুমি তো আমার কথা শুন না, জিজ্ঞাসাও করো না। তুমি মনে মনে ভাব, তোমার ভাইটি যেন রামের ভাই লক্ষ্মণ। কিন্তু ওটি যে ভরত তা তো জান না।

শ। বৈঠকখানা ঐ পর্য্যন্তই থাক্‌লো; দেখি কে করে? আর কি বল্‌ছিলে? গিন্নীর কথা কি বল্‌ছিলে?

প্র। বল্‌তেছিলাম গিন্নীটি কর্ত্তাকে হারান, তাঁর মুখের কাছে দাঁড়ায় কার সাধ্যি? তাঁর সর্ব্বতোভাবে যত্ন, কিসে আমাকে আর তোমাকে অপমান করতে পারেন?

শ। কি, আমাকে অপমান? যারই খাবেন, তারই বদ্‌নাম করবেন?

প্র। সে কথা বলে কে?

শ। কি, কি অপমানের কথা বলেছে বল তো?

প্র। বাকিই বা কি রেখেছে? তুমি শুন্‌লে প্রত্যয় করবে না; আজ একজন মনোহারী দোকান নিয়ে এসেছিল। বিপিন কামিনী ছাড়ে না, তাই ওপাড়ার দিগম্বরী ঠাকুরুণদিদির কাছ থেকে দুটি পয়সা ধার করে, ওদের দুটি বাঁশী কিনে দিলাম। ছোটগিন্নী তাই দেখে রাগ করে, সেখান থেকে চলে এসে, গোপালকে ডেকে নিয়ে একটা বাঁশী দিলেন। দাম দেবার সময় বোল্লেন, "দিদি আমাকে একটা পয়সা ধার দাও, আমি সুদ দেবো।" আমি বোল্লেম, "এক পয়সার আবার সুদ কি ভাই, আমি তো জানি না।" ছোট বউ বল্লেন, "চিরকাল মহাজনী করছো, জান না কেন?" আমি শুনে অবাক্ হয়ে থাকলাম। ছোট বউ তার পর যা মুখে এলো তাই বোল্লে।

শ। কি কি কথা বল্লে?

প্র। আমার তত মনে নাই, আমি সাদা মানুষ, অত কথার পেঁচ বুঝি না; ও পাড়ার সকলে ছিল, শুনেছে। তোমার যদি শুনবার ইচ্ছা থাকে, কাল দিগম্বরী ঠাকুরুণদিদিকে ডেকে আনব; সেই সমস্ত বলবে।

শ। হাঁ, এ শোনা উচিত। কাল অবশ্য করে দিগম্বরীকে ডেকে আনা হয় যেন।

প্র। তা তো হবে, কালকার কথা কাল হবে, একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, সত্য বোল্‌বে ?

শ। কেন বল্‌বো না, অবশ্য বল্‌বো।

প্র। যথার্থ কি চন্দ্রহারের বায়না দেওয়া হয়েছে ?

শশিভূষণ ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন, "হাঁ হয়েছে ; কেন ?"

প্র। তোমার কথা শুনে বোধ হচ্ছে, হয় নাই।

শ। তবে হয় নাই।

প্র। কেন তবে মিথ্যা কথাটি বোল্লে ?

শ। মিথ্যা বলেছি বটে, কিন্তু কাল সত্য হবে। কালই সেক্‌রা ডেকে বায়না দেবো। ভেবেছিলাম আগে বৈঠকখানাটাই সমাধা কর্‌বো, কিন্তু তোমার মুখে যে সব কথা শুন্‌লাম, তাতে আর বাড়ী প্রস্তুত কর্‌তে আমার ইচ্ছা নাই। নিজে পরিশ্রম করে কে কোথায় পরকে অংশ দিয়ে থাকে।

প্রমদা আর কথা কহিলেন না।

পাঠকবর্গের স্মরণ থাকিবে শ্যামা দাসীর গুপ্ত কথা শোনা একটা রোগ ছিল। দ্বারে কর্ণ সংলগ্ন করিয়া উল্লিখিত কথোপকথনের আদ্যোপান্ত শ্রবণ করিয়া সরলার নিকটে গিয়া কহিল, "কেমন খুড়িমা, আমি যা বলেছিলাম, তা সত্য হলো কি না ?"

সরলাও কি কথোপকথন হইয়াছে শুনিতে নিতান্ত ব্যগ্র হইয়াছিলেন। শ্যামাকে দেখিয়া কহিলেন, "কি শ্যামা ? কি সত্য হলো ?"

শ্যা। আমি তো বলেছিলাম যে দিন রাগ কর্‌বেন, সেই দিন একখানা গয়না হবে। আজ সোণার চন্দ্রহার।

শ্যামা চন্দ্রহার হইতে আরম্ভ করিয়া আনুপূর্ব্বিক সমস্ত বিবরণ সরলাকে কহিল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

সরলার উৎকণ্ঠা।

যে রাত্রিতে প্রমদা ও শশিভূষণের মধ্যে পূর্ব্বোক্তরূপ কথোপকথন হয়, বিধু সে রাত্রে বাটী আইসেন নাই। পাড়ায় এক বাটীতে যাত্রা হইতেছিল, তিনি সেই খানেই ছিলেন। স্ত্রীলোকের সকল বল স্বামী; সরলা এসমস্ত বৃত্তান্ত স্বামীকে কিছুই জানাইতে না পারিয়া অত্যন্ত উৎকণ্ঠিতা হইলেন। কি করা কর্ত্তব্য, কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। অনেকক্ষণ চিন্তা করিয়া মনে করিলেন, আজ নিদ্রা যাই। শয়ন করিলেন, নিদ্রা হইল না। শয্যায় উপবেশন করিলেন। ভাবিলেন, অনেক্ষণ বসিয়া থাকিলে নিদ্রা হইবে। কিন্তু বসিয়া থাকিয়াও কোন ফল দর্শিল না। নানাবিধ চিন্তা করিয়া স্থির করিলেন, শ্যামাকে পাঠাইয়া দিয়া স্বামীকে ডাকিয়া আনা কর্ত্তব্য। 'শ্যামা' 'শ্যামা' করিয়া ডাকিতে ডাকিতে শ্যামা উঠিল। সরলা কহিলেন, "শ্যামা তুই একবার গিয়া ওদের ডেকে আন্‌তে পারিস্?"

শ্যা। কোথা থেকে ডেকে আন্‌বো? তিনি কোথায়, কেউ কি জানে?

স। সে যাত্রার কাছে আছে। আমাকে বলে গিয়েছিল, আজ যাত্রা শুন্‌তে যাবে।

রাত্রিকালে নিদ্রাভঙ্গ করিয়া কাহাকে কোন কাজ করান বড় সহজ নহে। নিদ্রা তন্দ্রা ইত্যাদিতে পুরুষকেই জড়ীভূত করিয়া ফেলে—শ্যামা তো দূরে থাকুক। আপাততঃ দুই হস্ত দ্বারা চক্ষু মার্জ্জন করিয়া শ্যামা কহিল ;—

"আমি কেমন কোরে সেখানে যাব, আর অত লোকের মধ্যে আমাকে যেতেই বা দেবে কেন ?"

স। শ্যামা, তুই আজ নূতন যাত্রার কাছে যাচ্ছিস না কি ? আর কখন কি বেশী লোকের কাছে যাস্‌নি ?

"তোমাকে তো আর কথায় পারব না। এই চল্লাম" এই বলিয়া শ্যামা প্রস্থান করিল।

শ্যামাকে পাঠাইয়া দিয়া সরলার চিত্তচাঞ্চল্যের কিয়ং পরিমাণে হ্রাস হইল। ক্ষণকাল তাহার প্রতীক্ষা করিয়া, শয়ন করিলেন। প্রত্যূষের সুস্নিগ্ধ সমীরণ সঞ্চালনে তাঁহার নিদ্রাবেশ হইল। সরলা নিদ্রিতা হইলেন।

শ্যামা যাত্রার নিকটে গিয়া ক্ষণকাল এদিকে ওদিকে অনুসন্ধান করিল, বিধুকে দেখিতে পাইল না। তখন যাত্রা শুনিতে আরম্ভ করিল। হঠাৎ যে বাজাইতেছিল, তাহার দিকে দৃষ্টি পড়িল, শ্যামা দেখিল বিধুভূষণ বাজাইতেছেন। কিন্তু কেন যে তিনি যাত্রার দলে বসিয়া বাজাইতেছেন বুঝিতে পারিল না। শ্যামা তাঁহার সহিত চক্ষে চক্ষে দেখা হইবার নিমিত্ত অনেকক্ষণ সেই দিকে চাহিয়া রহিল, কিন্তু তাহাতে কৃতকার্য্য না হইয়া আবার একাগ্রমনে যাত্রা শুনিতে আরম্ভ করিল।

এদিকে সরলা নিদ্রিতা আছেন। নিদ্রা কি মনোহর !

লোকে নিদ্রিত হইলে রোগ, শোক, জ্বালা, যন্ত্রণা, সকলই বিস্মৃত হয়। নিদ্রার কি মোহিনী শক্তি! এরূপ শক্তি আর কাহার আছে? দিবসে সংসার-কোলাহলে চিত্তে যে সমস্ত উদ্বেগ জন্মে, রজনীতে নিদ্রাকর্ষণ হইলে তৎসমুদয় দূরীভূত হইয়া যায়। নিদ্রার ন্যায় শান্তিদায়িনী সংসারে আর কিছুই নাই। নিদ্রা মনের প্রিয়তমা সহচরী। চিন্তাদগ্ধ হৃদয়কে নিদ্রা সখীর ন্যায় সুস্থ করে। কিন্তু দুঃখীর সুখ কোথাও নাই। চিরদুঃখিনীর ভাগ্যে কুস্বপ্ন নিদ্রার অরি হইয়া তাহাকে শান্তিসুখ হইতে বঞ্চিত করে।

সরলা পুত্রটি কোলে করিয়া শয্যায় নিদ্রিত আছেন। মস্তকের নিকট জানালার উপর একটি তৈলের প্রদীপ জ্বলিতেছে। বাতাসে দীপশিখা অল্প অল্প নড়িতেছে, এজন্য মুখখানি মাঝে মাঝে ভাল দেখা যাইতেছে না। বাতাস বন্ধ হইলে আবার সুন্দর দেখাইতেছে। মস্তকের বসন বাম পার্শ্বে পড়িতেছে। কপালে বিন্দু বিন্দু ঘর্ম্ম স্থানে স্থানে একত্র হইয়া মুক্তার ন্যায় শোভা পাইতেছে। লোহিত ওষ্ঠ দুটি অল্প অল্প কম্পিত হইতেছে। মুখভঙ্গী চিন্তাশূন্য বোধ হইতেছে না। নিদ্রিত হইয়াও কি সরলা ভাবিতেছেন?

নিদ্রাভঙ্গ হইলে সরলা দেখিলেন, রজনী শেষ হইয়াছে। সুতরাং তিনি শয্যা হইতে উঠিয়া গোপালের হস্ত ধারণ করিয়া বাহিরে আসিলেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

ঠাকুরুণদিদি।

পাঠকবর্গের স্মরণ থাকিতে পারে, ইতিপূর্ব্বে দিগম্বরী ঠাকুরুণদিদির কথা উল্লেখ করা গিয়াছে। এক্ষণে তাঁহার সহিত আপনাদিগের বিশেষ পরিচয় করিয়া দেওয়া আবশ্যক হইতেছে। শশিভূষণের বাটীর দশ বার রসী পশ্চিমে তাঁহার বাটী। ঠাকুরুণদিদির দুইখানি ঘর। একখানি থাকিবার ও আর একখানি রন্ধনশালা। সম্মুখে ছোট একটু উঠান, উঠানের দক্ষিণে ছোট একটু বাগান। বাগানের মধ্যে গুটিকতক ফুলগাছ, একটি কি দুটি পেঁপের গাছ, আর একটি নারিকেল গাছ। বাড়ীখানি এমন পরিষ্কার যে, সিন্দুরটুকু পড়িলে তুলিয়া লওয়া যায়। এই বাটীতে ঠাকুরুণদিদি 'বিকল্পে' একাকিনী বাস করেন।

ঠাকুরুণদিদির রূপগুণের পরিচয় দেওয়া বড় সহজ নয়। তাঁহার বর্ণটি জবাফুলের মত নয়, গোলাপফুলের মত নয়, বেলফুলের মত নয়, মল্লিকা ফুলের মত নয়, আয়েশার মত নয়, আশমানির মত নয়, প্রদীপের আলোকের মত নয়, মোমবাতির মত নয়। এ সমস্ত মিশ্রিত করিলে যেমন হয়, তাহার মতও নয়। কেমন পাঠকবর্গ! বুঝেছেন তো এখন ঠাকুরুণদিদির বর্ণটি কেমন? যদি না বুঝিয়া থাকেন, তবে পুস্তকখানি এই খানেই বন্ধ করুন। "নভেল" পড়া আপনার কাজ নয়। গ্রন্থকারদিগের ইহা অপেক্ষা

স্পষ্ট করিয়া কোন বিষয় বর্ণনা করিবার নিয়ম নাই। আর যদিও ইহা অপেক্ষা স্পষ্ট করিয়া কোন বিষয়ের বর্ণনা করেন, তাহা হইলে তাঁহাদের কি ক্ষতি ? আপনাদেরই বুদ্ধির স্থূলত্ব প্রকাশ পায়। অতএব যদি আপনারা "অল্পবুদ্ধি" এই গালটি স্বীকার করিয়া লইতে পারেন, তবে আমি কেবলমাত্র বর্ণ কেন, ঠাকুরুণদিদির সম্বন্ধে যাহা কিছু জানি সমুদয়ের বর্ণনা করিতে পারি।

ঠাকুরুণদিদির বর্ণ কোন্ কোন্ জিনিসের মত নয়, তাহা বলা হইয়াছে; কোন্ কোন্ জিনিসের মত, তাহা এক্ষণে বলা কর্ত্তব্য। অর্থাৎ জমিদারী সেরেস্তার কালি, রান্নাঘরের ঝুল, আল্‌কাতরা ইত্যাদির ন্যায়। ঠাকুরুণদিদি বেটে স্থূলকলেবরা; মস্তকটি প্রায় কেশশূন্য, দাঁতগুলি মাঘ মাসের মূলার মতন, চক্ষু দুটি রক্তবর্ণ, পদদ্বয় স্তম্ভাকার, পায়ের অঙ্গুলিগুলি এখানে একটি, ওখানে একটি, যেন পরস্পর বিবাদ করিয়া পৃথক্ হইয়াছে। ঠাকুরুণদিদি তাঁহার পিতার বড় আদরের মেয়ে ছিলেন, এজন্য দশ বার বৎসর বয়ঃক্রম পর্য্যন্ত তাঁহাকে ব্যাটাছেলের মত কাপড় পরাইয়া সঙ্গে সঙ্গে সর্ব্বত্রই লইয়া যাইতেন। ঠাকুরুণদিদিকে না চিনিত, এমন লোকই ছিল না ঠাকুরুণদিদিও সকলকেই চিনিতেন। আপাততঃ তাঁহার প্রায় চল্লিশ বৎসর বয়ঃক্রম। জন্মাবধি বিধবা বলিলেই হয়। বিবাহ হইয়া এত অল্প দিনের মধ্যেই তাঁহার স্বামীর পরলোক প্রাপ্তি হয় যে, তিনি কদিন সধবা ছিলেন, বলা বড় দুঃসাধ্য। ঠাকুরুণদিদি বৈধব্যাবস্থায় একবার শ্বশুরবাড়ী গিয়াছিলেন। তিনি চারি দিবসের মধ্যেই কলহ বিবাদ করিয়া তথা হইতে পিত্রালয়ে ফিরিয়া আইসেন।

তাহার পিতার কিঞ্চিৎ অর্থ ছিল, এক্ষণে তাহাতে জীবিকানির্ব্বাহ হয়। ঠাকরুণদিদির এই এক অসাধারণ গুণ ছিল যে তাঁহার বাটীতে যে কেহ যাউক না কেন, কাহাকেও অনাদর করিতেন না। সকলকেই সমভাবে যত্ন করিতেন।

প্রত্যূষে যেমন সরলা গোপালের হস্তধাবণ করিয়া বাহির হইবেন, সম্মুখে ঠাকরুণদিদিকে দেখিতে পাইয়া অমনি গৃহমধ্যে পুনঃপ্রবেশ করিলেন। ঠাকরুণদিদি অপর দিকে মুখ ফিরাইয়া প্রমদার ঘরের দিকে চলিয়া গেলেন।

অবিলম্বেই সরলা বাহির হইয়া দেখিলেন, ঠাকরুণদিদি প্রমদার গৃহে প্রবেশ করিলেন। সরলার গৃহ হইতে প্রমদার গৃহ এক প্রাচীর মাত্র ব্যবধান; এজন্য তিনি নি[illegible] গৃহে [illegible] কি কথোপকথন হয় শুনিবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু [illegible] শুনিতে না পাইয়া পুনরায় বাহিরে আসিয়া সংসারের কাজ [illegible] প্রবৃত্ত হইলেন।

প্রায় এক [illegible] পরামর্শ করিয়া ঠাকরুণদিদি প্রমদার ঘর [illegible]লেন এবং সরলাকে ডাকিয়া কহিলেন, "একটা কথা [illegible]"

সরলা [illegible] ঠাকরুণদিদির নিকট অগ্রসর হইয়া কহিলেন, "কি [illegible]" ঠাকরুণদিদি কিঞ্চিৎ কৃত্রিম দুঃখ প্রদর্শন করিয়া কহিলেন, "কথা এই ভাই—আমার দোষ নাই—আমি কি [illegible] ভাই—আমাকে তুমি এক কথা বলে পাঠালে প্রমদার কাছে বলতে হবে, আর তিনি এক কথা বলে পাঠালে তোমার কাছে বলতে হবে। আমাকে ভাই গালি দিও না, আমি হয়েছি [illegible] হরণে মারীচ—"

সরলা ভূমিকা শুনিয়া আরও ভীতা হইলেন। ঠাকুরুণদিদির উপমা শেষ হইতে না হইতেই কহিলেন, "সে সব তুলনায় আর কাজ কি? তোমাকে যা বল্‌তে বলেছেন তাই বল, তোমার কথার বাঁধুনি শুনে আমার প্রাণ চম্‌কে যাচ্ছে।"

ঠা। কতকটা চম্‌কাবার কথাই বটে। তা যেখানে বল্‌তে হবে, একবারে বলে ফেলাই ভাল। প্রমদা বোল্লেন কি, একত্র থাক্‌লে ক্রমাগত বিবাদ বিসংবাদ হয়। অতএব এ ঝগড়া বিবাদে কাজ কি? আজ অবধি তুমিও পৃথক্ হয়ে যাও, আর তিনিও পৃথক্ হউন। আমার কি ভাই, আমি বোলে খালাস।

কথা শুনিয়া সরলার মাথায় যেন বজ্রাঘাত হইল। যে ভয়ে তিনি কখন মুখ তুলিয়া প্রমদার নিকট কথা কহেন নাই, যে ভয়ে তিনি এত সহ্য করিয়া আসিয়াছেন, হঠাৎ সেই বিপদ উপস্থিত। বিধুভূষণও বাড়ী নাই। এ ঝগড়ার বিন্দুবিসর্গও তিনি জানেন না। হয় তো তিনি সমুদয় দোষ সরলারই মনে করিবেন।

কিয়ৎক্ষণ অধোবদনে থাকিয়া স... সজল নয়নে কাতর স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ঠাকুরও কি এই কথা বোল্লেন?"

ঠাকুরুণদিদি একটী কৃত্রিম দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিলেন, "শিব কি কখন শক্তি ছাড়া থাকেন!"

ঠাকুরুণদিদির এই পৌরাণিক শাস্ত্র সম্বলিত উত্তর শুনিয়া এত দুঃখেও সরলার মুখে হাসি আসিল। কিন্তু অবিলম্বেই সে হাসি সংবরণ করিয়া সকরুণ স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ঠাকুরুণদিদি এখন উপায় কি?

ঠা। উপায়ের কথা আমি কি বোল্‌ব সে তু... ...জান।

শশিভূষণ আমাকে বোল্লেন, "ঠাকুরুণদিদি, আজ তুমি চারিটি ভাত না দিলে আমায় অনাহারে থাকতে হয়; ওর ব্যামো, ও তো কোন কম্ম করতে পারবে না, কাল নাগাদ অন্য কোন একটা সুবিধা কোরব।" তাই আমি আজ চারটি রেঁধে দিয়ে যাব। আমার কি ভাই, আমাকে তুমি ডাকলেও আসতে হবে, আর তিনি ডাকলেও আসতে হবে।

ঠাকুরুণদিদি এই কথা বলিয়া রন্ধনশালায় গমন করিলেন, সরলাও আপনার ঘরে গেলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে শশিভূষণ বাহির হইয়া যাইবার সময় ঠাকুরুণদিদিকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "ঠাকুরুণদিদি! ওদের রান্না আজকার মতন ঐ গোয়ালের পাশে হোক, তার পর কাল একখান ঘর ঠিক কোরে দেওয়া যাবে।"

বিধুভূষণ পূর্ব্বদিবস আহারান্তে পাড়ায় গিয়া শুনিলেন, মুখুয্যেদের বাড়ী যাত্রা হইবে, আর তাঁহাকে পায় কে? শুনিবা-মাত্রই তিনি মুখুয্যেদের বাড়ী গিয়া উপস্থিত হইলেন, এবং যাত্রা-সম্বন্ধীয় বন্দোবস্ত করিলেন। কখন ফরাস তদারক করিতেছেন, কখন সকলে আসিয়া কোথায় বসিবে, তাহার উদ্‌যোগ করিতেছেন। কখন এব কাণে কাণে কথা কহিতেছেন, কখন আর এক জনের সহিত পরামর্শ করিতেছেন—অর্থাৎ যেন তিনিই বাড়ীর কর্ত্তা। ক্রমে যত সন্ধ্যা সমাগত হইতে লাগিল, তাঁহার ততই আমোদ বাড়িতে লাগিল। সকালে সকালে চারিটি আহার করিতে বাটী আসি[illegible], কিন্তু রান্না হয় নাই দেখিয়া, "আজ আমি যাত্রা শুনব," এই [illegible] লোকে বলিয়া ফিরিয়া গেলেন। বাটীতে যে গোলযোগ

হইয়া গিয়াছে, সরলা সে বিষয় তাঁহাকে কিছুমাত্র বলিবার অবকাশ পাইলেন না।

বাটী হইতে ফিরিয়া গিয়া দেখিলেন, যাত্রাদলের প্রধান বাদ্যকরের ওলাউঠা হইয়াছে, এজন্য যাত্রাওয়ালারা সে রাত্রে গান বন্ধ রাখিবার প্রস্তাব করিতেছে। কিন্তু এদিকে সমস্ত নিমন্ত্রণ করা হইয়াছে। উপায় কি, কেহ স্থির করিতে পারিতেছে না। বিধু কহিলেন, "বাজনার জন্য ভয় নাই, আমি নয় বাজাব।" উপস্থিত যাঁহারা ছিলেন, সকলেই এই প্রস্তাবে মত দিলেন। বিধুর আনন্দের আর সীমা রহিল না।

নিয়মিত সময়ে যাত্রা আরম্ভ হইল। যাত্রাওয়ালারা মনে করিয়াছিল, বাদ্যের দোষবশতঃ প্রাপ্তি দূরে থাকুক লজ্জা পাইতে হইবেক, কিন্তু দুই একটা গান সমাপ্ত হইতে না হইতেই তাহারা বুঝিতে পারিল যে, তাহারা অকারণ ভয় পাইয়াছিল। বিধুর বাজনা তাহাদের নিজ বাদ্যকরের অপেক্ষা সহস্র গুণে উৎকৃষ্ট, সুতরাং তাদের ভয় ঘুচিয়া উৎসাহ হইল। এবং যেরূপ প্রত্যাশা করিয়াছিল, প্রাপ্তি সম্বন্ধে তাহার দশগুণ ফল লাভ হইল।

যাত্রা ভাঙ্গিয়া গেলে, যাত্রাওয়ালারা তাঁহাকে কিঞ্চিৎলাভের অংশ দিতে চাহিল। কিন্তু বিধুভূষণ তাহা গ্রহণ করিলেন না। হৃষ্টচিত্তে বাটী ফিরিয়া আসিতেছেন, এমন সময় রাস্তায় শ্যামার সহিত দেখা হইল। শ্যামা গান শেষ পর্য্যন্ত উপস্থিত ছিল। বিধুভূষণ জিজ্ঞাসা করিলেন, "শ্যামা, তুই কোথায় গিয়াছিলি ?"

শ্যা। আপনাকে ডাকতে গিয়াছিলাম। কিন্তু আপনি।

গোলের মধ্যে বোসে বাজাচ্ছিলেন দেখ্‌লাম, আমার সেখানে যেতে ভরসা হ'লো না।

"ভয়ই বা কি?"

"সেখানে যে লোক!"

"লোকে কি তোকে ধরে খেতো? তুই তো আর পাকা আঁবটি নোস্ যে তোকে পেলেই ধোর্‌বে?"

"আপনার ঐ এক রকম কথা। আমি কি বোল্‌ছি আমি পাকা আঁব?"

বিধু। আমার এই রকম কথা। আমি রোজই তাই বলি, কিন্তু তুই তো তার জবাব আজও দিলিনে।

"যাও, আমি তোমার ওসব কথা শুন্‌তে চাই না।" (উভয়েই বাটীর কাছে আসিয়াছে) "যে চায় তাকে গিয়া বলো।"

"সে কে শ্যামা?"

"বাটীর ভিতর গিয়া দেখ, যে আমাকে ঘুম থেকে তুলে তোমাকে ডাকৃতে পাঠালে।"

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

যেখানে ভাই ভাই সেখানে ঠাঁই ঠাঁই।

শ্যামা যে যথার্থই বিধুভূষণকে ডাকিতে গিয়াছিল, বিধুর তাহা প্রত্যয় হয় নাই। তিনি মনে করিলেন শ্যামা যাত্রা শুনিতে গিয়াছিল, পথে তাঁহার সহিত দেখা হইয়াছে বলিয়া ওকথা কহিল। আস্তে ব্যস্তে বাটীর অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন। বাহির বাটীতে কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না। ভিতরে প্রবেশ করিলেন, কেহই নাই। রান্নাঘরের দ্বারে দাঁড়াইয়া দেখিতে পাইলেন, ঠাকুরুণদিদি পাক করিতেছেন। বিধু ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন, "আজ কি সুপ্রভাত! স্বয়ং লক্ষ্মী ঘরে বিরাজমান।" বিধু ঠাকুরুণদিদিকে এইরূপেই সম্ভাষণ করিতেন। ঠাকুরুণদিদিও তাহাতে কখন তুষ্ট বই রুষ্ট হইতেন না।

আপাততঃ ঠাকুরুণদিদি কথা কহিলেন না। বিধু কহিলেন, "তৃষিত চাতক বাক্যসুধা যাচ্ঞা করিতেছে, কথা কহিয়া তৃষ্ণা দূর কর।" ঠাকুরুণদিদি তথাপি কথা কহিলেন না, মুখ ভারি করিয়া রহিলেন। বিধু যাত্রার দলে বাজাইয়া পরম আহ্লাদিত ছিলেন। ঠাকুরুণদিদির মুখভঙ্গীর প্রতি লক্ষ্য না করিয়া করপুটে কহিলেন, "দীনজনকে কষ্ট দেওয়া মহতের উচিত নহে। তবে যদি আমার কোন দোষ হ'য়ে থাকে, ব্যবস্থা তো পড়েই আছে। 'অপরাধ করিয়াছি, হুজুরে হাজির আছি, ভুজপাশে বাঁধি কর দণ্ড'।"

ঠাকুরুণদিদি তথাপি কথা না কহায় বিধুর মনে সন্দেহ জন্মিল। শ্যামা তাঁহাকে ডাকিতে গিয়াছিল, তাহাও স্মরণ হইল। মনে করিলেন, শ্যামার কথা কাল্পনিক নহে। অবিলম্বে তথা হইতে প্রস্থান করিয়া নিজের গৃহে প্রবেশ করিলেন। সরলা তাঁহার কথা শুনিয়াই দুঃখে ও ভয়ে অশ্রুপাত করিতেছিলেন। সরলাকে তদবস্থ দেখিয়া বিধুর যেন কণ্ঠরোধ হইয়া আসিল। মুহূর্ত্ত পূর্ব্বে হাসিতেছিলেন, হাসি দূর হইল, সর্ব্বাঙ্গ কম্পিত হইতে লাগিল। ক্ষণেক স্তব্ধ হইয়া থাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "গোপাল কোথায়? সে ভাল আছে তো?"

সরলা কহিলেন, "গোপাল পাঠশালায় গিয়াছে, ভয় নাই, গোপাল ভাল আছে।"

বিধু। বিপিন, কামিনী?

সর। বিপিনও পাঠশালায় গিয়াছে। কামিনী কোথায় খেলা করছে।

বিধু। তবে তুমি কাঁদছ কেন?

সর। ঠাকুর আমাদের পৃথক্ করে দিয়েছেন।

বিধু। এই কথা? এরই জন্যে এত কাণ্ড? কি বলে দাদা আমাদের পৃথক্ ক'রে দিয়াছেন?

বিধুর বোধ হইল যেন, ইহা অপেক্ষা আর কিছুই অসম্ভব হইতে পারে না।

সরলা কহিলেন, "প্রথমে ঠাকুরুণদিদিকে দিয়ে বোলে পাঠালেন, পরে কাছারি যাবার সময় ঠাকুর নিজে বোলে গেলেন।"

"কি বোল্লেন?"

"কাছারি যাবার সময় আমাদের আজকার মতন গোয়ালে রাঁধ্‌তে বোল্লেন, পরে কাল একটা ঘর দেখে দেবেন।"

বিধুভূষণ জিজ্ঞাসা করিলেন, "পৃথক্ করে দিলেন কেন?"

সরলা উত্তর করিলেন, "আমি তো আর কিছুই জানি না; বোধ হয় সেই মনোহারীর দোকানের কাছে যে কথা হয়েছিল, তাতেই ত্যাগ করেছেন।" এই বলিয়া সরলা আনুপূর্ব্বিক সমুদয় বর্ণনা করিলেন। বিধুভূষণ শুনিয়া হাসিয়া কহিলেন, "এর জন্য আর ভয় কি? দাদা বাড়ী এলেই চুকে যাবে। বোধ হয়, তিনি সমুদয় শুন্‌তে পান নাই। শুন্‌তে পেলে তিনি এমন কাজ কখনই করিতেন না। এর জন্যে আর ভাবনা কি?"

সরলা স্বামীর বাক্যে আশ্বস্ত হইয়া কহিলেন, "মা দুর্গা করুন্, যেন তাই হয়। তোমার মুখে ফুল চন্দন পড়ুক।"

বিধু। ফুল চন্দন পরে পড়বে, আপাততঃ আমার মাথায় একটু তেল পড়ুক। কাল রাত জেগে বড় অসুখ হয়েছে। তেলদাও, স্নান করে আসি।

বিধুভূষণ স্নান করিতে গেলেন। সরলা কিঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইয়া ঠাকুরুণদিদিকে রন্ধনকার্য্যে সাহায্য করিবার জন্য রন্ধন-শালায় গমন করিলেন। প্রমদা সরলাকে রান্নাঘরে প্রবেশ করিতে দেখিয়া শ্যামাকে ডাকিয়া উচ্চৈঃস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "শ্যামা সকলে মিলে আবার রান্নাঘরে কেন গেলেন? আমাদের রান্নাঘরে আর কারুর গিয়ে কাজ নেই।" শ্যামা তৎকালে বাটী ছিল না। কিন্তু তাহাতে ক্ষতি কি? প্রমদা যাহার উপর রাগ করিতেন, তাহার সহিত কথা কহিতেন না কিন্তু তাহাকে কিছু

বলিতে হইলে, শ্যামাকে সম্বোধন করিয়া কহিতেন, শ্যামা তথায় থাকুক আর নাই থাকুক।

প্রমদার কথা শুনিয়া সরলা রান্নাঘর হইতে প্রত্যাগমন করিয়া নিজগৃহে আসিলেন। শ্যামা বাটী আসিল এবং রান্নাঘরে ঠাকরুণ-দিদিকে দেখিয়া সরলার নিকটে গিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "বলি আজ কি তোমার ছুটি? ঠাকরুণদিদিকে একটিন্ দিয়াছ না কি?"

শ্যামার মুখে সদাই হাসি। হাসিতে হাসিতে সরলাকে উল্লিখিত প্রশ্ন করায় সরলা কহিলেন, "শ্যামা, তোর কি আর সময় অসময় নেই, সদাই হাসি!"

"হাস্‌বো না কি তোমার মত বসে কাঁদবো। কার জন্যে আমি কাঁদবো?" এই কথা কহিতে কহিতে শ্যামার স্বর গাঢ় হইয়া আসিল এবং চক্ষে একবিন্দু বারিও দেখা দিল। শ্যামা যেন লজ্জিত হইয়া—মুখ ফিরাইয়া বসিল।

সরলা কহিলেন, "শ্যামা, আমাদের পৃথক্ করে দিয়েছেন; ঠাকুরুণদিদি ওঁদের জন্যে রাঁধ্‌ছেন। আমাদের আজ কি হবে ভাব্‌ছি।"

শ্যামা। পৃথক্ করে দিয়েছেন?

স। 'হাঁ', এই বলিয়া সরলা শ্যামার নিকট প্রাতঃকালের ঘটনার পরিচয় দিলেন।

শ্যামা পুনরায় হাসিতে হাসিতে জিজ্ঞাসা করিল, তবে আমি কোন্ দিকে যাবো। ভাগ্‌গি আমি বাবুদের মা নই। তা হলে তো আমার গঙ্গা পাওয়া ভার হ'তো। কিন্তু সাজার দাসীর কি হয়, তা তো জানিনে। হাঁ খুড়ীমা, কি হয় জান কি?

সরলা কিঞ্চিৎ বিরক্ত হইয়া বলিলেন, "তোর আর হাসি আমার ভাল লাগে না। দুদণ্ড কাল কি তুই না হেসে থাকতে পারিস না ?"

সরলার কথা শেষ না হইতে হইতেই, বিপিন ও গোপাল পাঠশালা হইতে বাটী আসিল। গোপাল আসিয়া সরলার নিকট "মা কি খাব" বলিয়া উপস্থিত হইল। সরলা অঞ্চল দিয়া গোপালের মুখের কালি পুঁছিয়া দিয়া কহিলেন, "একটু দেরী কর, খাবার দেবো এখন।" বিপিন মায়ের নিকট একটি সন্দেশ পাইল। প্রমদা সন্দেশটি বিপিনের হাতে দিয়া কহিলেন, "এই খানে বোসে খাও। না খেয়ে বাইরে যেও না।" বিপিন তাহা শুনিবে কেন ? সন্দেশটি পাইবামাত্রেই ঘরের বাহিরে আসিয়া গোপালকে ডাকিল। গোপাল বাহিরে আসিয়া দেখিল, বিপিন সন্দেশ খাইতেছে দেখিয়া, জিজ্ঞাসা করিল, "দাদা আমারে একটু দেবে ?"

বিপিন উত্তর করিল, "না ভাই, দিলে মা বোকবে।"

গো। মা কেন বোকবে ? অমি যখন যা পাই, তোমাকে দি, তাতে তো আমার মা কিছু বলে না ?

বি। আমি ভাই এখন দিতে পারবো না। আমি বড় হ'লে দেবো।

গো। আমিই কি চিরকাল ছোট থাকবো ? বড় হলে আমি আর তোমার কাছে চাব না। এই কথা কহিতে কহিতে উভয়েই রান্নাঘরের নিকটে গেল। বিপিন এদিক ওদিক চাহিয়া দেখিল, কেহ কোনখান হইতে দেখিতেছে না, তখন সন্দেশটি ভাঙ্গিয়া একটু গোপালের হাতে দিতে গেল। ঠাকরুণদিদি রান্নাঘর হইতে

দেখিতে পাইয়া কহিয়া উঠিলেন, "বিপিন, থাকো। আমি দেখ্‌তে পাচ্ছি ; মাকে বলে দেবো এখন।"

বি। তুমি কি বোলে দেবে ? আমি তো কারুকে সন্দেশ দিইনি। এই বলিয়া গোপালকে না দিয়া সন্দেশটুকু আপনার মুখে নিক্ষেপ করিল। গোপাল্‌ ম্লানমুখে মায়ের নিকট ফিরিয়া আসিল। শ্যামা ইত্যবসরে দোকান হইতে একটি সন্দেশ আনিয়াছিল। গোপাল আসিবামাত্রেই তাহার হাতে দিল। গোপাল হৃষ্টচিত্তে সন্দেশ খাইতে খাইতে বিপিনের সঙ্গে গিয়া মিশিল।

বিধুভূষণ স্নান করিয়া বাটী আসিলেন। শশিভূষণও কাছারি হইতে প্রত্যাগমন করিলেন। ক্লান্ত হইয়া আসিয়াছেন বলিয়া বিধু আপাততঃ তাঁহাকে কিছু বলিলেন না। শশিভূষণ স্নানাহ্নিক সমাপন করিলেন। পাকশাক প্রস্তুত করিয়া ঠাকুরুণদিদি স্নান করিয়া শশিভূষণকে আহার করিতে ডাকিলেন। আর আর দিন আহার করিতে যাইবার সময় শশিভূষণ বিধুকে ডাকিয়া যাইতেন, অদ্য একাকী গম্ভীরভাবে আহার করিতে গেলেন। আহারান্তে নিজগৃহে পান তামাক খাইতেছেন, এমন সময় বিধুভূষণ তথায় গিয়া বসিলেন। মনে করিলেন দাদাই অগ্রে কথা কহিবেন। এই ভরসায় ক্ষণেক বসিয়া রহিলেন। কিন্তু দাদার মুখ হইতে বাক্যনিঃসরণ হইল না। তখন বিধুভূষণ জিজ্ঞাসা করিলেন, "দাদা আমাকে না কি পৃথক্‌ হ'তে বোলেছেন ?"

শশিভূষণ কহিলেন, "হাঁ, আর একত্রে থেকে কলহ বিবাদ বরদাস্ত হয় না। যদি পৃথক্‌ হলে ঝগড়ার শেষ হয়, এই ভেবেই পৃথক্‌ হ'তে বোলেছি।"

বিধু। কার দোষে ঝগড়া হয়, সেটা অনুসন্ধান করে দেখ্‌লে ভাল হয় না কি ?

শ। তা না দেখেই কি আমি পৃথক্ হবার কথা বোলেছি ?

বিধু। তুমি কি শুনেছ, আমি কি শুন্‌তে পাই ?

শ। পাবে না কেন ? কাল একজন মনোহারী দোকান নিয়ে এসেছিল, ঠাকুরুণদিদির কাছে থেকে দুটা পয়সা ধার করে বিপিনকে আর কামিনীকে দুটা বাঁশী কিনে দেয়। ছোট বৌমা তাতে বোল্লেন, "দিদি, একটা পয়সা ধার দেবে, আমি সুদ দেবো।" এটা কি ভাল কথা হয়েছে ? আমি তোমাকেই জিজ্ঞাসা করি ?

বি। আগে ভালো—

শ। চুপ কর, আগে আমার কথা শেষ হোক্, পরে যা বল্‌বার থাকে বোলো। পয়সা ধার চাওয়ায় ওদের কাছে পয়সা ছিল না, কিন্তু তা না বোলে ও বোল্লে, একটা পয়সা ধার তার আর সুদ কি ? তার উত্তর হ'লো এই, "কেন তুমি তো মহাজনী করে থাকো। আমি একটা কথা বলি—"আমি যে কারুকে লক্ষ্য করে বল্‌ছি তা নয়—আমি দুজনকেই বোলছি—এই যে ধার কর্জ্জ করা হয়, এর শোধ কি কেউ বাপের বাড়ী থেকে পয়সা এনে দেন ?"

বিধুভূষণের এতক্ষণ পুনর্ম্মিলনের আশা ছিল, কিন্তু শশিভূষণের শেষ কথা শুনিয়া সে আশা দূর হইয়া গেল। তিনি কহিলেন, "তুমি যা বোল্লে তা মিথ্যা নয়, কেউ বাপের বাড়ী থেকে কিছু পয়সা আনে না। কিন্তু ঘটনাটী তুমি যেরূপ শুনেছ, তা সত্য নয়,ত

এই বলিয়া সরলার নিকট তিনি যাহা শুনিয়াছিলেন তাহা বর্ণনা করিলেন এবং কহিলেন, ইহাই সত্য।

শ। তার প্রমাণ কি ?

বিধু। প্রমাণ আবার কি ? এ তো মোকদ্দমা নয়। তবে সেখানে যারা ছিল সকলেই জানে।

শ। সেখানে ঠাকুরুণদিদি ছিলেন। আমি তাঁর কাছে সমুদয় শুনেছি। তোমারই কথা মিথ্যা তাতে টের পাওয়া গেল।

বিধু। কে বোল্লে আমার কথা মিথ্যা ?

শ। ঠাকুরুণদিদি। আমার কথায় বিশ্বাস না হয়, ঠাকুরুণদিদি তো আর দুমাস ছমাসের পথ তফাৎ নয়। রান্নাঘরে আছেন, ডেকে জিজ্ঞাসা করো।

বিধু। আর আমার জিজ্ঞাসা করবার দরকার নাই। (ঈষৎ হাস্য করিয়া) ঠাকুরুণদিদি যা বলেছেন, তা তো মিথ্যা হবার নয়।

এই বলিয়া বিধু উঠিয়া গেলেন। দুয়ার পর্য্যন্ত যাইতে না যাইতেই শশিভূষণ তাহাকে ডাকিয়া ফিরাইলেন। কহিলেন, "আজ তো পৃথক্ খাওয়া গেল। কাল তোমাদের একটা রান্নাঘর দেবো, আর বিষয় আশয় পাঁচজন লোক ডেকে ভাগ করে দেবো।"

বিধু। লোক ডেকে দরকার কি ? আমি তোমার সঙ্গে বিবাদ করবো না। তুমি তো সব জান। যা আমাকে দেবে, আমি তাই নেবো। এই বলিয়া বিধুভূষণ তথা হইতে প্রস্থান করিলেন।

প্রমদা এতক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়াছিলেন। বিধুভূষণ চলিয়া

গেলে বলিলেন, "দেখ্ছ একবার অহঙ্কারটা? তুমি এক কথা বোলেছ, তা নয় ছুটি মিষ্টি করে তোমায় অনুনয় বিনয় করুক, তা নয়।"

শশিভূষণ উত্তর করিলেন, "ও অহঙ্কার আর কদিন থাকবে. শীঘ্রই সব সেরে যাবে।" এই বলিয়া শয্যায় শয়ন করিলেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

চিরদিন কখন সমান না যায়।

ইং ১৮—সালের পৌষ মাসের—তারিখে ঠিক দুই প্রহরের সময় যদি কেহ কৃষ্ণনগর হইতে কলিকাতার রাস্তায় হাঁসখালির নিকট উপস্থিত থাকিতেন, তাহা হইলে ঐ স্থানের নিকটবর্ত্তী এক বৃক্ষমূলে একটি পথশ্রান্ত পথিককে দেখিতে পাইতেন। দূর হইতে পথিকের বয়স চল্লিশ বৎসরের ন্যূন বোধ হইতেছে না, কিন্তু নিকটে গিয়া দেখিলে তদপেক্ষা অন্ততঃ দশ বার বৎসর কম নিশ্চয় বিবেচনা হইত। মস্তকে দুটি একটি পক্ক কেশ দেখা যাইত, কিন্তু তাহা বয়োবৃদ্ধি হেতু নহে। মুখশ্রী ম্লান ও চিন্তাকুল। দেখিবামাত্রেই জানিতে পারা যাইত, চিন্তায় পথিককে যৌবনেই বৃদ্ধ করিয়া ফেলিয়াছে। পথিকের পায়ে এক জোড় পাঁচ সাত যায়গায় তালি দেওয়া জুতা। তাহাও ধুলায় আবৃত। পায়ের হাঁটু পর্য্যন্ত ধুলি। পরিধানে একখানি অর্দ্ধমলিন থানের ধুতি, গায়ে একটী তালি দেওয়া জামা। জামাটি পূর্ব্বে পশমি কাপড়ের ছিল, কিন্তু কালে দুর্দ্দশা বশতঃ লোমহীন হইয়াছে। জামার উপর একখান তেহারা মার্কিনের চাদর। পথিকের দক্ষিণ পার্শ্বে একটি জলশূন্য হুকা, একটি কলিকা ও একগাছি বাঁশের ছড়ি ধরাতলে নিপতিত রহিয়াছে।

"চিরদিন কখন সমান না যায়।" বিধুভূষণ স্বপ্নেও জানিতেন

না যে, তিনি কখন এরূপ দুরবস্থায় পতিত হইবেন। পাঠকবর্গ! বৃক্ষমূলে আমাদিগের পূর্ব্বপরিচিত বিধুভূষণ, তাহা কি আর বলিবার প্রয়োজন আছে? কিন্তু আপনারা যদি তাঁহাকে পূর্ব্বে দেখিতেন, তাহা হইলে এ ব্যক্তি যে সেই, তাহা তখন বুঝিতে পারিতেন না। বিধুভূষণের আর পূর্ব্বের মতন বেশ ভূষা নাই; পূর্ব্বের সে ভাবভঙ্গী নাই; পূর্ব্বের সে প্রফুল্ল মুখমণ্ডল নাই; সে মুহুর্মুহুঃ হাসি নাই; পূর্ব্বের কিছুই নাই। সকলই গিয়াছে। কিন্তু তাহা বলিয়া আপনারা বিধুকে ঘৃণা করিবেন না। এখনও বিধুর যাহা আছে, বোধ করি তাহার ন্যায় দুরবস্থায় পড়িলে অনেকের থাকে না। বিধুর অন্তঃকরণের সারল্য কোথাও যায় নাই। এত দুঃখেও তাঁহার নির্ম্মল চরিত্রে কোন মলিনতা স্পর্শ করে নাই।

বিধুভূষণ বৃক্ষমূলে বসিয়া চিন্তা করিতেছেন, "কোথায় যাই? কার কাছে আমার দুঃখ জানাই? কেই বা আমার কথায় বিশ্বাস করবে?"

বিধু শশিভূষণের সহিত পৃথক্ হইয়া দিন কতক স্বচ্ছন্দে ছিলেন। পরে যখন দোকানে ধার বন্ধ হইল, তখন বন্ধুবর্গের নিকট কর্জ্জ ধরিলেন। দিনকতক পরে তাহাও দুষ্প্রাপ্য হইল। তখন আজ ঘটীটি, কাল গহনাখানি, পর দিবস ভাল জামাটি বিক্রয় আরম্ভ করিলেন। ক্রমে ক্রমে প্রত্যহ দুসন্ধ্যা আহার বন্ধ হইল। পরিবার চারিটি;—নিজে, সরলা, গোপাল ও শ্যামা। পৃথক্ হইবার সময় শ্যামা বিধুভূষণের দিকে আসিয়াছিল। একসন্ধ্যা আহার করিয়াও তাহার সরলার সহিত থাকিবার স্পৃহা নিবৃত্তি

হয় নাই। একদিবস মলিন বসন প্রযুক্ত বিধুভূষণ বাহির হইতে পারেন না। শ্যামাকে ধোপার বাড়ী পাঠাইয়া দিলেন। কাপড় আসিলে পরিয়া আহারের অন্বেষণে যাইবেন। ধোপা বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিয়াই প্রমদাকে দেখিতে পাইল। দেখিয়া ক্ষণকাল তথায় দাঁড়াইয়া রহিল। প্রমদা জিজ্ঞাসা করিলেন, "রামধন কার কাপড় ?" রজকের নাম রামধন।

রজক উত্তর করিল, "ছোট বাবুর কাপড় ময়লা হয়েছে, বেরুতে পারেন না, তাই তাড়াতাড়ি এই একখান ধুতি, আর একখান চাদর সাঁজি করে আন্‌লাম।"

প্রমদা কহিলেন, "কাপড় অভাবে বেরুতে পারেন না, তবু বাবু, আর বেশী থাক্‌লে না জানি আরও কি পদবী হতো।"

রজক। সে সব আপনারা জানেন, আমি তার কি বল্‌বো ?

প্র। রামধন, কত করে মাইনে পাও ?

রজক। বছরে পাঁচ টাকা হিসাবে দেবার কথা আছে।

প্র। দেবার কথা আছে। আজও পাওনি ?

রজক। কৈ আর পেলাম। আজ কাল করে এই এক বছর হলো। এই সময়ে ধান চাল সস্তা ছিল, টাকা কড়ি পেলে কিছু কিনে রাখ্‌তাম। যাই, আজ আবার চাইগে, দেখি কি বলেন।

প্র। চাবি না আদায় কর্‌বি ?

রজক। না দিলে কেমন করে আদায় কর্‌বো ?

প্র। যদি আমার পরামর্শ শুনিস্ তবে আদায় হয়।

রজক। শুন্‌বো, বলুন।

প্র। তুই কাপড় হাতে করে রেখে গিয়ে বল, "আজ টাকা না পেলে কাপড় দেবো না।" যদি দেয় ভালই, নইলে বলিস্, "যে কাপড় ধোয়াবার পয়সা দিতে পারে না, তার এত বাবুয়ানা কেন?"

রজক। তা বল্লে যদি রাগ করেন?

প্র। ওর রাগে তোর ভয় কি? যদি তাতে টাকা না পাস্, যাবার বেলা আমার কাছ দিয়ে যাস্, আমি তোকে আপাততঃ ৯ টাকা ধার দেবো এখন।

রজক প্রথমতঃ শঙ্কিত হইয়াছিল, কিন্তু প্রমদার উৎসাহবাক্যে তাহার শঙ্কা দূর হইল। একে ছোট লোক, তাতে নগদ ৯ টাকা ধার পাইবার আশা রহিল। রজক বাটীর ভিতর গিয়া দেখিল, সরলা দ্বারে বসিয়া আছেন।

রামধন কহিল, "এই কাপড় তো আন্‌লাম, কিন্তু আমাকে কিছু খরচ না দিলে চলে না।"

সরলা কাতরস্বরে কহিলেন, "রামধন, তুমি আজ যাও, রাজবাটিতে উনি আজ যাবেন, সেখানে নিশ্চয় কিছু পাবেন। কাল তুমি এলে কিছু খরচ পাবে।"

রামধন। আজ আমার নৈলে নয়।

সরলা। রামধন, আজ হাতে কিছু ছিল না বোলে আমাদের সকালে খাওয়া হয় নাই, থাক্‌লে কি তোমার সঙ্গে মিথ্যা কথা কই?

সরলার হাতে দুগাছা পিতলের বালা ছিল। রজক তাহা স্বর্ণ মনে করিয়া কহিল, "যার পয়সা অভাবে খাওয়া চলে না, তার হাতে আবার সোণার গহনা কেন?"

রজকের কথা শুনিয়া সরলার মুখ চোখ লাল হইল, কিন্তু তখনই ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন, "রামধন? সেই আশীর্ব্বাদ কর যে হাতের বালা সোণার হউক। সোণা কি আর আছে? একে একে সকল বিক্রী হয়েছে। এ দুগাছি পিতলের।" এই কথা কহিতে কহিতে সরলা আর চক্ষের জল রাখিতে পারিলেন না, অঞ্চল দিয়া চক্ষু পুঁছিয়া ফেলিলেন। রজক দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কাপড়খানি রাখিয়া তথা হইতে আস্তে আস্তে চলিয়া গেল। যাইবার বেলা আর প্রমদার কাছে গেল না।

ধোবা চলিয়া যাইতে না যাইতে শ্যামা পাড়া হইতে "কৈ গা ছোটগিন্নি কি কর্‌ছো?" বলিতে বলিতে আসিয়া উপস্থিত হইল।

সরলা কহিলেন, শ্যামা তোর কি হিসেব কিতেব নেই? অত চেচাচ্ছিস্, এখনি গোপাল জাগ্‌বে।"

শ্যামা কহিল, "জাগ্‌লেই বা, দিনে ঘুমান কেন?

সরলা। তুই থেকে থেকে অজ্ঞান হোস্, এখন জাগ্‌লে সে যখন 'খাব খাব' কর্‌বে, তখন কি দিবি?

শ্যামা। আমি তার যোগাড় করে এনেছি। এই বলিয়া শ্যামা কতকগুলি কলা ও শশা কাপড়ের ভিতর হইতে বাহির করিল।

সরলা জিজ্ঞাসা করিলেন, "শ্যামা, এ কোথায় পেলি?"

শ্যামা। তাতে তোমার কাজ কি?

যখন ঘরে কিছু না থাকিত, শ্যামা পাড়ায় গিয়া কারু বাড়ী কোন কাজ কর্ম্ম করিয়া আসিবার সময় কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ আহারীয় দ্রব্য আনিত। এইরূপে বিধুভূষণের ঘরে কিছু না থাকিলেও

গোপালকে কখন উপবাস করিতে হয় নাই। শ্যামা সময়ে সময়ে সকলেরই খাবার আনিত। যদি কাহারও বাটী কিছু না পাইত, তাহা হইলে শ্যামা পূর্ব্বের সঞ্চিত বেতন হইতে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ খরচ করিত।

গোপালের উপর শ্যামার স্নেহ দেখিয়া সরলা কহিলেন, "শ্যামা, তুমিই যথার্থ গোপালের মা।"

শ্যামা হাসিয়া কহিল, "তবে তুমি কি হবে? গোপালের পিসি?"

সরলা সাশ্রুনয়নে ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন, "শ্যামা, ও আমার গর্ভে হয়েছিল বটে, কিন্তু তুমিই ওকে বাঁচালে।"

শ্যামার সরল হৃদয় একেবারে দ্রব হইয়া গেল। উভয়ে সজলনয়নে গোপালকে জাগাইলেন।

বিধুভূষণ বস্ত্র পরিধান করিয়া রাজবাটী গেলেন। যে বাবু বিধুকে সাহায্য করিবেন বলিয়াছিলেন, তিনি আহার করিয়া নিদ্রা যাইতেছিলেন। যে সমস্ত ভৃত্য নিকটে ছিল, তাহাদিগকে বাবুর নিকট খবর দিতে কহিলেন। কিন্তু কেহই বাবুকে জাগাইতে ভরসা করিল না। তাদের মধ্যে একজনের নাম রামা। বিধুভূষণ তাহাকে আর আর দু এক জন অপেক্ষা, একটু ভাল মানুষ জ্ঞানে কহিলেন, "রাম, আজ আমার আহার হয় নাই। বাবুকে যদি খবর দাও, তবে বড় উপকার হয়।"

রামা কহিল, "তুমি ঠাকুর একেবারে যে বিরক্ত করেই মার্‌লে?"

বিধু কহিলেন, "রাম, আজ আমার আহার হয় নাই।"

রাম। তোমার আহার হয় নাই, তা আমার কি? অমন কত

লোকের আহার হয় না, আর একটি পয়সা পেলেই শুঁড়ির দোকানে যায়।

বিধু ঈষৎ রাগ করিয়া কহিলেন, "হাঁ রে, আমাকে দেখে কি মাতাল গুলিখোর বোলে বোধ হয়?"

রামা কহিল, "তার আমি কি জানি? এখন বকাইও না ঠাকুর, গরজ থাকে ঐখানে বোসে থাক। যখন বাবু উঠবেন, তখন দেখা হবে। এখানে চোখরাঙানি ভাল লাগ্‌বে না। তোমার তো কেউ চাকর এখানে নয়।"

রামার মিষ্ট কথা শুনিয়া বিধুভূষণের স্মরণ হইল আর সে কাল নাই। ছল ছল নেত্রে গৃহের এক কোণে একখানা টুলের উপর বসিয়া রহিলেন। রামা ও অন্যান্য ভৃত্যগণ নিদ্রা যাইতে লাগিল।

ক্রমে ক্রমে সন্ধ্যা আগতপ্রায় হইল। রাজবাটী বিধুভূষণের বাটী হইতে নিতান্ত নিকটও নহে। রাত্রি অন্ধকার। সাত পাঁচ ভাবিয়া বিধুভূষণ চলিয়া আসিবার উদ্যোগ করিতেছেন, এমন সময়ে গৃহের অভ্যন্তর হইতে "রামা রামা" শব্দ হইল। বাবু জাগিলেন। বিধুভূষণ একটু অপেক্ষা করিলেন।

রামা নিদ্রিত। কিন্তু অন্য একজন চাকর জাগরিত ছিল।

পাছে রামার উত্তর না পাইয়া বাবু তাহাকে ডাকেন, এজন্য ব্যস্ত সমস্ত হইয়া সে রামার গা টিপিয়া জাগাইয়া দিল। রামা চোক মুছিতে মুছিতে বলিল, "আজ্ঞা যাই।"

রামা যাইবার সময় বিধুভূষণ কহিলেন, "রাম, বাপু আমার কথাটা বোলো একবার?"

রামা গৃহের কোণে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া কহিল, "তুমি এখনও আছ ঠাকুর?"

বাবু রামাকে কহিলেন, "আজ শনিবার মনে আছে তো? শ্যামবাবু, চন্দ্রবাবু, আর আর সকলে আস্‌বেন, তার যোগাড় আছে তো?"

রামা। যোগাড় আর কি? ওই এক বোতল পোর্ট আছে, আর এক বোতল সেরি।

বাবু। এক বোতল সেরি কি রে? তিন বোতল ছিল যে?

রামা তার ২ বোতল পার করিয়াছে, বাবু তার বিন্দু বিসর্গও জানেন না।

রামা। ঐ জন্যই তো আমি ওসব জিনিস রাখ্‌তে চাইনে। সেদিন পাঁচ বোতল গেল, আপনি তো তার হিসাব রাখেন না।

বাবু। সে দিন পাঁ—চ বোতল গেল?

রামা। আজ্ঞা গেলই তো।

বাবু। তবু তো শ্যামবাবু বাপের ভয়ে আর মাথা মুড়াইয়া প্রায়শ্চিত্ত করার ভয়ে বেশী খায় না। (জানালা দিয়া বৈঠকখানার দিকে দৃষ্টি করিয়া) "ও আবার কে?"

রামা। ও এক ঠাকুর এসেছে। আপনি নাকি ওকে কিছু দেবেন কথা ছিল, তাই নিতে এসেছে। বল্‌ছে ওর আজ খাওয়া হয় নাই।

বাবু। ওকে আজ যেতে বল। বল আমার ব্যারাম হয়েছে। কাল যেন বৈকালে আসে।

রামাকে আর আসিয়া বলিতে হইল না। বিধুভূষণ বাহিরে বসিয়াই সমুদয় শুনিতে পাইয়াছিলেন। শুনিয়াই প্রস্থান করিলেন।

বাবু বিধুভূষণকে আপনা হইতে ভরসা দিয়াছিলেন, তাঁহার নিকট হইতে বিফলমনোরথ হইয়া আসিতে হইবে, বিধু কখনই মনে করেন নাই, এজন্য বাবুর কথা শুনিয়া তিনি একবারে ভাবনায় ম্রিয়মাণ হইলেন। কি করেন, দুঃখে বাটী ফিরিয়া আসিয়া সরলাকে সমুদয় কহিলেন। সরলা কাঁদিতে লাগিলেন।

প্রমদা কোনরূপে জানিতে পারিয়াছিলেন যে, বিধুভূষণের ঘরে সে দিবস উনন জ্বলে নাই। এজন্য সন্ধ্যার পর বারান্দায় দাঁড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "ও শ্যামা শ্যামা, বলি আজ তোদের কি রান্না হলো?"

শ্যামা উত্তর করিল, "যা বিধি মাপিয়াছেন, তাই হলো।"

প্র। সে কি, এক দিন তো সাবেক মনিব বোলে চাটি খেতেও বল্লি নে?

শ্যামা। আমায় বোল্‌তে হবে কেন, কপালে থাক্‌লে আপনিই হবে।

বিধু জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি রে শ্যামা?—কার সঙ্গে কথা কচ্ছিস্?"

শ্যামা। বড়গিন্নি আমাদের কি কি রান্না হয়েছিল জিজ্ঞাসা করছেন।

বিধুভূষণ শ্যামার কথা শুনিয়া জ্বলন্ত পাবকের ন্যায় ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিলেন। সরলাকে কহিলেন, "দেখ্‌লে আচরণটা দেখ্‌লে?

চণ্ডালেরও এরূপ ব্যবহার নয়। যাই দাদার কাছে, তিনি শুনে কি বলেন তাই দেখি।"

সরলা কহিলেন, "না, আর কোন খানে গিয়ে কাজ নাই, ওঁর যা ইচ্ছা বলুন। ও সব কথায় কাণ না দিলেই হলো।"

ঘরে গোল শুনিয়া প্রমদা জিজ্ঞাসা করিলেন, "ও শ্যামা, তোদের ঘরে অত গোল কিসের? বলি, কারুকে নেমন্তন্ন করেছিস্ না কি?"

বিধু। (সরলার প্রতি) "শুন্‌লে, শুন্‌লে, আক্কেলটা শুন্‌লে?" বসিয়াছিলেন, এই বলিয়া উঠিলেন।

সরলা তাহার হস্তধারণ করিয়া কহিলেন, "ছি, ও সব কথা বোলো না। হাজার হউক, গুরুলোক তো?"

বিধুভূষণ কহিলেন, "ও কিসের গুরুলোক। আমি চল্লাম দাদাকে বোলি গে, দেখি তিনি কি বলেন।" এই বলিয়া সরলার হস্ত হইতে নিজ হস্ত জোরে মুক্ত করিয়া উচ্চৈঃস্বরে "দাদা, দাদা" বলিয়া বিধুভূষণ শশিভূষণের ঘরের দিকে চলিলেন। প্রমদা কৃত্রিম ভয় প্রদর্শন পূর্ব্বক অগ্রে অগ্রে দৌড়িয়া গিয়া ঘরের দ্বার রুদ্ধ করিয়া কহিলেন, "ওই দেখ, তোমার ভায়া মদ খেয়ে আমাকে মারতে আস্‌ছে।"

শশিভূষণ, বিধুভূষণের কথা শুনিয়া কহিলেন, "কে ও?"

বিধু কহিলেন, "আমি। দাদা একটা বিচার কর্‌তে হবে। বউ যা মুখে আসে তাই ব'লে আমাদের ঠাট্টা কর্‌ছেন।"

প্রমদা। ঐ দেখ মদ খেয়েছে। মদ না খেলে অমন মাতালের মত বক্‌বে কেন?

শশিভূষণ ক্রুদ্ধ হইয়া কহিলেন, "ও সব মাতলামি আমার কাছে খাট্‌বে না। যাও গে শুয়ে থাক, যদি কিছু বল্‌বার থাকে কাল শুন্‌বো।"

বিধু। মাতলামিটা আবার কি? আমি মাতাল, না তুমি মাতাল?

শশি। কি? তুই আমাকে মাতাল বোল্লি? বেরো আমার বাড়ী থেকে। অমন কর্‌বি, তো যে ঘর দিয়েছি তাও কেড়ে নেবো।

বিধু। ঘর দিয়াছি? ই—ঘর ভিক্ষা দিয়াছেন আর কি?

শশিভূষণ ক্রোধে কম্পমান হইয়া কহিলেন, "তবু ওই খানে দাঁড়িয়ে মাতলামি কর্‌তে লাগ্‌লি? হোরে, এই মাতালটাকে নিয়ে থানায় দিয়ে আয় তো।"

বিধু। হোরে আস্‌বে কেন, তুমি এস না?

এই কথা শুনিবামাত্র শশিভূষণ দ্বার উদ্ঘাটন করিয়া কাপড় পরিতে পরিতে বাহিরে আসিলেন। রাগ হইলেই তাহার কাপড় খসিয়া যাইত। সরলা ব্যস্ত সমস্ত হইয়া গৃহের বাহিরে আসিয়া বিধুভূষণের হাত ধরিয়া গৃহের মধ্যে লইয়া গেলেন। নতুবা একটা হাতাহাতি হইত, তাহার আর সন্দেহ নাই।

বিধুকে গৃহমধ্যে আনয়ন করিয়া সরলা গৃহের দরজা বন্ধ করিয়া দিলেন। বিধুভূষণ ক্ষণকাল আরক্তলোচনে স্তব্ধ হইয়া রহিলেন, পরে ক্রন্দন করিতে করিতে বলিলেন, "সরলা, আর এ বাটীতে থাকার প্রয়োজন নাই। আমি আর এ বাটীতে ত্রিরাত্রি বাস কর্‌বো না।"

সরলা কাঁদিতে কাঁদিতে কহিলেন, "কপালে যা আছে তা ভোগ কর্‌তেই হবে। আর কোথা যাবে? বাড়ী থাক্‌লেও আমার একটা ভরসা থাকে। সে যা হোক কাল হবে, এখন কান্না ত্যাগ কর। চোখ মুছে ফেল। মিথ্যা কাঁদ্‌লে কি হবে?"

বিধুভূষণ কহিলেন, "একটা কথা বল্‌বো সরলা বিশ্বাস কর্‌বে? আমি নিজের জন্য একবিন্দুও দুঃখ করি না। আমার সকল কষ্ট তোমার জন্যে, আর ঐ ছোড়ার জন্যে। যদি তুমি আমার হাতে না পড়্‌তে, তা হলে তোমার এত কষ্ট সইতে হতো না।"

এই কথা শুনিয়া সরলা পূর্ব্বাপেক্ষা সহস্রগুণ দুঃখ পাইলেন। নয়নদ্বয় হইতে অবিরলধারায় বাষ্পবারি বিগলিত হইতে লাগিল। কণ্ঠ রুদ্ধপ্রায় হইয়া আসিল কথা কহিতে চেষ্টা করিলেন, বাক্য নিঃসরণ হইল না। নিজের অঞ্চল দ্বারা স্বামীর চক্ষু মুছাইতে লাগিলেন।

বিধুভূষণ হস্ত ধরিয়া সরলাকে নিবারণ করিয়া কহিলেন, "সরলা, আর কষ্ট বাড়াইও না। তুমি যদি অত ভাল না বাস্‌তে, আমার দুঃখে অত দুঃখিত না হতে, যদি অন্য স্ত্রীলোকের মত আমার সহিত বিবাদ কর্‌তে, তা হলে আমার কখনই এত দুঃখ হতো না। এত দিন বলি নাই, এখন বলি। তুমি আমাকে নিজে থেকে এক একখানি গহনা যখন বিক্রী কর্‌তে দিয়েছ, তখন আমার মনে হয়েছে যেন আমার এক অঙ্গ ছিঁড়ে গেল। কি করি? না বেচলে নয়, তাই বেচেছি। মাথার উপর ঈশ্বরই জানেন, সে গহনা বেচে ভাত খাওয়া আমার পক্ষে যেন প্রতি গ্রাসে কালকূট খাওয়া হয়েছে। কিন্তু যদি তুমি ইচ্ছাপূর্ব্বক

গহনাগুলি নিজে না দিতে, তা হলে বোধ হয় আমার এত কষ্ট হতো না। এখন এক কথা বলি; সরলা তুমি বাপের বাড়ী দিন কতকের জন্য যাও। আর শ্যামাও অন্যত্র কোন খানে যাউক। এখানে থেকে সে গরীব কেন কষ্ট পায়?"

সরলা কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, "আমি বাপের বাড়ী গেলে যদি তোমার কষ্ট নিবারণ হ'তো, তা হলে বাপের বাড়ী কেন, তুমি যেখানে বল সেইখানে যেতে পারি। কিন্তু তোমাকে এ অবস্থায় রেখে আমি স্বর্গে গেলেও সুখী হব না। যখন মনে হবে যে তুমি হয় তো অনাহারে আছ, তখন কেমন করে আমার মুখে অন্ন উঠ্‌বে? তবে গোপালের জন্য মাঝে মাঝে যেতে ইচ্ছা করে বটে, কিন্তু গোপাল ত আজও উপবাস করে নাই। ওর যত দিন উপবাস করতে না হয়, তত দিন আমি তোমাকে ছেড়ে কোন খানেই যাব না। কিন্তু শ্যামার কথা, যা বোল্লে, তা করা উচিত; ও কেন আমাদের সঙ্গে থেকে কষ্ট পায়, আর গঞ্জনা সহ্য করে?"

বিধুভূষণ শ্যামাকে ডাকিলেন। শ্যামা অন্য সময় এক ডাকে তিন উত্তর দিত, আজ কথা না কহিয়া আস্তে আস্তে আসিল। শ্যামার চক্ষু লাল, মুখ ভার।

বিধুভূষণ কহিলেন, "শ্যামা, আমরা বিবেচনা করে স্থির কর্‌লাম, তোমার আর আমাদের কাছে থেকে কষ্ট পাওয়া উচিত নয়। তোমার মাইনা পাওয়া দূরে থাক্, দুসন্ধ্যা খেতেও পাও না। অতএব তুমি অন্য কোন স্থানে যাও। যদি পরমেশ্বর দিন দেন, তখন আবার এস।" বিধুভূষণ আর কথা কহিতে পারিলেন না, কণ্ঠরোধ হইয়া আসিল। তিনি অধোবদনে অশ্রুপাত করিতে লাগিলেন।

শ্যামা কাঁদিতে কাঁদিতে কহিল, "আমি কি মাইনে চেয়েছি, না মাইনে নেবো বলে এসেছি? আমার টাকার দরকার কি? আমারে যাই বল, আমি গোপালকে ছেড়ে থাক্‌তে পার্‌বো না। আমি যদি ভার বোঝা হয়ে থাকি, তোমাদের এখানে আমি থাব না, কিন্তু গোপালকে ছেড়ে আমাকে থাক্‌তে বোলো না।"

বিধু কহিলেন, "শ্যামা কেঁদ না, স্থির হও। আমি যা বল্‌ছি, ভাল করে বুঝে দেখ। আমাদের সঙ্গে থাকা আর উপবাস একই কথা। গোপালকে না দেখে তুমি থাকিতে পার না সত্য কিন্তু আর কোন বাড়ী গেলেও সেখানে ছেলে পিলে পাবে। আবার সেখানে মন বস্‌'লে আর কোন জায়গায় যেতে ইচ্ছা হবে না।"

"ছেলে পিলে পাব সত্যি, কিন্তু আমার সেটির মতন আর কোন খানে পাব না।" শ্যামা এই বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া উঠিল।

বিধু কহিলেন, "শ্যামা, স্থির হও, স্থির হও।" শ্যামা কহিল, "গোপালের মত আমার একটি ছেলে ছিল। আদর করে আমিও তাহার নাম গোপাল রেখেছিলাম। খানে থাক্‌লে আমার গোপাল যে নেই, তা আমি ভুলে যাই। আমি এখান থেকে কোন স্থানে যাব না।"

বিধুভূষণ সাশ্রুনয়নে সরলার দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "এর উপায় কি?" সরলা অধোবদনে বসিয়া কাঁদিতে লাগিলেন।

শ্যামা কহিল "আমার কিছু টাকা আছে। মনে করেছিলাম গোপালকে দিয়ে যাব। কিন্তু আমার কথা যদি শোন, তবে এক

পরামর্শ আছে। (বিধুর প্রতি) তুমি কোন যাত্রার দলে কাজ নিতে চেষ্টা কর। পাবেই তার সন্দেহ নেই। আর তত দিন আমরা ঘরে থেকে এই টাকায় চালাই। এর পর সচ্ছল হয়, আমার টাকা দিও। দিলে গোপালেরই থাকবে।”

শ্যামার সকরুণ বচনে সরলা ও বিধু উভয়েই দ্রব হইয়া গেলেন এবং তাহারই পরামর্শে কর্ত্তব্য স্থির করিলেন।

পর দিবস প্রাতে শ্যামার টাকা হইতে রাস্তার খরচ স্বরূপ পাঁচ টাকা লইয়া বিধুভূষণ বাটী হইতে বহির্গত হইলেন। কলিকাতা যাইবেন স্থির করিয়া কলিকাতার রাস্তা ধরিলেন। মধ্যাহ্নকালে বিশ্রাম হেতু হাঁসখালির নিকটবর্ত্তী গাছতলায় বসিয়া ভাবিতেছিলেন, “গীতবাদ্য ভাল বটে, কিন্তু যাত্রার দলে থাকাটা বড় নীচ কর্ম্ম।” বিধুভূষণ চিন্তা করিতেছেন, অন্য কোন উপায় অবলম্বন করিলে জীবিকা নির্ব্বাহ হইতে পারে কি না, এমন সময় এক পথিক তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল।

নবম পরিচ্ছেদ।

মিত্রলাভ।

পূর্ব্ব অধ্যায়ের শেষে যে পথিকের কথা বলা হইয়াছে, সে কৃষ্ণবর্ণ, দীর্ঘাকার ও অপেক্ষাকৃত কৃশ। বয়স ৩২।৩৩ বাম করে তামাক সাজা কলিকা-সহ হুঁকা, বামস্কন্ধে একখানি ময়লা বস্ত্রাবৃত একটি বেহালা ঝুলান, দক্ষিণ করে একগাছি তল্‌দা বাঁশের ছড়ি, পায়ে জুতা নাই, একখানি মলিন বস্ত্র পরিধান। কটিদেশ হইতে গলা পর্য্যন্ত অনাবৃত মস্তকে চাদর একখানি পাগড়ি করিয়া বাঁধা, কোমরে একটি ক্ষুদ্র বোচকা। এই অবস্থায় পথিক যখন বিধুভূষণের নিকট গিয়া ছড়িগাছি রাখিয়া বসিল, তখন তাহার কলেবর উত্তম কালিতে লেখা একটি জীবন্ত "ঙ" য়ার ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। বিধুভূষণ অনন্যমনে নিজের অবস্থার বিষয় চিন্তা করিতেছিলেন, সুতরাং পথিক অগ্রসর হইয়া যে তাঁহার নিকটে আসিয়া বসিয়াছে, তিনি জানিতে পারেন নাই। কিন্তু হঠাৎ হুঁকার টান শুনিয়া সেই দিকে চাহিলেন। তাঁহার বোধ হইল যেন পথিক বৃক্ষ হইতে সেই দণ্ডে নামিয়া আসিল। চমকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কে ?"

বিধুভূষণ ভয় পাইয়াছেন বুঝিয়া পথিক উত্তর করিল, "আমি মানুষ, ভয় কি ? রামার মা যে বলেছিল রাত্রে নদী পার হয়, দিনের বেলায় কাকের ডাকে মূর্চ্ছা যায়, তুমি যে

তাই হলে! একা বিদেশে আস্‌তে পার, আর মানুষ দেখে ভয় পাও?"

বিধুভূষণ পথিকের কথা শুনিয়া হাস্য করিয়া কহিলেন, "ঠিক কথা, কিন্তু আমি তো ভয় পাই নাই। তোমার নাম কি?"

পথিক উত্তর করিল, "আমার নাম নীলকমল, বাড়ী রামনগর, কালাচাঁদ ঘোষের ছেলে আমি। আমরা দেবনাথ বোসের প্রজা।"

নীলকমলের বেশী কথা কহা একটা রোগ ছিল। বিধুভূষণ তাহার কথা শুনিয়া তাহার বুদ্ধির দৌড় টের পাইলেন। আরও অধিক কথা শুনিবার জন্য জিজ্ঞাসা করিলেন, "দেবনাথ বোস কে?"

নীলকমল বিস্ফারিত চক্ষে বিস্ময়ব্যঞ্জক স্বরে কহিল, "দেবনাথ বোস কে?" তাহার বিশ্বাস ছিল, দেবনাথের মতন ধনী আর দ্বিতীয় নাই।

বিধু। "হাঁ, দেবনাথ কে? আমি তো জানি না।"

নীল। "দেবনাথেরা আগে রাজা ছিল। বর্গীর হাঙ্গামে রাজত্বি যায়, কিন্তু এখনও তাঁরা খুব বড় মানুষ। তুমি তাঁদের নাম শোন নি, এ আশ্চর্য্য কথা!"

বিধু "হবে" বলিয়া চুপ করিলেন। নীলকমল অনেকক্ষণ হুঁকা টানিয়া, হুঁকাটির মুখ বাম হস্তে পরিষ্কার করিয়া দক্ষিণ হস্ত দ্বারা বিধুভূষণের দিকে ধারণ করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তোমরা আপনারা?"

বিধুভূষণ হাসিয়া কলিকাটি লইয়া কহিলেন. "আমরা ব্রাহ্মণ।"

বিধুভূষণ তামাক খাইতে খাইতে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কোথায় যাচ্ছ ?"

নীলকমল উত্তর করিল, "আর কোথায়, পয়সার চেষ্টায় ! দুঃখের কথা কি কবো ? আমরা তিন ভাই, আমার দাদার নাম কেষ্টকমল, আর ছোট ভাইয়ের নাম রামকমল। তারা কিছুই করে না। সকলেই আমি যা আন্‌বো তাই খাবে। একা মানুষ, জাত ব্যবসায়ে আর সংসার চালাতে না পেরে এখন বিদেশে বেরিয়েছি। দেখি বিদেশে টাকা আছে কি না।"

নীলকমলের কথা শুনিয়া বিধুর পক্ষে হাস্য সংবরণ করা অতি কষ্টকর হইল। কিন্তু নীলকমল দুঃখ করিয়া যাহা বলিতেছে, তাহাতে হাসা অনুচিত মনে করিয়া কহিলেন, "বিদেশে টাকা আছে কি না দেখ্‌তে চাও, কিন্তু দেখ্‌তে পাবে যে তার প্রমাণ কি ?"

নীলকমল দক্ষিণ হস্ত দ্বারা বেহালাটি উঠাইয়া বিধুভূষণকে দেখাইয়া কহিল, "গুণ ! গুণ না থাক্‌লে বলি ? ওস্তাদজীর আশীর্ব্বাদে আমার আর অন্নচিন্তা নাই। এখন বড়মানুষ হওয়াই বাকি।"

বিধু মনে করিলেন, হতেও পারে, নীলকমল একজন ভাল বেহালাদার, কিন্তু কথাবার্ত্তা শুনে তো তার কিছুই বোধ হয় না। একবার পরীক্ষা করা যাউক। পরে প্রকাশ্যে কহিলেন, "একবার বাজাও দেখি ?"

নীলকমল অবিলম্বে বেহালাটি খুলিয়া দুই চারি বার তার কাণমোড়া দিয়া বাজাইতে আরম্ভ করিল। মাথা এমনি দুলিতে লাগিল যে, বিধুর বোধ হইতে লাগিল নীলকমলের মৃগী রোগ

উপস্থিত হইল; চক্ষু ঘুরিতে লাগিল, এবং সর্ব্ব শরীর কাঁপিতে লাগিল। অতি কষ্টে হাস্য সংবরণ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি গাইতে পার?"

নীলকমল "হাঁ" বলিয়া বেহালার গৎ ছাড়িয়া দিয়া গান ধরিল এবং বেহালার সঙ্গে সঙ্গে নিজেও আরম্ভ করিল।

"পদ্ম-আঁখি আজ্ঞা দিলে পদ্মবনে আমি যাব।
আনিয়ে নীল পদ্ম সে নীল-পদ্ম-চরণ-পদ্মে দিব॥"

গান শুনা দূরে থাকুক, নীলকমলের হাবভাব মুখভঙ্গী দেখিয়া বিধু আর হাসি রাখিতে পারিলেন না। নীলকমল তদ্দর্শনে রাগত হইয়া গীতবাদ্য বন্ধ করিয়া কহিল, "দাদাঠাকুর বোলেছিল, 'নীলকমল বেণা বনে মুক্ত ছড়াইও না।' তোমরা এর কি বুঝ্‌বে? যদি ওস্তাদজী কি কালীনাথ দাদা হতো তবে তারা বুঝ্‌তে পারতো। ছেলে মানুষের মত হাস্‌লে হয় না। গোবিন্দ অধিকারী আমাকে দশ টাকা মাইনে দিতে চেয়েছিল, আমি যাইনি। কত খোসামোদ তবু না।"

প্রথম প্রথম নীলকমলের বেহালার হাত মন্দ ছিল না। গোবিন্দ অধিকারী মনে করিয়াছিল, ভাল শিক্ষা পাইলে নীলকমল ভাল হইতে পারে; এজন্য পাঁচ টাকা বেতন দিয়া নিজের সঙ্গে রাখিতে ইচ্ছা করিয়াছিল। নীলকমল তদবধি মনে করিল, সে একজন তান্‌সেন হইয়াছে। আর কাহাকেও তৃণজ্ঞান করিত না। যেসকল বোল শিখিয়াছিল, তাহার মধ্যে নিজের টিপ্পনি প্রবেশ করাইল, মাথা কাঁপান ধরিল, মুদ্রাদোষ সংগ্রহ করিল এবং অন্যান্য নানাকারণ-প্রযুক্ত অল্প দিনের মধ্যেই একজন অসহনীয় বাদ্যকর

হইয়া উঠিল। গোবিন্দ অধিকারী যে নীলকমলকে সঙ্গে রাখিতে চাহিয়াছিল, সেই নীলকমলের শনি হইল। নীলকমল তদবধি লেখাপড়াকে তুচ্ছ জ্ঞান করিতে লাগিল। "লেখা কি ?" নীলকমল কহিত, "কলম দিয়া আকর (অক্ষর) বের করা, আর বাজনা কাঠের ভেতর থেকে কথা বের করা। লেখা ইচ্ছা কল্লে সকলেই শিখ্‌তে পারে, কিন্তু বাজনা শিখ্‌তে মা সরস্বতীর বিশেষ করুণা চাই।" এই অবধি সে জাতীয় ব্যবসায় ত্যাগ করিল। পূর্ব্বে সন্ধ্যার পর একটু একটু বাজাইত, গোবিন্দ অধিকারীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হওয়া অবধি সমস্ত দিন বেহালা ভিন্ন আর কিছুই নীলকমলের হাতে দেখা যাইত না। কৃষ্ণকমল পাড়ার লোকের গাভী দোহন করিত এবং প্রতি গরুতে দুই আনা বেতন পাইত। যেদিন বেতনগুলি আনিয়া বাটী রাখিত, নীলকমল অবিলম্বে চুরি করিয়া লইয়া একটি নূতন বেহালা কিনিত। উপায়ান্তর না দেখিয়া কৃষ্ণ নীলকমলকে বাটী হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেয়। নীলকমল গমনকালে বলিয়া গেল, "তোরা মুড়ী মিছরী সমান দর কল্লি। কিন্তু আমি যে কত বড় একটা লোক, তোরা টের পেলি নে এই দুঃখ। ভাল আমি চল্লেম, ফিরে এলে তোরা যদি আমার দুয়ারে বসে কাঁদিস্ তবু একমুট অন্ন দেবো না।"

বিধুভূষণ নীলকমলকে সান্ত্বনা করিবার জন্য জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার বিবাহ হয়েছে নীলকমল ?"

নীলকমল অতি অহঙ্কার সত্ত্বেও মন্দ লোক ছিল না, এজন্য একটু হাসিয়া উত্তর করিল, "না, একটা সম্বন্ধ স্থির করে দিতে পার ?"

বিধু। "চেষ্টা না করলে কেমন করে বোলবো। কিন্তু আপাততঃ তুমি কোথায় যাচ্ছ ?"

নীল। "কলিকাতায় গোবিন্দ অধিকারীর কাছে যাচ্ছি। সে চার পাঁচ বছর হল, আমাকে দশ টাকা করে মাইনে দিতে চেয়েছিল। তার পর আমি কত শিখিছি। দু এক সময় ওস্তাদজীও আমার কাছে এখন লজ্জা পান। এখন বিশ টাকা না হয়, পোনর টাকা তো পাবই। তার পাঁচ টাকা খাব, আর দশ টাকা বাঁচাব। এক বৎসরের মধ্যেই বিয়ে করতে পারবো না ?"

বিধুভূষণ নীলকমলের প্রফুল্লতা দর্শন করিয়া প্রথমতঃ আহ্লাদিত হইলেন। মনে করিলেন, পাগলের মনে সদাই সুখ বলে, তা বড় মিথ্যা নয়। এর অবস্থা আমার মতনই দেখ্ছি, কেশার মধ্যে আমি যথার্থই ভাল বাজাইতে পারি, এ নির্জলা মূর্খ, তবু কলিকাতায় গেলেই ১৫৲ টাকা বেতন পাইবে, ইহার দৃঢ় বিশ্বাস আছে। হায়! আমি যদি এর মতন চিন্তাশূন্য হইতে পারিতাম। কিন্তু আবার এই ভাবিয়া দুঃখিত হইলেন। নীলকমল দেখিতেছি কখনই বাটীর বাহির হয় নাই। নৈরাশ্য কাহাকে বলে জানে না। ইহার যে চাকরি হইবে, এ স্বপ্নের অগোচর। যখন জানিতে পারিবে যে, চাকরি হইল না, তখন আর এর দুঃখের সীমা থাকিবে না।" ক্ষণকাল এই প্রকার চিন্তা করিয়া বিধুভূষণ জিজ্ঞাসা করিলেন, "নীলকমল, তুমি আর কখন বিদেশে গিয়াছিলে ?"

নীলকমল কহিল, "না"। বিধুভূষণ জিজ্ঞাসা করিলেন.

"তুমি কেমন করে তবে একা কলিকাতায় যাবে, কে রাস্তা বলে দেবে ?"

নীল। "রাস্তার লোক রাস্তা বলে দেবে। কাণের জল, জল দিলে বেরোয়।"

বিধুভূষণ মনে করিলেন, আমি একাকী, ইহাকে সঙ্গে লইলে হয়, কিন্তু নিজের খরচের অপ্রতুল, ইহাকে আবার খেতে দিতে হলে তো যাতে পাঁচ দিন চল্‌বে, তা দুদিনে শেষ হয়ে যাবে। কিয়ৎকাল ভাবিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "নীলকমল তুমি যে কলিকাতায় যাবে কিছু খরচপত্র এনেছ ?"

নীল। "খরচপত্রের মধ্যে এই বেহালা। সকলেই তো আর তোমার মতন বাজনা শুনে হাসে না। রাস্তায় যদি এক জন গুণী লোক পাই তো এক দণ্ডে পাঁচদিনের যোগাড় করে নিতে পার্‌বো। যে পদ্ম-আঁখির গানটা শুনে তুমি হাস্‌লে, কত লোক উই শুনে কেঁদেছে।"

বিধু। "আমি তো তোমার গানে হাসি নাই। তোমার মাথা নাড়া দেখে হাসি এলো।"

নীল। "যদি তুমি গান বাজনা জান্‌তে, তবে অমন কথা বোল্‌তে না। তালের সময় তাল না দিয়ে কি কেউ থাক্‌তে পারে ? গাইয়ে বাজিয়ে লোকের সঙ্গে দেখা হলে জিজ্ঞাসা করে দেখো।"

বিধু। "তা জিজ্ঞাসা করা যাবে। কিন্তু আমি আর এক কথা ভাবছি। আমিও কলিকাতায় যাচ্ছি। চল দুজনে একত্রে যাই।"

নীল। "তা হলে তো ভালই হয়; কিন্তু একটা বন্দোবস্ত আগে করা ভালো। আমি বাজিয়ে গেয়ে যেখানে যা পাব, তুমি তার ভাগ পাবে না।"

বিধুভূষণ সহজেই সম্মত হইলেন। অতঃপর নীলকমল গুণ্ গুণ্ করিয়া 'পদ্ম আঁখি আজ্ঞা দিলে,' গাইতে গাইতে, আর বিধুভূষণ ভবিষ্যতের বিষয় ভাবিতে ভাবিতে উভয়েই বৃক্ষমূল হইতে প্রস্থান করিলেন।

নীলকমল পদ্ম-আঁখির গানটা বড়ই ভাল বাসিত এবং এতই গাইত যে, যদি গানটি কোন জড়পদার্থ হইত, তবে পাষাণের মত কঠিন হইলেও ক্ষয় হইয়া যাইত।

দশম পরিচ্ছেদ।

প্রবাসে প্রথম রাত্রি।

সন্ধ্যাকালে নীলকমল ও বিধুভূষণ এক বাজারে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, এবং তথায় রাত্রিকালে অবস্থিতি করিতে পারেন, এমন একটু স্থান অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। যেখানে যান, সেই খানেই ঘর পূর্ণ দেখিতে পান। খালি আর নাই। অনুসন্ধান করিতে করিতে বাজারের একটু দূরে এক খানি ঘরে আলো জ্বলিতেছে দেখিতে পাইলেন। ঘরখানির সম্মুখে বৃহৎ বৃহৎ গোটা কতক আম্রবৃক্ষ, এজন্য সন্ধ্যার পর হঠাৎ সে ঘরখানি দেখিতে পাওয়া যায় না, ও পথিকেরা বাজারের মধ্যে স্থান পাইলে আর তথায় গমন করে না। বিধু ও নীলকমল তথায় গমন করিয়া দেখিলেন যে, সেখানেও দু এক জন পথিক আসিয়াছে। কিন্তু তথাপি আরও দু এক জন থাকিতে পারে এমন স্থান আছে।

মুদী ঘরে নাই। কিছু দূরে এক হাটে গিয়াছে, তাহার স্ত্রী দোকানের কার্য্য করিতেছে। বিধুভূষণ তাহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন ;—

"বাছা, এখানে দুজন লোকের থাক্‌বার যায়গা হবে ?"

মুদীর স্ত্রী জিজ্ঞাসা করিল, "কি লোক ?"

বিধুভূষণ উত্তর করিলেন, "একটি ব্রাহ্মণ, আর একটি শূদ্র।"

মুদীর স্ত্রী কহিল, "দুজন ব্রাহ্মণ হ'লে হতে পার্‌তো। দোকানে

আর দুটি ব্রাহ্মণ আছেন। এঁদের মধ্যে তো আর শূদ্র থাকতে পারবে না। কিন্তু যদি তোমার লোকটি ঐ গাছতলায় থাকে, তা হলে এখানে জায়গা হতে পারে।"

বিধু নীলকমলের দিকে চাহিয়া কহিলেন, "কি বল নীলকমল;" নীলকমল কহিল, "এই তো বারান্দায় জায়গা আছে, আমি ওখানে থাকতে পারবো না?"

মুদীর স্ত্রী। "ওখানে গরু থাকবে।"

নীল। "গরুটা কেন গাছতলায় রাখ না?"

মুদীর স্ত্রী। "গরুটা গাছতলায় রেখে তোমাকে ঘরে জায়গা দেব? তুমি আমার গুরুঠাকুর এলে আর কি? বিদেশে আসতে শিখেছ, গাছতলায় শুতে শেখনি?"

নীলকমল বড় অভিমানী ছিল, সুতরাং মুদীর স্ত্রীর কথা শুনিয়া সহজে তাহার রাগ হইল। বিধুকে সম্বোধন করিয়া কহিল, "চল, আমরা গাঁয়ের ভিতর গিয়া কোন খানে থাকি, এখানে থাকা হবে না।" বিধু পথশ্রান্তিতে কাতর ছিলেন, তিনি কহিলেন, "তুমি যাও, আমি এই খানেই থাকি।"

নীলকমল আরও ক্রুদ্ধ হইয়া কহিল, "থাক তবে আজও থাক কালও থাক। অমি এই বিদায়! আর তোমার সঙ্গে দেখা হবে না।" এই বলিয়া নীলকমল প্রস্থান করিল, বিধু ঘরে উঠিয়া বসিলেন।

নীলকমল কিয়দ্দূর গিয়া থামিল। তাহার বিশ্বাস ছিল, একটু রাগ করিয়া গেলেই বিধুভূষণ তাহাকে ডাকিবেন। বিধুরও ডাকিবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু নীলকমলের চরিত্র তাঁহার পূর্ব্বে

জানা ছিল. এজন্য তিনি নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়াছিলেন, ভাবিয়াছিলেন যে, নীলকমল আপনিই ফিরিয়া আসিবে। বস্তুতঃ তাহাই ঘটিল। নীলকমল ক্ষণকাল একস্থানে স্তম্ভিত হইয়া থাকিয়া ভাবিতে লাগিল, পুনর্ব্বার না ডাকিলে কি প্রকারে যাই। রাত্রি অন্ধকার, অন্য কোন ভয় না থাকিলেও যে, কেহ সে রাস্তায় চলিতে পারিত, তাহা নিতান্ত অসম্ভব। গ্রামের লোকেরই সে রাস্তা দিয়া বিনা আলোকে চলা দুঃসাধ্য। নীলকমল ভাবিয়া চিন্তিয়া দু এক পা করিয়া পুনর্ব্বার দোকানের উঠানে আসিয়া দাঁড়াইল। বিধুকে ডাকিয়া কহিল, "রাত্রিকালে তোমাকে একা ফেলে যাওয়া অন্যায়, তাই ভেবে আমি ফিরে এল্যাম। তুমি ঘরে থাক, করি কি, আমি গাছতলায় থাক্‌বো।" কিন্তু নীলকমলের মনে মনে এই রহিল যে, হয় উভয়েই গাছতলায় থাকিবে, নচেৎ সমস্ত রাত্রি গান করিয়া কাটাইয়া দিবে, অর্থাৎ কাহাকেও ঘুমাইতে দিবে না।

বিধুভূষণের বস্ত্রাদি তাদৃশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ছিল না, একথা পূর্ব্বেই উল্লেখ করা গিয়াছে। যে দোকানে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন, সেখানে তাহার পূর্ব্বে আর দুইটি ব্রাহ্মণ আসিয়াছিল, তাহাও বলা হইয়াছে। সে দুইটি ব্রাহ্মণের বস্ত্রাদি অতি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন; কথোপকথনে টের পাইলেন, তাহারা কলিকাতার কলেজে অধ্যয়ন করে। শীতের বন্ধের পর পুনর্ব্বার কলিকাতায় যাইতেছে। মুদীর স্ত্রী কায়মনোবাক্যে তাহাদের পাক শাক ইত্যাদির তদ্বির করিয়া দিতেছে। বিধুর কথা বড় শোনে না। দুবার তিনবার না চাহিলে, একটু তামাক কিম্বা জল দেয় না; কোথায় পাক করিবেন, জিজ্ঞাসা করায় উত্তর করিল, "ঐ খোস্তা

আছে, ঘরের ঐ কোণে একটা উনুন কাট, ঐ মাচার উপর হাঁড়ী আছে একটা নেও, ঐ বারান্দায় কাঠ আছে, এনে রাঁদাবাড়া কর।” এই বলিয়া মুদীর স্ত্রী অপর দুজন ব্রাহ্মণের জন্য হাঁড়ী, জল, কাঠ ইত্যাদি আনিয়া দিল।

মুদীর স্ত্রীর কথা শুনিয়া বিধুভূষণের সর্ব্বাঙ্গ রাগে জ্বলিয়া উঠিল। ক্রোধব্যঞ্জক কঠোর স্বরে কহিলেন, “আমি যদি সব করবো, তবে এখানে এসে আমার লাভ কি?”

মুদীর স্ত্রী মিষ্টি করিয়া কহিল, “এখানে কোন লাভ না হয়, যেখানে হয় সেই খানেই যাও। আমি তো তোমার বাড়ী থেকে ডেকে আন্‌তে যাই নি।”

বিধুভূষণ দেখিলেন, এ তাঁহার নিজের বাটী নহে। রাগ করিলে এখানে কেহই তাঁহার রাগ গ্রাহ্য করিবে না। মনের আগুন মনে রাখিয়া একটু কাষ্ঠ হাসি হাসিয়া রসিকতা ছলে কহিলেন, “অত চট্‌লে চল্‌বে কেন। এখন তুমি চট্‌লে আমরা দাঁড়াই কোথা?”

তাঁহার কথা শেষ হইতে না হইতেই মুদীর স্ত্রী তাঁহার রসিকতায় বিরক্ত হইয়া উত্তর করিল, “আর তোমার পিরীতে কাজ নাই, খোস্তা নিয়ে উনুন কেটে রেঁধে খেতে হয় খাও, না হয় এই বেলা জায়গা দেখ।”

বিধুর আর বরদাস্ত হইল না। ক্রুদ্ধ হইয়া উচ্চৈঃস্বরে কহিলেন, “তুই ভেবেছিস্ এই দোকান ছাড়া বুঝি আর দোকান নাই। চল্লাম তোর্ এখান থেকে।” এই বলিয়া ব্যস্ত হইয়া বাহির হইবেন, এমন সময় মুদী বাটী আসিল, এবং মাথার মোট

নামাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তোমরা কিসের গোলমাল কর্‌ছো ?" মুদীর স্ত্রী কহিল, "ঐ দেখ কোথাকার এক খর্দ্দের এসেছে, যেন নবাব আর কি, আপনার উনুন আপনি কেটে রেঁদে খেতে পার্‌বে না।"

মুদী বিধুর দিকে ফিরিয়া জিজ্ঞাসা করিল "তোমরা আপনারা ?" বিধু কহিলেন, "ব্রাহ্মণ।"

মুদী। "ব্রাহ্মণ, প্রণাম। আচ্ছা আমি উনুন কেটে দেব এখন। বোস ঠাকুর, বোস।"

বিধুভূষণ বসিলেন।

গোলমাল থামিলে নীলকমল বলিয়া উঠিল, "মুদীনীর আবার জাঁক দেখ। না দেয় জায়গা, না দেয় আসন, এখনি আমরা অন্য দোকানে যাব।" কিন্তু এ কথা পূর্ব্বে বলিতে ভরসা হয় নাই।

যে দুটি ব্রাহ্মণের জন্য মুদীর স্ত্রী এত ব্যস্ত সমস্ত হইয়া উদ্যোগ করিয়া দিতেছিল, তাঁহারা অল্পবয়স্ক ; ১৯।২০ বৎসরের বেশী নহে। উভয়েই ব্রাহ্ম। এই গোলযোগের সময় তাঁহারা উপাসনা করিতেছিলেন। অর্থাৎ একজন অতি মৃদুস্বরে ঈশ্বরের মহিমা কীর্ত্তন করিতেছিলেন। তাঁহার মুদ্রিত নেত্র হইতে অশ্রুধারা বহিতেছিল। আর একজন হেঁট মুণ্ডে একবার মুদিনীর দিকে সতৃষ্ণনয়নে, আর একবার নিজ সঙ্গীর দিকে সভয়নেত্রে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিতেছিলেন।

ব্রহ্মজ্ঞানরূপ স্বর্গীয় অগ্নি সকলেরই হৃদয়ে প্রচ্ছন্নভাবে নিহিত আছে বটে, কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, ব্রহ্মজ্ঞানীরা কেঁদে কেঁদে চক্ষের জল দ্বারা সে অগ্নিটুকু সত্বরই নির্ব্বাণ করিয়া ফেলেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে এই অগ্নি জ্বলিয়া উঠে; আড়াই বৎসর মিট্‌ মিট্‌ করিয়া জ্বলিয়া পরে চক্ষের জলে নিবিয়া যায়।

মুদীর প্রবেশমাত্রেই যে ব্রাহ্মটির চক্ষু বাতাসে বিলোড়িত দীপশিখার ন্যায় একবার এদিক একবার ওদিক যাইতেছিল, তিনি একাগ্রচিত্তে উপাসনায় মনোনিবেশ করিলেন। মুদী তাঁহাদিগকে তদবস্থ দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "এরা কারা?" তাহার সহধর্ম্মিণী উত্তর করিল, "এরা ব্রাহ্মণ, কলেজে পড়ে। এখন ওদের কিছু বোলো না, ওরা পরমেশ্বরের নাম করছে।"

মুদী বিস্মিত ও ক্রুদ্ধ হইয়া তাহার স্ত্রীকে কহিল, "ওদের আমার ঘরে কে জায়গা দিলে? ওরা ব্রাহ্মণ তোকে কে বোল্লে? দেখ্‌তে পাচ্ছিস্‌নে সব ধর্ম্মঘট কর্‌ছে? ওদের কি জাত আছে?" পরে ব্রাহ্মদ্বয়ের প্রতি, "ও গো আপনারা ব্রাহ্মণই হও, আর যাই হও, এখন ওটো। আমার ঘরে রান্নার জায়গা হবে না, আমি হিন্দু মানুষ, ধর্ম্মঘট টট্‌ কিছু বুঝিনে। ওটো, ওটো।"

মুদীর কথা শুনিয়া ব্রাহ্মদ্বয়ের ধ্যান ভঙ্গ হইল। নয়ন উন্মীলন করিয়া দেখেন সম্মুখে পাঁচ হাত লম্বা এক প্রকাণ্ড মুদীর মূর্ত্তি ক্রোধভরে তাঁহাদিগকে উঠিয়া যাইতে কহিতেছে। অন্ধকার রাত, অজ্ঞাত স্থান। কোথায় যান?

উভয়েই সকরুণ স্বরে কহিলেন, "আমরা ধর্ম্মঘট কর্‌ছি তোমাকে কে বল্লে? আমাদের কলেজের পড়া মুখস্ত করতে-ছিলাম।"

"পড়াই পড়, আর ধর্ম্মঘটই কর, আমার এখানে তোমাদের

জায়গা হবে না।" যে ব্রাহ্মটি উপাসনার সময় এদিকে ওদিকে চাহিয়া দেখিতেছিলেন, তাঁহার মনে হইল মুদীর রাগ যেন তাঁহারই উপর বেশী—কথা কহিবার সময় যেন তাঁহারই দিকে চাহিয়া কহিতেছে, এজন্য তিনি নয়নদ্বয় উত্তোলন করিলেন না। উভয়ের উঠিতে অনিচ্ছা দেখিয়া মুদী অগ্রে তাঁহারই হাত ধরিয়া কহিল, "আমি ভালর তরে বোল্‌ছি, এই বেলা ওটো, না ওটো যদি তবে একটা গোলযোগ হবে।" এই বলিয়া মুদী ঘরের কোণের দিকে চাহিল। কোণে একগাছি স্থূলকলেবরা তালযষ্টি ছিল।

ব্রাহ্মদ্বয় সেই দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন, এবং দ্বিতীয় কথাটি না কহিয়া গৃহ হইতে বাহিরে আসিলেন।

ঘর পরিষ্কার হইলে মুদী তাহার সহধর্ম্মিণীকে কহিল, "বড় ধূম, যেন বাড়ীতে কুটুম এসেছে, না? ওরা কে? তোর ভাই না কি, যে তুই দোকানের কাজ ফেলে, দুটো ভাল খর্দ্দের তাড়িয়ে ইষ্টিদেবতার মতন ওদের সেবা কচ্ছিস্?"

মুদীপত্নী চুপ করিয়া রহিল। বোধ হয়, তাহার সহিত কথা কহিবার সময়ও মুদী গৃহের কোণে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়াছিল।

এইরূপে সমস্ত গোলমাল চুকিয়া গেলে মুদী তামাক খাইতে আরম্ভ করিল, বিধু পাকশাকের চেষ্টা দেখিতে লাগিলেন ও নীলকমল গুণ গুণ করিয়া "পদ্ম-আঁখি আজ্ঞা দিলে" ধরিল। ব্রাহ্মদ্বয় আস্তে আস্তে স্থানান্তরে চলিয়া গেলেন।

ব্রাহ্মদ্বয় চলিয়া গেলে, নীলকমলেরও ঘরের মধ্যে স্থান হইল। বিধুভূষণ রন্ধন করিলেন। উভয়ে আহারাদি করিয়া শুইলেন।

বিধুভূষণ আর কখন বাটীর বাহির হন নাই। নূতন স্থান

ও বাটীর ভাবনা প্রযুক্ত তাঁহার ঘুম হইল না। নীলকমল শয্যায় শয়ন করিবামাত্রই নাসিকাধ্বনি করিয়া নিদ্রা যাইতে লাগিল। একে দোকান-ঘর, চারিদিকে খোলা, তাহাতে সম্মুখে কতকগুলা প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড গাছ, আবার রাত্রিকাল, সমুদয় নিস্তব্ধ। গাছের পাতার একটু একটু শব্দ হইলেই যেন দশগুণ হইয়া বিধুর কাণে প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। ঘরের মধ্যে ইন্দুরগুলা কিচ্ কিচ্ করিয়া এ কোণ ও কোণ করিতে লাগিল। চাম্‌চিকাগুলা উড়িতে আরম্ভ করিল। বিধুর কিঞ্চিৎ ভয়ের সঞ্চার হইল। "নীলকমল" "নীলকমল" করিয়া ডাকিতে ডাকিতে নীলকমল কহিল, "তুমি যে আমাকে বিরক্তই কল্লে!"

বিধুভূষণ কহিলেন, "নীলকমল, একবার তামাক খাও। অত ঘুমুচ্ছ কেন? বিদেশে বিশেষ রাস্তায় বেশী ঘুমান ভালো নয়।"

"বিদেশে রাস্তায় অত ঘুমান ভাল নয়। কেন মন্দই বা কি? আমার কি আছে যে চোরে নিয়ে যাবে?"

বিধু কহিলেন, "তা নয় নীলকমল। আমিও বিদেশে এসেছি। কিন্তু তোমার একটা গুণ আছে, অনায়াসে দুটাকা করতে পারবে, কিন্তু আমার তো কোন গুণ নাই। যদি তুমি বেহালাটা আমাকে শেখাও, তোমার কাছে চিরকাল কেনা রব।"

নীলকমল বেহালা ও গানের নামে জল হইয়া যাইত। প্রফুল্লচিত্তে কহিল, "হাঁ শেখাব, তার ভাবনা কি? আজ কি আরম্ভ করবো?"

"শুভস্য শীঘ্রং"। বিধুভূষণ কহিলেন, "যা শেখা উচিত, এখন আরম্ভ করাই ভালো।"

নীলকমল বেহালাটি লইয়া দুই চারিবার তাহার কাণ মোড়া দিয়া আরম্ভ করিল। কহিল, "আমি যেমন বাজাই ও গাই, তুমি আগে স্থির হয়ে শোন; পরে তুমি শিখ্‌তে পার্‌বে।" এই বলিয়া নীলকমল "পদ্ম-আঁখি" ইত্যাদি আরম্ভ করিল, বিধুভূষণ ঘুমাইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন।